"আমরা যখন বাড়ী ... ধ্যে আসিতেছিলাম, তখন যে দুটি লোক ... হির হইয়া গেল, তা ... নয় ত!"

"অসম্ভব! তা ... উভয়েই যে পুরুষ। আমরা বাড়ী আসিবার অনেক ... পূর্বেই তাহারা ... ইয়াছে। এখন তাহাদের অনুসরণ করা বৃথা।"

"কিন্তু স্ত্রী ... কটী এ অবস্থায় কি হাঁটিয়া যাইতে পারিয়াছে?"

"গাড়ী করিয়া গিয়াছে। ইহারা সাধারণ চোর নয়। এ বাড়ীর ... কলের গতিবিধি, রীতিনীতি নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপ জানে। দিন, ক্ষণ ... তাহারা ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, ইহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। আজ জ্যাঠামহাশয় ভোজ দিতেছেন, চাকরেরা শশব্যস্ত থাকিবে, দ্বারবান্‌ও তাহা- ... দিগকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইবে না। আফিসঘরে যে শুইয়া থাকে, ... সেও রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে না, তাহাও তাহারা জানে।"

"আমার মনে হয়, বাড়ীর কোন লোক হয় ত ইহাদের সাহায্য ... রিয়াছে। হয় ত এখনও চোর বাড়ীর কোথাও লুকাইয়া আছে। ম*সিয়ে ... রজারস্‌কে এখনই সব বলা উচিত।"

"সেটা কি তুমি উচিত মনে কর?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমার কিন্তু মত নয়। তোমার যেমন ইচ্ছা, অবশ্য করিতে পার। ... মি কিন্তু জ্যেঠামহাশয়কে এ ঘটনার কথা মোটেই জানাইতাম না।"

"কি বল্‌ছ তুমি? তুমি কি আমায় এ কথা গোপন করিতে পরামর্শ ... ও? হয় ত আবার কালই এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। এই সিন্দুকের ... রিত্ব সম্পূর্ণ আমার, সে কথা হয় ত তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।"

"তোমার দায়িত্ব আছে বলিয়াই আমি তোমায় নিষেধ করিতেছি। ... সময়ে জ্যেঠামহাশয় ন্যায়পথে চলেন না। হয় ত এই অসাবধানতার ... তোমাকেই দায়ী করিবেন। অবশ্য, দিবারাত্রি যে তুমি যক্ষের মত

তাঁহার ধনাগার রক্ষা করিবে, এরূপ আশা তাঁর পক্ষে অন্যায় ; তবু তোমারই ঘাড়ে দোষ পড়িবে।"

"তা পড়ুক, কিন্তু তাই বলিয়া আমি বড় ঘটনা করিয়া রাখিতে পারিব না। চোরের সাহস তাহাতে যাইবে।"

"তুমি কি মনে করিতেছ, ফরাসী পুলিস তাহাদিগকে ধরিতে পা কখনই নয়। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আন্দোলন হইবে। লোকে মুখে ছিন্নহস্তের কথা আন্দোলিত হইবে। তখন অপরাধীরা আত্ম করিবার অধিক সুবিধা পাইবে। আমার কথা বিশ্বাস কর, পুলিস দিগকে কোনও মতেই ধরিতে পারিবে না।"

"তোমার কি মনে হয়, তুমি বিনা সাহায্যে তাহাদিগকে পারিবে ?"

"নিশ্চয়। কিন্তু আমরা উভয় ব্যতীত এই ঘটনার কথা ব্যক্তির কর্ণগোচর করা হইবে না।"

"কিন্তু এই হাতখানা—"

"ওখানা অবশ্য এখানে রাখিয়া যাইব না। তুমি দরজাটা বন্ধ দাও।"

ভিগ্‌নরী প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কি ম্যাক্সিমের অবহেলা করিতে পারিলেন না। ম্যাক্সিমের আশঙ্কার কোনও কারণ না। তিনি বুদ্ধিমান্, সাহসী ও ভর্জারসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভিগ্‌নরী কেরাণীমাত্র। সুতরাং তিনি ম্যাক্সিমের আদেশানুসারে দ্বার বন্ধ দিলেন।

"এখন সিন্দুকের চাবী খুলিবার কৌশলটা আমায় দাও।"

"সে খুব সহজ। সিন্দুকের তালার উপর যে বোতামটা দেখিতেছ, তে অনেকগুলি অক্ষর আছে। ঐ অক্ষরগুলি লইয়া একটি নাম য়া লইতে হয়। আমাদের একটি নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক নাম্ আছে। অক্ষরগুলি সাজাইয়া সেই নামটা সন্নিবেশিত হইলে, চাবী দ্বারা ডালা খুলিতে হয়। যদি নামটি ঠিক না হয়, তাহা হইলে ডালা কিছুতেই খোলা যাইবে না। সিন্দুকটির দুটি চাবী আছে। একটি তোমার জ্যেঠামহাশয়ের কাছে থাকে, আর একটি আমার কাছে আছে। সিন্দুকটিকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য আমরা আর একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। চাবী বন্ধ করিবার সময় প্রত্যহ আমি একটা কল টিপিয়া রাখিয়া যাই। যদি কেহ চাবী সংগ্রহ করিয়াও সিন্দুক খুলিতে আসে, সে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে। আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিলে। আবার সকালে আসিয়া আগে কলটি ঘুরাইয়া দেই, তার পর ডালা খুলি।"

"আচ্ছা, এখন আলোটা ধর। আমি একবার সিন্দুকটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব। অক্ষরগুলা কি বলে, দেখা যাক। প্রথম অক্ষর 'এম্'; দ্বিতীয় 'আই'; তৃতীয় অক্ষর 'ডি'; চতুর্থ 'এ'; পঞ্চম অক্ষর 'এস'। মোট কথাটা হইতেছে 'মিডাস'। ইহাই কি তোমাদের সাঙ্কেতিক শব্দ?"

"হাঁ।"

"তাহা হইলে আজিই নামটা বদলাইয়া ফেল। চোর উহা বুঝিতে পারিয়াছে। এখন হাতখানা পরীক্ষা করা যাক্। এ হাত রাণীর যোগ্য। এখানি দেখিতেছি বাম করপদ্ম। এখন হইতে রমণী বামহস্তহীনা। চাবীটা খুলিয়া ফেল ত ভাই!"

ভিগ্‌নরী বন্ধুর কথামত স্প্রিং টিপিয়া ডালা খুলিয়া ফেলিলেন। অমনই ছিন্নহস্ত ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে বলিলেন—"এ কি! একখানা ব্রেস্‌লেটও হাতে

ছিল, দেখিতেছি। আমি ঠিক ভাবিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই নূতন বি-কার করা যাইবে।"

সত্যই একখানি সুন্দর মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ ব্রেস্‌লেট। চমৎকার বৃহদাকার রক্তরঞ্জিত হীরক উজ্জ্বলালোকে ঝলসিয়া উঠি ম্যাক্সিম প্রশান্তভাবে হাতখানি তুলিয়া লইলেন।

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "এ সব ঘটনা যেন আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।"

"কিছু স্বপ্ন নয়। সব সত্য। আমি যাহা ভাবিয়াছি, তাহাই ঠিক বিচারালয়ে নীত হইবার আশঙ্কায় যে রমণী নিজ হস্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে সে নিশ্চয়ই বড়ঘরাণা। সাধারণ চোর হইলে সে ধরা দিত, তথাপি একটি অঙ্গুলির অগ্রভাগের মায়াও ত্যাগ করিতে পারিত না। আমাদের আজিকার এই ঘটনার নায়িকা সাধারণ রমণী নহেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বাড়ীর কোনও কোনও লোক তাঁহার সহকারী। কারণ, চোর সিন্দুক খুলিবার সাঙ্কেতিক শব্দটিও অবগত আছে।"

"কিন্তু তোমার জ্যেঠামহাশয় ও আমি ব্যতীত ঐ নামটি আর কেহ যে জানে না! বিশেষতঃ, এক নাম আমি অধিক দিন ব্যবহার করি না। প্রায়ই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। আজই বিকালে নামটি আমি বদলা-ইয়াছি। আমি তখন একা আফিসে ছিলাম। তোমার জ্যেঠামহাশয় আসিলে আমি তাঁহাকে পঞ্চাক্ষরবিশিষ্ট একটি নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "মিডাস"। আমাদের কথোপকথন কেহ শুনিতে পাই-য়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যদি প্রাচীরেরও কর্ণ থাকে, তা হ'লে বলিতে পারি না! তোমার জ্যেঠামহাশয়ও এই নাম-পরিবর্ত্তনের কথা নিশ্চয়ই কাহাকেও বলেন নাই। আর আমি ত বলিই নাই।"

"কিন্তু চোর ত তোমাদের সাঙ্কেতিক শব্দ জানে, দেখিতেছি। নিশ্চয়ই

কেহ না কেহ এ কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। রমণী আর সব সন্ধানই রাখে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি, কেবল তোমার লোহসিন্দুকে যে ফাঁদ পাতা আছে, তাহা জানিত না। তাহা হইলে অমন করিয়া তাহার হাতখানি যাইত না।"

আফিসের কোন কেরাণীও উহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত নয়। উহা এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে,বাহির হইতে কোনও ক্রমেই কিছু বোঝা যায় না।

"এ ঘরে বোধ হয় সকলে আসিতে পারে না? কেমন?"

"নিশ্চয়ই নয়। আমার দুই জন সহকারী, তিন জন সরকার, আর চৌকীদার মাণিকস ছাড়া এ ঘরে কেহই আসিতে পারে না। মালিকস রাত্রে আফিসঘরে শুইয়া থাকে।"

"কিন্তু একজনের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে দিন জ্যেঠামহাশয় যে বালকটীকে আশ্রয় দিয়াছেন, সে এ ঘরে আসে কি?"

"সে এ দিক্ মাড়ায়ও না। আপিসঘরের বাহিরে থাকিতে আমি তাহাকে আদেশ দিয়াছি; কিন্তু সে বেশীর ভাগ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আফিস বন্ধ হইবামাত্রই সে বাড়ী চলিয়া যায়।"

"এ বাড়ীতে সে থাকে না?"

"না, সে তাহার মার কাছে থাকে। ছেলেটীর বয়স বার কি তের হইবে, কিন্তু ছোঁড়া ভারী চালাক।"

"আমি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

"তুমি নিজেই এ ব্যাপারের অনুসন্ধানের ভার লইতেছ? কাহারও সাহায্য না লইয়া তুমি এ রহস্যের উদ্ভেদ করিবে নাকি? এ তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা! বিশেষতঃ তোমার জ্যেঠামহাশয় যদি ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার উপর ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন।"

"তিনি কখনই জানিতে পারিবেন না। আর যদিই বা পারেন, তখন সমস্ত দায়িত্ব আমি লইব। তোমার কোনও ভয় নাই।

"তিনি ঠিক ধরিয়া ফেলিবেন ; এই রক্ত, ছিন্নহস্ত, ব্রেস্‌লেট, এ সব দেখিয়া কি তাঁহার সন্দেহ হইবে না ?"

"রক্ত আমি এখনই ধুইয়া ফেলিতেছি। ছিন্নহস্তটি এখনই সীন নদে ফেলিয়া দিয়া আসিব। আরকে ভিজাইয়া হাতটি রাখিবার সাহস আমার নাই। আর ব্রেস্‌লেট—উহা আমার কাছেই রাখিব। যত দিন উহার সুন্দরী অধিকারিণীর সাক্ষাৎ না পাই, তত দিন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। তুমি ভাবিতেছ, আমি কখনও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না ? না ভাই, নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই। এই ব্রেস্‌লেট ফরাসী দেশে নির্ম্মিত নহে। নির্ম্মাণকৌশলেই তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। ব্রেস্‌লেট-ধারিণী নিশ্চয়ই বিদেশিনী,—আমরা যে সম্প্রদায়ে মিশিয়া থাকি, চোর রমণী সেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। আমার হাতে কোনও কাজ নাই। এবার চোর ধরিবার কাজে লাগিব। আমি নিষ্কর্ম্মা বলিয়া জ্যেঠামহাশয় আমায় কত তিরস্কার করেন। চোর ধরিতে পারিলে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব।"

"চোর ধরিয়া তোমার কি আনন্দ, কি লাভ ?"

"আনন্দ ? এমন আনন্দ আর কিছুতেই নাই। কঠোর সমস্যা সমাধানেই আমার আনন্দ। বাল্যকাল হইতেই ডিটেক্‌টিভের কার্য আমার প্রীতিপ্রদ। কিন্তু মাতাপিতার জন্যই আমি এ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারি নাই। এখন যখন সুযোগ পাইয়াছি, তখন আর ছাড়িব না।

"আমি কিন্তু তোমার কোনও সাহায্য করিতে পারিব না।"

"তোমার সাহায্য আমি চাই না। শুধু তুমি ঘটনা গুপ্ত রাখিও, প্রকাশ করিও না।"

"কিন্তু আবার যদি চোর চুরি করিতে আসে!"

"প্রতিবারই একটা করিয়া অঙ্গ রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি তাহার হইবে না। তুমিও সতর্ক হও। সাঙ্কেতিক নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "এখনই করিতেছি।" সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ভিগ্‌নরী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণমুদ্রা, নোটের তাড়া প্রভৃতি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। একটা সুন্দর ষ্টীলের গহনার বাক্স দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া ম্যাক্সিম বলিলেন "ওটা কি হে?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "উহার মধ্যে আমাদের একজন মহাধনী খাতকের মূল্যবান্ দলীল ও পারিবারিক কাগজপত্রাদি আছে। এইবার নামটি বদলাইয়া ফেলা যাক্। একটা নাম ঠিক করিয়া বল ত?"

"পাঁচ অক্ষরের নাম ত? আচ্ছা, আমার ভগিনী এলিসের নামটাই নাও। কিন্তু জ্যেঠামহাশয়কে বলিও না। তিনি হয় ত মনে করিতে পারেন, তুমি তাঁহার কন্যার প্রেমে পড়িয়াছ।"

জুল্‌স বলিলেন, "তুমি কি যে বল! তোমার জ্যেঠামহাশয় জানেন যে, আমি কখনই তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের দুরাকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

"ও কথা ছাড়িয়া দাও। আমি সে জন্য বলিতেছি না। যদি দৈবাৎ এই সাঙ্কেতিক শব্দের পরিবর্ত্তনের বিষয় জ্যেঠামহাশয় জানিতে পারিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তুমি এই ঘটনার কথা পাছে প্রকাশ করিয়া ফেল, তাই তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম।"

ভিগ্‌নরী ভাবিলেন, ম্যাক্সিমের কথা ঠিক। তৎপরে রক্ত ধৌত করিয়া ছিন্ন হস্তটি একখানি পুরাতন সংবাদপত্রে মুড়িয়া লইয়া ম্যাক্সিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রেস্‌লেট ও ছিন্ন-হস্ত পকেটে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এখন চল, আমরা যে এখানে আসিয়াছিলাম, কাহাকেও তাহা জানিতে দেওয়া হইবে না। আলোটা নিভাইয়া দাও।"

উভয়ে সন্তর্পণে গৃহ ত্যাগ করিলেন। রাজপথে আসিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "যদি জ্যেঠামহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, 'কা'ল কোথায় ছিলে?' বলিও আমি ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই তুমি হোটেল হইতে আমাকে বাসায় রাখিয়া আসিতে গিয়াছিলে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ম'সিয়ে ভর্‌জারস দরিদ্রের সন্তান ; কিন্তু অধ্যবসায়বলে তিনি মেষপালক হইতে ক্রমশঃ অবস্থার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। সংসারে কন্যা এলিস্ ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্র ম্যাক্সিম পিতৃব্য-ভবনে থাকিতেন না। তিনি স্বেচ্ছামত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। বৃদ্ধ ভর্‌জারস বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাক্সিম কাহারও উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি পিতৃপরিত্যক্ত অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়, ক্লব ও থিয়েটারে তিনি জলের মত অর্থব্যয় করিতেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় হিসাবী ও মিতাচারী না হইলেও, ম্যাক্সিম্ সাহসী, সরল ও সত্যবাদী। প্রতারণা, ছলনা প্রভৃতি নীচতা তাঁহার চরিত্রে আদৌ লক্ষিত হইত না।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর দিবস প্রভাতে পিতা ও পুত্রী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে বিষাদের লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। উভয়েরই আননে প্রসন্ন পবিত্রতা। এলিসের মনে হইতেছিল, তাঁহার চারি পার্শ্বে পৃথিবী আজ কি আলোক, কি সুধা বর্ষণ করিতেছে! তাঁহার জীবনাকাশে কোন দিন এতটুকু মেঘের সঞ্চার হয় নাই। স্বচ্ছ ও নির্ম্মল উৎসের ন্যায় তাঁহার জীবনপ্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে উৎসারিত হইতেছিল। যুবতীর সুনীল আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলে প্রীতি ও স্নেহ উছলিয়া উঠিতেছিল।

মৃণালধবল বাহুলতায় পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া যুবতী তাঁহার ম্লান গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

পিতা বলিলেন, "মা, তুই কি দাঁড়াইয়াই থাকিবি? ঐ চেয়ারে ব'স্। এখন ত আর তুই ছেলেমানুষটি ন'স্, উনিশ বৎসর পার হয়ে গেছে!"

"হাঁ বাবা, সত্যই আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তোমার কোলে বসিতে যাইতেছিলাম।"

"কি বোকা মেয়ে!"

"বাবা, আমি মনে করিলে খুব গম্ভীর ও শিষ্ট শান্ত হইতে পারি।"

"এত বুদ্ধি হয়েছে? তোর যে এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, তা ভুলে গেছিস?"

এলিস্ এবার পিতার কথায় উত্তর করিলেন না। পিতার সম্মুখের আসনে বসিয়া তিনি অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমগুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ অপাঙ্গে কন্যার মুখপানে চাহিলেন। সুন্দরীর আননে লজ্জার আরক্তিম আভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতা সহাস্যে বলিলেন, "এখন বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে, চিরকুমারী হইয়া থাকিলে ত চলিবে না।"

নত নয়ন না তুলিয়াই এলিস্ বলিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

"আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কে তোকে বলিতেছে? জামাতাকে কি প্যারী নগরী ছাড়িয়া তোমায় অন্যত্র লইয়া যাইতে দিব? এমন জামাই আমি নির্ব্বাচিত করিব না।"

"আমারও তাই বিশ্বাস, বাবা!"

কৌতুক দেখিবার জন্য মঁসিয়ে ভর্‌জারস বলিলেন, "অনেকের ইচ্ছা, তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। একজন রুস ধনী সে দিন আমার কাছে এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।"

"কেন আমায় বিদ্রূপ ক'রছ বাবা !"

"ঠাট্টা নয় মা, আমি ঠিক কথাই ব'লেছি। কর্ণেল বোরিসফ্ খুব ধনী। সে দিন তিনি পনর লক্ষ টাকা আমার ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। খুব সম্ভ্রান্ত বংশ, যুবা বয়স। চেহারাও সুন্দর। তোর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। তোর মত হইলে তিনি এখনই তোকে বিবাহ করিতে সম্মত।"

"যদি তুমি ইহাতে মত দাও, তা হ'লে বাবা, আমি কখনই বাঁচিব না।"

হাসিতে হাসিতে পিতা বলিলেন, "সত্য বল্‌ছিস্ মা ? আচ্ছা, তা হ'লে আমারও এ বিবাহে মত নাই। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনও কাজ করিব না। আমার ইচ্ছা নয়, তুই আমায় ছেড়ে বিদেশে যা'স্। তা আমি হ'তে দেব না।"

গ্রীবা উন্নত করিয়া এলিস্ বলিলেন, "ধন্যবাদ, বাবা !"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বিবাহের কোনও প্রস্তাব আসিলে আমি আমার সর্ত্তের কথা বলিব। এই বৃহৎ অট্টালিকায় আমার কন্যা জামাতার যথেষ্ট স্থান সংকুলান হইবে।"

"আঃ ! সে ত সুখের হবে, বাবা !"

"তা হ'লে তোর বিবাহে আর কোনও আপত্তি নাই ?"

"সে কথা—"

"হাঁ, বুঝিয়াছি, যদি পাত্র মনোমত হয়। আচ্ছা, তোর কি রকম পছন্দ বল্ ত ! আমি এক রকম মনে মনে ঠিক ক'রে রাখিয়াছি। দেখি, তোর সঙ্গে মেলে কি না। পাত্রটি যুবক হইবে—কেমন ?"

"বেশী অল্পবয়স্ক নয়।"

"হাঁ, এই পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে বয়স। কেমন, ঠিক ? আচ্ছা, বেশ। আমারও ঐরূপ অভিপ্রায়। পাত্রটি দেখিতে সুপুরুষ হইবে।"

"ভদ্রলোকের মত চেহারা হইলেই চলিবে, বাবা; তাহাতেই আমি তৃপ্ত হইব। বুদ্ধিমান্ ও দয়ার্দ্রচেতা হওয়া চাই।"

"এ পর্য্যন্ত তোর সঙ্গে আমার মতের খুব মিল আছে। এখন আর্থিক অবস্থা।"

"খুব ধনবান্ হউক, এমন আমি চাহি না।"

"আমারও তাই মত। তবে ধনোপার্জ্জনের শক্তি তাহার থাকা দরকার।"

"তোমার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিতেছি না, বাবা!"

"শোন্, মা, আমি ব'ল্‌ছি। তোর জননীকে যখন আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এক পয়সাও ছিল না। তিনি বিবাহে অনেক অর্থ যৌতুক পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী শ্রমসহিষ্ণু ও পরিণামে স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে তিনি ভুল করেন নাই।"

"তুমি কি মনে কর, বাবা, আমি কোনও অলস অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করিব?"

"না, আমার রক্ত যখন তোর শিরায় শিরায় বহিতেছে, তখন এমন বোকা তোকে আমি মনে করি না। আচ্ছা, আমার অধীন কোনও কর্ম্মচারী যদি তোর পাণিগ্রহণ করে, তাতে তোর কোনও আপত্তি নাই? ভবিষ্যতে সে আমার ব্যবসায়ের অংশী হইতে পারিবে।"

এলিস অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তার চেয়ে সুখী আমি আর কিছুতেই হইব না।"

বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার ঈষৎহাস্তে বলিলেন, "একটি পাত্র আমার সন্ধানে আছে, দেখিতেছি; তাহাতে তোর ও আমার কাহারও অমত নাই। আমি তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি এবং ভালবাসি। সে ভবিষ্যতে উন্নতি করিবে। তাহার নাম বলিব কি?"

আনন্দ সংবরণ করিতে না পারিয়া যুবতী সোৎসাহে বলিলেন, "রবার্ট! তোমার সেক্রেটারী ম'সিয়ে রবার্ট কারনোয়েল!"

ভ্রূকুটী করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কি! তুই কি মনে ভাবিয়াছিস, আমি কারনোয়েলের কথা বলিতেছি?"

এলিসের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নতদৃষ্টিতে নীরবে সে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। ম'সিয়ে ভরজারসের আননেও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকটিত হইল। কঠোরস্বরে তিনি বলিলেন, "তুমি কিসে বুঝিলে, আমি রবার্টের কথা বলিতেছিলাম?"

"তিনি কি তোমার কর্ম্মচারী নন? তুমি কি পূর্ব্বে আমায় বল নাই যে, তিনি তোমার বিশেষ বিশ্বাসভাজন? বিবাহের পূর্ব্বে তুমি যেমন দরিদ্র, পরিশ্রমী ও অভিমানী ছিলে, তাঁহার অবস্থাও কি সেইরূপ নহে?"

উপেক্ষাভরে পিতা বলিলেন, "হাঁ ম'সিয়ে কারনোয়েলের এ সকল গুণ আছে, স্বীকার করি। কিন্তু তুমি কিসে বুঝিলে, আমি তাহাকে আমার ব্যবসায়ের অংশী ও জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি?"

এলিস্ বলিলেন, "কন্যার সুখের বিষয় লইয়া যে তুমি বিদ্রূপ করিবে, আমিই বা জানিব কি প্রকারে?"

"আমি উপহাস করি নাই।"

"তুমি তা হ'লে অন্তরের সহিত বলিতেছিলে; কিন্তু তোমার লক্ষ্য কাহার উপর?"

"সে আর একটি লোক। এখন আমার কথা শোন। কারনোয়েলকে আমি কি অবস্থায় আমার আশ্রয়ে আনিয়াছিলাম, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তাহার পিতা জুয়াখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হয়। তাহাকে

সামান্য বেতনের একটা চাকরী দিলাম। সে সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিল। সে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। অভিজাত-সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ। কিন্তু রবার্ট যেরূপ পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহাতে আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। আমি নানা প্রকারে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সে পরম বিশ্বাসভাজন ও পরিশ্রমী। কিন্তু আমি তাহার উন্নতিকল্পে যত সাহায্যই করি না কেন, সে কোনও কালে ভাল ব্যবসায়ী হইতে পারিবে না।”

যুবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, “কেন, বাবা?”

“অভিজাত-বংশে তাহার জন্ম। চিরকাল আভিজাত্যগর্ব্ব তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে। বাণিজ্য বা ব্যবসায়বুদ্ধি বংশগত। আমার মধ্যে উহা আছে; কারণ আমি, সাধারণ মানুষ। দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যেই আমি লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। অনাহারে শীতে কত কষ্টই না আমি পাইয়াছি! কিন্তু রবার্ট বিলাসেই লালিত পালিত হইয়াছে। সম্প্রতি সে অর্থের মহিমা বুঝিতে শিখিয়াছে মাত্র!”

“সংসারে উন্নতিলাভ করিবার জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কি তাঁহার গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না?”

“সে কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু শুধু গুণ থাকিলেই ধনবান্ হওয়া যায় না। তাহার অন্তঃকরণ মহৎ, ব্যবহার দোষশূন্য। আমি তাহাকে আমার অন্তঃপুরে অনায়াসে যাতায়াত করিতে দিতে পারি। অন্যান্য বিষয়েও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু আমার ব্যবসায়ের পরিচালনে আমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না! অবশ্য তাহার সাধুতায় আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই; কিন্তু সে যে বংশের সন্তান, সে বংশে ব্যবসায়বুদ্ধি থাকিতে পারে না।”

এলিস্ আর উত্তর করিলেন না। প্রবাহিতপ্রায় অশ্রুস্রোত রুদ্ধ

করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ম'সিয়ে ভর্‌জারসও কন্যার ভাবান্তরদর্শনে বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার ক্ষুধা আজ কোথায় গেল? আজ কিছুই খাইতেছ না কেন? অসুখ ক'রেছে?"

"না ; আজ আমার ক্ষুধা নাই!"

"সে আমারই দোষ, মা, বিবাহের কথা না তুলিলেই হইত। এখন তাড়াতাড়ি ত নাই। যাক্, ও কথা আর তুলিব না। একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি, মা। কোনও বনেদী বংশে তোমার বিবাহ হইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। আমরা যে অবস্থার লোক, তাহার ঊর্দ্ধে আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। এটী আমার কুসংস্কার হইতে পারে। কিন্তু কি করিব, মা, এখন বুড়া হইয়াছি ; এ বয়সে সে দোষ আর সংশোধিত হইবার নহে। ব্যবসায় বুদ্ধিবিশিষ্ট, ব্যবসায়িশ্রেণীর কোনও যুবক আমার জামাতা হন, ইহাই আমার মনের ইচ্ছা। আমি কৃষকপুত্র রবার্ট মার্কুইসের সন্তান। তাহাতে ও আমাতে সামাজিক ব্যবধান অনেক বেশী। এ বিষয়ে আমি আর কখনও আলোচনা করিব না। এখন মা আমার, তুমি প্রসন্নচিত্তে, হাসিমুখে এই আঙ্গুরগুলি খাও। শুধু তোমার জন্য অনেক দূর হইতে আনাইয়াছি।"

এলিস্ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বুক ভাঙ্গিয়া ক্রন্দন যেন বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। রবার্ট কার্নোয়েল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোনও গুরুতর কারণ না থাকিলে তিনি পিতাপুত্রীর কথোপকথনে বাধা জন্মাইতে আসিতেন না। এলিস্‌কে অভিনন্দন করিয়া তিনি ভর্‌জারসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এলিস্, প্রেমাস্পদের দিকে একবার চাহিলেন মাত্র। দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "সব শেষ ; আর আশা নাই!"

যুবকের মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মুহূর্তমাত্র স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ স্নেহশূন্যস্বরে বলিলেন, "কি সংবাদ, মঁসিয়ে?"

অন্য সময় তিনি যুবককে বরার্ট বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। 'মঁসিয়ে' সম্ভাষণে যুবক চমকিয়া উঠিলেন! তিনি বুঝিলেন, কিছু ঘটিয়াছে।

আবেগ দমন করিয়া বরার্ট বলিলেন, "কর্ণেল বোরিসফ এসেছেন।"

"আমি এখন কাজে ব্যস্ত আছি, তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন।"

"আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি এখনই আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য এরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, আমি অগত্যা আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছি।"

ভর্‌জারস বুঝিলেন, বরার্টকে অতটা উগ্রভাবে কথা বলা সঙ্গত হয় নাই। তখন সস্নেহে কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর, কর্ণেল বোরিসফ্‌ এ সময়ে আমায় বিরক্ত করায় তোমার কোনও দোষ নাই। আচ্ছা, বল গে, আমি এখনই যাইতেছি।"

যুবক অভিবাদনানন্তর প্রস্থান করিলেন।

মঁসিয়ে ভর্‌জারস কন্যার ললাটতলে স্নেহভরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা, মলিনমুখে থাকিও না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার বাবা শুধু তোমার মঙ্গলের,—তোমার সুখেরই কামনা করেন, তাঁহার অন্য কোনও অভিসন্ধি নাই!"

আবেগে এলিসের কণ্ঠ শুষ্ক হইল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধ তখন আপনা-আপনি বলিলেন, "আজ বিবাহের প্রসঙ্গ উঠাতেই এলিসের গুপ্ত প্রেমের কথা জানিতে পারিলাম। ভালই হইয়াছে, গোড়া-

তেই তাহার এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। বিলম্বে জানিতে পারিলে পরিণাম শোচনীয় হইত। যাক্, ভালই হইয়াছে।”

মঁসিয়ে ভর্‌জারস তখন স্বীয় আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। উহারই পার্শ্বস্থ কক্ষে রবার্ট কাজ করেন। মধ্যে একটা কাপড়ের পর্দামাত্র ব্যবধান। ভর্‌জারস রবার্টকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। ব্যবসায়ের কোনও গুপ্ত কথা তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে না, এ বিশ্বাস বৃদ্ধের বিলক্ষণ ছিল।

যুবক স্বীয় আসনে বসিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় মঁসিয়ে ভর্‌জারস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ণেল বোরিসফ্ সেই ঘরেই তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, “নমস্কার মহাশয়! আপনার আহারে বাধা দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি। আপনার কন্যা কেমন আছেন? তাঁকে কোনও রকমে অসন্তুষ্ট করা আমার ইচ্ছা নয়।”

“ধন্যবাদ! আমার কন্যা আজ একটু অসুস্থ। এখন কি প্রয়োজনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে?”

“এইমাত্র একখানি জরুরী সরকারী টেলিগ্রাম পাইলাম। আগামী কল্য আমাকে প্যারী ত্যাগ করিতেই হইবে। আপনার কাছে আমার কিছু টাকা গচ্ছিত—”

“টাকা তুলিয়া লইতে চান? বিনা সংবাদে অনেক টাকা এক সঙ্গে দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। আমি এখনই সব ঠিক করিয়া দিতেছি।”

“না না; টাকার জন্য আমি আসি নাই। টাকা আপনার কাছে থা’ক। আপনার সিন্দুকে আমার যে অলঙ্কারের বাক্সটি আছে, উহার মধ্যে আমার অনেক মূল্যবান্ দলীলাদি আছে, প্যারী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি সেই কাগজগুলি লইয়া যাইতে চাই।”

"এখনই আমি বাক্সটি আনাইয়া দিতেছি।"

"না, না; আজই দরকার নাই। এখন আমি বড় ব্যস্ত। কাল খুলিলে আমি উহা লইয়া যাইব। তখন কয়েক সহস্র টাকাও দরকার হইবে।"

"আমার কাছে এখন আপনার ১৪ লক্ষ টাকা জমা আছে। প্র হইলে সব টাকা লইয়া যাইতে পারেন। অন্যদিন আমাদের তহ খরচপত্রের মত টাকা থাকে। কিন্তু আজ সকালে কোনও কার্য্য আমি 'ক্রান্স' ব্যাঙ্ক হইতে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা আনাইয়া রাখিয় টাকাটা আমার সিন্দুকেই আছে।"

বৃদ্ধের কথা শেষ হইতে না হইতেই রবার্ট একতাড়া চিঠি লইয়া ম ভারজারসের টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে ও করিলেন। প্রত্যহ এই সময়ে তিনি এই কাজ করেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ। কর্ণেল তাহা লক্ষ্য করিলেন। মৃদুস্বরে তিনি ভর্জার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবকটি কে? উহাকে ভয়ানক বি দেখিতেছি।"

মঁসিয়ে ভর্জারস সে কথার উত্তর করিলেন না। বোরিসফের কোনও কাজ ছিল না। তিনি বিদায় লইলেন। ভর্জারস্ রবার্টকে ডা বলিলেন, "তোমার সহিত কথা আছে।"

বৃদ্ধ চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; বলিলেন, " হয়, দুই বৎসর তুমি আমার কাজ করিতেছ?"

যুবক এইরূপ প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ মহাশয়!"

"এই সময়ের মধ্যে আমি তোমার প্রতি কোনরূপ মন্দ ব্য করিয়াছি কি?"

"কখনও না। আপনার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

"সেই সদয় ব্যবহারের পুরস্কারস্বরূপ কি আমার কন্যার সহিত প্রেম-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছ ?"

রবার্ট চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সহসা এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইবেন, ভাবেন নাই।

"অস্বীকার করিও না। এলিস্ আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়াছে।"

বিস্মিত যুবক কোনও উত্তর করিলেন না। পাছে তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারেন, এ জন্য তিনি সহসা কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। অবশেষে সগর্ব্বে তিনি বলিলেন, "লুকাইবার আমার কিছুই নাই মহাশয়! আমি এমন কোনও অন্যায় কাজ করি নাই যে, তাহা গোপন করিব। কিন্তু আপনি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। আমি আপনার কন্যার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি নাই। ধনবানের কন্যা সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে, যে কোনও ভদ্রসন্তানের অপমান করা হয়।"

"কথার অর্থ লইয়া অত মারামারি করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সরলভাবে সমস্ত খুলিয়া বল। তুমি এলিস্‌কে ভালবাস ?"

অসঙ্কোচে যুবক বলিলেন, "বাসি।"

"তুমি স্বীকার করিতেছ ?"

"কেন স্বীকার করিব না, মহাশয়!"

"হয় ত তুমি ভাবিয়াছ, এলিস্‌ও তোমাকে ভালবাসে ?"

"আপনি কি তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই ? এখনই ত আপনি বলিলেন যে, তিনি আপনাকে সব কথা বলিয়াছেন।"

মঁসিয়ে ভর্‌জারসসে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এত দিন তুমি এ কথা আমায় জানাও নাই কেন ? আমার ত জানিবার অধিকার আছে!

যাক্‌, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, আমি তাই বলিতেছি। ব্যাপার এইখানেই যাহাতে শেষ হয়, আর বেশী দূর না গড়ায়, এখন তাই করিতে হইবে।”

রবার্টের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি এই কথায় আরও মলিন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি অবিচলিতভাবে বৃদ্ধের রায় শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ম'সিয়ে ভরজারস্‌ বলিলেন, “আমার পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমার কন্যা সুন্দরী ও যুবতী। তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়াই তুমি যে তাহাকে ভালবাসিয়াছ, অবশ্য তাহা আমার বিশ্বাস নহে। তুমি তাহাকে যথার্থই হয় ত ভালবাস। কিন্তু আমার অভিমত আমি স্পষ্ট করিয়া তোমাকে বলিব; রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য, তোমার চরিত্রে কোনও দোষ আছে বলিয়া আমি যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নয়; কি কারণে অসম্ভব, তাহা আমার কন্যাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, সে বুঝিয়াছে। অযোগ্য পরিণয়ে পরিণামে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে, আজ আমি তাহাকে বলিয়াছি। সে পরিশেষে বুঝিয়াছে, সমান অবস্থায় নারী ও পুরুষের পরিণয়েই দম্পতি সুখী হয়। আমি একজন ব্যবসায়িমাত্র। আমার কন্যা কোনও মার্কুইসকে বিবাহ করিলে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবে।”

“যদি আমি অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে এ বিবাহে কি আপনি আপত্তি করিতেন? শূন্য খেতাবটা ত আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি।”

“সে কথা আমি বলিতেছি না। তোমার একটি বিশেষ গুণের অভাব আছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তোমার নাই। অবশ্য, অন্য সদ্‌গুণ তোমার যথেষ্ট আছে; কিন্তু এ গুণটি নাই। চেষ্টা দ্বারা উহা আয়ত্ত করা যায় না।

ব্যবসায়বুদ্ধি না থাকিলে আমার এত বড় কারবার পরিচালনা করা অসম্ভব। আমি বুড়া হইতেছি; মৃত্যুর পূর্ব্বে এলিসের স্বামী আমার কারবার চালাইতে পারে, আমি দেখিয়া যাইতে চাই। আমার ভাবী জামাতা ধনবান হন, সে ইচ্ছাও আমার কাছে। কিন্তু তাহাতেও বড় আসে যায় না। তাঁহার ধনোপার্জ্জনের শক্তি থাকিলেই আমি যথেষ্ট মনে করিব। আমি কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলাম—আমায় ক্ষমা করিও, রাগ করিও না। আমার কন্যাকে এই কথাই আমি বলিয়াছি। আমি এখন তোমার কি উপকার করিতে পারি, বল; আমি সাধ্যমত তাহাই করিব। এ ঘটনার পর এখানে থাকা তোমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। আমারও ইচ্ছা, আপাততঃ দুই এক বৎসর তোমরা উভয়ে দূরে দূরেই থাক। আমার যথেষ্ট অর্থ আছে। মিশর দেশেও আমার কারবার চলিতেছে। আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি সেখানে যাও। তোমার বুদ্ধি ও অধ্যবসায় আছে, অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। কেমন, তুমি স্বীকৃত আছ?"

রবার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমার ভবিষ্যতের জন্য আপনি চিন্তিত, এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয়; কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বে আমি একবার কথাটা ভাবিয়া দেখিতে চাই।"

"প্রিয় রবার্ট, আচ্ছা, তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি তোমার উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যাহাতে তোমার ভাল হয়, তুমি দশের মধ্যে একজন হইতে পার, এ চেষ্টা আমার আছে। চিরকাল আমি তোমার বন্ধুই থাকিব। আজিকার এ মেঘ চিরদিন থাকিবে না।"

"কাল আমি আপনাকে উত্তর দিব। আজ আর এখন আমাকে কোনও প্রয়োজন আছে?"

"না, আজ তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারো।"

যুবক অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মঁসিয়ে ভরজ্ঞারস স্বগত বলিলেন, "আহা, বেচারীর কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইতেছে! কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। দু'দিন একটু কষ্ট পাইবে। তার পর সব ভুলিয়া যাইবে। এলিসের জন্যই ভাবনা বেশী। রবার্টকে চক্ষুর অন্তরাল করাই এখন দরকার। এ ঘটনার কথা এলিসকে বলা হইবে না। বিবাহের প্রসঙ্গ এখন অনিষ্টকর হইবে। ভিগ্‌নরীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে হইবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষ উন্নতি করিতে পারে, ভিগ্‌নরীর সমস্তই আছে। এখন প্রত্যহ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

এদিকে নৈরাশ্যপীড়িতহৃদয়ে রবার্ট স্বীয় কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে রমণীকে তিনি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছিলেন, এ জীবনে তাহার সহিত মিলন অসম্ভব। পিতার অনভিমতে সে কখনও তাঁহাকে বিবাহ করিবে না। পিতার কথারও হয় ত সে প্রতিবাদ করে নাই। ভরজারসের কথার ভাবে রবার্ট বুঝিয়াছিলেন যে, পিতা পুত্রী, একমত হইয়া কাজ করিতেছেন। জীবনে আর কোনও আশা নাই! কিন্তু রবার্ট সগর্ব্বে উন্নতশিরে বাহির হইলেন।

জুল্‌স্ ভিগ্‌নরী ব্যতীত তাঁহার ব্যথার ব্যথী আর কেহ ছিল না। তাহাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, ভালবাসিতেন। আজিকার এ দুঃসংবাদ তিনি তাহাকে না জানাইয়া থাকিতে পারেন না। রবার্ট বন্ধুর সন্ধানে তাঁহার আফিস-ঘরে পবেশ করিলেন।

"তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে; শীঘ্র বাহিরে আইস।"

ভিগ্‌নরী লৌহ-সিন্দুকে চাবী দিয়া দ্রুতপদে বন্ধুর অনুবর্ত্তী হইলেন।

"কি হয়েছে, ভাই?"

"আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।"

"চলিয়া যাইতেছ? মঁসিয়ে ভরজ্ঞারস বুঝি তোমায় মিশর দেশে

"মসিঁয়ে ভয়জারস্ তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না, এই কথা শুনিয়াই তুমি ধন, মান, যশ সব পরিত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করিতে চাও? এ বড় বোকামি ভাই! হয় ত পরিণামে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এরূপ আপত্তি ঘটিতে পারে—ইহা তোমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।"

"এলিস যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার বিশ্বাস ছিল যে, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি কি ভুলই করিয়াছি! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব না। কিন্তু আমি যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি। আর সহ্য করিব না।"

ভিগনরী বিচলিতভাবে সব শুনিতেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বলিলেন, "প্রিয়বন্ধু, এখন তোমার মন অত্যন্ত বিচলিত, এখন তোমার কোন কিছু না বলাই ভাল। আমার এখন সময় নাই। লোহার সিন্দুকে আজ অনেক টাকা জমা রহিয়াছে, সেগুলি মিলাইতে হইবে। কাল আবার এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।"

"কাল আমি এখানে থাকিব না।"

"অসম্ভব! বিনা আয়োজনে তুমি যাইবে কি প্রকারে?"

"আমি প্রস্তুত হইয়া আছি।"

"কিন্তু টাকা কোথায়?—অনেক টাকার দরকার, এত টাকা কি তোমার আছে?"

"যোগাড় করিয়া লইব।"

"বেশী টাকা ত তুমি জমাও নাই। আমার যা কিছু আছে, তোমায় দিতে পারি, কিন্তু তাও ত এখন আমার কাছে নাই।"

"ধন্যবাদ, তোমার টাকা আমি অনায়াসে লইতে পারিতাম; কিন্তু দরকার নাই। শেষ বিদায়ের দিনে তোমার সহিত দু'দণ্ড বসিয়া গল্প

করিবার ইচ্ছা হইতেছে, আজ সন্ধ্যার পর কোথায় তোমার দেখা পাইব বল ত ?"

"ম্যাক্সিমকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সে ৬টার সময় আসিবে। কিন্তু তাহার সম্মুখে কোনও বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব।"

"নিশ্চয়ই। আহারশেষে তুমি কি তোমার আফিসে ফিরিয়া আসিবে ?"

বন্ধুর প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া ভিগনরী বলিলেন, "না। সমস্ত দিন কাজের পর আরও কাজ করিবার প্রয়োজন হইবে না। তা ছাড়া হয় ত থিয়েটারে যাইতে পারি। কাল সকালে তোমার ঘরে আসিব।"

"কিন্তু হয় ত তখন আমার দেখা পাইবে না। মঁসিয়ে ভর্‌জারসের গৃহে আমি আর এক রাত্রিও বাস করিতে চাহি না।"

"আমি খুব ভোরে উঠিয়াই আসিব। তত ভোরে কি তুমি কোথাও যাইবে ?"

"দেখা যাবে। আমার সময় বড় অল্প। ধর, যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা না হয়; তুমি জানিও, আমি চিরকাল তোমায় মনে রাখিব। আমাদের বন্ধুত্ব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। হাত নিয়ে এস।"

"কোথায় যাবে ?"

"আমি আত্মহত্যা করিব না, সে ভয় নাই। আত্মহত্যা কাপুরুষের কার্য্য। এমন নির্ব্বোধের কাজ আমি করিব না। আমি কোথায় যাই, কি করি, সব আমি শেষে তোমায় জানাইব। এখন আমি যাই। এ বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছি।"

"এলিসের সঙ্গে দেখা না করিয়াই তুমি চলিয়া যাইতেছ। ধর, যদি তুমি প্রতারিত হইয়া থাক। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যদি অবিচলিতই থাকে!"

"তা' হ'লে সে আমায় অবশ্য জানাইবে। কিন্তু সে আশা নাই।

কুমারী এলিস পিতার অভিপ্রায়ানুসারেই কাজ করিবে। তাহার পিতা মনোমত জামাই খুঁজিয়া আনিবেন। ভাবী জামাতার ব্যবসায়বুদ্ধি থাকিলেই হইল। সাধারণ গৃহস্থসন্তান হইলেই চলিবে, অর্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই।"

ভিগনরী বলিলেন, "তিনি নিজে এ কথা ব'লেছেন ?"

"হাঁ। মুখে যাহা বলিয়াছেন, কাজেও তাহা করিবেন। এখন তবে আসি ভাই!"

ভিগনরী বন্ধুকে আর বাধা দিলেন না। রবার্ট চলিয়া গেলেন। খাতাঞ্জীর তখন আর কাজ করিবার স্পৃহা ছিল না। রবার্টের নিকট আজ অনেক নূতন কথা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। ম্যাক্সিম ৬টার সময় আসিবেন, লিখিয়াছিলেন। ভিগনরী টাকাকড়ি সিন্দুকের মধ্যে গুছাইয়া রাখিলেন। মঁসিয়ে ভরজারস্ আসিয়া বলিয়া গেলেন, "পর দিন আফিস খুলিলে কর্ণেল বোরিসফকে তাঁহার অলঙ্কারের বাক্স ও কিছু টাকা দিতে হইবে।" অন্যান্য কেরাণী ক্রমে চলিয়া গেল। ভিগনরী সিন্দুকের চাবী বন্ধ করিতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভিগনরী সাবধানতার সহিত চাবী বন্ধ করিয়া কোট গায় দিতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম বলিলেন, "সেই ছোঁড়াটা এখনও এখানে রহিয়াছে দেখিতেছি। যা—এখান থেকে চ'লে যা, কি ক'চ্ছিস্ এখানে ?"

বালক জর্জ্জেট শশকের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ছয়টার পরও বালক আফিসে রহিয়াছে দেখিয়া ভিগনরী বিস্মিত হইলেন।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"নূতন কিছু জানিতে পারিয়াছ নাকি ?"

"রাস্তায় চল, সেখানে সব বলিব। ঘরের মধ্যে কোনও কথা বলিতে

আমার সাহস হয় না। আমার বোধ হইতেছে, কেহ যেন আমাদের কথা শুনিতেছে।"

উভয়ে রাজপথে উপনীত হইলেন।

"তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি কাল সীন নদীর দিকে গিয়াছিলাম। পোলের ধার পর্য্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করে নাই, কিন্তু ফিরিবার সময় আমি অনুভব করিলাম, গুপ্তভাবে কে যেন আমার অনুসরণ করিতেছে। তাহাকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে শেষে আমি একখানি গাড়ীতে চড়িলাম।"

"কে তোমার অনুসরণ করিয়াছিল?"

"একজন পুরুষ। তাহার মুখ আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পোলের রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া সে যেন কি দেখিতেছিল। আমি অলক্ষ্যে তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলাম। নদীগর্ভে হাতখানি ফেলিয়া দিয়াই আমি ফিরিয়া আসিলাম। তখনও সে তথায় দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু তার পর দেখিলাম, সে আমার পিছু লইয়াছে।"

"তাহার উদ্দেশ্য কি?"

"সে আমায় নদীগর্ভে হাতখানি ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছিল। আমি কে, জানিবার জন্যই সে আমার পিছু লইয়াছিল। আজিকার কাগজে একটী সংবাদ বাহির হইয়াছে, এই আলোটার কাছে দাঁড়াও, আমি সংবাদটা পড়িতেছি! আজ সীন নদীতে একজন ধীবর মাছ ধরিবার সময় একটী ছিন্নহস্ত পাইয়াছে, হাতখানি কোনও রমণীর। পুলিস-অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। যদি কেহ কোনরূপ সন্ধান বলিতে পারে, এই আশায় প্রকাশ্য স্থানে হাতখানি আরকে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে।

"পুলিস যাহাতে এই ঘটনার বিন্দুমাত্র জানিতে না পারে, এ জন্ম এত সতর্কতা অবলম্বন করা গেল ; কিন্তু অবশেষে তাহাই ঘটিল !"

"আমি তখনই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তা আমার কথা ত শুনিলে না।"

"তাহাতে কি হইয়াছে ? আশঙ্কা কিসের ? লোকে না হয় কয়েক দিবস ধরিয়া এই অদ্ভুত বিষয়টা লইয়া আলোচনা করিবে। শেষে সব থামিয়া যাইবে। কোনও চিন্তা নাই।"

"আচ্ছা মনে কর, যদি কোনও লোক ছিন্নহস্তটি দেখিয়া উহা সনাক্ত করে ?"

"তুমি পাগল হইয়াছ ? চোর ধরা দিবার জন্য নিজের হাতখানি দাবী করিতে যাইবে ? যাক্, এখন বল দেখি, জ্যেঠামহাশয়ের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই ত ?"

"না। কাল রাত্রিকালে আমি কেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তোমার শিক্ষামত আমি বলিলাম। তিনি আমার কৈফিয়তে বিশ্বাস করিলেন। এখন তিনি নিজের বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে, অন্য দিকে মন দিবার তাঁহার আদৌ অবসর নাই।"

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন, কি হইয়াছে ?"

"রবার্ট তাঁহার কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কুমারী এলিস্‌ও তাহার একান্ত অনুরক্ত, এ সংবাদ তিনি জানিতে পারিয়াছেন। বৃদ্ধ ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। কন্যার সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা অবশ্য আমি জানি না ; কিন্তু বরার্ট তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।"

"বল কি ! আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হইতেছে না।"

"রবার্ট নিজমুখে আমায় সমস্ত কথা বলিয়াছে। তোমার জ্যেঠামহাশয় তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাহার সহিত কুমারী এলিসের বিবাহ

হইবে না। তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি তাহাকে মিশর-স্থিত কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিতে চাহিয়াছেন।"

"কারনোয়েল কি সে প্রস্তাবে সম্মত ?"

"সম্মত! তুমি তাহাকে জান না। আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান তাহার অত্যন্ত প্রখর। সে অত্যন্ত অভিমানী। অনাহারে সে শুকাইয়া মরিবে, তথাপি কাহারও নিকট দীনতা স্বীকার করিবে না। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।"

"কোথায় যাইবে ?"

"এখনও তাহার স্থিরতা নাই। তবে সে যে এ দেশে থাকিবে না, তাহা নিশ্চিত। রবার্ট বলিয়াছে, তাহার কাছে টাকা আছে ; কিন্তু আমার সে বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান।"

"রবার্টের সৎসাহস প্রশংসনীয়। স্বাধীনচেতা লোককে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। কারনোয়েল জ্যেঠামহাশয়ের প্রস্তাবে উপেক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছে। তাহার শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিভা আছে ; কালে সে উন্নতি করিতে পারিবে। তাহার বিবাহেরও ভাবনা নাই। যে কোনও ধনবতী, সুন্দরী মহিলা তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে রবার্টের অন্তর্দ্ধানে দেখিতেছি তোমারই সুবিধা।"

"বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যে আমার লোভ নাই। বিশেষতঃ তাহা সম্ভবপর নহে।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "হতাশ হইও না। আপনা হইতেই সুযোগ ঘটিবে। রবার্ট চলিয়া গেল, কিন্তু তুমি ত রহিলে! সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইলে অবশেষে এলিস্ তোমার নির্দ্দোষ ব্যবহারে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। সে এখনও বালিকা বলিলেই হয়। তরুণ যৌবনের প্রথম প্রণয়ে মাদ-

কতা আছে বটে, কিন্তু বড় তরল। দেখিও, কালে সে তোমার প্রতি আসক্ত হইবে।"

ম্যাক্সিমের কথায় ভিগ্‌নরীর হৃদয়ে একটা গভীর রেখা পড়িয়া গেল। তিনি অন্তমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। ম্যাক্সিমের কথায় তিনি মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিলেন না। ম্যাক্সিমের সহিত তিনি রঙ্গালয়ে গেলেন বটে, কিন্তু অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীদিগের একটি কথাও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভৃত্য তাঁহার হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল। শিরোনামা দেখিবামাত্র হস্তাক্ষরে তিনি বুঝিলেন, রবার্ট লিখিয়াছেন। ভিগনরী পড়িলেন, "আমার সহিত তোমার আর দেখা হইবে না। আজ রাত্রিতেই আমি এখান হইতে চলিলাম। কাল সকালে আমি বহুদূরে চলিয়া যাইব। যেখানেই যাই না কেন, তোমাকে সংবাদ দিব। আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করিও।"

ভিগ্‌নরী পুনঃপুনঃ পত্রখানি পাঠ করিলেন। এক অবর্ণনীয় ভাবাবেগে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভর্‌জারসের ব্যাঙ্ক প্রত্যহ দশটার সময় খোলা হয়। এক মিনিট এ দিক্ ও দিক্ হইবার যো নাই। জুলস্ ভিগ্‌নরী প্রত্যহই নিরূপিত সময়ের বহুপূর্ব্বে আফিসে আসিয়া থাকেন। আজ আরও পূর্ব্বে তিনি আফিসে আসিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি ভাল নিদ্রা হয় নাই। মনটা নানাকারণেই বিচলিত হওয়ায় বেলা না হইতেই আফিসে আসিয়াছিলেন। দশটার সময় কর্ণেল বোরিসফ্ ব্যাঙ্কে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের দরজার কাছে তিনি শুধু জর্জ্জেটকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, কেহ এখনও আসে নাই? কেরাণীরা কখন আসে?"

"এখনই সকলে আসিয়া পড়িবে। একজন বোধ হয় আফিস ঘরে আছেন। দরজায় ঘা দিন।"

কর্ণেল বোরিসফ্ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া করাঘাত করিলেন। কেহ উত্তর দিল না, তখন তিনি সবলে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। দরজার পার্শ্বে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মুখমণ্ডল কি বিবর্ণ!

"আমি কর্ণেল বোরিসফ্। বোধ হয় মঁসিয়ে ভরজারস্ আপনাকে বলিয়া থাকিবেন যে, আজ দশটার সময় আমি—"

"টাকা লইতে আসিবেন। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! সে কথা আমি জানি।

কিন্তু আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।” ভিগনরীর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল।

বিরক্তিপূর্ণস্বরে বোরিসফ্ বলিলেন, “ব্যাপার কি, মহাশয় ?”

“লোহার সিন্দুকটা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। গতকল্য বৈকালে আমি নিজে চাবী দিয়া গিয়াছি। রাত্রিতে কেহই আসে নাই। টাকাগুলি আমি এখনও গণিয়া দেখি নাই। আমার আশঙ্কা হইতেছে, হয় ত টাকা চুরী গিয়াছে।”

“আপনি টাকা গণিয়া দেখুন, আমি কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।”

“ম'সিয়ে ভরজারসকে সংবাদ দিতে হইবে। কারণ ঘটনা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাঁহার অসাক্ষাতে কোনও কাজ করিতে পারিব না।”

“তাঁহাকে খবর দিন। আমার সময় বড় অল্প। শীঘ্র কাজ শেষ করুন।”

ভিগ্‌নরী ডাকিল, “জর্জ্জেট !”

বালক নিকটেই ছিল। সে বলিল, “হুজুর, হাজির !”

“বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও। কর্ত্তার কাছে দৌড়িয়া গিয়া বল, আফিসঘরে তাঁহাকে এখনই আসিতে হইবে। বড়ই গুরুতর প্রয়োজন।”

“যে আজ্ঞা।”

“তার পর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাক। সকলকে বলিবে, বেলা এগারটার আগে আজ আফিস খুলিবে না।”

“যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেন ?”

“তোমার যা খুসী তাই ব'লো।”

বালক দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মনিবকে সংবাদ দিতে দৌড়িল।

বোরিসফ্ বলিলেন, “এত সতর্কতা কেন, মহাশয় ?”

"যদি চুরীই হইয়া থাকে, সমগ্র প্যারী-নগরীতে তাহা ঘোষণা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।"

"আপনি ভাব্‌ছেন—মঁসিয়ে ভরজারসের দুর্নাম হইবে? দুই চারি হাজার টাকা চুরী গেলে তাঁহার কোন ক্ষতিই হইবে না।"

"সে জন্য নয় মহাশয়, সিন্দুকে কাল ত্রিশ লক্ষ টাকা মজুত ছিল, বুঝেছেন?"

"ত্রিশ লক্ষ! হাঁ, কাল মঁসিয়ে ভরজারস্ ব'লেছিলেন বটে! উঃ! এত টাকা যদি চুরী গিয়ে থাকে, তা হ'লে বিলক্ষণ আশঙ্কার কথা বটে! সব টাকাই কি চুরী গিয়াছে?"

"তা এখন ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় সব যায় নাই। কর্ত্তা এলেই টাকা গণিয়া দেখিব।"

মঁসিয়ে ভরজারস্ সেই মুহূর্ত্তেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"নমস্কার কর্ণেল! আমার খাতাঞ্জি আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, ব্যাপার কি?"

ভিগনরী বলিলেন, "বড়ই দুঃসংবাদ!"

"সিন্দুক সম্বন্ধে না কি? চল, দেখিতেছি! কর্ণেল, আপনিও আসুন।"

সকলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিগনরী বলিলেন, "আমি আফিসে আসিয়াই ঠিক এই ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কোনও দ্রব্য আমি স্পর্শ করি নাই।"

"অসম্ভব! একটা চাবী তোমার কাছে, আর একটি চাবী আমার কাছে আছে। তা ছাড়া অন্য কাহারও নিকট চাবী নাই। তবে সিন্দুক কিরূপে খোলা হইল?"

"আমার চাবী আমার কাছেই আছে, এই দেখুন।"

"আর আমার চাবীও, এই দেখ, রহিয়াছে।"

বোরিসফ্ বলিলেন, "কিন্তু সিন্দুকের গায়ে আর একটা চাবী রহিয়াছে।"

"সত্যই ত! কি অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু মোহরের তোড়া ত রহিয়াছে, দেখিতেছি। তবে চোরে কি চুরী করিল? ভিগনরী, নোটের তাড়া কোথায় রাখিয়াছ?"

"এই যে, এইখানেই আছে।"

"সর্ব্বসমেত কত টাকা কাল সিন্দুকে ছিল?"

"ত্রিশ লক্ষ ছয়ট্টি হাজার উননব্বই টাকা।

"গণিয়া দেখ।"

গণনা শেষে ভিগ্নরী বলিলেন, "নোটগুলা সমস্তই আছে, দেখিতেছি।"

"ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। এত টাকা চুরী গেলে আমার সর্ব্বনাশ হইত! এখন বাকী টাকা সব গণিয়া দেখ।"

ভিগ্নরী গণিয়া দেখিয়া বলিলেন, "সবই ঠিক আছে, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?—"

"পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বিল আজ সকালে শোধ করিয়া দিব বলিয়া সেই টাকার নোট আমি আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই নোটের তাড়া পাওয়া যাইতেছে না।"

বোরিসফ্ বলিলেন; "বিচিত্র চোর বটে! এত টাকা থাকিতে সে সামান্য অর্থ লইয়া সন্তুষ্ট হইল!"

ভরজারস্ বলিলেন, "বিস্ময়কর বটে! যাক্, আমার এ ক্ষতি সামান্য, এখন আপনার টাকা আপনি লইতে পারেন, কর্ণেল। আপনার সময় বড় অল্প। যত টাকা আপনার দরকার, খাতাঞ্চীকে বলুন, সে দিবে, আর গহনার বাক্সটাও—"

ভর্‌জারস্ বলিলেন, "আমার খাতাঞ্চী এই ইনি ও সেক্রেটারী—কাল যে যুবকটিকে দেখিয়াছিলেন, ইঁহারা দুই জনেই জানিতেন। আর কেহ জানে না।"

"ঠিক, মনে প'ড়েছে। কাল যখন বাক্‌সের কথা হইতেছিল, সেই সময় যুবকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মুখও তখন ভয়ানক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।"

"আমি সম্প্রতি তাহাকে বলিয়া দিয়াছি যে, এখানে তাহাকে আমি আর রাখিব না।"

"তাহা হইলে সে এখন আপনার এখানে কাজ করে না?"

"আমার বাড়ী ছাড়িয়া সে এখনও কোথাও যায় নাই বটে, কিন্তু চারি দিনের মধ্যে সে চলিয়া যাইবে।"

"তার নামটি কি?"

"রবার্ট কারনোয়েল।"

"কারনোয়েল! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেণ্টপিটার্সবর্গে ফরাসি বিভাগে ঐ নামে একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না?"

"তিনি এই যুবকের পিতা। সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় তিনি মারা পড়িয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, রুসিয়ায় তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।"

"যুবকটির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবেন কি?"

"নিশ্চয়ই। আজ সমস্ত দিন তাহাকে দেখি নাই। বোধ হয়, সে বাড়ীতেই আছে। ভিগ্‌নরী, তুমি তাহাকে একবার ডাকিয়া আন।"

"সে বোধ হয় বাড়ীতে নাই। কাল সে আমায় লিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে প্যারী হইতে চলিয়া যাইতেছে।"

"না, না, সে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবে কেন? দেখ, তার ঘরে হয় ত সে আছে।"

ভিগ্‌নরী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আফিস বন্ধ করিয়া রাখিলে লোকের মনে হয় ত—"

"ঠিক বটে, কিন্তু এগারটা পর্য্যন্ত আফিস বন্ধ থাকিলে আমার বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না। তুমি এখন কারনোয়েলের খোঁজে যাও।"

ভিগ্‌নরী চলিয়া গেলেন।

কর্ণেল বলিলেন, "আপনার খাতাঞ্জী খুব বিশ্বাসী কি?"

"আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। এক দিন হয় ত তাহাকে আমার কারবারের অংশী করিয়া লইব।"

"কি রকম লোকের সহিত উনি মেশামিশি করেন?"

"বড় কাহারও সহিত ভিগ্‌নরী বেড়ায় না; নিজের কাজ লইয়াই আছে। তাহার নৈতিক চরিত্রও অতি সুন্দর ও পবিত্র।"

ভিগ্‌নরী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "রবার্টকে দেখিতে পাইলাম না।"

"সে বোধ হয় বাহিরে কোথাও গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে।"

"না মহাশয়, সে আর আসিবে না। সে প্যারী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গত কল্য রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় চলিয়া গিয়াছে। দরোয়ান তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। তাহার কাপড় চোপড় সবই প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে।"

বোরিসফ্‌ বলিলেন, "সে পলায়ন করিয়াছে, দেখিতেছি।"

"পাজী, বদ্‌মাস্‌! আমার সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইয়াছে! কিন্তু সে এখনও সীমান্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমি এখনই তাহার হুলিয়া তারযোগে পাঠাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাইব।"

কর্ণেল প্রশান্তভাবে বলিলেন, "একটু থামুন, ঠাণ্ডা হোন্,

পুলিসকে এ বিষয়ে জড়াইবেন না। বিশেষতঃ আপনার সেক্রেটারীই যে দোষী, তাহার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময় আমরা বড় ভুল করিয়া বসি।"

"চুরী হইবার পরই সেই পলাইয়াছে শুনিতেছেন, তবু আপনার সন্দেহ হইতেছে না?"

"সেইটা ঠিক করাই এখন দরকার। আপনার খাতাঞ্জী এ বিষয়ে কি জানেন?"

"কালরাত্রে আমি যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া রাখি, তখন টাকাকড়ি সব ঠিক ছিল। আফিসের বাহিরে একজন চৌকীদার রাত্রে শুইয়া থাকে, সেও বোধ হয় রাত্রি চারটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

ভরজাক্স্ বলিলেন, "রাত্রি বারটার আগে ম্যালিকম্ ফিরিয়া আসেন না? বড়ই অন্যায় কথা! আমি তাহাকে এখনই ছাড়াইয়া দিব। সে বিশ বৎসর আমার কাজ করিতেছে। অবশ্য তাঁহাকে আমি আদৌ সন্দেহ করি না বটে, কিন্তু তাহার গাফিলি অমার্জ্জনীয়। ভিগ্‌নরী, তুমিও এ কথা আমায় না জানাইয়া ভাল কর নাই।"

কর্ণেল বলিলেন, "এ লোকটা যখন আপনার খুব বিশ্বাসী, তখন সে কাজে আসিবার পূর্ব্বে এবং কেরাণীরা চলিয়া যাইবার পরে এই ঘটনা হইয়াছে।"

"হাঁ, সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি বারটার মধ্যে: পাপিষ্ঠ রবার্ট রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় চলিয়া গিয়াছে!"

"সেটা অনুমানমাত্র, প্রমাণ নহে। এই ঘরে আসিবার অন্য পথ আছে?"

"আছে বই কি, চৌকীদারের চাবী যদি চুরী না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আর একটা চাবী সংগ্রহ করিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া থাকিবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"কিন্তু সিন্দুকের চাবী সে কোথায় পাইল ?"

ম'সিয়ে ভয়জারস্ চাবীটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, উহা নূতন তৈয়ার হইয়াছে। নিপুণ শিল্পী চাবীটি গড়িয়াছে। কোনও আদর্শ না পাইলে এমনটি গড়াও যায় না।

বোরিসফ্ বলিলেন, "হয় আপনার নয় ত আপনার খাতাঞ্চীর চাবী দেখিয়া এই চাবীটি প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।"

ভিগ্‌নরী বন্ধুর দোষ ক্ষালনের অবসর খুঁজিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কোনও দিন রবার্টকে আমার চাবী দিই নাই।"

"আমিও কোন দিন দিই নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে হয় ত আমি টেবিলের উপর চাবী ফেলিয়া থাকিব, তখন সম্ভবতঃ সে উহা দেখিয়াছিল।"

"কিন্তু চাবী না লইয়া গেলে ত সেইরূপ আর একটা তৈয়ার করান যায় না! তাহা হইলে নিশ্চয় চাবীর খোঁজ পড়িত। ভাল কথা, সিন্দুক খুলিবার কোন সাঙ্কেতিক অক্ষর ছিল না কি ?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই আছে। ভিগ্‌নরী, তুমি রবার্টকে সঙ্কেতের কথা কোনও দিন বল নাই ?"

"না মহাশয়, সম্প্রতি আমি সাঙ্কেতিক নামটি বদ্‌লাইয়াছি। কেহই সে কথা জানে না।"

"আমিও না ? আমায় না জানাইয়া কেন তুমি পরিবর্ত্তন করিলে ?"

"তখন ভাবিয়া দেখি নাই।"

সিন্দুকের নিকটে আসিয়া ব্যাঙ্কার বলিলেন, "কই দেখি ?"—পাঁচটি অক্ষর পাশাপাশি ছিল। কন্যার নাম পড়িয়া তিনি বলিলেন, "এ নামটা তুমি মনোনীত করিলে কেন ?"

"তা বলিতে পারি না, মহাশয়, তাড়াতাড়ি যা একটা মনে আসিল, তাহাই করিয়াছিলাম।"

"নাম পরিবর্ত্তনের পর—রবার্ট ঘরে আসিয়াছিল ?"

"না। গতপূর্ব্ব রাত্রিতে আমি বদলাইয়াছি, সে কাল সকালে আমার ঘরে একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় সে সিন্দুকের কাছে যায় নাই।"

"তুমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার না ? সিন্দুকের লৌহহস্ত চোর গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই দেখিতেছি। রবার্ট এ কৌশল জানিত। আর আমার সন্দেহ নাই। যদি সে না চুরী করিয়া থাকে, তবে চোর হয় আমি, নয় তুমি।"

ভিগ্‌নরীর আর প্রতিবাদ করিবার সাহস কুলাইল না। সন্দেহ যদি রবার্টের উপর না হয়, তবে তাঁহার উপরেই পড়িবে।

অবশ্য উদ্ধারের একটা পথ ছিল। ছিন্নহস্তের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে, পূর্ব্বে যে চুরীর চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতে রবার্টের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ হইত। রবার্ট সেদিন সমস্ত সময়ই ড্রয়িং রুমে ছিল। অবশ্য রবার্টের উপর সন্দেহ তাহাতেও সম্পূর্ণ অপনোদিত হইবে না। কারণ নিজে না করুক, তাহার সহকারীরা হয় ত চুরীর চেষ্টা করিয়া থাকিবে। সুতরাং সে কথা তুলিয়া এখন লাভ নাই। বিশেষতঃ ম্যাক্সিম্‌কে না জানাইয়া তিনি কোনও কিছু করিতে পারিতেছেন না।

কর্ণেল বলিলেন,"এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, রবার্টই অপরাধী। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পুলিসকে আমি এ বিষয় জানাইতে চাহি না। আমার লোকবল ও অর্থবল যথেষ্ট, পুলিসের অপেক্ষা আমি সহজে এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব। রবার্ট, কারনোয়েল কোথায় কোথায় যাইত বলিতে পার ?"

"আমার বাড়ীতে থাকার সময় সে কোথাও যাইত না। সর্ব্বদাই সে বাড়ীতে থাকিত। 'আপনার' বলিবার তাহার কেহই নাই। সম্পত্তিও নাই। পিতৃপরিত্যক্ত অট্টালিকাটি মাত্র তাহার আছে।"

"কোথায় বলুন ত?"

"ব্রিটানীতে। কিন্তু সে বোধ হয় সেখানে যায় নাই। সম্ভবতঃ রাত্রির গাড়ীতে সে লি হ্যাবারে গিয়া জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা-যাত্রা করিয়াছে।"

"রুষিয়া ছাড়া সে যে দেশেই যাক্ না কেন, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই।"

"আপনার আত্মনির্ভরতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। তাহার বিরুদ্ধে আমি নালিশ করিতে চাহি না। সে অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। তাহার শাস্তি হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি তাহাই করুন। সকল ভার আপনার উপর দিলাম।"

"বেশ। যাহাতে লোক-জানাজানি না হয়, এমন ভাবেই আমি কাজ করিব। কাজ শেষ না হইলে আপনার সহিত আমি দেখা করিব না। এখন ত্রিশ হাজার টাকা আমায় দিন।"

'ভিগ্‌নরী, এ কথা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না হয়। কর্ণেলকে টাকা দাও।"

মঁসিয়ে ভর্‌জারস্ তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কন্যার সন্ধানে গেলেন। এলিস তখন কি লিখিতেছিলেন, তাঁহার আননে পাণ্ডুর ছায়া, নয়ন আরক্ত।

পিতা স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছিলে? কি হ'য়েছে?"

"কাল থেকে কোনও কাজেই আমার মন লাগিতেছে না। তোমার জন্যই আমার এই দুঃখ।"

পিতা চমকিয়া উঠিলেন। এলিস যে তাঁহার নিকট মনের ভাব গোপন করিল না, ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। এখন যে কথা তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া যুবতীর মনে কি কষ্ট হইবে, তাহা কতকটা তিনি অনুমানও করিলেন।

"আমি তোমায় সদুপদেশ দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। এ বিবাহ যদি হইত, তাহা হইলে জীবনে কেবল অশান্তি ভোগ করিতে। আমার কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে, মঁসিয়ে কারনোয়েলের সঙ্গে তোমার বিবাহ অসম্ভব। এজন্য সেই দোষী।"

এলিস কোন উত্তর করিল না। পিতার দৃষ্টি টেবিলের উপর অর্দ্ধ-সমাপ্ত পত্রখানির উপর পড়িল। তিনি বলিলেন, "কাহাকে পত্র লিখিতেছ?"

"রবার্টকে।" তাহার কথায় কোন সঙ্কোচ অথবা কুণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

"কি! তাকে তুমি চিঠি লিখ্‌ছ? আমার কাছে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে লজ্জা হইল না?"

"লজ্জা কেন হইবে? তোমার নিকট লুকাইবই বা কেন? আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া শপথ করিয়াছি। সে শপথ আমি ভাঙ্গিব না। বাগ্দত্ত স্বামীর নিকট আমি অনায়াসে পত্র লিখিতে পারি।"

"আমার বিনা অনুমতিতে তুমি তাহাকে বাগ্দান করিয়াছ? আমার অসম্মতি সত্ত্বেও কি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার? তুমি পাগল! তুমি জান না, দেশের আইন অনুসারে নাবালিকা কন্যা পিতার সম্মতি ব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না। আমি তোমায় সম্মতি দিব না, শুনিতেছ?"

"আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করিব।"

ক্রোধে বৃদ্ধের আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "বটে এতদূর! সাবালিকা হইয়া তুমি তাহাকে বিবাহ করিবে, ঠিক করিয়াছ? আমাকেও তুমি গ্রাহ্য কর না? তবে শাস্তি গ্রহণ কর। তোমার প্রণয়াস্পদ কি করিয়াছে জান?—চুরী করিয়াছে!"

"মিথ্যা কথা!"

"না, সত্যই চুরী করিয়াছে। কাল আমি তাহাকে এ বাড়ী হইতে অন্যত্র যাইতে বলিয়াছিলাম। বিদেশে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা লয় নাই।"

"ঠিক কাজই তিনি করিয়াছেন।"

"আগে আমায় বলিতে দাও, তার পর তুমি তাহার জন্য ওকালতি করিও। সে আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইয়া সগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিল। তার পর আর আমি তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু রাত্রিকালে সে ফিরিয়া আসিয়া অন্য চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়াছিল। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কর্ণেল বোরিসফের অলঙ্কারের বাক্স লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে।"

"তোমার বিশ্বাস হয় নাই যে, তিনি চুরী করিয়াছেন? তবে এই ভয়ঙ্কর অপরাধ তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে তাই বলিতেছ? তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না, তিনি অনায়াসেই নিজের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবেন।"

"সে পলাইয়াছে—চোরের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। এতক্ষণ সে সীমান্ত পার হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। পাষণ্ড বদ্‌মাস গিয়াছে, আমিও বাঁচিয়াছি। সে যেন আর কখনও এ দেশে না ফিরিয়া আসে। যদি আসে, তখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিও। আমি বাধা দিব না, তাহাকে গ্রেপ্তারও করিব না।"

নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে এলিস্ বলিলেন, "এঁ্যা! চ'লে গেছেন। কেন গেলেন; না জানাইয়াই চ'লে গেলেন! একবার আমার কাছেও বিদায় লইলেন না!"

পিতার বক্ষে যুবতীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ঢলিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে দুই বন্ধুতে রুদে লা চৌসি দে এন্‌টিন্‌ অভিমুখে চলিতেছিলেন। জুল্‌স ভিগ্‌নরী বলিলেন, "কোথায় লইয়া যাইতেছ বল দেখি ?"

"সে জায়গায় তুমি কখনও যাও নাই। সেখানে বড় মজা।"

"আমার মজা দেখিবার অবকাশ নাই। এ সময় কি আমোদ ভাল লাগে!"

"সে কথা ঠিক। ছিন্নহস্ত, কর্ণেলের বাক্স, পঞ্চাশ হাজার টাকা! চিন্তার কথা বটে! কিন্তু তাহাতে তোমার কি ? তিনি ত তোমায় সন্দেহ করেন নাই। আর ছিন্নহস্তের সঙ্গে লৌহসিন্ধুকের কোন সম্বন্ধ আছে, সে সংবাদও তিনি রাখেন না।"

"তুমি আমায় কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছ বলিয়াই আজ আমার মন এত অপ্রসন্ন। সব কথা বলিতে পারিলে হয় ত রবার্টের উপর চুরীর সন্দেহ আর থাকিত না।"

"আমার বিশ্বাস, এ কাজ রবার্টের। তাহা না হইলে সে অমন করিয়া পলাইত না। আরও এক কথা সাধারণ চোর সব টাকাই চুরী করিত। রবার্টের টাকার দরকার ছিল। সে প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছে, সময়ে টাকাটা ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু অলঙ্কারের বাক্সে কি ছিল বল ত ? সম্ভবতঃ কোনও রমণীর গুপ্তরহস্য; রমণী রবার্টের সঙ্গে একযোগে এই কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ নিজেই চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাতখানি যাওয়াতে অবশেষে রবার্টের সাহায্য

লইয়াছিল। রবার্ট তখন বরখাস্ত হইয়াছে। সে ভাবিল, ক্ষতি কি? সঙ্কেতও তাহার জানা ছিল। এখন যাহার জিনিস, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে, টাকাটা আমেরিকা-যাত্রার জন্য রাখিয়া দিয়াছে। আমার ত এইরূপ অনুমান।"

"এ সব তোমার কল্পনা,—নিতান্ত অমূলক ধারণা। রবার্টের অন্য কোন প্রণয়িনী কখনও ছিল না।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"তোমার ভগিনীকে সে ভালবাসে।"

"ওটা ঠিক প্রমাণ নয়। আমার ভগিনীর সহিত ত তাহার সবে দুই বৎসর পরিচয়। তাহার পূর্ব্বে সে যদি কোনও রমণীর প্রেমে পড়িয়া থাকে, সে রমণীর প্রভাব ত থাকিতে পারে!"

"তোমার ধারণা অত্যন্ত অসার। সে এমনই মূর্খ যে, পূর্ব্ব প্রণয়িনীর কথায় নিজের মানসম্ভ্রম, সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিবে?"

"তোমার কথা হয় ত ঠিক। কর্ণেল বোরিসফ্ কি কাল জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ী যাবেন? আমি একবার তাঁকে দেখিতে চাই।"

"তিনি চুরীর পর দিবসেই চলিয়া গিয়াছেন।"

"কোথায় গেছেন?"

"তা আমি কি জানি? তবে আমার সন্দেহ হইতেছে, তিনি রবার্টের সন্ধানে গিয়াছেন।"

তিনি তা'হলে গোয়েন্দাগিরী করিতেছেন? আমার বিশ্বাস, উহাই তাঁহার ব্যবসায়। কোনও গুপ্ত দৌত্য লইয়া তিনি এখানে এসেছেন, বরাবর এইরূপ আমার ধারণা। আমি যদিও নূতন ডিটেক্‌টিভগিরি আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার আগেই আমি চোরকে গ্রেপ্তার করিব। রবার্টকে খুঁজিয়া বাহির করায় আমার দরকার নাই।

একহস্তবিশিষ্টা রমণীর সন্ধান করিব, তাহা হইলেই চোর ধরা পড়িবে।"

"যদি বাস্তবিক তুমি রমণীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তা' হ'লে সত্যই রবার্টের উপকার করা হবে।"

"কিন্তু তোমার সব আশা যে নিভে যাবে! এলিস তখন তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ীর দিকেই ঝুঁকিবে। যাই হউক না কেন, আমি কিন্তু হাল ছাড়িতেছি না। কারনোয়েল যদি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়, তা' হ'লে সে কথা আমিই প্রথমে চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিব। কিন্তু যদি দেখি সে এই একহস্তহীনা রমণীর সহকারী?—বেশ ত, তাহাতে তারই অনিষ্ট, তোমার মঙ্গল।"

"তোমার সে ব্রেস্‌লেট্‌টা কোথায়?"

"তুমি হ'লে হয় ত উহা হস্তখানার সঙ্গেই সীন নদের জলে ফেলিয়া দিতে! আমি কিন্তু তাহা করি নাই। আমার পরিচিত জহুরীকে সেটা দেখাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছে, কিছু দিন আগে একটি সুন্দরী যুবতী তাহার দোকানে উহা মেরামতের জন্য আসিয়াছিল। সপ্তাহ পরে আবার লইয়া গিয়াছিল। নগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত রমণীকে সে চিনে, কিন্তু এই রমণী তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। সম্ভবতঃ সে সম্প্রতি প্যারী নগরীতে আসিয়াছে। অলঙ্কারখানির গঠনও এদেশীয় নয়—সম্পূর্ণ বৈদেশিক।"

"তা' হ'লে ব্রেসলেট্‌টা তোমার কাছেই আছে?"

"নিশ্চয়ই। বাড়ী রাখিলে পাছে চুরী যায়, তাই নিজের হাতেই পরিয়াছি।"

"লোকে দেখিতে পাইলে তোমায় বিদ্রূপ করিবে কিন্তু।"

"আমি না দেখাইলে লোকে দেখিবে কেমন করিয়া? আর যদিই বা দেখে, লোকে ভাবিবে উহা আমার প্রণয়িনীর প্রণয়োপহার।"

"যাহা হউক, আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ বল দেখি?"

"কেন ব্রেস্‌লেটটি হাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, বুঝিয়াছ ?"

"না ভাই !"

"এই অলঙ্কারের অধিকারিণীর সন্ধানে আমি রঙ্গালয়, নৃত্যসভা, সর্ব্বত্রই যাইব।"

"তুমি নিশ্চয় পাগল হইয়াছ। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যার শরীরে এমন অস্ত্রোপচার হইয়াছে, সে কি কখনও রঙ্গালয়ে যাইতে পারে ? এখন হয় ত সে শয্যাশায়িনী, নয় ত মরিয়া গিয়াছে।"

"স্কেট্ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে আমি তাহাকে দেখিতে পাইব, সে আশায় যাইতেছি না।"

"ওখানে আমি যাই না, ভাই।"

"অবশ্য জোর করিয়া তোমায় আমি সেখানে লইয়া যাইব না। ইচ্ছা হয় আসিতে পার। না, থাক্, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কি জানি, যদি জ্যেঠা-মহাশয় শুনিতে পান, তুমি এই সব স্থানে আসিয়াছ, হয় ত এলিসকে বলিয়া দিতেও পারেন। এ জন্য এলিস তোমার উপর অসন্তুষ্টও হইতে পারে ! কি, তুমি এলিসের বিষয় ভাবিতেছ না ? সেটা ঠিক নয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমাদের উভয়ের মিলন হয়। তুমি বাড়ী যাও।"

"তুমি এখানে কি করিবে বল ত ? আমার ভারী কৌতূহল হইয়াছে।"

"আজ যত সুন্দরী রমণীর সহিত দেখা হইবে, সকলকেই ব্রেস্‌লেটটা দেখাইব। সম্ভবতঃ কেহ না কেহ আমার হাতে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইবে; তখন কথায় কথায় কাহার হাতে এ অলঙ্কার ছিল, তাহার নিকট হইতে এ সংবাদ জানিয়া লইব।"

"বুঝিলাম বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, ইহাতে কাজ হইবে। অদৃষ্টের খুব জোর যদি থাকে, তা' হ'লে হয় ত অলঙ্কারধারিণীর পরিচিতা কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব ?"

"অবশ্য প্রথম বারেই যে দেখা পাইব, তা নয়। চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশঃ হইবে। এক এক করিয়া যখন অনেকে ব্রেস্‌লেটটি দেখিবে, তখন হয় ত সমগ্র প্যারীনগরীর মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। লোকে বলাবলি আরম্ভ করিবে, যে আমি একটা বিচিত্র হীরকখচিত ব্রেস্‌লেট হাতে পরিয়া আছি। হয় ত যাঁহার অলঙ্কার, তাঁহার কাণেও কথাটা পৌছিতে পারে ; তখন কোনও দূতী আমার নিকট হইতে কঙ্কণখানি কৌশলে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসিবে। যাই হ'ক্ না কেন, জ্যেঠা মহাশয় ও এলিস এ সব কথা যেন শুনিতে না পান। তবে যদি আমি বুঝিতে পারি, কারনোয়েল চুরীব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নয়, তা' হ'লে কিন্তু আমি প্রকাশ করিয়া দিব—রবার্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

"আহা ভগবানের অনুগ্রহে তাহাই হউক। আমায় কিন্তু সব কথা জানাইও। তুমি যে কাজের ভার লইয়াছ, উহা বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

"আমিও শিশু নই। আচ্ছা, তবে এখন বিদায়। আবার শীঘ্র দেখা হইবে।"

ভিগ্‌নরী বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন। ম্যাক্সিম্‌ও স্কেট-ক্রীড়াক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ম্যাক্সিম্ গাড়ী ও লোকের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় কেহ পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিল। ম্যাক্সিম পশ্চাতে চাহিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি বালক দ্রুতবেগে পার্শ্বস্থ দ্বারপথে অন্তর্হিত হইল। ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু ম্যাক্সিম্ সতর্ক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "সাবধানে না চলিলে হয় ত কেহ ব্রেস্‌লেটটি চুরী করিতে পারে !"

ম্যাক্সিম ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেখানে

ঐক্যতান-বাদন হইতেছিল, সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তিনা পরিচিতা রমণীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সহিত কোনং পুরুষ ছিল না। ম্যাক্সিম্ তাঁহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

একটী যুবতী বলিল, "এখন আর আপনার দেখা পাই না কেন?"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমি এখন অন্যের প্রণয়াসক্ত, সুতরাং অন্য রমণী: সহিত আলাপ পরিচয় এখন নিষিদ্ধ।"

"আপনি প্রণয়ে পড়িয়াছেন!"

"ওঃ! সে কি প্রগাঢ় প্রেম!"

তৃতীয়া রমণী বলিলেন, "কথাটা ঠিক। প্রণয়িনীর প্রেম ঠিক উহার হাতে দেখিতেছি।"

ম্যাক্সিম যে ভাবে চেয়ারের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে ব্রেস্‌লেটটি বেশ দেখা যাইতেছিল।

প্রথমা যুবতী বলিলেন, "বাঃ সুন্দর ব্রেস্‌লেটটি ত! কিন্তু আপনার প্রণয়িনী অতি কদর্য্য উপহার দিয়াছেন। হীরকে তেমন উজ্জ্বলতা নাই, বড় মলিন।"

অপরা বলিলেন, "সম্ভ্রান্ত বিলাসিনীদিগের পছন্দ বড় একটা দেখা যায় না।"

তৃতীয়া যুবতী বলিলেন, "আপনার প্রণয়িনীর বোধ হয় বয়স হইয়াছে। আমার পিতামহীর এই রকম এক গাছা ব্রেস্‌লেট ছিল।"

ম্যাক্সিম্ তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন, "এ বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই। মহিলাটি বিদেশিনী। তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছেন।"

"এই কঙ্কণগাছা আমি যেন কোথায় দেখিয়াছি।"

"বাস্তবিক? কার হাতে দেখিয়াছিলেন বলুন ত?"

"নামটী এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না। আচ্ছা, দুই চারি দিনের মধ্যেই মনে আসিবে। আপনি ভাবিতেছেন, আমি মনগড়া কথা বলিতেছি? তা নয়; শীঘ্রই আমি আপনার প্রণয়িনীর নাম বলিয়া দিব।"

ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, রমণী যে ভাবে বলিতেছেন, কথাটা হয় ত সত্য। তিনি এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাধা পড়িল। জনৈক হঙ্গেরীবাসী চিকিৎসক তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আকৃতিতে ইঁহাকে চিকিৎসক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। বিপুল শ্মশ্রুভারে তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন, পরিধানে সৈনিকের অনুরূপ পরিচ্ছদ। কিন্তু লোকটি প্রকৃতই চিকিৎসক। জার্ম্মাণ ও পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়া পরে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করেন। এখন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি ব্যবসায় একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু কেহ ডাকিলে, তিনি ডাক ফিরাইয়া দেন না। তবে চিকিৎসার বিনিময়ে এখন আর অর্থ গ্রহণ করেন না। ম্যাক্সিম চিকিৎসকের আগমনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

ম্যাক্সিমের সহিত ডাক্তারের পরিচয় হইয়া গেল। এ কথা সে কথার পর ডাক্তার বলিলেন, "এ দিকে আসুন, একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।"

সহসা চিকিৎসকের এরূপ ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে ম্যাক্সিম একটু বিস্মিত হইলেন। ডাক্তারের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, "ক্ষতি কি, ব্যাপারটা দেখাই যাক্ না কেন? একটু পরে মহিলাদিগের কাছে ফিরিয়া আসিলেই চলিবে।"

"কি মহাশয়! ব্যাপারখানা কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাইব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।"

উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এইখানে দাঁড়ান, সুন্দরী এখনই এখানে আসিবেন। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, কি অপরূপ রূপ!"

ম্যাক্সিম ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দূরে একটি রমণী স্কেট পায় আঁটিয়া খেলিতেছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শনে চারিদিকে লোকের জনতা হইতেছিল। সহসা রমণী তীরগতিতে ম্যাক্সিমের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম দেখিলেন, যুবতী অসামান্যা সুন্দরী, তাঁহার নয়নযুগল আয়ত ও কৃষ্ণতার। রমণী ম্যাক্সিমের দিকে একবার চাহিলেন। তাহার বিস্ময় অপনোদন হইবার পূর্ব্বে রমণী তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার মঁসিয়ে ভিলানস্ বলিলেন, "এখন কি বলেন? রমণী সুন্দরী নহেন কি?"

"আপনার কথাই ঠিক। এমন সুন্দরী আমি দেখি নাই। কারণ এখানকার অধিবাসিনী হইলে এক দিন না এক দিন আমাদের নজরে পড়িতেন। আহা, কি চমৎকার চক্ষু! কি অপূর্ব্ব অঙ্গসৌষ্ঠব! বোধ হয়, এখনই এখান দিয়া আবার যাইবেন।"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি সুন্দরীর প্রতীক্ষায় থাকুন, আমি চলিলাম। ক্লাবে দেখা হইবে ত?"

"নিশ্চয়। মহাশয়, এই রমণী কোন্ দেশীয় জানেন কি? প্যারী-রমণী কখনই নন্।"

"আমি জানি না। সম্ভবতঃ সুন্দরী আমাদের দেশের। কারণ পেস্ত নগরে আমি এই শ্রেণীর রমণী দেখিয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি খোঁজ লইতেছি। সুন্দরীর সহিত আলাপ করিতেই হইবে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম রমণীর সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। ভিগ্নরী যদি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে বন্ধুর আত্মবিস্মৃতিতে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেন। ম্যাক্সিম রমণীর প্রতীক্ষায় দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা কেহ পশ্চাৎ হইতে বলিল, "নমস্কার, মঁসিয়ে ম্যাক্সিম্!"

ম্যাক্সিম বালক-ভৃত্য জর্জ্জেটকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। "তুই এখানে কি ক'চ্ছিস্?"

বালক বলিল, "আমি রোজ সন্ধ্যার পর এখানে আসি।"

"এই অল্প বয়সে তুই এই সব জায়গায় আসিস্? দাঁড়া, এবার ভিগ্নরীকে বলিয়া দিব। তোকে খুব শাস্তি দিবে।"

"কেন? আমি ত কোনও অন্যায় কাজ করি নাই। আমার ঠাকুরমার জন্যই আমি এখানে আসি। সত্যি মহাশয়, আমার ঠাকুরমা বড় গরীব। আমি ছাড়া তার আর কেউ নাই। এখানে রোজ রাত্রিতে আমি উপরি তিন চার ফ্রাঙ্ক রোজগার করি। আপনার জ্যেঠামহাশয় মাসে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক আমায় দেন। উপরি রোজগার না হ'লে আমাদের চলে না।"

"আচ্ছা, এবার তোর মাহিনা বাড়াইয়া দিতে বলিব।"

"ওঃ তা' হ'লে আমার ঠাকুরমা কত খুসীই হবেন!"

"আচ্ছা, এখন চ'লে যা। তুই আমায় যে চিনিস্ এরকম ভাব দেখাস্ না যেন।"

"যে আজ্ঞা। মঁসিয়ে ম্যাক্সিম, যদি জলে ডুব্‌তে বা আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য লোকের দরকার হয়, আমায় আদেশ করবেন, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

ভক্তি-বিশ্বাসিত হৃদয়ে জর্জ্জেট ম্যাক্সিমকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী তখন পদতল হইতে স্কোরির

ঢাকা খুলিয়া ফেলিতেছেন। আলাপের এই শুভ সুযোগ। সুন্দরী যখন বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ম্যাক্সিম অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভদ্রে, একজনের সহিত আমি বাজী রাখিয়াছি। আপনি যদি আমার একটু সাহায্য করেন!"

সুন্দরী বিন্দুমাত্র বিস্মিত অথবা বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "কিসের বাজী।"

"আপনাকে স্কেট ক্রীড়ায় রত দেখিয়া আমার বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আপনি হলাণ্ড, রুষিয়া অথবা সুইডেনের অধিবাসিনী। তিনি বলিয়াছেন উত্তর দেশের রমণীর এমন সুন্দর নয়ন হয় না।"

"আপনার বন্ধুর ভুল হইয়াছে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। দক্ষিণ দেশে এমন সুকৌশলে স্কেট-ক্রীড়া করিবার সুবিধা ত হয় না। সুতরাং আপনি উত্তরদেশবাসিনী। আমি দশ টাকা বাজী জিতিয়াছি।"

"না মহাশয়, আপনি হারিয়াছেন। আমি ফরাসিনী।"

"মহাশয়ার নাম তা হ'লে সার্লোটি অথবা রোসেলি?"

"আমার নাম জষ্টিন্।"

"আপনি ঠাট্টা করিতেছেন।"

"আপনিই আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন। আমার কথার উত্তর দেওয়াই আমার অন্যায় হইয়াছে।"

"তাতে দোষ কি, আমি কি অন্যায় প্রশ্ন করিয়াছি? আপনি সুন্দরী, এ কথা বলা কি আমার অপরাধ?"

"না, তা নয়, প্রশংসা আমি ভালবাসি, কিন্তু সীমা অতিক্রম করিবেন না, মহাশয়! আমি এখন বাড়ী চলিলাম।"

"চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

"আমি কিন্তু অনুমতি দিব না।"

"না দিন, আমি অনুসরণ করিতে পারিব।"

"ভদ্রলোক ভাবিয়া আপনার সঙ্গে আমি কথা বলিয়াছি। আমায় একা বাড়ী যাইতে দিন। আশা করি, আপনি অনর্থক আমায় বিরক্ত করিবেন না।"

"আমার বলা বৃথা। আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইবই। যদি বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দেন, বাহিরে পড়িয়া থাকিব।"

যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। "আপনি যেরূপ নাছোড়বন্দ দেখিতেছি, তাহাতে আপনার কথায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু আমি হাঁটিয়া যাইব, আপনার সহিত একত্র গাড়ীতে যাইব না। আর একটা সর্ত্ত আছে; বাড়ীর কিছু দূর হইতে আপনি চলিয়া আসিবেন। আমার বিনা অনুমতিতে আমার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না।"

"তথাস্তু।"—ম্যাক্সিম্ হাত বাড়াইয়া দিলেন। যুবতী অসঙ্কোচে উহা গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে আসিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "যদি একান্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়, তবে আপনি আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।"

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। আকাশ চন্দ্রালোকে হাসিতেছিল। এ পথ সে পথ করিয়া উভয়ে বহুদূর অগ্রসর হইলেন। রাজপথ জন-বিরল, সুতরাং উভয়ের প্রেমালাপ কাহারও কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ম্যাক্সিম্ এতক্ষণ তন্ময় হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, প্লেস ভিলো ইউরোপের কাছে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি সতর্কভাবে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আজিকার এ নৈশ অভিসারের পরিণাম কি,

কে জানে ? একটা প্রকাণ্ড সেতুর উপর উঠিয়া ম্যাক্সিম চাহিয়া দেখিলেন, রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া তিনটি লোক দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "এই সকল লোক দেখিয়া কি আপনার আশঙ্কা হয় নাই ? একা এ পথে কি আসিতে পারিতেন ?"

"আমি হাঁটিয়া আসিতাম না। গাড়ী করিয়া আসিতাম। রাত্রিতে এ দিক্‌টা খুব নির্জ্জন বটে, কিন্তু আমিও ভীরু নই।"

"আপনার বাড়ী কোন্ খানে ?"

"রু জোফ্রয়। পথটা বড় দূর। কিন্তু আপনার আগ্রহ বেশী কি না, তাই শাস্তি দিবার জন্য আমিও সে কথা বলি নাই।"

"এরূপ শাস্তি বড় মধুর। যদি আপনার বাড়ী আরও দূরে হইত !"

"ওঃ, আপনি কোটের নীচে বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন না কি ? আমার হাতে কি যেন ফুটিতেছে।"

ম্যাক্সিম্ ব্রেস্‌লেটের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যুবতী যেরূপভাবে প্রশ্ন করিলেন, তাহাও বিচিত্র। কিন্তু ম্যাক্সিম্ সত্য গোপনের কোনও কারণ দেখিলেন না। তিনি বলিলেন, "ও একটা ব্রেস্‌লেট।"

"প্রেমচিহ্ন ! আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সব বাতিক আপনার নাই।"

ম্যাক্সিম্ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনার নামটি ত সম্পূর্ণ আমায় বলিলেন না !"

রমণী বলিলেন, "আমি তবু খানিকটা বলিয়াছি। কিন্তু আপনার নামও ত আমি এখনও জানিতে পারি নাই। প্রথমে আপনারই বলা উচিত।

"আপনার ডাকনাম জষ্টিন্, আমার ডাকনাম ম্যাক্সিম্।"

"ওঃ বুঝিয়াছি, আমার পদবীটা না শুনিয়া নিজের পদবীটা বলিতে চাহেন না, কেমন ? আমার পূরা নাম জষ্টিন্ সার্জ্জেণ্ট ; আপনার পূরা নাম এখন বলুন ?"

"ম্যাক্সিম্ ভর্‌জারস্, বয়স পঁচিশ, কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, এখনও অকৃতদার। চরিত্র পবিত্র।—হইয়াছে? আপনাকে আমি কিছুই গোপন করিতে চাহি না।"

"কিন্তু সবটি ত জানা গেল না! আপনার প্রণয়িনী—যাঁহার নিকট হইতে ব্রেস্‌লেটটি পাইয়াছেন, তাঁহার নামটি কি, তাহা ত বলিলেন না!"

"আমার প্রণয়িনী কেহ নাই, কাহারও কাছে আমি বাঁধা পড়ি নাই।"

"বেশ। এখন ব্রেস্‌লেটটি যদি আমি চাই, আপনি কি আমায় উহা দিবেন?"

ম্যাক্সিমের শরীরে কেহ যেন তুষার-শীতল জল ঢালিয়া দিল। ব্রেস-লেটটি হাতছাড়া হইলে, ছিন্নহস্ত রমণীর সন্ধান আর হইবে না। কিন্তু সে আশা তিনি ছাড়িতে পারেন না। রমণীর উপর তাঁহার একটু সন্দেহও হইল। সুন্দরী তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম; হয় ত অলঙ্কারটি মূল্যবান্। সামান্যা এক নারীর জন্য সেটা কি আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, এ কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

ব্যস্তভাবে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "তা নয়, তা নয়, ব্রেসলেটটি যদি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন না হইত——"

"থাক্, থাক্, আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। আপনি স্বেচ্ছায় আমায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাই আসুন। একা এত রাত্রিতে এ পথে আসিতে সত্যই আমার ভয় করিত। আমি পদব্রজে কখনও এত রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হই নাই। এ পথটাও যে এত নির্জ্জন, আগে তাহা জানিতাম না।"

"ভয় নাই, আমি আপনাকে পথিমধ্যে রাখিয়া যাইব না। আশঙ্কারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।"

"আপনি হাসিবেন না। আমার মনে হইতেছে, কেহ যেন আমাদের পেছু লইয়াছে।"

ম্যাক্সিম ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রফুল্লভাবে তিনি বলিলেন, "যদি কোন বিপদ্ ঘটে, আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আমার হাত ধরিবেন কি?"

"না, ধন্যবাদ! আপনার কঙ্কণটি আমার হাতে ফুটিবে।"

"কঙ্কণের কথাটা আপনি ভুলিতে পারেন নাই দেখিতেছি। আপনি যদি সমস্ত ঘটনাটা শোনেন, তাহা হইলে আমায় দোষ দিতে পারিবেন না।"

"থাক্, আমি শুনিতে চাহি না।"

"আমার সহিত হয় ত আর আপনার দেখা হইবে না। আর পাঁচ মিনিট পরেই সব শেষ হইবে। আমার জীবনের উপন্যাস প্রথম পৃষ্ঠাতেই শেষ হইয়া যাইবে।"

"ছোট গল্পই ভাল। উঃ—পথটা কি অন্ধকার! পশ্চাতে পদশব্দ যেন শোনা যাইতেছে। চলুন তাড়াতাড়ি যাই।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, তিনি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। পথঘাটও সম্পূর্ণ অপরিচিত। গতিরও বিরাম নাই। হাঁটিয়া এতটা পথ ফিরিয়া যাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু পথে একখানিও ত গাড়ী নাই। মনে মনে ভাবিলেন, স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আসিয়া তিনি ভাল করেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি আর উহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু রমণীর কি চমৎকার রূপ!

অপরিচিতা বলিলেন, "এতক্ষণে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছিলাম। এই পথের উপরেই আমাদের বাড়ী। এতটা পথ কষ্ট করিয়া আপনি আমার সঙ্গে আসিলেন, সে জন্য সহস্র ধন্যবাদ। সত্যই আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম।"

"চলুন, আপনার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত যাই।"

যুবতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার জন্য আপনি যখন এতটা কষ্ট স্বীকার করিলেন, তখন আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। আচ্ছা, আসুন।"

ম্যাক্সিম তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। একটা নূতন অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি গেটের দরজায় চাবি দিয়া খুলিলেন।

"ভবিষ্যতে যখন আপনার সহিত দেখা করিতে আসিব, তখন কি এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে ?"

রমণী বলিলেন, "কই, এমন কথা ত আমি বলি নাই যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিব।"

"বলেন নাই বটে ; কিন্তু আমি যদি কা'ল আসি, আপনি কি আমায় তাড়াইয়া দিবেন ?"

"কাল সকালেই আমি প্যারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

"চিরকালের জন্য ?"

"না, দিন পনের পরে আবার আসিব।"

"আচ্ছা, তত দিন আমি অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

"তত দিনে আপনি আমার কথা ভুলিয়া যাইবেন। না গেলেও আপনি আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিবেন না।"

"আপনার পরামর্শ আমি শুনিব না।"

"না শোনেন, নিজেই কষ্ট পাইবেন। যদি একান্তই আসিতে চাহেন, পনের দিন পরে আসিবেন। এখন বিদায়।"

রমণী দরজায় চাবী দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

ম্যাক্সিম অগত্যা সেইখানে দাঁড়াইয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তিনি বাড়ীটি দেখিতেছেন, সহসা মনুষ্যপদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া দেখিলেন, যে তিনটি লোককে তিনি পোলের উপর

দেখিয়াছিলেন, তাহারাই আসিতেছে। আর একটি মূর্ত্তিও যেন দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে বোধ হইল। তাঁহার মনে একটা অনিশ্চিত আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তিনি নিরস্ত্র, পথেও লোকজন নাই, আক্রান্ত হইলে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও অল্প। অনুসরণকারীদিগের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল নয়।

তিনি ভাবিলেন, "স্ত্রীলোকটি কৌশল করিয়া কি আমাকে এখানে লইয়া আসিল? ব্যাপারটি হাসিয়া উড়াইবার নয়। ব্রেসলেটটি হাতছাড়া করা হইবে না। না—আমারই ভ্রম, উহারা আর ত অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু একটা মূর্ত্তি যেন গুড়ি মারিয়া আসিতেছে।"

ম্যাক্সিমের হৃদয়ে অতুল সাহস। তিনি ব্যাপারটি কি, জানিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই তিন পদ যাইবামাত্র অতি মৃদুস্বরে কে বলিল, "নড়িবেন না, মঁসিয়ে ম্যাক্সিম্! আমি!"

"বিস্মিতভাবে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কে তুমি?" কেহ উত্তর দিল না। পর মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "কে, জর্জ্জেট? তুই এখানে?"

"চেঁচাইবেন না। উহারা আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আমি উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি। উহারা ডাকাত। আমি উহাদের চেহারা দেখিয়াই চিনিয়াছি।"

"আমাকে আক্রমণ করাই যদি উহাদের উদ্দেশ্য, তবে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছে কেন?"

"এ পথে অনেক লোকের বাস। গণ্ডগোলে লোকজন আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ঐ রাস্তায় লোকজনের বাস বেশী নাই। আপনি ঐখানে পৌঁছিলেই উহারা কাজ সাবাড় করিবার চেষ্টা করিবে। তাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

"এখন কি করা যাবে? যদি অন্য পথে যাই, উহারাও আমার পেছু লইবে।"

"কিন্তু আমি যতক্ষণ আপনার সঙ্গে আছি, ততক্ষণ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

"তোর মত একটা ক্ষুদে ছোঁড়ার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌বে?"

"আমি দৌড়ে গিয়ে নিকটস্থ কাফিঘর থেকে লোকজন নিয়ে আস্‌তে পার্‌ব। রাত্রি দু'টা পর্য্যন্ত কাফিঘর খোলা থাকে। সেখানে আমার ঢের জানা লোক আছে। তা ছাড়া এখানকার সকলকেই আমি চিনি, নিকটেই আমাদের বাড়ী।"

"এ বাড়ীটা কার, তা' হ'লে তুই জানিস্‌?"

"না। কিন্তু কাল সকালে জানিয়া আপনাকে বলিব। এখন চলুন যাই।"

"চল্‌, দেখা যাক্‌ পাজীগুলা কি করে।"

বালক অগ্রে চলিল। ম্যাক্সিম্‌ সুন্দরীর গৃহের দিকে আর একবার চাহিলেন। বাড়ীটা ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, কোথাও কোন আলোক-রেখা দেখা যাইতেছে না।

জর্জ্জেট বলিল, "লোকগুলাও দ্রুতবেগে আসিতেছে।"

ম্যাক্সিম্‌ কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আক্রমণের অবসর ও সুযোগ খুঁজিতেছে, বোধ হয়।"

জর্জ্জেট বলিল, "আমারও তাই মনে লইতেছে। যাক্‌, এখন একটা জায়গা পার হইতে পারিলেই আমরা অনেকটা নিরাপদ্‌ হইব। আর কিছুদূর গেলেই আমার ঠাকুরমার বাড়ী।"

"সেইখানেই তুই থাকিস্‌?"

"আজ্ঞা হাঁ। আপনি আমাদের বাড়ীতে খানিক ব'স্‌বেন, আমি ততক্ষণ একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসব।"

"যে মহিলাটির সঙ্গে আমি আস্‌ছিলাম, তাঁকে তুই চিনিস্?"

"আমি ভাল ক'রে দেখি নি। বোধ হয় চিনি না। আপনারা যখন পোল পার হন, তখন তিনটি লোক আপনাদের সঙ্গ নিলে দেখ্‌লুম। আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমিও তাদের পেছু নিলাম। কিছু দূরে এসে শুন্‌লেম, একজন ব'ল্‌ছে, যেই একা আস্‌বে, অমনি ঘিরে ফেলা যাবে।"

"তুই পূর্ব্বেই আমায় সাবধান করিয়া দিস্ নাই কেন?"

"আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহিলাটির জন্য পারি নাই। তা ছাড়া আমি জান্‌তুম, যতক্ষণ মহিলাটি আপনার সঙ্গে আছেন, ততক্ষণ ওরা আপনার গায়ে হাত দিবে না। এখন খুব জোরে চলুন। ওরা এসে প'ড়্‌ল!"

উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সহসা ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "শুন্‌ছিস্? উহারাও দৌড়াইতেছে।"

"আমি ত আগেই ব'লেছিলাম। কিন্তু আর ভয় নাই, হুজুর! ঐ যে দুটো আলো জ্বল্‌ছে দেখ্‌ছেন, ও নিশ্চয়ই কোন গাড়ীর। বোধ হয় খালি গাড়ী। এই গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি? ভাড়া ছাড়া পাঁচ ফ্রাঙ্ক বক্‌সিস্ পাবি।"

গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া আসিল। জর্জ্জেট ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিয়া ফেলিল। ম্যাক্সিম্ গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "তুইও আয়।"

"ভয় নাই হুজুর, ওরা চ'লে যাচ্ছে। আর উপায় নাই দেখে পালাচ্ছে।"

"ধন্যবাদ বালক, তোমার উপকার আমি ভুলিব না, আজিকার কথা আমার মনে থাকিবে।"

গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর দিবস সায়াহ্নে ব্যাঙ্কারের গৃহে প্রীতি-ভোজ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। অন্যবারে রবার্ট প্রীতি সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু এবার তিনি নাই। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আনন্দও যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। জুলস্ ভিগ্‌নরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বন্ধুর স্মৃতি তাঁহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। এলিসের আসনের পার্শ্বে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মঁসিয়ে ভর্‌জারসের মনটাও আজ ভাল ছিল না। কন্যার জন্য তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি, তিনি স্বীকার না করিলেও সেক্রেটারীর অভাব আজ তাঁহার মনে যন্ত্রণা দিতেছিল। রবার্ট বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহসা অন্তর্দ্ধানে সকলেই যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। রবার্ট অপরাধী জানিয়াও এক এক সময় তাঁহার প্রতি বৃদ্ধের হৃদয়ে অনুকম্পা ও সহানুভূতির সঞ্চার হইত। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, কর্ণেল বোরিসফের কবলে বেচারা কারনোয়েল যেন পতিত না হয়।

ভিগ্‌নরী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এলিস চায়ের পেয়ালা লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া যুবক মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। যুবতী নিম্নস্বরে বলিলেন, "রবার্ট কি আপনাকেও পত্র লেখেন নাই ?"

বিবর্ণ মুখে যুবক বলিলেন, "না ; সে চলিয়া যাইবার পর আর কোনও পত্র পাই নাই। শুধু সেই দিন অপরাহ্নে কয়েক ছত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।"

"কোথায় তিনি যাবেন, তা কিছু লিখিয়াছিলেন ?"

"না ; কিন্তু যেখানেই যাক্ না কেন, আমায় পত্র লিখিয়া জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।"

"সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেন নাই? তবে কি তিনি মারা গিয়াছেন্ ?"

বিচলিত কণ্ঠে ভিগ্নরী বলিলেন, "কি! মারা গিয়াছে? কি ভয়ঙ্কর! না না, তাহা হইতেই পারে না। সে আমাকে বলিয়াছিল, আত্মহত্যা সে কখনও করিবে না, সে কাপুরুষ নহে।"

"আত্মহত্যা! সে কথাও কি তাঁহার মনে আসিয়াছিল?"

"সে একেবারে হতাশ হইয়াছিল, মঁসিয়ে ভরজারসের সঙ্গে তাহার যে কথা—"

"আমার সহিত বিবাহ হইবে না, বাবা এই কথাই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। সে কথা তিনি আপনাকে ব'লেছিলেন কি? আমার কথা কি কিছু হইয়াছিল?"

ভিগ্নরী সসঙ্কোচে বলিলেন, "রবার্টের বিশ্বাস যে, আপনার পিতার প্রস্তাবে আপনিও সম্মতি দিয়াছিলেন।"

"অর্থাৎ আর আমি তাঁহাকে ভালবাসি না, আমার শপথ ভুলিয়া গিয়াছি, এই বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছিল, তাই তিনি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন?"

ভিগ্নরী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

এলিস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "মঁসিয়ে কারনোয়েল অপরাধী, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"কখনও না। রবার্ট কখনই চোর নয়। এই ঘটনাটা রহস্যজালে আচ্ছন্ন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রহস্যোদ্ভেদ হইবে। প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িবে, তখন—"

"আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, আপনি কি আমার সাহায্য করিবেন ?"

"আপনি আমায় যে কাজ করিতে বলিবেন, আমি সানন্দে তাহাই করিব। আমার বন্ধুর নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

"হৃদয়ের সহিত আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমার অন্যরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু আজ একটি কথায় আমার ধাঁধা কাটিয়াছে। এখন হইতে আপনার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। দুজনে একযোগে কাজ করিব।"

এমন সময় ম্যাক্সিম ভরজারস্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "এ কি ! তুমি কোথা থেকে ?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "জ্যেঠামহাশয়, গত বুধবারে আমি আসিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত ছিলাম। ক্ষমা করিবেন কি ?"

"আজ বুঝি তোমার কোনও কাজ নাই ?"

"না না, তা নয়। এখন আমি ঘড়ীর কাঁটার মত কাজ করি। বাজে কাজে একটুও সময় নষ্ট করি না।"

"ও সব তোমার বাজে কথা। এক দিনের কাজের হিসাব দাও দেখি ?"

"কাল সমস্ত দিন বই পড়িয়াছিলাম। বৈকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলাম। শেষে কয়েকজন বদ্‌মাস আমায় খুন করিবার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিল।"

"এখন বুঝি পথে পথে কেবল ঝগড়া বাধাইয়া বেড়াইতেছ ?"

"না না, জ্যেঠামহাশয় কতকগুলি গুণ্ডা আমার পেছু লইয়াছিল।

সেই সময়ে আপনার বালক-ভৃত্য জর্জেট যদি না আসিয়া আমার সাহায্য করিত, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে কি যে ঘটিত, বলা যায় না। আমার অনুরোধ, আপনি তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিবেন।”

“কখন এ ঘটনা হইয়াছিল?”

“তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর।”

ব্যাঙ্কার বলিলেন, “এত রাত্রি পর্য্যন্ত সে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়? আমি তাহাকে বরখাস্ত করিব।”

“আপনি ছাড়াইয়া দিলে আমি তাহাকে নিজের কাছে রাখিব। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল না। তাহার পিতামহীর কাছে সে যাইতেছিল।”

এলিস বলিলেন, “দাদা যাহা বলিতেছেন, আমারও তাই মত। বালকটির বেতন বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। ছেলেটি বেশ!”

“ভিগ্‌নরী, তোমার কি মত? ছেলেটা ভাল করিয়া কাজ করে কি?”

ভিগ্‌নরী বলিলেন, “তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।”

“একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার অনুরোধে উহাকে আমি চাকরী দিয়াছি। তোমরা সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। আমার কাছে তাঁহার অনেক টাকা গচ্ছিত আছে। সেই সূত্রে তিনি বালকটিকে আমার কাছে রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি নিজে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, অনায়াসেই তিনি বালকের ভরণ-পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি আমার কাছে উহাকে রাখিবার জন্য বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্যারী নগরীতে সর্ব্বদা তিনি থাকেন না, বালকও তাহার পিতামহীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য আমার কাছে থাকাই সঙ্গত। আমি তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। মহিলাটির নাম কাউণ্টেস্ ইয়ালটা।”

"কিন্তু বালকটির উপর কাউন্টেসের এত দয়া কেন ?"

ব্যাঙ্কার বলিলেন, "বালকের পিতা নাকি কোন এক সময়ে কাউ-ন্টেসের পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তিনি উহাদের প্রতি প্রসন্ন।"

এলিসের শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "কাউন্টেস্ কি খুব সুন্দরী ?"

"এমন চমৎকার রূপ বড় দেখা যায় না।"

"বিবাহিতা ?"

"ব্যাঙ্কার বলিলেন, "বিধবা সুতরাং স্বাধীন। সম্প্রতি তিনি দিন পনেরর জন্য ইতালী দেশে বেড়াইতে গিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! প্যারীর সুন্দরী রমণীরা যেন জোট বাঁধিয়া এক সময়েই নগর ত্যাগ করেন !"

মঁসিয়ে ক্যামারেট নামক জনৈক নিমন্ত্রিত যুবক বলিলেন, "আপনার কথায় যেন অনুমান হইতেছে, আপনার প্রণয়িনীর বিরহ-বেদনায় আপনি কাতর।"

"আমি ? কিছুমাত্র না। আমার কোনও প্রণয়পাত্রী নাই।"

"সাবধান, কাউন্টেস ইয়ালটা লোকের মুণ্ড ঘুরাইয়া দেন।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "এলিস্, আজ একটু নৃত্যগীত হইবে না ?"

এলিস ম্যাক্সিম্‌কে বলিলেন, "দাদা, এস তোমাতে আমাতে গান করি।"

ম্যাক্সিম ভগিনীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বিস্তৃত কক্ষের এক প্রান্তে পিয়ানোর কাছে উভয়ে উঠিয়া গেলেন। এলিস মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কি কথা ?"

"মঁসিয়ে ভিগ্‌নরীর সহিত তোমার বিশেষ বন্ধুত্ব, নয় ?"

"সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু !"

"আমি কি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি ?"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না ।"

"মঁসিয়ে ভিগ্‌নরী তাঁহার কোনও দুর্ভাগ্য বন্ধুর রক্ষাকল্পে সাহায্য করিতে পারেন কি ?"

"নিশ্চয়, আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ।"

"ধন্যবাদ । এখন এস, আমি বাজাইতে বাজাইতে তোমার সহিত কথা বলি, তা' হ'লে কেহ শুনিতে পাইবে না । রবার্ট নির্দ্দোষ, ইহা আমি সপ্রমাণ করিব । মঁসিয়ে ভিগ্‌নরী কি অন্তরের সহিত আমায় সাহায্য করিবেন ?"

"রবার্ট নির্দ্দোষ ! তুমি তাঁহাকে এতই বিশ্বাস কর ?"

যুবতী অসঙ্কোচে বলিলেন, "তোমার সন্দেহ হয় নাকি ?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কারনোয়েলকে কি তুমি ভালবাস ?"

এলিস প্রগাঢ়স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ । যে মুহূর্ত্ত হইতে তিনি অন্যায়রূপে অভিযুক্ত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার প্রেম আরও গভীর হইয়াছে। তিনি ছাড়া আমি আর কাহাকেও কখনও ভাল বাসিতে পারিব না ।"

"তোমার স্পষ্ট কথায় আমি প্রীত হইলাম। অবশ্য কারনোয়েলের উপর আমার নিজের কোনও বিদ্বেষ নাই । বরং তাঁহাকে আমি ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করি। ভিগ্‌নরীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভদ্রলোক বলিয়াই জানে ।"

"তিনি এইমাত্র আমায় বলিয়াছেন, যে বন্ধুর দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবেন ।"

"ভিগ্‌নরীর মহত্ত্ব আছে । আমি জানি, সে বড় ভাললোক । তুমিও ক্রমে বুঝিতে পারিবে ।"

"তিনি আমায় সাহায্য করিতে সম্মত, এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

ম্যাক্সিম্ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "তুমি কি সত্যই রবার্টকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প? কিন্তু কাজটি সহজ নয়।"

"তাতে কি? তাঁহার সম্মানে আমার সম্মান। তিনি আমার বাক্‌দত্ত স্বামী।"

"সত্যই কি এরূপ অবস্থায়ও তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে?"

"নিশ্চয়ই।"

ভগিনীর সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেম দর্শনে ম্যাক্সিম চমৎকৃত হইলেন। এলিসের চরিত্রে এত দৃঢ়তা আছে তিনি পূর্ব্বে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তোমাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। রবার্ট কোন্ দেশে আত্মগোপন করিয়াছে, কে জানে? সে কখনও ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিবে না।"

দৃঢ়স্বরে এলিস বলিলেন, "তিনি এখানেই আছেন। প্যারী ছাড়িয়া তিনি কোথাও যান নাই। আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি কোথাও যাইবেন না। তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহাকে লোকে এমন ভাবে বলিয়াছে যে, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছি। সেই রাগে তিনি এ বাড়ী ত্যাগ করিয়াছেন। প্যারীতেই তিনি আছেন।"

"তাহা হইলে রবার্টের উচিত, নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা।"

"তাঁহার স্কন্ধে যে চুরীর অপরাধ পড়িয়াছে, তিনি ত তাহা জানেন না।"

"তোমার কথাই ঠিক। জ্যেঠামহাশয় ত পুলিশে জানান নাই। কথাটা ত কেহই জানে না। ঠিক বটে! তুমি যদি আমার উপর ভার দাও, আমি তাহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব।"

"তুমিও আমাদের দলে আসিবে, সত্য বলিতেছ?"

"হাঁ। কিন্তু কতকগুলি প্রমাণ রবার্টের বিরুদ্ধে বড়ই প্রবল। তুমি বোধ হয় জান, সিন্দুকে ৩৪ লক্ষ টাকা ছিল, তন্মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরী গিয়াছে, রবার্টের বিরুদ্ধে ইহা একটা প্রবল প্রমাণ। সাধারণ চোরে সব টাকাই লইয়া যাইত।"

"রবার্ট তাহাতে দোষী হইবেন কেন?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু তাঁহাকে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে চুরীর উদ্দেশ্যটা কি, তাহা বুঝা দরকার। পঞ্চাশ হাজার টাকা ও সেই সঙ্গে বোরিসফের একটা দলিলের বাক্স্ চুরী গিয়াছে।"

"রবার্টের নির্দ্দোষিতা তাহাতেই বেশী সপ্রমাণ হইবে। একজন বিদেশী অপরিচিত ভদ্রলোকের কাগজপত্রে তাঁহার কোনও স্বার্থ নাই।"

"তোমার কথাও সঙ্গত। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, কারনোয়েলের পিতা রুষিয়াস্থিত ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের প্রাচীন কর্ম্মচারী ছিলেন, বোরিসফ বলেন যে, রবার্ট কোনও কোনও রুষ পিতৃবন্ধুর সহিত যোগাযোগ করিয়া দলিলাদি চুরী করিয়াছেন।"

"এ কথার কোনও মূল্য নাই। কর্ণেল, রবার্টকে দেখিতে পারেন না বলিয়াই এ কথা বলিয়াছেন।"

"রবার্টের সঙ্গে কর্ণেলের ত কোনও শত্রুতা নাই, তবে কেন তিনি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন?"

"কর্ণেল জানেন যে, কারনোয়েল আমায় ভাল বাসেন। এদিকে কর্ণেলও আমার পাণিপ্রার্থী!"—

"তাই ঈর্ষ্যাবশতঃ প্রতিযোগীর উপর দোষারোপ করিয়াছেন? সম্ভব বটে! তুমি বোধ হয় জান যে, তিনি রবার্টের অনুসন্ধান করিতেছেন?"

"কই, তাহা ত শুনি নাই!"

"হাঁ, তিনি রবার্টের অনুসন্ধানে প্যারী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"আমি কাল তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, তিনি তবে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"তবে কি কর্ণেল তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, কিংবা তাহার অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়াছেন?"

এলিস্ ম্যাক্সিমকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিল। পিতার বৃদ্ধ ভৃত্য একখানি রৌপ্যপাত্র হাতে করিয়া এলিসের কাছে আসিয়া বলিল, "পাখা ও স্মেলিংসল্টের শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, তাই আনিয়াছি।" এই বলিয়া সে পিয়ানোর উপরে পাত্রটি রাখিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এলিসের দিকে চাহিল। তার পর সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, পাখার নীচে একখানি পত্রের একাংশ দেখা যাইতেছে। ভগিনী গোপনে এইরূপে পত্র ব্যবহার করে ইহা ভাবিয়া ম্যাক্সিম্ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এলিস্ তাঁহার মনের কথা যেন বুঝিতে পারিলেন। মৃদু কোমল স্বরে তিনি বলিলেন, "তাঁর চিঠি।"

"আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। চাকরটা তাহা হইলে সব জানে?"

"জোসেফ্ আমায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কারনোয়েলকে সে বড় ভালবাসে ও ভক্তি করে। আমার মানসিক যন্ত্রণা সে বুঝিতে পারিয়া কাল বলিয়াছিল যে, সে আমায় তাঁহার পত্র আনিয়া দিবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, রবার্ট আমাকে নিশ্চয়ই পত্র লিখিবেন। এই পত্রে সব জানিতে পারিব। চিরজীবন কাঁদিব কিংবা আশা রাখিব, পত্রখানি পড়িলেই জানা যাইবে।—দাদা, তুমি প্রথমে চিঠিখানি পড়।"

"সে আমি পারিব না। তোমাদের প্রেমপত্র আমি পড়িব কেন?"

"তুমি আমার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না? পাখাখানি আমায় দাও। সেই অবসরে চিঠিখানি তুলিয়া লও। তার পর লাইব্রেরীঘরে গিয়া পড়িয়া দেখ। সঙ্কোচ করিও না। পড়িয়া যদি বোঝ কার-

নোয়েল নির্দ্দোষ—কেন তিনি না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি পাও, তাহা হইলে চিঠিখানি আমায় ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহা না বোঝ, চিঠি পুড়াইয়া ফেলিও। তোমার চেহারা দেখিলেই আমি বুঝিতে পারিব, আশা আছে কি না।”

ম্যাক্সিম অসম্মতি প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় এলিস উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাখা চাহিলেন। ম'সিয়ে ভরজারসও তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন দেখিয়া ম্যাক্সিম আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পত্রখানি সুকৌশলে পকেটের মধ্যে রাখিলেন।

জ্যেঠামহাশয় বলিলেন, “ম্যাক্সিম, এখন তুমি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম করগে। অনেকক্ষণ ধূমপান কর নাই।”

ম্যাক্সিম দেখিলেন, উপায় নাই। এলিস যেরূপ ব্যাকুল ও কাতরতা-পূর্ণনয়নে তাঁহার পানে চাহিল, তাহাতে তাঁহার মন আর্দ্র হইল। লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া তিনি পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

“ভদ্রে,—আমি আপনাকে ভালবাসিয়াছিলাম। এখনও আমার প্রেম যায় নাই। আমার বিশ্বাস আপনিও হয় ত আমায় ভালবাসেন। কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাস করাই আমার মহাভ্রম হইয়াছিল। আপনার পিতা আমায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনি ধনীর কন্যা, আমি দরিদ্র। আপনি পিতার আজ্ঞাকারিণী। তাঁহার কথা সত্য। তাই আমি বিদায় লইয়াছি। জন্মের মত ফ্রান্স ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জননীর সমাধিমূলে একবার মাথা নত করিবার সাধ হইয়াছিল। তাই পিতৃভবনে, আমাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। আমার শৈশবের ক্রীড়াস্থানে—জন্মস্থানে দুই দিন মাত্র ছিলাম। প্যারীতে আবার ফিরিয়া আসিলাম কেন? আমার দুর্ব্বলতায় আপনি হয় ত হাসিবেন। মনে

মনে আশা হইতেছিল, হয় ত আপনার পিতা আমায় প্রতারণা করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই বটে, কিন্তু হয় ত আপনি আমায় বিস্মৃত হন নাই। আশা হইল, হয় ত আপনার সহিত দেখা হইতে পারে। তাই আসিয়াছি। গত রবিবারে আপনি যখন ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়াছিলেন, আমি তখন নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। আপনাদের বৃদ্ধ ভৃত্যের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল; তাহার হাতেই এই পত্র দিলাম। তাহারই কাছে শুনিলাম, আমার নাম ভ্রমেও কেহ একবারও মুখে আনে নাই। কিন্তু আপনি কাঁদিতেছেন, যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন।

"তখন আপনাকে পত্র লিখিবার ইচ্ছা হইল। আপনাকে আমি দোষ দিতেছি না। আমার কাছে আপনি যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছেন, তাহা রক্ষা করুন, এ কথা আমি আর বলিব না। আমাদের উভয়ের মিলন হইবে না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা চলিয়া আসিয়াছি, ইহার কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়া যদি আমি চলিয়া যাই, তাহা হইলে আপনি আমায় ঘৃণা করিতে পারেন। আপনার ঘৃণা আমি সহ্য করিতে পারিব না। কেন আমি চলিয়া আসিলাম, তাহা জানিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার গত্যন্তর ছিল না। আগামী কল্য বেলা ৩টার সময় আমি বয়-ডি-কেলোনের একপ্রান্তে আপনার প্রতীক্ষা করিব। শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে লইয়া কি আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? দুই চারিটামাত্র কথা বলিব। আপনার শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত থাকিবেন। আমি কোনও মন্দ প্রস্তাব করিব না। যদি আপনি না আসেন, আমি চিরতরে প্যারী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

ম্যাক্সিম আপনাআপনি বলিলেন, "বিচিত্র প্রেমপত্র! ভদ্রলোক অপরাধও স্বীকার করিতেছেন, অথচ দেখা করিতেও চাহিতেছেন। আমার গত্যন্তর ছিল না, এই কথাটাতেই তাহার অপরাধ প্রকাশ পাইতেছে। হায়, এলিস, কি নিরাশা! এখন আমি কি করি? সে

আমাকে চিঠিখানি পুড়াইতে বলিয়াছিল। যদি আমি তাই করি, ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া গেলেই, এলিস্ আমার মুখ দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিবে। তখন সহসা যদি সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে? কারনোয়েল সম্ভবতঃ দোষী। কিন্তু তাঁহার বংশমর্য্যাদা-জ্ঞান খর্ব্ব হয় নাই। হয় ত এ ব্যাপারে কোনও গভীর রহস্যও থাকিতে পারে। পত্রের ভাষা অপরাধীর মত নয়। হায়! যদি অন্ততঃ দশ মিনিট আমি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পাইতাম!"

ম্যাক্সিমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। মাথায় হাত দিয়া তিনি কিয়ৎ-কাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর সহসা তাঁহার মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। "বা! কাল নিরূপিতস্থানে ওৎ পাতিয়া থাকিলে হয় না? রবার্ট আসিলে আমিই তাহার সহিত দেখা করিয়া সব কথা বাহির করিয়া লইব। যদি তাহাকে নির্দ্দোষ বুঝি, তখন উভয়ে মিলিয়া প্রকৃত চোরকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিব। পত্রখানি এলিসকে ফিরাইয়া দিই। শিক্ষয়িত্রী যখন উপস্থিত থাকিবেন, আর আমিও থাকিব, সুতরাং আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।"

সেই সময়ে ভিগ্নরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আনন হাস্যদীপ্ত।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কি গো বন্ধু, কিছু সুবিধা হইয়াছে?"

"হ্যাঁ, কুমারী এলিসের সহিত আমার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তিনি জানিতে পাঠাইলেন যে, তোমার ধূমপান শেষ হইয়াছে কি না, চা পান করিবে কি?"

"চল যাই।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ম্যাক্সিম দেখিলেন, এলিসের মুখে হাস্য, কিন্তু তাহার অন্তরালে কি আবেগ, কি উত্তেজনা, আশা ও নৈরাশ্যের প্রবল

দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পা
ম্যাক্সিম তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, সু
তাহার হাতে পত্রখানি অর্পণ করিলেন। ৫
হইলে তুমি চিঠি পোড়াও নাই! আমি জা

"তুমি নিজে পড়িয়া বিচার করি
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সে কথা ভুলিও না।"

এলিস নীরবে চলিয়া গেলে
বাহিরের দরজার কাছে বৃদ্ধ জে
বলিলেন, "কি জোসেফ্, তাহা
আছেন?"

সে সসম্মানে বলিল, "আমি

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, তাহার
অসম্ভব।

হইবে। ঠিকানা, ৪৪ নং রুদে লা বায়েল ফারসেন্। আবেদনের সময়, প্রত্যহ বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।"

যুবক প্রসন্নচিত্তে বিজ্ঞাপনটি নকল করিয়া দোকান হইতে বাহির হইলেন। মাথার টুপিটি টানিয়া আরও নামাইয়া দিলেন। সে সময়ে ভরজারসের কোনও মক্কেল যদি তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে যুবককে ব্যাঙ্কারের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী বলিয়া চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না।

কারনোয়েলের আকৃতি কয় দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আনন বিবর্ণ, নয়ন কোটরপ্রবিষ্ট; মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট। রবার্ট কিছুদূর গিয়া বিজ্ঞাপনে বর্ণিত ৪৪ নং বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, মঁসিয়ে ব্রায়ার ত্রিতলে থাকেন। কারনোয়েল উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া একব্যক্তি দরজা খুলিয়া দিল। ব্রায়ারের নাম শুনিবামাত্র ভৃত্য তাঁহাকে অপর একটি কক্ষে লইয়া গেল। সেখানে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার টেবিলের উপর কাগজপত্র স্তূপীকৃত। ঘরটি সুসজ্জিত, আসবাবপত্রগুলি নূতন ও যত্ন-সংরক্ষিত।

কারনোয়েল বলিলেন, "আপনিই কি মঁসিয়ে ব্রায়ার?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

"আজ সংবাদপত্রে আপনাদের একটি বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, আমেরিকার—"

বাধা দিয়া ব্রায়ার বলিলেন, "সংবাদ জানিতে চাহেন? এখনই দিতেছি। কালিফোর্ণিয়া মেক্সিকো—"

"আমি কলোরেডোর সংবাদ চাই।"

"আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। কলোরেডোরে আমাদের একটা

খনি আছে। উহাতে আয় যথেষ্ট হইতে পারে। আপনি কি একটা চাকরী চাহেন ?”

“আগে সমস্ত সংবাদ জানি, তার পর বলিব। যদি আমার মনোমত হয়, তাহা হইলে অংশ ক্রয় করিতে পারি। এমন কি, চাকরীও লইয়া তথায় যাইতে পারি।”

“মহাশয়ের নাম কি ?

“আমার নামে কি প্রয়োজন ? আমি শুধু সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।”

“ক্ষমা করিবেন, কিন্তু আমাদের কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করা দরকার। আপনি যে সংবাদ জানিতে চাহিতেছেন, উহা অত্যন্ত গোপনীয়। সুতরাং আপনার নাম না জানিয়া কিরূপে মহাশয়ের নিকট গুপ্ত সংবাদ ব্যক্ত করিব ?”

“আচ্ছা শুনুন,—আমার নাম রবার্ট।”

এজেন্ট কলম তুলিয়া লইয়া বলিলেন, “ডাকনামটাও অমনি বলুন। আমাদের নিয়ম পুরা নাম লওয়া।”

অধীরভাবে কারনোয়েল বলিলেন, “হেন্‌রী রবার্ট।”

“কি কাজ করা হয় ?”

“কিছুই না।”

“বাড়ী ? কোথায় থাকা হয় ?”

“২০৯ নং বুলেভার্দ্দ দে ব্যাটীস্ নলিস্। এখন আমার জন্মস্থান কোথায় ও বয়স কত তাহাও জানিতে চান কি ?”

“না মহাশয়, তা’র প্রয়োজন নাই।”

“আচ্ছা, তবে এখন সব বলুন।”

প্রৌঢ় বলিলেন, “আপনি কলোরেডোতে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন,

এ খুব ভাল কথা। আপনার যৌবন, শক্তি ও অর্থ আছে, আপনি তথায় উন্নতি করিতে পারিবেন। আমি বলিয়াছি সেখানে আমাদের খনির কাজ আছে, কাজটা খুব লাভজনক। কিন্তু নূতন প্রণালীতে আকরিক ধাতুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে না পারিলে তেমন লাভ হইবে না, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর একটা কথা, উদ্ভাবিত প্রণালী সাধারণে যেন জানিতে না পারে। সর্ব্বত্র বিশ্বাসী দালাল নিযুক্ত করা প্রয়োজন। আপনার কাছে কত টাকা আছে?"

"পঞ্চাশ হাজার টাকা। তন্মধ্যে দশহাজার টাকা আমি কাছে রাখিব।"

"কোম্পানী আপনার কলোরেডো যাইবার সমগ্র খরচ বহন করিবেন; আর মোটা বেতনও দিবেন। কিন্তু টাকাটা অগ্রিম দিতে হইবে।"

"টাকা আমার সঙ্গেই আছে; কিন্তু সমস্ত সংবাদ ভালরূপে না জানিয়া আমি আপনাদিগকে টাকা দিতে পারি না।"

ক্ষুণ্ণভাবে ব্রায়ার বলিলেন, "আমরাও এ কথা বলি না যে, আমাদের কোনও মক্কেল ভাল করিয়া সব না জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে টাকা দিবেন।"

"বেশ কথা। তা হ'লে আমি যা জানিতে চাই, সব আমায় বলুন। আমি শীঘ্রই কাজ শেষ করিতে চাই। যাহা করিতে হইবে, শীঘ্রই করাই ভাল।"

ব্রায়ার বলিলেন, "আমাদের চেয়ারম্যানের কাছে সব কাগজপত্র থাকে, তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।"

"কখন তাঁহার দেখা পাইব?"

"আজ বেলা ৩টার সময়।"

"তখন আমার সুবিধা হইবে না।"

"তা হ'লে কা'ল সকাল বেলা। না, তাও হ'বে না, কাল দখা ন ডিরেক্টরদিগের একটা সভা হইবে। শনিবারে অংশীদিগের সভায় এখন যোগদান অত্যাবশ্যক। সোমবারের পূর্ব্বে তাহা হইলে আর দেখা ন এখন কোনও আশা নাই।"

"এত দিন আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"তবে এক কাজ করুন, আজ এখনই আপনি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করুন। আমি একখানি পত্র দিতেছি, আপনি তাঁহার ভ্যালেটকে—"

রবার্ট এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি মাথা নাড়িলেন।

ব্রায়ার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আজ তাঁহার সহিত আমার দেখা করিবার প্রয়োজন আছে। তাঁহার গাড়ী আমায় লইতে আসিবে। চেয়ারম্যান মহাশয় ভারী কাজের লোক। বিশ মিনিটের মধ্যে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।"

রবার্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন ব্রায়ার বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমার অনুপস্থিতে অন্য কোনও লোক আসিয়া ফিরিয়া না যায়, এ জন্য আমি বন্দোবস্ত করিয়া এখনই আসিতেছি।"

পাঁচ মিনিট পরে টুপী হস্তে ব্রায়ার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "চেয়ারম্যানের গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

যে চাপরাশী দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, কারনোয়েল দেখিলেন সে গাড়ীর উপরে গিয়া বসিয়াছে। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে! গাড়ীর কাচবাতায়ন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; গাড়ী যখন পরিচিত রুদে সুরেসনি অতিক্রম করিতেছিল, তখন রবার্টের মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। সহসা কার

"আপনি কোথায় আসিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত সে ধারণা আপনার হয় নাই।"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি আশ্চর্য্য করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি বেশ চালাকচতুর, বুদ্ধিমান্। যাহা হউক, এখন জানিয়া রাখুন, পুলিশ কমিশনারের আদেশানুসারে আমি কাজ করিতেছি।"

"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুলিশের সঙ্গে আপনাদের কোম্পানির কি সংস্রব আছে?"

"এখনও প্রতারণা? তবে শুনুন, আপনি এখন বন্দী। বিজ্ঞাপনে যে কোম্পানির নাম দেখিয়াছেন, সে রকম কোনও কোম্পানি নাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য ফাঁদ পাতিয়া অপরাধীকে ধৃত করা। আমরা জানিতাম আপনি প্যারীতে ফিরিয়া আসিবেন। সম্ভবতঃ আমেরিকায় যাওয়া আপনার উদ্দেশ্য। তাই আমি এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

বাধা দিয়া কারনোয়েল বলিলেন, "থাক, বেশী কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আপনার কি দরকার তাই বলুন।"

"সাবধান, এখন আপনি যাহা বলিবেন, সমস্তই আপনার বিরুদ্ধে যাইবে। আপনি অপরাধী তা, জানেন ত?"

"কি অপরাধ?"

"মঁসিয়ে ভরজারসের বাড়ীর চুরীর অপরাধ।"

"পাষণ্ড!" রবার্ট মুষ্টি উদ্যত করিয়া ব্রায়ারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারপার্শ্বে যে ভীমকায় পদাতিক দাঁড়াইয়াছিল, সে মাঝে আসিয়া

না পড়িলে ব্রায়ার প্রস্তুত হইতেন। পদাতিক কারনোয়েলের অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিল না, শুধু প্রাচীরের ন্যায় মাঝখানে দাঁড়াইল।

ব্রায়ার বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন। বলপ্রকাশে নিরপরাধ হওয়া যায় না। পাশের ঘরে আরও দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ইঙ্গিত মাত্রেই তাহারা আসিয়া পড়িবে, তখন একা আপনি কি করিতে পারিবেন? শান্ত হ'ন।"

ক্রোধে রবার্টের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিলেন।

"মঁসিয়ে ভরজারসের বাড়ী চুরী হইয়াছে। বোধ হয় সে সংবাদ আপনি জানেন। প্যারীর সমস্ত লোকে সে কথার আলোচনা করিতেছে।"

রবার্ট বলিলেন, "আমি নগরে ছিলাম না। সংবাদপত্রও আমি পড়ি নাই। কোনও পরিচিত লোকের সঙ্গেও আমার এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আমি চলিয়া গিয়াছিলাম।"

"সেই রাত্রে, ব্যাগহস্তে আপনি তাড়াতাড়ি কোথায় গিয়াছিলেন?"

আগে বলুন, এ প্রশ্ন আপনি কেন করিতেছেন।"

বিদ্রূপভরে ব্রায়ার বলিলেন, "বাঃ আপনার কোনও ধারণাই নাই না কি? রাত্রি এগাটার সময় ব্যাঙ্কারের সিন্দুক অন্য চাবী দিয়া কেহ খুলিয়াছিল। আধঘণ্টা পরেই আপনি চলিয়া গিয়াছেন। এখন বুঝিয়া দেখুন ঘটনার কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য!"

"কি! সিন্দুক হইতে টাকা চুরী গিয়াছে! তাহা হইলে মঁসিয়ে ভরজারস সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন? অনেক টাকা সিন্দুকে ছিল!"

"আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

"ব্যাঙ্কার যখন এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। ত্রিশলক্ষের অধিক টাকা সিন্দুকে ছিল। সেই টাকা আমি চুরী করিয়াছি? এত টাকা যে চুরী করে, সে কি আর সে দেশে এক মুহূর্ত্তও থাকে?"

এই যুক্তি ব্রায়ারের মনে লাগিল। তিনি বলিলেন "আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আমি আপনাকে চোর বলিতেছি না। সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। আপনি ঠিক বলিয়াছেন যে আপনি তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তবু আপনি প্যারী ছাড়িয়া আপনার জন্মস্থান বৃটানিতে গিয়াছিলেন। আমরা যে গোয়েন্দা তথায় পাঠাইয়াছিলাম, সে আপনাকে দেখিতে পায় নাই।"

রবার্ট বলিলেন, "কি! গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন? তাহা হইলে এখন আমার দেশের লোক সকলেই জানে আমি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী?"

"না না, তা নয়। আমরা খুব সাবধানে ও গোপনে কাজ করিতেছি। আমাদের প্রেরিত গোয়েন্দাকে আপনার লোকজন আপনারই কোনও বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। তাহারা সংবাদ দেয় যে, আপনি সেখানে নাই, ট্রেণে ফিরিয়াছেন।"

"আমি একেবারে প্যারীতেই আসিয়াছিলাম।"

"বৃটানিতে কি টাকা সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন?" কক্ষণ

"আমার পৈতৃকভবনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কেহ ॰পনাকে দেয় না।"

"কিন্তু আপনার টাকা আছে, কারণ ত্রিশহাজার ॰হনার বাক্সও কারবারে খাটাইতে চাহিয়াছেন। আপনার কি ঐ টাকাই

"আমার কাছে পঞ্চাশহাজার টাকা আছে।

"ঐ টাকা কোথায় পাইলেন?"

॰লন, আমি সে সময় উপস্থিত

"সে কথায় আপনার কি প্রয়োজন ব্যাঙ্কারের ত্রিশলক্ষ টাকা চুরী গিয়াছে, আমার পঞ্চাশহাজারে ত আর ত্রিশলক্ষ টাকা হয় না।"

"পুলিশ আদালতে আপনি এ কথা বলিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেন বাকী টাকা আপনি হয় ত পৈতৃক ভবনে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

ঘৃণাভরে কারনোয়েল বলিলেন, "আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিতে বলিতাম।"

"ও কথা থাক্, এখন বলুন ত আপনার পঞ্চাশহাজার টাকা সমস্তই নোট না মোহর।"

"সমস্তই নোট। আপনি এ সব কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"বলিতেছি। ব্যাঙ্কারের ঐ পঞ্চাশহাজার টাকাই চুরী গিয়াছে।"

"কি আশ্চর্য্য, ত্রিশলক্ষের মধ্যে চোর মোটে পঞ্চাশহাজার টাকা লইল?"

"সাধারণ চোরের এ কাজ নয়। সে জন্য আপনার উপরেই আমাদের সন্দেহ হইল।"

"কেন, আরও ত ঢের লোক সেখানে কাজ করে, তবে শুধু আমার উপর সন্দেহ হইল কেন?"

"হ্যাঁ কাজ করে বটে; কিন্তু রাত্রিতে কেহ সে বাড়ীতে থাকে না। া ছাড়া অন্য একটা চাবী দিয়া সিন্দুক খোলা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কার বলেন বি-র চাবী অনেক সময় আপনি লইয়া থাকিবেন।"

না কি? থ্যা কথা!"

খুলিয়াছিল। চাবীর কথা ছাড়িয়া দিলেও সাঙ্কেতিক শব্দ না জানিলে দেখুন ঘটনার কি যায় না। আপনি সর্ব্বদা সেই ঘরে যাইতেন; সুতরাং সে

"কি! সিন্দুক ন্না থাকিতেন।"

ভরজারস সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। শব্দটি কুমারী এলিসের নাম। সেই জন্য কি

"আপনি কি করিয়া জা৷

"শুধু তা নয়। সিন্দুকে একটা কল আছে। খুলিবার কৌশল না জানিলে লোহার হাত চোরকে গ্রেপ্তার করে। আপনি সে কৌশল জানিতেন। তা ছাড়া আপনি গোপনে তাড়াতাড়ি প্যারী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।"

"যথেষ্ট হইয়াছে। সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য যে আমি এত বড় জঘন্য কাজ করিয়াছি, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আমায় লইয়া চলুন। আপনার সহিত কথা বলিয়া আমি নিজেকে আর অধিক অপমানিত করিতে চাহি না।"

"বেশ, তাহাই হইবে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হইবে। আপনার মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা। তাহা হইতে দুই বৎসরে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"মাহিনার টাকা হইতে আমি মাসে একশত টাকাও বাঁচাইতে পারি নাই।"

"তবে অত টাকা কোথায় পাইলেন?"

"সে উত্তর বিচারকের কাছে দিব। এই প্রহসন অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনীত হইয়াছে। আর একটি কথাও আমি আপনাকে বলিব না।"

"শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা গহনার বাক্সও চুরী গিয়াছে।"

"কর্ণেল বোরিসফের বাক্স?"

"সে কথাও আপনি জানেন দেখিতেছি?"

"নিশ্চয়। কর্ণেল যখন বাক্সটী চাহিতেছিলেন, আমি সে সময় উপস্থিত

ছিলাম। এক দিন সকালে আসিয়া তিনি বাক্সটি লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন।”

“এ ছাড়া আপনি আর কিছুই জানেন না?”

“না, সেই দিনই আমি বাড়ী ত্যাগ করি।”

“পর দিন খাজাঞ্জি ঘরে ঢুকিয়া দেখেন যে, সিন্দুক খুলিয়া কে বাক্সটি লইয়া গিয়াছে। বিদেশে পৌঁছিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চোর পঞ্চাশ হাজার টাকাও লইয়া গিয়াছে।”

“এ অনুমান সঙ্গত।”

“কর্ণেল বোরিসফের এই ধারণা।”

রবার্ট বলিলেন, “তবে কি কর্ণেলের আদেশানুসারেই আমাকে এখানে আনা হইয়াছে।”

“তা নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আপনাকে এখানে আনিতে বলিয়াছিলেন। এটা কর্ণেলের বাড়ী। চলুন তাঁহার কাছে আপনাকে লইয়া যাই।”

কারনোয়েল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি কর্ণেলের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ব্রায়ার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কারনোয়েল পলায়নের উপক্রম করেন, এ জন্য পদাতিকও দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। কিন্তু রবার্টের সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সগর্ব্বে উন্নতমস্তকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটী বৃহৎ ও সুসজ্জিত। কিন্তু কর্ণেল তথায় ছিলেন না।

কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর পার্শ্বের একটি দরজা খুলিয়া গেল। কর্ণেল বোরিসফ্ নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবককে বসিতে বলিয়া কর্ণেলও আসন গ্রহণ করিলেন।

রবার্ট বলিলেন, “এখানে আপনি আমায় কেন আনাইয়াছেন, শীঘ্র বলুন?”

"কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। যিনি আপনাকে আনিয়াছেন, তিনি কি সব বলেন নাই ?"

"লোকটি আমায় বলিয়াছেন যে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে আমায় এখানে আনিয়াছেন। কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনার আদেশ অনুসারেই এ সমস্ত হইতেছে।"

বোরিসফ্ কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিলেন, তার পর অতি ভদ্রভাবে বলিলেন, "বাঁকা পথে চলিয়াছেন। চৌর্য্যাপরাধ আপনি কি অস্বীকার করিতে পারেন ?"

"হাঁ, আপনিই আমার স্কন্ধে উহা অনর্থক চাপাইয়াছেন।"

"শুধু আমি নই। আরও অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। শুধু আমার কথা হইলে ভদ্রলোক ভদ্রলোকের কাছে সুবিচার পাইতেন।"

"আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি এখন স্বাধীন নই। আমি যদি মুক্ত হইতাম, তাহা হইলে আমার নির্দ্দোষতার প্রমাণ দিতাম। তার পর আমার উপর দোষারোপের জন্য আপনার কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাহিতাম। কিন্তু আপনার গৃহে আমি কোনও কথারই উত্তর দিব না।"

"আপনি ভুল বুঝিতেছেন। এই ব্যাপারের যবনিকা এইখানেই পড়িবে কি না, ইহা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে।"

"ওঃ! আপনার হাতেই বিচারের ভার নাকি ? আমি জানিতাম না যে, আমরা রুষিয়া রাজ্যে বাস করিতেছি।"

"তা নয়, যে দেশেই হউক না কেন, বাদী ইচ্ছা করিলেই মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারেন।"

"আপনার কথার অর্থ এই যে, আমার সম্বন্ধে আপনি যদৃচ্ছা কাজ করিতে পারেন! আমার তা মনে হয় না।"

"শুনুন মহাশয়! সমস্ত শুনিলে আপনি অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন।

আমার বিশ্বাস, আমার কাগজপত্রে যাহার দরকার, সেই আমার বাক্স চুরী করিয়াছে। প্রথমতঃ আপনার উপর আমার কোনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু যখন ভরজারস্ আমাকে বলিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, এবং সিন্দুক খোলার কৌশল প্রভৃতিও আপনি জানেন, যে ঘরে সিন্দুক থাকে, সেখানেও আপনি যথেচ্ছ যাতায়াত করিতে পারেন, তখন আমার মনে সন্দেহ হইল। আমি বাক্সটি চাই, তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। আর যা চুরী গিয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর।"

বিদ্রূপভরে রবার্ট বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরী গেল, সেটা আপনার কাছে তুচ্ছ?"

"হ্যাঁ। মঁসিয়ে ভরজারস সে ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবেন। দরকার হইলে আমি তাঁহার ক্ষতিপূরণও করিতে পারি। কাগজগুলি ফিরিয়া পাইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আপনি যে চুরী করিয়াছেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হইত না। আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা না বলিলে আমি এতদূর অগ্রসর হইতাম না।"

"আপনার ভৃত্যকে আমি বলি নাই, টাকাটা কোথা হইতে পাইয়াছি; কিন্তু আপনাকে অনায়াসে বলিতে পারি। তিন দিন হইল আমি ঐ টাকা পাইয়াছি।"

"কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন?"

"আমার পিতার নিকট কোনও লোক টাকা ধারিতেন। এত দিন তিনি সে ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। এখন তিনি সেই ঋণের টাকা পাঠাইয়াছেন।"

"তাঁহার কি নাম?"

"জানি না। একখানি খামের মধ্যে একখানি চিঠি সহ টাকাটা আমি

পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি অসঙ্কোচে টাকা গ্রহণ করিতে পারি। চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল না।"

"চিঠিখানি আপনার কাছে আছে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমাকে পত্রখানি দেখাইবেন?"

"এখন না। বিচারকের কাছে দেখাইব।"

"তা আপনি করিবেন না। কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না। আমার কথা এই, যিনি টাকা লইয়াছেন, বাক্সও তিনি লইয়াছেন। আপনিই উহা লইয়াছেন, সুতরাং কাগজ আপনার কাছেই আছে। কিংবা কাগজ কোথায় কাহার কাছে আছে, আপনি জানেন। অথবা কাগজগুলি হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহা হইলে আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।"

ঘৃণাভরে রবার্ট বলিলেন, "আপনি এখনও আমার অপমান করিতেছেন?"

বোরিসফ্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমার প্রস্তাবটি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিলে আপনার উদ্ধারের আশা নাই। সমস্ত প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে। আপনার কৈফিয়ৎ অত্যন্ত অবিশ্বাস্য। বাক্সটি লইয়া কি করিয়াছেন জানিতে পারিলেই আমি সমস্ত অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিব। বিচারককে বলিব যে, আমার কাগজ ফিরিয়া পাইয়াছি। ব্যাঙ্কারকে পঞ্চাশহাজার টাকা এমনভাবে অর্পণ করিব যে, তিনি আমার নাম জানিতে পারিবেন না। তার পর ব্যাঙ্কারের কাছে গিয়া বলিব যে, তাঁহার সন্দেহ অমূলক, রবার্ট চুরীর ব্যাপারে সংসৃষ্ট নহেন। প্রকৃত চোর আমি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার উপর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।"

রবার্ট গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন, তাঁহার মনেও সন্দেহ থাকিবে না ?"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর বোরিসফ্ বলিলেন, "সমস্ত সত্য কথা এখন প্রকাশ করিয়া বলা ভাল। যে আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে আমারই প্রধান কর্ম্মচারী।"

"তাহা হইলে আপনি এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলিতেছিলেন ? কর্তৃপক্ষ এখনও এই চুরীর ব্যাপার জানিতে পারেন নাই ? এতক্ষণ এখানে কেবল প্রহসন হইতেছিল ? যে রাসকেল আমাকে লইয়া আনিয়াছে, সে আপনারই প্রধান কর্ম্মচারী ? আর বদ্‌মাস পদাতিক আপনারই অন্যতম ভৃত্য ?"

বোরিসফ্ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন, আমারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। কিন্তু আমি তাহা হইতে দিব না। আপনি বংশমর্য্যাদায় আমার অপেক্ষা হীন নহেন। আমার মতই আপনি ভদ্রসন্তান। আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনাকে আহ্বান করিব ভাবিয়াছেন ; তাহা হইবে না। এখন তাহা হইতে পারে না। যখন আপনিই নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তখন আমি আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি। তৎপূর্ব্বে নহে। চৌর্য্যাপরাধে যিনি অভিযুক্ত, তাঁহার সহিত কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। আমার বাক্স আপনি লইয়াছেন বলিয়া আমার সন্দেহ।"

"কাপুরুষেরা এইরূপেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে।"

"আপনি বাজে কথা বলিয়া আসল কথাটা চাপা দিতেছেন কেন ? আপনি যদি অপরাধ সহজে স্বীকার না করেন, বাধ্য হইয়া আপনাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইব, যিনি আপনার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া লইবেন।"

রবার্ট উপেক্ষাভরে বলিলেন, "তাই করুন, মহাশয়!"

"আমি মঁসিয়ে ভরজারসের কাছে গিয়া বলিব, পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের কাছে চলুন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে যাইবেন।"

"তাই যান। আমার দেশের পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কোনও কথা বলিতেই আমার ভয় নাই।"

"আপনি জানেন না কি, নির্দ্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে লোকে তাঁহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে? যদিও আপনি অব্যাহতি পান, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা কেহই আপনার সহিত কথা বলিবেন না। মঁসিয়ে ভরজারসের বাড়ীরও কলঙ্ক, বিশেষতঃ ব্যাঙ্কারের কন্যা—"

"সাবধান, কুমারী ভরজারসের নাম মুখে আনিবেন না।"

বোরিসফ্ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আপনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল দেখিতেছি! এইবার আমি ঠিক তারে ঘা দিয়াছি দেখিতেছি। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, আসল বিপদ্ কোথায়? ইচ্ছা করিলে আপনি কিন্তু এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। আপনি সব কথা খুলিয়া বলুন। আমি সমস্ত গোপন রাখিব, কেহ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবে না।"

"যদি আমি অস্বীকার করি?"

"তাহা হইলে হয় আমি কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আপনাকে অর্পণ করিব, নহিলে যত দিন না আপনি স্বীকার করেন, তত কাল এখানে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব।"

"আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি। ভরজারসের কাছে আমায় লইয়া চলুন, আমি তাঁহার কাছে সমস্ত স্বীকার করিব।"

"ভরজারস্ আপনার কৈফিয়তে কর্ণপাত করিবেন না। তা ছাড়া তিনি আমার উপরেই সমস্ত ভার দিয়াছেন। তাঁহার সামান্য টাকা চুরী গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি হইবে না।"

"আপনি বলিয়াছেন, টাকা ও বাক্স একই লোক চুরী করিয়াছে। আমি যদি প্রমাণ করিতে পারি, টাকা আমি লই নাই, তাহা হইলে বাক্স যে আমি লই নাই, তাহা প্রমাণিত হইবে ?"

"আপনি এখনও বলিতে চাহেন, আপনি নির্দ্দোষ ! দেখিতেছি সহজে আপনি কোনও কথা স্বীকার করিবেন না। কি করিব বলুন, আপনাকে আজ এখানে থাকিতে হইতেছে, আমার দোষ নাই। ভরজারসের কাছে আপনাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইব ? আমার ত কারাগারের গাড়ী নাই ! পথিমধ্যে যে আপনি পলায়ন করিবেন না, কে জানে ?"

"আপনার যে সকল ভৃত্য আছে, তাহারা অনায়াসে আমায় লইয়া যাইতে পারিবে। পথের লোককে অবশ্য আমি সাহায্যের জন্য ডাকিব না। আপনিও সঙ্গে চলুন না !"

"আপনার সহিত আমার যাওয়া হইতে পারে না।"

অপমানে, ক্রোধে রবার্টের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। অতিকষ্টে আবেগ সংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি যদি শপথ করিয়া বলি, আমি অপরাহ্নে আপনার কাছে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে আপনি কি আমায় একবার ছাড়িয়া দিতে পারেন না ?"

"কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কোনও কথা বলিবেন না, এ প্রতিজ্ঞা আপনি বোধ হয় করিবেন না। সুতরাং আমিই বা কি করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, কোনও ভদ্রসন্তানের সঙ্গে আমি কথা কহিতেছি। কিন্তু আমারই ভ্রম। আপনি শুধুই কারাধ্যক্ষ।"

ঈষৎ হাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "প্রতিদিন অপরাহ্নে এই গৃহেই আপনার শয্যা প্রস্তুত হইবে, আহার্য্য এখানেই পাইবেন। আমার ভৃত্যবর্গ আপনার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিবে। লাইব্রেরীতে যথেষ্ট বই আছে,

আপনি ইচ্ছামত পড়িতে পারেন। ধূমপানের ইচ্ছা হইলে চুরুট আছে, লইবেন। বাক্সটী কোথায় আছে যে মুহূর্ত্তে বলিবেন, তখনই আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।”

বলিতে বলিতে বোরিসফ্ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

"না, মহাশয়!"

"আমি তাহার ব্যবহারে আরও সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাকে আমি কিছু পুরস্কার দিতে চাই, কিন্তু সে ছেলেমানুষ বলিয়া—"

বিধবা বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু টাকা আমি লইতে পারিব না। আমার নাতি যথেষ্ট রোজগার করে। আমিও অলস নই। সুতরাং অপরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, মহাশয় এ বিষয়ে অধিক পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছেন।

"জ্যাঠামহাশয়কে বলিয়াছি, তিনি শীঘ্রই জর্জ্জেটের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাহাকে দেওয়া হইবে।"

"এ জন্য মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার ইচ্ছা, আমার নাতিটী তাহার পিতার ন্যায় হয় সৈনিক, না হয় নাবিক হউক। শীঘ্র সে নৌ-বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিবে। ব্যাঙ্কের চাকরী করে, এ ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না।"

"জ্যেঠামহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার অনুরোধেই জর্জ্জেট ব্যাঙ্কে চাকরী পাইয়াছে। কাউণ্টেসের সঙ্গে কি আপনার সর্ব্বদা দেখা হয়?"

ম্যাডাম পিরিয়াক্ ত্বরিতে বলিলেন, "না। রুষিয়ায় আমার পুত্রের সহিত কাউণ্টেসের প্রথম পরিচয়। তখন কাউণ্টেসের বয়স খুব কম। প্যারীতে আসিয়াই তিনি জর্জ্জেটের খোঁজ করিয়া তাহাকে লইয়া যান। তার পর এই চাকরী তাহার হয়। জর্জ্জেট আপত্তি করে নাই। আমিও তখন বাধা দিই নাই। কিন্তু আমি শীঘ্রই কাউণ্টেসকে লিখিব যে, জর্জ্জেট নৌ-বিভাগে প্রবেশ করিতে চায়। তিনি যেন অনুমতি করেন।"

রমণীর ব্যবহার ম্যাক্সিমের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর হইল। সে যেন

সাধারণ রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর। ম্যাক্সিম বলিলেন, "জর্জ্জেট আমার জীবনরক্ষাকল্পে সাহায্য করিয়াছিল, এ জন্য আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। রুজোফ্রয় পল্লীর কোনও বাড়ীর সম্মুখে আমি মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট নাম্নী কোন রমণীকে আপনি চেনেন?"

আসন ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি কোথাও যাই না। রুজোফ্রয় পল্লী কোথায়, তাহাও জানি না। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে আমি চিনি না। আমার বাড়ীতে বড় একটা কেহ আসেন না; আমিও কোথাও যাই না।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এইবার বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আপনার সময় নষ্ট করিলাম বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমি যখন আসি, সেই সময় আপনি কাহারও সহিত যেন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন—"

"আমি একা ছিলাম, কেহ আমার ঘরে ছিল না।"

"একা ছিলেন! আমি অপর কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি।"

"আপনার ভুল হইয়াছে। আমার নাতির প্রতি আপনার দয়া আছে, সে জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু আমরা কাহারও সাহায্য চাহি না।"

ম্যাক্সিম কুণ্ঠিতভাবে বিদায় লইলেন। বৃদ্ধার সম্মুখে যেন তিনি এতটুকু হইয়া গেলেন। রাজপথে আসিয়া তিনি ভাবিলেন, ম্যাডাম পিরিয়াক্ নিশ্চয়ই কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বৃদ্ধার কথা আমি বিশ্বাস করি না। রহস্যটা আমায় ভেদ করিতে হইবে। জর্জ্জেটের সহায়তা আমার প্রয়োজন। তাহাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে।"

ম্যাক্সিমের ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী কোনও হোটেলে

গিয়া তিনি কিছু ভোজন করিবেন, স্থির করিলেন। পথটুকু হাঁটিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। কিছুদূর গমনের পর দেখিলেন, একখানি সুসজ্জিত ব্রুহামগাড়ী আসিতেছে। তিনি দাঁড়াইলেন। গাড়ীর ভিতরে দুইটী লোক বসিয়া ছিলেন। ম্যাক্সিম চাহিবামাত্র দেখিলেন, এক ব্যক্তি আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে তিনি রবার্ট কারনোয়েলকে চিনিতে পারিলেন।

"ব্যাপার কি? রবার্ট এখানে আছে শুনিয়াছি। গাড়ী চড়িয়া সে যে এমনভাবে বেড়াইতেছে, এ সন্দেহ ত আমার হয় নাই। বোরিসফ্ উহার উপর ঠিক সন্দেহই করিয়াছেন। বড় বড় লোকের সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠতা আছে দেখিতেছি। রবার্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি। এখন এলিসকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। রবার্টের ব্যবহার ঘোরতর সন্দেহজনক।"

ম্যাক্সিম একটী হোটেলে প্রবেশ করিলেন। আহার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি একখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি সংবাদপত্রের স্তম্ভে আকৃষ্ট হইল, তিনি পড়িলেন—

"ঘোরতর রহস্য।"

"গত কল্য অপরাহ্ণে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে! যে ছিন্ন হস্তখানি প্রদর্শনের জন্য শবব্যবচ্ছেদ-আলয়ে সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। কে চুরী করিল, কেমন করিয়া অন্তর্হিত হইল, এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই।"

ম্যাক্সিম্ চমৎকৃত হইলেন। নিজেরও যে আসন্ন বিপদ্, সে আশঙ্কাও তাঁহার হইল। ব্রেসলেটটি হস্তগত করিবার চেষ্টাও তাহারা নিশ্চয় করিবে। ইহারা সাধারণ লোক নহে। সকল সংবাদ ইহাদের নখাগ্রে। তখন ম্যাডাম-সার্জেণ্ট, রাত্রিকালে আক্রান্ত হইবার ঘটনা, সমস্ত যুগপৎ ম্যাক্সিমের

মনে পড়িল। হস্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইবার পরই অবশ্য কেহ প্রকাশ্যস্থলে স্কেট ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট নামধারিণী অপরিচিতা চোর নহেন। তিনি নিশ্চয়ই দলের কেহ হইবেন। ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, "এখন হইতে আমি খুব সতর্ক হইব। কোনও সুন্দরী রমণীকে আর বিশ্বাস করিব না।"

ম্যাক্সিম্ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ডাক্তার ভিলাগস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহাস্যবদনে প্রসারিত-করে ডাক্তার ম্যাক্সিমের কাছে আসিয়া করমর্দ্দন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ম্যাক্সিম বলিলেন, "ক্লাবে আর আপনাকে দেখিতে পাই না কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "আজ তিন চারিদিন একটি রোগী লইয়া বড়ই বিব্রত আছি। সে জন্য কোথাও যাইতে পারি নাই। যাহা হোক এখন তিনি আরোগ্য লাভ করিতেছেন। আজ হইতে ক্লাবে যাইব।"

"আজিকার সকালের কাগজ পড়িয়াছেন?"

"না। সংবাদপত্র আমি বড় একটা পড়ি না। রাজনীতি কিছু বুঝি না, ভালও লাগে না। আর সংবাদ—তা আমি ডাক্তারী করিতে করিতে এত নূতন সংবাদ জানিতে পারি যে, কাগজ পড়িয়া আর জানিবার প্রয়োজন হয় না। আমার রোগীরা অধিকাংশই রমণী। স্ত্রীজাতি গল্পে শতমুখ।"

"তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদালয় হইতে ছিন্নহস্ত অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, শুনিয়াছি। বড়ই অদ্ভুত ঘটনা! জেলের ভয় না করিয়া একটা সামান্য জিনিস চুরি করা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু চোরের কাছে কিছুই অসম্ভব নহে।"

"ঘটনাটায় আপনার কি মনে হয়?"

"রহস্য উদ্ঘাটনে আমার আদৌ শক্তি নাই। তা ছাড়া ও ব্যাপারে আমার কৌতূহলও অল্প। ভাল কথা, সে দিন প্রণয়ব্যাপারে পরিণাম কি হইল? আমি ত সূচনা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তার গড়াইল কতদূর?"

"পরিণাম সুবিধাজনক নহে।"

"বাস্তবিক! সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ত চলিয়া গেলেন, দেখিলাম।"

"সুন্দরীকে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমাকে আর ভিতরে লইয়া গেলেন না। শুধু তাই নয়। পথিমধ্যে তিনজন গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে জ্যেঠামহাশয়ের একটি বালক ভৃত্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হইলে বড় বিপদেই পড়িতাম।"

"ঘটনাটা আমার সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বোধ হয়, রমণীর সহিত গুণ্ডাদের যোগাযোগ ছিল।"

"আমারও তাই সন্দেহ হইতেছে। কিন্তু রমণীর আকৃতি ও ব্যবহার রাজ্ঞীর ন্যায়।"

"চেহারা দেখিয়া সব সময় লোক চেনা যায় না। বিশেষতঃ ফরাসী রমণীর ব্যবহার বড়ই রহস্যময়। অনেক সময় ভ্রমে পড়িতে হয়। রমণী তাঁহার নাম বলিয়াছিলেন কি?"

"একটা মিথ্যা নাম বলিয়াছিলেন বটে। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্যই ডাক্তার, এই নারীর ব্যবহার গভীর রহস্য-জালে জড়িত। আজ কয়দিন যে কতই বিচিত্র ঘটনার কথা শুনিতেছি! আপনি হয় ত বিশ্বাস করিবেন না, যে বালক ভৃত্য আমাকে সাহায্য করিয়াছিল, সে কাউণ্টেস ইয়ালটার তত্ত্বাবধানে আছে। কাউণ্টেস্‌কে আপনি বোধ হয় চেনেন?"

"নিশ্চয়। আমি তাঁহার বাড়ীর ডাক্তার। তিনি আজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আহারের পরই সেখানে আমি যাইব।"

"বা! জ্যেঠামহাশয়ের কাছে শুনিলাম, তিনি এখন নাইস নগরে যাইতে গিয়াছেন!"

"যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাল আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় এখন পর্য্যটন তাঁহার সহিল না। তাই হয় ত আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"আপনি যখন তাঁহার বাড়ীর ডাক্তার, তখন নিশ্চয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আপনার জানা আছে! আমি লোকের মুখে কাউণ্টেসের সম্বন্ধে এত রকমের গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে আরব্য উপন্যাসের রাজকন্যার মত বোধ হয়।"

"সে কথা বড় মিথ্যা নয়।"

"পৃথিবীর কোন্ অংশে তাঁহার রাজধানী?"

"অত সংবাদ জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ও চঞ্চলা। এক স্থলে বেশী দিন তিনি থাকিতে ভালবাসেন না।"

"প্রত্যেক রুষের প্রকৃতি একই প্রকার।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় না যে, তিনি রুস।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি, কাউণ্টেস রুসিয়ায় আমাদের বালক ভৃত্যের পিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

"বাল্যকালে কাউণ্টেস হয় ত রুসিয়ায় থাকিতেন। কিন্তু তিনি রুস নন। আমার বিশ্বাস তিনি সুলতানের প্রজা। কোনও গ্রীক রাজকুমারের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়; কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, তাঁহার স্বামী-বিয়োগ হইয়াছে।"

"কাউণ্টেসের বয়স এখন কত?"

"সে কথা তাঁহাকে আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। বোধ হয় ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।"

"খুব সুন্দরী কি? দূর হইতে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে ভাল বোঝা যায় না।"

"তিনি সুন্দরী কি কুৎসিত, তাহা বলিতে পারি না। তবে যে কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনিই যে মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।"

"বড় খামখেয়ালী নয়?"

"পুরুষোচিত সকল প্রকার ব্যায়াম তিনি ভালবাসেন। শিকার, তরবারিক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ। কিন্তু তাই বলিয়া নারীসুলভ শালীনতাও যে নাই, তাহা নহে। তাঁহার পরিচ্ছদ-পারিপাট্য অসাধারণ। প্যারীর বিলাসিনীরা এ বিষয়ে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পেও তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা আছে। ইচ্ছা করিলে অতি সুন্দর নাটক রচনা করিতে পারেন। এমন সুশিক্ষিতা রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, আপনি এত দিন তাঁহার সহিত পরিচিত হন নাই। আপনার বন্ধুবর্গ সকলেই তাঁহাকে ভাল রকম চেনেন।"

"তাঁহার গৃহে বল-নাচের সময় অনেকে যান বটে, কিন্তু আমার ওরকম আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবার বাসনা নাই। জনতা ভাল লাগে না।"

"লোকজনের যখন ভিড় থাকে না, তখন ত যাইতে পারেন। যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে, আমি তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিতে পারি।"

"কোন্ অধিকারে?"

"বন্ধুত্বের অধিকারে। আপনি কি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন না? কাউণ্টেস আমায় বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন যে, আমি কোনও নির্ব্বোধ বা মূর্খকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব না। আপনার লোকরঞ্জনের ক্ষমতা আছে। বিশেষতঃ সর্ব্বদা যদি আপনি তাঁহার কাছে যান, তিনি খুবই আহ্লাদিত হইবেন। সম্প্রতি সাহচর্য্যের অভাবে তিনি অত্যন্ত পীড়িত।"

"বলেন কি ডাক্তার? তাঁহার মত বিদুষী, সম্ভ্রান্ত ও ধনবতী মহিলার সাহচর্য্যের অভাব? তাঁর কি প্রণয়পাত্র কেহ নাই?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি যতদূর জানি, কাউণ্টেস জীবনে কাহাকেও ভালবাসেন নাই। আপনাকে বলিতে দোষ নাই, ভগবান্ তাঁহাকে সবই দিয়াছেন, কেবল হৃদয়টুকু দেন নাই। হৃদয় থাকিলে তিনি সর্ব্বগুনসম্পন্না ও আদর্শ রমণী হইতেন।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "প্রত্যেক নারীরই হৃদয় আছে, তবে কাহারও কাহারও হৃদয় আছে কি না, প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কোনও না কোনও সময়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবেই।"

"আমি কাউণ্টেসকে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহার কল্পনার দৌড় খুব, কিন্তু অনুভূতিশক্তি বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের ঔষধ নাই। যাহা হউক আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আপনি যদি তাঁহার সহিত প্রেমচর্চ্চা করিতে যান, তবে সে আশা বৃথা। শুধু সময় নষ্ট হইবে।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রেমচর্চ্চার অবসর আমার বড় নাই। তিনি সুন্দরী; আমি সুন্দরকে বড় ভালবাসি, প্রশংসা করি, এই পর্য্যন্ত। তাঁহার সহিত পরিচয়ের উদ্দেশ্য, কৌতূহল চরিতার্থ করা। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, যে বালকটিকে তিনি প্রতি-

পালন করিতে চাহেন, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিবার ইচ্ছা আছে।"

"বেশ। তাহা হইলে কবে যাইবেন বলুন ?"

"যখন ইচ্ছা। আগামী সপ্তাহে।"

"তত দিনে হয় ত কাউণ্টেস্ আমেরিকা কিংবা কনস্তান্তিনোপলে যাত্রা করিতে পারেন। কাল তিনি কি করিবেন, আজ তাহা কেহ বলিতে পারে না। নিজেই তিনি তাহা জানেন না। আজ কেন আমার সঙ্গে চলুন না ? অতর্কিত আলাপেই তাঁহার অধিক আনন্দ।"

"আজ বেলা দুইটার সময় আমার একটি কাজ আছে।"

"ততক্ষণ ত আপনি স্বাধীন ? এখনও বারটা বাজে নাই। গাড়ী করিয়া কাউণ্টেসের ওখানে যাইতে কত সময় লাগিবে ?"

"কি বলেন, ডাক্তার! আমি প্রাভাতিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছি। আর কাউণ্টেস হয় ত এখনও শয্যা হইতে উঠেন নাই।"

"আপনি তাঁহাকে জানেন না কি না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তিনি শয্যাত্যাগ করেন। আমরা যখন সেখানে যাইব, তখন হয় ত দেখিব তিনি কোনরূপ ব্যায়ামে রত।"

"তবে চলুন ; কিন্তু দুইটার সময় আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে, সেটা মনে রাখিবেন।"

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে কাউণ্টেসের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আকাশ তখন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। অল্প অল্প তুষার-পাতও হইতেছিল।

ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, এমন দুর্য্যোগে শিক্ষয়িত্রী কখনই এলিস্‌কে আসিতে দিবেন না। এলিস্‌ও একা আসিতে সাহস করিবে না। সে ভালই হইবে। কারনোয়েল নিশ্চয় এলিসের উপর চটিয়া যাইবে। আমিও

তাহাকে বুঝাইয়া বলিব, জন্মের মত তাহার এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া উচিত।

সহসা ডাক্তার বলিলেন, "আপনার জ্যেঠামহাশয় না কাউণ্টেসের ব্যাঙ্কার?"

"হাঁ; শুনিয়াছি কাউণ্টেসের অনেক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।"

"তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কাউণ্টেস্ পাইবেন না। আপনাদের ব্যাঙ্কের খুব সুনাম আছে।"

"হাঁ; বৈদেশিকগণ সকলেই আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন! বিশেষতঃ রুস ভদ্রলোকেরা। কর্ণেল বোরিসফের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি বই কি। তিনি রুস গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ দস্থ কর্ম্মচারী।"

"গুপ্তচর।"

"তা জানি না। তবে তিনি রুসিয়ার রাজসেনাদলের একজন উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। শুনিয়াছি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। রুস গবর্ণমেণ্টের কোনও গোপনীয় কার্য্যভার লইয়া এখানে আসিয়াছেন।"

"কাউণ্টেস্ ইয়ালটা বোধ হয় তাঁহাকে চিনেন?"

"দেখিলে চিনিতে পারেন। এই রুস ভদ্রলোকটিকে তিনি শত্রু বলিয়া জানেন। এই যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি।"

একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট তাঁহারা অবতীর্ণ হইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আমি কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে এই পথেই যাই, এটা খুব নিকট হয়। তা ছাড়া সদর দরজা দিয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা আছে। কার্ড পাঠাও, বসিয়া থাক, তবে কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা হবে।"

ডাক্তার তিনবার ঘণ্টা বাজাইলেন। অমনি দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "রঙ্গালয়ের মত ব্যবস্থা দেখিতেছি। দরজা আপনি খুলে, আবার আপনি বন্ধ হয়। এক রকম ভাল, চাকর চাকরাণীর হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না।"

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, কাউণ্টেস্ ইয়ালটার প্রাসাদে ডাক্তারের অবারিত-দ্বার। তিনি ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন। ডাক্তার ম্যাক্সিম্‌কে রম্য উপবনের মধ্য দিয়া প্রাসাদের দিকে লইয়া চলিলেন। চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ ফলভরে অবনত। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ম্যাক্সিম্ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "কাউণ্টেস্ বোধ হয় এখন বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন।"

"বলেন কি! তিনি বিলিয়ার্ড খেলা জানেন?"

"সব রকম খেলায় তিনি পণ্ডিত। দাবা খেলায় তিনি সিদ্ধ। আমি মন্দ খেলি না; কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠি না।"

"এইবার বুঝেছি, তাঁহার প্রণয়পাত্র কেহ নাই কেন? সময় পান না বলিয়া তাঁহার প্রেমচর্চ্চা হয় না। কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে চ'লেছেন, ডাক্তার? এ যেন যাদুঘরে এসেছি!"

"বাড়ীর ভিতরটা এমনই ভাবে সাজান যে, সব রকম জিনিস আছে। তরবারিক্রীড়ার গৃহ, পিস্তলযুদ্ধের কক্ষ, ছবির ঘর, সব রকম এখানে দেখিতে পাইবেন।"

"কিন্তু এই সব জিনিস এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় আছে কেন? এই বাড়ী দেখিয়া যেন মনে হইতেছে, আমরা নিদ্রিতা রাজকন্যার মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি।"

"কিন্তু এখানকার রাজকন্যা কাউণ্টেস্ ঘুমাইয়া নাই। শুনুন।" ডাক্তার ম্যাক্সিম্‌কে একটি কাঁচের দরজার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। অস্ত্র-ঝনৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ডাক্তার বলিলেন, "অস্ত্র-

শিক্ষকের সহিত কাউণ্টেস্ এখন তরবারিক্রীড়া করিতেছেন। আপনি তরবারিক্রীড়া জানেন ?"

"কিছু কিছু জানি। তরবারিক্রীড়া আমার বড় ভাল লাগে।"

"বেশ হয়েছে। কাউণ্টেস্ উপযুক্ত সমজদারের কাছে অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।"

ম্যাক্সিম্ আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কাউণ্টেস্ অস্ত্রক্রীড়ার বেশে সাক্ষাৎ করিবেন, ইহা কখনই শোভন নহে। কিন্তু ডাক্তার দরজা খুলিয়া ম্যাক্সিম্‌কে লইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাউণ্টেস্ ইয়ালটা তখন তরবারিক্রীড়ার উপযোগী বেশ ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল মুখসে আবৃত ; সুতরাং তিনি সুন্দরী কি না, তাহা বুঝিবার তখন উপায় ছিল না।

"নমস্কার ডাক্তার, একটু অপেক্ষা করুন, এই প্যাঁচের পর আপনার সহিত কথা কহিব।" কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিম্‌কে যেন লক্ষ্যই করিলেন না।

ক্রীড়াশেষে শিক্ষককে বিদায় দিয়া কাউণ্টেস্ অগ্রসর হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "নমস্কার কাউণ্টেস্, বাতে দেখিতেছি আপনার তরবারিক্রীড়া বন্ধ হয় নাই।"

"আপনি ঔষধ এনেছেন কি ? বাতটা বাম হস্তেই বেশী। ঔষধ দিন, তিন দিনে আমার রোগ আরাম হওয়া চাই।" বলিতে বলিতে কাউণ্টেস্ মুখস খুলিয়া ফেলিলেন। ম্যাক্সিম্ চমৎকৃত হইলেন। বর্ণ তুষারশুভ্র, ওষ্ঠাধর আরক্ত ও পুষ্ট। নাসিকা গ্রীকশিল্পীর ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির নাসিকার ন্যায় সমুন্নত ও সুন্দর। নয়নযুগল সুন্দর, পরিবর্ত্তনশীল, কখনও আকাশের ন্যায় গাঢ় নীল, কখনও ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় নীলাভ,

আবার কখনও শীতের আকাশের ন্যায় ধূসর জ্যোতি-বিশিষ্ট। ভাব বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে নয়নের বর্ণপরিবর্ত্তন হয়।

ম্যাক্সিম্ সত্যই বিস্মিত ও অভিভূত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, সাধারণ নারীর অপেক্ষা কাউন্টেস্ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

ডাক্তার বলিলেন, "আমার কথামত আপনি চলুন। তাহা হইলেই রোগ আরাম হইবে। মনটাকে সর্ব্বদা অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করা প্রয়োজন। অস্ত্রচালনা খুব ভাল ব্যায়াম। আমি আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে মজলিসী ও জনপ্রিয় ম্যাক্সিম্ ভরজারসকে আপনার কাছে আনিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ সময়োপযোগী দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তখন কথা যোগাইল না। কাজেই শুধু অভিবাদন করিয়াই কাজ সারিয়া লইলেন।

কাউন্টেস্ বলিলেন, "ডাক্তারের বন্ধুজন আমারও বন্ধু। ব্যাঙ্কার মঁসিয়ে ভরজারসের কি আপনি আত্মীয়?"

"আমি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র।"

"তাহা হইলে আপনি অপরিচিত নহেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমার স্নেহভাজন একটি বালকের প্রতিপালনের ভার লওয়ায় আমি আপনার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট কৃতজ্ঞ।"

আলাপের সুযোগ দেখিয়া আনন্দিত মনে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "জর্জ্জেটের কথা বলিতেছেন?"

"আপনি তাহাকে জানেন দেখিতেছি?"

"খুব চিনি। একবার সে আমার অত্যন্ত উপকার করায় তাহার কাছে আমি ঋণী আছি।"

"ক্ষুদ্র বালক আপনার কি উপকার করিল?"

"কতিপয় দুষ্টলোক আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া

লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বালকের সহায়তায় সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।"

"উহার পিতা আমার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। পরের জীবন রক্ষা করা যেন উহাদের বংশগত কাজ।"

"জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

"বালকটির জন্য আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে খুব বুদ্ধিমান্। আমি ভাবিতেছি, তাহাকে একটা ভাল চাকরী করিয়া দিব।"

"তাহার ঠাকুরমার ইচ্ছা জর্জ্জেট সেনাবিভাগে প্রবেশ করে, বোধ হয় তিনি সে কথা আপনাকে বলিয়াছেন।"

"না। আমি প্যারীতে আসিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম; তিনি জর্জ্জেটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে একবারও আসিয়া দেখা করেন নাই।"

"বৃদ্ধার প্রকৃতি অদ্ভুত।"

"তাঁহার সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছে?"

"আজ সকালে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, ম্যাডাম পিরিয়াক্ নিশ্চয় কোনও ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী।"

"সেই জন্যই বোধ হয় তিনি আমার সহিত দেখা করেন নাই। যাক্, এখন জর্জ্জেটের কথা থাক্। আপনি তরবারিক্রীড়া করেন?"

"মাঝে মাঝে।"

"তাহা হইলে আপনি আমায় শিখাইবেন? আমার অস্ত্রশিক্ষকের আর বিদ্যা নাই, সে সব শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে একেবারে বিদায় দিব। আপনি বোধ হয় আমায় হারাইয়া দিবেন।"

এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধ কিরূপে এড়াইবেন, ম্যাক্সিম্ তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। ডাক্তার তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আমি

আপনাকে ব্যায়াম করিতে বলিয়াছি বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া সব সময়েই ব্যায়াম করিবেন না যেন। বাতরোগীর পক্ষে এক ঘণ্টা ব্যায়ামই যথেষ্ট।"

"আমি ক্লান্ত হই নাই, ডাক্তার ! আপনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" কাউণ্টেস্ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

"কাউণ্টেস্, আপনি যদি আমার কথামত না চলেন, তাহা হইলে কিরূপে আপনার রোগ আরোগ্য করিব ? বিশেষতঃ বন্ধুবর ভরজারস্ তরবারিক্রীড়ার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া আসেন নাই।"

"তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। একটা মুখস ও দুই হাতে দস্তানা পরিয়া লইলেই চলিবে। দুই একটা চক্র ফিরিলেই উঁহার ক্রীড়া-কৌশল বুঝিয়া লইব।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, আর উপায় নাই। কাউণ্টেস্ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এখন তাঁহার অনুরোধ পালন না করিলে অত্যন্ত অভদ্রতা হইবে। বিশেষতঃ কাউণ্টেস্ দেখিতে কুৎসিতা নহেন। ম্যাক্সিম্ মুখস ও দস্তানা পরিয়া কাউণ্টেসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"ধন্যবাদ ! রমণীর অনুরোধ কেমন করিয়া পালন করিতে হয়, আপনি তাহা জানেন দেখিতেছি।" দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ম্যাক্সিম্‌কে আক্রমণ করিলেন।

ম্যাক্সিম রমণীর নিকট যুদ্ধকৌশল দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অস্ত্রশিক্ষক সুন্দরীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম শীঘ্রই দূরীভূত হইল। ম্যাডাম ইয়ালটার শিক্ষাকৌশল বিচিত্র। আত্ম-রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা ও বহু কৌশল সত্ত্বেও ম্যাক্সিম কাউণ্টেসের তরবারি-স্পর্শ অনুভব করিলেন।

তরবারি নত করিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমার হার হইয়াছে।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "না, না। ও ঠিক হয় নাই। আমার আক্রমণ-কৌশল জানিবার সময় আপনি পান নাই। উভয়ের শিক্ষা এক প্রণালী মত নহে। আমার অপেক্ষা আপনার অস্ত্রচালনাকৌশল উৎকৃষ্ট। শেষে আপনারই জয় হইবে।"

উভয়ের অস্ত্রক্রীড়া পুনরায় আরম্ভ হইল। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, এবার কাউণ্টেসকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করিয়া দিবেন; কিন্তু তাঁহার অনুমান ঠিক হইল না। সহসা ম্যাডাম ইয়ালটার তরবারি ম্যাক্সিমের মণিবন্ধের উপর পড়িল। কোটের হাতের মধ্যে তরবারির অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়াছিল। কাউণ্টেস্ বলপূর্ব্বক যেমন তরবারি টানিয়া লইলেন, অমনি ব্রেসলেটটাও খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ম্যাক্সিম এত বিস্মিত হইলেন যে, পুনরাঘাত করিতে ভুলিয়া গেলেন। কাউণ্টেস মুখস খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আপনার আঘাত লাগিয়াছে কি ?"

যুবক বলিলেন, "না, তা নয়।"

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "উঁহার হৃদয় আহত হইয়া থাকিবে। কাউণ্টেস্, আপনার তরবারি মঁসিয়ে ভরজারসেয় ব্রেস্লেট কাটিয়া ফেলিয়াছে। উহা কোনও রমণীর প্রণয়চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়।"

এই বলিয়া ডাক্তার ব্রেস্লেটটা তুলিয়া লইয়া কাউণ্টেসের হাতে দিলেন।

অলঙ্কারটি পরীক্ষা করিতে করিতে কাউণ্টেস্ বলিলেন, "কোনও মহিলা বুঝি ইহা আপনাকে দিয়াছেন ?"

কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "আমি যদি বলি দোকান হইতে কিনিয়াছি, সে কথা হয় ত আপনার বিশ্বাস হইবে না।"

"আপনার প্রণয়িনী বুঝি, অলঙ্কারটি সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ?"

"না।"

"আমি আপনাকে একটা উপদেশ দিতেছি। সযত্নে ইহা রক্ষা করিবেন। ধরুন, আমি যদি ব্রেসলেটটা আমার কাছে রাখি, আপনি কি করিবেন ?"

ম্যাক্সিম বড়ই বিপদে পড়িলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে একটা কথার উদয় হইল। তিনি চকিতে বলিলেন, "আপনি যদি রাখেন, তবে মনে করিব, আপনি প্রণয়জ্ঞাপন করিতেছেন। কোনও পুরুষের অতীত জীবনের ঘটনাবলী শুনিয়া যাঁহার মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তিনি নিশ্চয় সেই পুরুষকে ভালবাসেন।"

কাউন্টেস চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে এক অপূর্ব্ব আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখনও ব্রেসলেটটি তাঁহার হাতে ছিল। ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। ম্যাক্সিমের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তার অতীব আগ্রহে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

অবশেষে কাউন্টেস্ বলিলেন, "আপনার কথাই ঠিক। আপনার মনে ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু আমি কাহারও জন্য লালায়িত নহি। তাহার প্রমাণস্বরূপ এই নিন আপনার ব্রেসলেট।"

ম্যাক্সিম দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা অমনই পকেটে রাখিলেন। ডাক্তার ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "কাউন্টেসের দয়া অসীম। আমি হইলে মঁসিয়ে ভরজারসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতাম যে, তিনি একমাস প্রত্যহ আমায় অস্ত্র অথবা অশ্বারোহণবিদ্যা শিক্ষা দিবেন।"

ম্যাক্সিম প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "সে ত আনন্দের কথা।"

কাউন্টেস্ বলিলেন, "তা' হ'লে আপনার কথাই থাক। আপনি রোজ

আসিবেন। আপনার বন্ধুত্ব আমার প্রার্থনীয়।” তার পর মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “চলুন আজ হ্রদের ধারে বেড়াইয়া আসি। শুনিয়াছি হ্রদের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। সেখানে স্কেটক্রীড়া করা যাইবে।”

ম্যাক্সিম বলিলেন, “আজ আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার একজনের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।”

“ব্রেসলেটদাত্রীর সঙ্গে নাকি ?”

“না, তা নয় ; কিন্তু—”

ডাক্তার বলিলেন, “উনিও ‘বোয়া’-হ্রদের ধারে যাবেন’ ব’লেছিলেন, সেইখানেই উঁহার প্রয়োজন।”

“তবে আর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমিও সেই দিকে যাইব। আমার গাড়ীতে আপনিও যাইবেন। হ্রদের কাছে গিয়া আপনি যখন ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। এক ঘণ্টা আপনি আমার। ডাক্তার, মঁসিয়ে ভরজারসকে লাইব্রেরী ঘরে লইয়া যান। আমি কাপড় ছাড়িয়া শীঘ্রই আসিতেছি।”

ম্যাক্সিম পুনরায় আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কাউণ্টেস্ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে কথা কহিবার অবসরমাত্রও দিলেন না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার রোগিণীটিকে কেমন দেখিলেন ?”

“এখন তাঁহাকে মনোহারিণী বলিয়া বোধ হইতেছে।”

“ইহার অর্থ, প্রথমতঃ তাঁহাকে কুৎসিতা ভাবিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই কাউণ্টেস লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন না। কিন্তু অল্পক্ষণ আলাপেই যে কোনও বুদ্ধিমান্ লোক মোহিত হইয়া যান। কাউণ্টেস

আপনার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

উভয়ে লাইব্রেরী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে ভীমকায়, সুবেশধারী একটি ভৃত্যের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সে অভিবাদনপুরঃসর পথ ছাড়িয়া দিল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, প্রতি কক্ষের দ্বারপার্শ্বে এক একজন পদাতিক দণ্ডায়মান। ম্যাক্সিম বিস্মিত হইলেন। যেন কোনও রাজপ্রাসাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেছেন।

লাইব্রেরীকক্ষে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিম চারিদিকে দেখিতেছেন, এমন সময় কাউণ্টেস বেশপরিবর্ত্তন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ম্যাক্সিম দেখিলেন, রমণীয় পরিচ্ছদে কাউণ্টেসকে অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

উভয়ে ডাক্তারের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কাউণ্টেস্ অশ্ববল্গা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

"এখন আপনার সহিত আলাপ করা যাক। আপনার জ্যেঠামহাশয়ের কথা এখন বলুন।"

ম্যাক্সিম সহসা এ প্রশ্নে বিচলিত হইলেন। এরূপ প্রশ্নের অবতারণা তিনি আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই।

ম্যাডাম ইয়ালটা বলিলেন, "তাঁহার একটী কন্যা আছে না?"

"হাঁ?"

"খুব সুন্দরী, কেমন নয়? এক দিন তাঁহাকে আমি ব্যাঙ্কারের সহিত বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। এত দিন তাঁহার বিবাহ হয় নাই কেন?"

"তাহার বয়স সবে উনিশ।"

"আপনি নিশ্চয় তাঁহাকে ভালবাসেন?"

"না, কাউণ্টেস্।"

"তাহা হইলে জর্জ্জেট আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য?"

"সে কি বলিয়াছিল ?"

"আপনার জ্যেঠামহাশয়ের কোনও কর্ম্মচারীর প্রতি তিনি আসক্ত।"

"কি ! দুষ্ট বুঝি—"

"তাহার উপর রাগ করিবেন না। দোষ আমার। সময়ে সময়ে আমি তাহার কাছ হইতে অনেক কথা শুনিয়া লই। কাল আমার কোনও কাজ ছিল না। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান চাকরীতে সুখে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এই সব কথা জানিতে পারিয়াছি। আপনার জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীর অনেক কথাই আমি জানি। জর্জ্জেট বলিয়াছে, আপনি সেখানে বড় একটা যান না। আপনার ভগিনীর সম্বন্ধে সে যে সব কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, এক দিন কুমারী ভরজারসকে আমার এখানে লইয়া আসি।"

"আমার ভগিনী বড় একটা কোথাও যান না।"

"তাহা হইলে এক দিন মঁসিয়ে ভরজারসকে অনুরোধ করিব। তাঁহার কন্যার সহিত তাঁহারই বাড়ীতে আলাপ পরিচয় হইবে। জর্জ্জেট এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আপনাদের বাড়ীর বর্ণনা করিয়াছে যে, আমি যেন সব চক্ষে দেখিতেছি। ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী খুব ভদ্রলোক। সেক্রেটারী বনেদি ভদ্রবংশোদ্ভব, কয়েক দিন হইল ব্যাঙ্কার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার চাকরী গেল কেন বলুন ত ?"

ম্যাক্সিম বিচলিত হইলেন ; বলিলেন, "কারণ ঠিক আমি জানি না। সম্ভবতঃ কারনোয়েল স্বেচ্ছায় চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয় তাঁহাকে মিশর দেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই, তাই বোধ হয় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

"কারনোয়েল ! নামটা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে।

সেণ্টপিটার্স বর্গে ফরাসী দূত-নিবাসে ঐ নামে একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারী ছিলেন না ?"

"তিনি রবার্টের পিতা।"

"কি রকম হইল ? তাঁহার পুত্র—"

"কেন ব্যাঙ্কের চাকরী গ্রহণ করিলেন ? রবার্টের পিতা কিছু রাখিয়া যান নাই'।"

"যুবক খুব সৎসাহসী দেখিতেছি। পরিশ্রম দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। তিনি দেখিতে সুন্দর কি ?"

"সুপুরুষ না হইলেও সুন্দর, গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্। তাঁহার সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই।"

"কেন আপনাকে এ সব প্রশ্ন করিতেছি জানি না। আপনি হয় ত আমাকে বড় কৌতূহলী বলিয়া ভাবিতেছেন !"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "না না, তা ভাবিব কেন ?"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "আপনার ভগিনী ও সেক্রেটারী সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন, তাহার কারণ শুনিতে চান ? জর্জ্জেটের কাছে গল্প শুনিয়া আমার অনুমান হইয়াছে যে, আপনার ভগিনী কারনোয়েলকে ভালবাসেন। তিনিও আপনার ভগিনীর প্রতি অনুরক্ত।"

ম্যাক্সিমের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

কাউণ্টেস বলিলেন, "আমার অনুমান তবে সত্য। আমার বিশ্বাস, আমার জ্যেঠামহাশয় উভয়কে বিচ্ছিন্ন করায় উভয়েই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, আমার মনে কি হই-তেছে জানেন ? আপনার ভগিনীর পক্ষাবলম্বন করিয়া আমি কারনো-য়েলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। তার পর কারনোয়েলের প্রতি

ভরজারস যাহাতে সদয় হন, তাহার চেষ্টা করি। আমার কথা বুঝি আপনার ভাল লাগিতেছে না?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "তা ঠিক নয়। তবে আপনি সমস্ত সংবাদ জানেন না। আমি যদি জানিতাম, কারনোয়েলের সহিত বিবাহে আমার ভগিনী সুখী হইবেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবিত পথ অবলম্বন করিতাম। কিন্তু আমি বাধ্য হইয়া বলিতেছি, আপনি যদি এই যুবকের পক্ষাবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিবেন না।"

"কেন, তিনি কি কোনও অভদ্রোচিত কাজ করিয়াছেন?"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। যতটা বলা উচিত, তাহার অপেক্ষা বেশী বলিয়া ফেলিয়াছেন। সংক্ষেপে তিনি উত্তর করিবেন, "আমি ত তাহা বলিতেছি না।"

"সম্ভবতঃ তিনি কোনও গর্হিত কাজ করিয়া থাকিবেন। কি অন্যায় কাজ তিনি করিয়াছেন?"

"না, কোনও অন্যায় করেন নাই। তবে তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ। অন্তরঙ্গ বন্ধু জুল্‌স ভিগারীর নিকট হইতেও বিদায় না লইয়া তিনি সহসা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! যাঁহার বিবেক অপরাধী নয় তিনি কথনও এমন কাজ করেন না।" ...াক্সিম

কাউণ্টেস কোনও কথা বলিলেন না। ম্যাক্সিম অকস্মাৎ কাউন্ তিনি মৌনাবলম্বনে বিস্মিত হইলেন। ...ন্ত রমণীর

গাড়ী হ্রদের ধারে পৌছিল। অনেকগুলি দর্শক ও মে ব্যাকুল ইতিমধ্যে তথায় সমবেত হইয়াছেন। কাউণ্টেস অশ্ববেগ সংযত কমি কিন্তু সহসা ম্যাক্সিম নৈশ সঙ্গিনী সেই সুন্দরীকে তথায় দেখিলেন। ...শা করি, ...নীতে তিনি যে পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, আজও সেই বেশ তাঁহা রহিয়াছে। রমণী তবে মিথ্যা বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিদেশে যা...

াক্সিম এই প্রতারণার অর্থ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু
নী তাঁহাকে বোধ হয় দেখিতে পান নাই। তিনি অন্যত্র চলিয়া
েলেন।

কাউণ্টেস বলিলেন, "কখন আপনার কাজ?"

"বেলা তিনটার সময়। রুদে বোলোতে আমায় যাইতে হইবে।"

"এখান হইতে সে স্থান কিছু দূর বটে। কিন্তু চলুন, আমি আপনাকে
াখিয়া আসিতেছি।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, অদূরে একখানি গাড়ী আসিতেছে। তিনি বুঝিলেন,
উহা তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ের গাড়ী। গাড়ীর দরজা উন্মুক্ত। এলিসের
স্বর্ণপ্রভ কেশরাশি দেখা যাইতেছিল। জোসেফ্ গাড়ী হাঁকাইতেছিল।
ম্যাক্সিমকে সে দেখিতে পাইয়া জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ম্যাক্সিম
বলিলেন, "কাউণ্টেস, আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"বুঝিয়াছি, ঐ গাড়ীতে আপনার ভগিনী যাইতেছেন। আপনি
উঁহার অনুসরণ করিতে চান।"

"তা নয়।"

"কেন আপনি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রুদে বোলোতে
ভনি যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চান, তিনি ঐ গাড়ীতে। আপনি
অনুধয়া যান, তিনি আপনার পূর্ব্বেই পৌছিবেন। এই বিলম্ব বশতঃ
ম্যান বিরক্ত হইবেন।"

কার ভগিনী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন না। আমি শপথ
আমাাহা বলিতে পারি। আমি—"

যন্ত্রণা ণ্টেস বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের গাড়ীতে চলুন।
তেছোড়া খুব দ্রুতগামী। উহাদের অগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছিব।
য়েলকৈাপনার যেখানে ইচ্ছা যাইবেন।"

ম্যাডাম ইয়ালটা বাধা দিবার অবসরমাত্র না দিয়া দ্রুতবেগেই গাড়ী চালাইলেন।

ম্যাক্সিম কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ যেন ঠিক পলায়ন!"

নীরসকণ্ঠে কাউণ্টেস বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে আমার কোনও স্বার্থ নাই। যে রমণীকে আপনি ভালবাসেন, তাঁহারই চরণতলে আপনাকে পৌঁছিয়া দিতেছি।"

"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এলিস আমার ভগিনী, তাহা ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ নাই।"

"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। প্রমাণ করুন যে, আপনি তাঁহার জন্য যাইতেছেন না। যদি তাঁহাকে না ভালবাসিবেন, তবে তাঁহার কাছে যাইবার জন্য আপনার এত আগ্রহ হইবে কেন?"

"যদি তাই হয়, আমি ছাড়াও ত ঢের লোক তাহাকে ভালবাসে।"

"আপনি কি আমায় বুঝাইতে চাহেন যে, কোনও বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন?"

"না। আমি উহাদের মিলনে বাধা দিবার জন্য আসিয়াছি।"

"কথাটি ভাল করিয়া খুলিয়া বলুন।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল। কাউণ্টেসের অদ্ভুত প্রশ্নে ম্যাক্সিম চমকিত হইলেন। রমণীর ব্যবহারে ম্যাক্সিম অনুমান করিলেন, যেন তিনি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। এলিসকে যে তিনি ভালবাসেন না, অন্য রমণীর প্রতিও যে তিনি আসক্ত নন, এ কথাটা বুঝাইবার জন্য ম্যাক্সিম ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিলেন, "কোনও যুবককে এলিস ভালবাসে, আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার ভগিনীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করি না। আশা করি, এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে না।"

"সেই যুবক মঁসিয়ে কারনোয়েল, কেমন নয়?"

ম্যাক্সিম চমকিত হইলেন। কিন্তু তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর অস্বীকার করা চলে না। মৃদু গুঞ্জনে তিনি বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ।"

"কিন্তু কারনোয়েল এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, আপনি তাঁহাকে কুমারী ভরজারসের অযোগ্য প্রণয়পাত্র মনে করেন?"

"তিনি অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থায় জ্যেঠামহাশয়ের গৃহত্যাগ করিয়াছেন।"

"তবে প্যারীতে তিনি এখনও আছেন কেন?"

"আমার ভগিনীর সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এখনও চলিয়া যান নাই। তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, রুদে বোলোতে এলিসের প্রতীক্ষা করিবেন। সে পত্র এলিস আমায় দেখাইয়াছে। অবশ্য সে সময়ে শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত থাকিবেন, সুতরাং পরিণাম ততটা মন্দ হইবে না। কিন্তু এই সময়ে আমি উপস্থিত থাকিব সংকল্প করিয়াছি। কারনোয়েলকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দিব যে, ভবিষ্যতে তিনি যেন আর কখনও এলিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা না পান। ম্যাডাম, এখন আপনি সমস্তই শুনিলেন।"

উভয়ের কেহ আর কোনও কথা বলিলেন না। ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে দেখিলেন, কাউন্টেস অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। অতঃপর য়ুলটা বলিলেন, "আপনার মত মহৎ ও উদার হৃদয় আমি আর কাহারও দেখি নাই। আমার আশা আছে, ভবিষ্যতে আপনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আপনি যাইতে পারেন। কাল আপনি আসিতেছেন? বেলা তিনটার পর আমি আপনার প্রতীক্ষা করিব। তখন আর কেহই থাকিবে না।"

ম্যাক্সিম ব্যগ্রভাবে বলিলেন যে, তিনি আগামী কল্য নিশ্চয়ই যাইবেন।

গাড়ী থামিলে তিনি নামিলেন। কাউণ্টেস ইয়ালটা দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজিকার সকাল হইতে কত অপূর্ব্ব ঘটনাই ঘটিতেছে! তখনও তিনটা বাজিতে পনর মিনিট বিলম্ব আছে দেখিয়া ম্যাক্সিম অগ্রসর হইলেন। এলিসের গাড়ী তখনও পৌঁছায় নাই। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, রবার্ট এতক্ষণ যথাস্থানে আসিয়া হয় ত দাঁড়াইয়া আছেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া কিন্তু তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কারনোয়েলের কোনও চিহ্নই নাই! "ব্যাপার কি বুঝিতেছি না। এলিস আসিয়া কারনোয়েলের প্রতীক্ষা করিবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালই হইয়াছে। উভয়ের দেখা না হওয়াই ভাল। এলিস রবার্টের ব্যবহারে নিশ্চয়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইবে। আমিও এই অবসরে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইব। কিন্তু কারনোয়েল আসিলেন না কেন? তাঁহার মনের গতি হয় ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হয় ত ভাবিয়াছেন, দেখা করিয়া কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যে গাড়ীতে চড়িয়া রবার্ট যাইতেছিলেন, সম্ভবতঃ উহা তাঁহাকে রেল্‌ওয়ে ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছে। এ রকম সুদৃশ্য গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ানর অর্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দলে তিনি মিশিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একখানি গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। জ্যেঠামহাশয়ের গাড়ী তাঁহার নয়নগোচর হইল। পাছে জোসেফ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এলিসকে বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় ম্যাক্সিম একটা গাছের অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন।

গাড়ী নিকটে আসিয়া থামিবামাত্র বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া, ম্যাক্সিম সহসা গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

"নমস্কার ম্যাডাম ম্যাটিনিউ, নমস্কার এলিস। রাগ করিও না এলিস, সব কথা শুন।"

এলিসের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শিক্ষয়িত্রীর ভীতিব্যঞ্জক ব্যবহারে ম্যাক্সিমের হাস্যোদ্রেক হইল। কিন্তু তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। জোসেফও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

এলিস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে?"

"না, আমার সহিত দেখা হয় নাই। তোমার ন্যায় আমিও কারনো-য়েলের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি আসেন নাই। আসিবেনও না।"

যুবতী আশঙ্কামিশ্রিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কোনও বিপদ্ ঘটিয়াছে!"

"সম্ভবতঃ নয়। না আসিবার অবশ্য সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ হয় নাই। তিনি ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আত্মগোপনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

আত্মবিস্মৃতভাবে এলিস বলিলেন, "কোথায় যাইতেছিলেন?"

"কে জানে? বোধ হয় ট্রেণ ধরিবার জন্য।"

"অসম্ভব! আমার সহিত দেখা না করিয়া তিনি কোথাও যাইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।"

"বোধ হয় তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। আমার ধারণা কি শুনিতে চাও?—এই ব্যক্তির জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ কর, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। রবার্ট তোমার যোগ্য নন। অবশ্য তিনি যে দোষী, সে কথা আমি

শপথ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ানর অর্থ আত্মগোপন। তোমার পিতৃগৃহ যখন তিনি ত্যাগ করিয়া যান, তখন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। আমরা সকলেই জানিতাম, তিনি দরিদ্র। তুমি হয় ত বলিবে গাড়ী অন্য লোকের। সে কথা সত্য; কিন্তু কাহার? তাঁহার যে কোনও ধনী বন্ধু আছেন, সে কথা আমরা কোনও দিন শুনি নাই। চাকরীত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ায় সন্দেহের পর্য্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান। ম্যাডাম ম্যাটিনিউ আমার কথা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "ঠিক কথা। এলিস, তোমার দাদা যাহা বলিতে-ছেন, সব সত্য। এই যুবকের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তোমার অনেকটা জ্ঞান জন্মিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর চিন্তা করা তোমার উচিত নয়।"

এলিস শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। অবশেষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শপথ করিয়া বল, তুমি তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস কর?"

দ্বিধাশূন্য মনে ম্যাক্সিম বলিলেন, "সত্যই আমি তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করি।"

এলিসের মুখমণ্ডল মরা মানুষের মত শাদা হইয়া গেল। কিন্তু তিনি আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছ। আমি তোমাদের কথাই শুনিব। জোসেফকে বল, সে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাক্।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "জোসেফ, গাড়ী বাড়ী লইয়া যাও।" জোসেফ দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ী চলিয়া গেলে, ম্যাক্সিম ভাবিলেন, "কাজটা ভালই হইয়াছে। যাক্, এখন আমার নিজের কাজ দেখা যাউক। নৈশ

সঙ্গিনী বোধ হয় এখনও হ্রদের ধারে বেড়াইতেছেন। তাঁহার অনুসরণ করা যাক।"

ম্যাক্সিম দ্রুতবেগে হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু হ্রদের ধারে পৌঁছিয়া ম্যাডাম 'ইয়ালটা অথবা ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট কাহারও দেখা পাইলেন না। অগত্যা তিনি বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যখন ম্যাক্সিম ডরজারস এলিসের প্রতীক্ষায় রুদে বোলোতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন রবার্ট কারাকক্ষের মধ্যে উন্মত্তবৎ পাদচরণা করিতেছিলেন। অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য যদি তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন! নির্দ্দিষ্ট সময়ে এলিসের সহিত শুধু একবার দেখা করিবার জন্য তিনি দশবার আত্ম-জীবন বিপন্ন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু হায়! উপায় নাই! বাড়ীটি চারি-দিকে সুরক্ষিত। গৃহদ্বার রুদ্ধ; বাহিরে প্রহরী পাহারা দিতেছে। কক্ষতল হইতে বাতায়ন দশহাত উর্দ্ধে অবস্থিত। তথায় পৌছান সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদিও বা কোনরূপে কেহ বাতায়নসমীপে পৌঁছায়, নামিবে কিরূপে? বাহিরে—উদ্যানের চারি পার্শ্বে পর্ব্বতপ্রমাণ সমুন্নত প্রাচীর। রবার্ট দেখিলেন, এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন সময় টং টং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। হতাশভাবে রবার্ট বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিন্তাশ্রান্ত মস্তক ঢলিয়া পড়িল।

দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন রজনী সমাগতা। দুইটি ভীমদর্শন বলিষ্ঠ ভৃত্য আহার্য্য লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রবার্ট সলম্ফে উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইল, তাহাদিগকে বলেন, যেন তাহারা তাঁহাকে বিরক্ত না করে। কিন্তু তিনি থামিয়া গেলেন। ভাবিলেন, তাহারা আদেশ পালন করিতেছে মাত্র। তিনি বলিলেও তাহারা শুনিবে না। তবে শুধু বৃথা বাক্যব্যয় কেন?

সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহার ক্ষুধাবোধও খুব হইয়াছিল। সমস্ত দিন একরূপ অনাহারেই আছেন। বিশেষতঃ আহার না করিলে কি

উপকার হইবে? আজই হউক অথবা দুই দিন পরেই হউক, উদর পূর্ত্তি করিতেই হইবে। উদরের জ্বালা বড় ভয়ানক। সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। শয্যা লইয়া আরও দুইটি ভৃত্য প্রবেশ করিল। দুইজন সৈনিকবেশধারী ভৃত্য দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। রবার্ট ভাবিলেন, কর্ণেল মনে করিয়াছেন, দীর্ঘকাল আমায় বন্দী করিয়া রাখিবেন। কিন্তু তাঁহার মস্ত ভুল! আমি হয় পলায়ন করিব, নয় ত মরিব।

ভৃত্য সসম্মানে আহারে বসিবার জন্য রবার্টকে অনুরোধ করিল। খাদ্যের কি বিপুল আয়োজন! নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য, বহু প্রকার উৎকৃষ্ট সুরা আনীত হইল। কিন্তু রবার্ট শরীরধারণের উপযুক্ত পরিমাণ আহার করিলেন মাত্র। সুরা স্পর্শও করিলেন না।

আহার শেষ হইলে দরজা খুলিয়া গেল। কর্ণেল বোরিসফ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহাস্য মুখে বলিলেন, "আপনার কোনও কষ্ট হয় নাই ত? অনেকক্ষণ আপনি একা আছেন। বিশেষ কাজের জন্য সমস্ত দিন দেখা করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি যে আমার অতিথি, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। আজ এখনই আবার বাহিরে যাইব। তাই আপনার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলাম।"

ক্রোধে রবার্টের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অপমানসূচক কোনও কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাইলেন না। কর্ণেল একখানি আসনে বসিয়া সিগার ধরাইয়া [illegible]লেন।

"আজ এক সদাগর বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ। যদি মসিয়ে ভরজারস্ ও তাঁহার কন্যার সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি সেখানে যাইতাম না।"

রবার্ট বলিলেন, "ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা হইলে আপনি কিরূপ অভদ্রোচিত উপায়ে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন সে কথা বলিবেন ত?"

রবার্টের কথায় কর্ণেল বিচলিত হইলেন না। প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "আপনি বৃথা ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টা করিতেছেন। রাগের মাথায় আপনি যাহাই কেন বলুন না, আমি কখনই রাগিব না। অবশ্য আমার মেজাজ বড় ঠাণ্ডা নয়। অন্য সময় হইলে আমি কখনই সহ্য করিতাম না। কিন্তু এখন বিশেষ স্বার্থের অনুরোধে আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। কি বলিতেছিলেন?—হাঁ, মসিয়ে ভরজারসের সহিত আজই আমার দেখা হইয়াছে।"

"তাহা হইলে তিনি সমস্তই জানেন?"

"তিনি কিছুই জানেন না। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আপনার দেখা পাইলাম না। প্যারী নগরেই আপনি আছেন, কিংবা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।"

"তিনি এখনও আমাকে দোষী ভাবিতেছেন?"

"পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। প্রথমতঃ কিছু কিছু সন্দেহ ছিল; এখন আর কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু আপনার দোষ থাক্ বা না থাক্, তাহাতে তাঁহার বড় একটা আসে যায় না। আপনি এদেশ হইতে চলিয়া যান, ইহাই তাঁহার বাসনা।"

"তিনি কি আশঙ্কা করেন, আবার আমি তাঁহার সিন্দুক খুলিয়া টাকা চুরী করিব?"

"না। পাছে তাঁহার কন্যার সহিত আপনার সব মিটমাট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা।"

"কুমারী ভরজারসকে এ বিষয়ে জড়িত করিতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, তবু আপনি শুনিবেন না?"

বিদ্রূপহাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "আপনি নিষেধ করিতেছেন! এখানে আমি শুধু আদেশ করিব; আর সকলে পালন করিবে। শুনুন, তিনি আমার

বলিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যার প্রতি আসক্ত, এ কথা জানিতে পারিয়াই তিনি আপনাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছেন। এ কথা কি সত্য ?"

"হাঁ, এক বর্ণও মিথ্যা নয়।"

"তিনি যখন অনুমান করিলেন, আপনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যই তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আপনি এখানেই আছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন, আপনি তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়েই প্যারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্যাঙ্কারের কন্যাও আপনার সহিত দেখা করিতে সম্মত। ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই, আপনার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণের জন্যও এখনও তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা আছে।"

"বৃদ্ধ স্বয়ং এ কথা আপনাকে বলিয়াছেন ?"

"নিশ্চয় ! তিনি আশা করিতেছেন, সময়ে তাঁহার কন্যার মতপরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু আপনি এখানে থাকিলে তাহা ঘটিবে না। কোনও দিন না কোনও দিন উভয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া যাইতে পারে। কুমারী জানেন আপনি এখানে আছেন। আপনার পত্রও বোধ হয় পাইয়াছেন। কারণ বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, আজ অপরাহ্নের পর শিক্ষয়িত্রীসহ তাঁহার কন্যা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, আপনিও কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি চাহিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার উৎকণ্ঠার কারণ এখন আমি বুঝিলাম। কেমন, আমি ঠিক ধরি নাই কি ?"

রবার্ট সংক্ষেপে বলিলেন, "হাঁ।"

কর্ণেল বলিলেন, "আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল দেখিতেছি। আপনি ব্যাঙ্কারের কন্যাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু তাহাতে একটু সামান্য বাধা দেখিতেছি। বৃদ্ধকে কোন রকমে যদি বুঝাইতে

পারা যায় যে, আপনি নির্দ্দোষ—অন্যায়রূপে আপনার স্কন্ধে এত বড় গুরুতর অপরাধ চাপান হইয়াছে—তাহা হইলে বৃদ্ধ নিজেই আপনাকে কন্যাসম্প্রদান করিয়া নিজের অন্যায়াচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।"

"আপনি কি বলিতেছেন?"

"আমি আপনার এই স্বপ্নটিকে সত্য করিয়া দিতে পারি। শুধু আমারই ইচ্ছার উপর আপনাদের মিলন নির্ভর করিতেছে!"

"কেমন করিয়া?"

"এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়া রাখি যে, জগতের চক্ষে আপনার মানসম্ভ্রম সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। তিন চারি জন লোক ছাড়া এ চুরীর ব্যাপার আর কেহ জানে না। তাঁহারা সকলেই স্বার্থের অনুরোধে ইহা গোপন রাখিতেছেন। সুতরাং যদি মসিয়ে কারনোয়েল মসিয়ে ভরজারসের সেক্রেটারীপদে পুনরায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারিবে না। তার পর যখন সকলে জানিতে পারিবে, ব্যাঙ্কারের কন্যার সহিত আপনার বিবাহ হইবে, তখনও কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিবে না। কারণ এরূপ বিবাহ সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে।"

"মসিয়ে ভরজারস সে প্রকৃতির লোক নহেন। তাঁহার যে কথা, সেই কাজ।"

"হইতে পারে; কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, সে ভার আমার উপর। আমি যদি বলি যে, চোরের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু তিনি আপনার সেক্রেটারী নন—"

রবার্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "এ কথাও আপনি বলিবেন?"

"শুধু তাই কেন? আমি আরও বলিব যে, ভদ্রলোকের উপর সন্দেহ করিয়া আমরা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। তাঁহাকে এ জন্য পুরস্কৃত

করা উচিত। এইরূপ ভাবে যদি আমি বলি, তিনি কি আমার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ?”

“তা জানি না। কিন্তু আমি বুঝিতেছি, ন্যায়পথে আপনি চলিতে পারিবেন না। আপনার ব্যবহার ইহার বিরোধী।”

“সত্যই আমি বলিব। তা ছাড়া, যে টাকা চুরী গিয়াছে, তাহাও তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব; কিন্তু আপনাকে বলিতে হইবে, আমার বাক্স কোথায়, অথবা কে লইয়াছে ?”

“আবার সেই মিথ্যা অপবাদ!”

“আমি ফিরাইয়া দিতে বলিতেছি না। কারণ বাক্স এখন আপনার কাছে নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি। যাহারা উহা সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত, তাহাদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। আমি কেবল জানিতে চাহি, তাহারা কাহারা ? নাম বলুন, যদি জানিতে পারি আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

“তাঁহাদের নামই যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমিই ত তাহাদের সহকারী।”

“আমার ধারণা কি শুনিবেন ? কোনও রমণী নিশ্চয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে। আমি তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। খুব সম্ভব, শীঘ্রই আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কাগজপত্রগুলি সরকারী, এ কথা আপনার কাছে এখন আর গোপন করিব না। বিদেশে আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ যে সব গুপ্ত আয়োজন করিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করার ভার আমার উপর। সে কথা আপনাকে বলিতে এখন কোনও বাধা নাই। আমাদের শত্রুপক্ষ অর্থশালী ও সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরে অবস্থিত। তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিলোপসাধন। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহারা

চৌর্য্য ও রক্তপাতেও পশ্চাৎপদ নহে। আমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প তাহাদের আছে। সেজন্য আমি এত সাবধানে থাকি। কাগজপত্র তজ্জন্যই বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কারের কাছে রাখিয়াছিলাম। এই দলে সম্ভ্রান্ত রমণীও আছেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোনও রমণীর প্রেমে আপনি পড়িয়া থাকিবেন। অবশ্য এখন আপনার সে ভাব নাই। কিন্তু প্রথম যৌবনে যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার প্রভাব একেবারে যায় না। সম্ভবতঃ তিনি আপনাকে নানা উপায়ে ভুলাইয়া এই কার্য্য করাইয়াছেন। হয় ত ব্যাঙ্কারের কন্যার নিকট পত্র লিখিয়া আপনার প্রথম যৌবনের ভ্রান্তির কথা বলিয়া দিবারও ভয় দেখাইয়া থাকিবেন। তজ্জন্য আমি আপনাকে দোষ দিই না। অনেকেই এ অবস্থায় পড়িলে ঐরূপ কাজ করিয়া থাকেন। আপনি ভাবিয়াছিলেন, সিন্দুক খুলিবার সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া ও চাবী অর্পণ করায় বিশেষ কোনও পাপ নাই। সম্ভবতঃ এই রমণীই টাকাও চুরী করিয়া থাকিবেন। তিনি জানিতেন, আপনি সেই রাত্রেই প্যারী ত্যাগ করিবেন। সুতরাং চুরীর অপরাধ আপনারই ঘাড়ে পড়িবে। আপনিও এদেশে আর ফিরিবেন না, সুতরাং চুরীর কথা জানিতে পারিবেন না। এই রমণী তার পর কোনরূপে হয় ত জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনি প্যারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাই বেনামী পত্রের সহিত টাকাটা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখুন, আপনি প্রকৃত পক্ষে অপরাধী নন। শুধু একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। আমি আপনাকে চোর ভাবিলে কখনই এরূপ ব্যবহার করিতাম না। অতএব সব কথা এখন প্রকাশ করিয়া বলুন। এই রমণীর নাম বলুন। তাহা হইলে তিন মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কারের কন্যার সহিত আপনার পরিণয় হইয়া যাইবে।"

রবার্ট পূর্ণ দৃষ্টিতে কর্ণেলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়

আপনার কল্পনাশক্তি প্রখরা; কিন্তু অলীক উপন্যাস রচনায় আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। যদি কোনও রমণী এই চুরীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে জানিয়া রাখুন, আমি তাঁহাকে চিনি না। এ বিষয়ে কোনও কথাই আমার বলিবার নাই।"

"তবে দেখিতেছি,জুলস্ ভিগনরী ব্যাঙ্কার-কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।"

বিবর্ণ মুখে রবার্ট বলিলেন, "ভিগনরী!—বলেন কি?"

"হাঁ। ভিগনরী এলিসকে ভালবাসেন। ব্যাঙ্কারেরও বরাবর ইচ্ছা, তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ দেন।"

"ভিগনরী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাঁহার কাছে আমার প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছি। তিনি আমার সব কথাই জানেন। কিন্তু তিনি যদি এলিস্কে ভালবাসিয়া থাকেন, তবে আমায় বলেন নাই কেন? আপনার কথার তাৎপর্য্য, ভিগনরী আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন?"

"নিশ্চয়ই নয়। তিনি আপনার সপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন।"

"তা আমি জানিতাম।"

"ব্যাঙ্কার আজ সকালে ভিগনরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাও?" কিন্তু ভিগনরী তাহার উত্তরে বলেন যে, কুমারী এলিস তাঁহাকে পছন্দ করিবেন না। ব্যাঙ্কার সে কথার উত্তরে বলেন যে, কালে এলিস তাঁহাকে ভালবাসিবে। ভিগনরী কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করেন নাই। অবশেষে যখন তিনি ভিগনরীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি অন্য কোনও রমণীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন কি না। তদুত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে, কুমারী এলিসকে তিনি অনেক দিন হইতে মনে মনে ভালবাসেন। কিন্তু আপনার উপর কুমারীর আসক্তি আছে জানিয়া তিনি নিজের ব্যর্থ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহাকেও

জানিতে দেন নাই। বৃদ্ধ বলেন যে, সে তিনি বুঝিয়া লইবেন, কন্যাকে তিনি বুঝাইয়া বলিবেন। অবশ্য ভিগনরী এ কথায় প্রতিবাদ করেন নাই। এখন বুঝুন ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে। আপনি অপরাধীর নাম প্রকাশ করিয়া বলিলে সব দিক্ এখন বজায় থাকিবে।"

রবার্ট বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে। আপনার সব কথা আমি শুনিলাম। কিন্তু আপনি জানিয়া রাখুন, আমার সংকল্প অটল। ও চুরীর বিষয় আমি কিছুই জানি না। জানিলেও আমি আপনার কাছে উহার বিষয় প্রকাশ করিতাম না। নিজের দোষ ক্ষালনের জন্যও নহে। কিন্তু সত্যই বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না। আমাকে যন্ত্রণা দিলেও আপনি কোনও কথা জানিতে পারিবেন না।"

"এই কি আপনার শেষ কথা?"

"হাঁ।"

"তা' হ'লে যদি কিছু ঘটে আমার কোনও দোষ নাই।"

"আর কি ঘটিবে? আমি আপনার বন্দী। কিন্তু চির কাল আমি বন্দী থাকিব না। আজই হউক কিংবা দুই দিন পরেই হউক বিচারালয়ে আমাকে পাঠাইতেই হইবে। তখন আমি যাহা জানি বলিব।"

"অট্টহাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "ও! আপনি ভাবিয়াছেন আমি বুঝি আপনাকে এক দিন মুক্তি দিব? তাহা হইবে না। আপনাকে অবৈধ ভাবে অবরুদ্ধ করার জন্য আমি দেশের আইনের অমর্য্যাদা করিয়াছি। সে অপরাধে আমার গুরুতর শাস্তি হইতে পারে।"

রবার্ট স্থিরনেত্রে কর্ণেলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আমায় হত্যা করিবেন না কি?"

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কর্ণেল বলিলেন, "ছি! ভদ্রলোকের সে কাজ নয়। দীর্ঘকাল বদ্ধ করিয়া রাখিলেই শেষে আপনি অপরাধ স্বীকার করিবেন।"

"যদি আমি তথাপি কিছুই না প্রকাশ করি?"

"তখন সাইবেরীয়ার মরুভূমিতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিব। গাড়ীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গ আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। ছাড়পত্র দেখাইলে কেহ গাড়ী খুলিয়া পরীক্ষা করিবে না। সেখানে একবার গেলে আর জীবনে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একমাস আপনাকে সময় দিব। যদি তত দিনে আপনি স্বীকার না করেন, তখন বাধ্য হইয়াই আমাকে এ কাজ করিতে হইবে।"

"এক মাস কেন, দশ বৎসরেও আপনি একটি কথাও আমার নিকট হইতে বাহির করিতে পারিবেন না।"

"দশ বৎসরের প্রয়োজন নাই। এক মাসেই হইবে। এক মাস পরে আপনার সমস্ত আশা ভরসাই লুপ্ত হইবে। কারণ তখন কুমারী এলিস ভিগনরীর পরিণীতা পত্নী হইবেন। আমিও এ বিবাহ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। প্রত্যেক দিনের ঘটনা আপনাকে জানাইব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আশা থাকিতে থাকিতে আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

"বলিয়া যান। যত প্রকার নিষ্ঠুরতা আছে, সব আবিষ্কার করিয়া প্রয়োগ করিতে থাকুন। আমার ধৈর্য্য কিন্তু বিলুপ্ত হইবে না।"

"আর অধিক কিছু বলিবার নাই। আমি এখন চলিলাম।"

রবার্ট নীরবে বসিয়া রহিলেন। ব্যর্থ রোষ তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। নিষ্ঠুর বোরিসফের একটি কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ভিগনরী—তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদ্ এলিসকে ভালবাসে—তাঁহার পাণিপ্রার্থী! মসিয়ে ভরজারুস যেরূপ জামাতা চাহেন, ভিগনরীতে সে সকল গুণ বিদ্যমান। যুবতীর মনোরঞ্জনের গুণও তাহার যথেষ্ট আছে। সে রূপবান্, বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। জীবনে সে কোনও কুকার্য্য করে নাই।

"আমি তাহার নিকট ঋণী। কিন্তু তাহারই জন্য এলিসকে আমি হারাইতে বসিয়াছি। এলিস তাহাকেই বিবাহ করিবে। পিতৃ-আজ্ঞা কেন সে লঙ্ঘন করিবে? আমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি বশতঃ সে তাহার শপথ ভুলিয়া যাইবে। এখনই হয় ত সে বুঝিতে পারিয়াছে, আমি সত্যই অপরাধী। সে বোধ হয় যেন আমায় ঘৃণা করিতেছে!"

দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রবার্ট অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চারি-দিকে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় রবার্ট লজ্জিত হইলেন। "আমাকে এ স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। নয় ত মরিব। যদি উদ্ধারের কোনও উপায় না থাকে, ঘরে আগুন দিব।"

কিন্তু অগ্নি-সংযোগের বাসনা তিনি ত্যাগ করিলেন। কর্ণেলের ভৃত্য-গণ সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। আগুন ত নিঃশব্দে জ্বলে না! তাহারা জানিয়া ফেলিবে। রবার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লাইব্রেরীঘরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উপরে তিনটি জানালা আছে বটে, কিন্তু কাচ দ্বারা সেগুলি আবদ্ধ। একবার জানালার কাছে যাইতে পারিলে তিনি পলায়নের কোনও উপায় আছে কি না, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু তত উর্দ্ধে উঠিবার উপায় কি? এই ঘরটি কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন না।

বাতিদান তুলিয়া লইয়া রবার্ট সন্তর্পণে ঘরের চারিদিকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। লাইব্রেরীগৃহটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক স্থলে আসিয়া একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরের গ্যালারীতে যাওয়া যায়। রবার্ট উপরে উঠিলেন। জানালার

কাছে গিয়া আলোকটি দূরে সরাইয়া রাখিলেন। দেখিলেন, বাহিরে সুবৃহৎ উদ্যান,—প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ। উদ্যানের উন্নত প্রাচীরও তাঁহার নয়নে পড়িল। প্রাচীরের সন্নিকটে কিন্তু একটিও বৃক্ষ নাই। কোথাও জনপ্রাণীও নয়নগোচর হইল না। ভূমিতলে শুভ্র তুষার জমিয়া রহিয়াছে। তুষারের উপর মনুষ্যপদচিহ্ন আদৌ দেখা গেল না। রবার্ট অনুমান করিলেন, সেখানে কোনও রক্ষক নাই। বাতায়ন হইতে ভূমিতল ত্রিশ ফুট নিম্নে অবস্থিত। সুতরাং কেহ যদি লাফাইয়া পড়ে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। রবার্ট মনোযোগসহকারে চারিদিক্ দেখিতেছেন, সহসা তাঁহার বোধ হইল, উদ্যান প্রাচীরের উপরে কোনও পদার্থ নড়িতেছে। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন, সঞ্চরণশীল পদার্থ—কোনও মনুষ্যের মস্তক ও স্কন্ধদেশ।

লোকটি ওখানে কি করিতেছে? প্রাচীর বাহিয়া ও কেন উঠিয়াছে? কেমন করিয়াই বা ওখানে আরোহণ করিল? রবার্ট প্রথমতঃ ভাবিলেন, কোনও প্রহরী কর্ণেলের আদেশে লুক্কায়িতভাবে ওখানে পাহারা দিতেছে। কিন্তু এমন অসুবিধাজনক স্থলে প্রহরীই বা থাকিবে কেন? যে কোনও গুপ্তস্থলে দাঁড়াইয়া সে পাহারা দিতে পারে। বিশেষতঃ কোন মই অথবা আরোহণীও ত দেওয়ালে দেখা যাইতেছে না। প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে লোকটা দেওয়ালের উপর উঠিয়াছে। তাহা হইলে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে নিশ্চয় রাজপথ। লোকটা কি উদ্দেশ্যে ওখানে উঠিয়াছে? চুরী?—হইতে পারে! কিন্তু রাত্রি এখনও গভীর হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যে চুরী করিতে আসে, তাহার সাহস কম নয়!

"বাহির হইতে কোনও সাহায্য পাইবার আশা দুরাশা। তবু চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। লোকটাকে সঙ্কেত করিলে হয় না? হয় ত সে পলাইয়া যাইবে। চেষ্টা করায় ক্ষতি কি?"

রবার্ট প্রজ্বলিত বাতি তুলিয়া লইলেন। মাথার উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া বাতায়নের নিকটে সরিয়া গেলেন। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, সুতরাং আলোকশিখা নিশ্চয়ই লোকটির চক্ষে পড়িবে, রবার্ট প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি কিন্তু সরিয়া গেল না। বরং কনুয়ের উপর ভর দিয়া আরও একটু উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। রবার্ট সাহসে ভর করিয়া আলোকটি নীচে নামাইলেন। তার পর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য—মূর্ত্তি যেন বুঝিতে পারে, তাহারই উদ্দেশে সঙ্কেত করা হইতেছে। মূর্ত্তি বোধ হয় ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল, সে প্রাচীরের উপর উঠিয়া বসিল।

রবার্ট এখন তাহার সমস্ত দেহটাই দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি যেন একটি বালকের। এতদূর হইতে আকৃতি স্পষ্ট দেখা যায় না। বালক বাহু তুলিয়া নিজের বুক দেখাইল, তাহার অর্থ "আমাকে ইঙ্গিত করিতেছেন ?"

"রবার্ট আলোক সঞ্চালন করিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিলেন। বালক যেন মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি খুলিল। রবার্ট ভাবিলেন, "বোধ হইতেছে বালক যেন আমায় চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমায় কোথায় সে দেখিয়াছে? বালকটি নামিয়া যাইতেছে দেখিতেছি। আমায় হাত নাড়িয়া যেন বলিতেছে, ভয় নাই, আমি আবার ফিরিয়া আসিব।" বালকের কোটের বোতাম সহসা রবার্টের চক্ষে পড়িল। "জর্জ্জেট! নিশ্চয়ই জর্জ্জেট!"

তখন সহসা তাঁহার মনে পড়িল, সকালে কর্ণেলের বাড়ী আসিবার সময় পথের ধারে জর্জ্জেটকে যেন খেলা করিতে দেখিয়াছিলেন। কারনোয়েল জর্জ্জেটকে অত্যন্ত স্নেহচক্ষে দেখিতেন। জর্জ্জেটও তাঁহাকে ভালবাসিত।

কর্ণেলের গৃহে রবার্টকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বালক বিস্মিত হইয়াছিল। সে কারনোয়েলের পরিণাম জানিবার জন্য সম্ভবতঃ ব্যগ্র হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে কেমন করিয়া জানিল, কর্ণেল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? কিন্তু তাহার মনে যদি সে সন্দেহ না হইবে, তবে সে প্রাচীর বাহিয়া উঠিবে কেন? প্রাণের মায়া কি তাহার নাই? নামিয়া যাইবার সময় সে ইঙ্গিতে আবার যেন বলিল, "আমায় বিশ্বাস করুন, অপরের সাহায্যে আপনাকে উদ্ধার করিব।"

রবার্ট অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় শয়ন করিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যরশ্মি বাতায়নপথে গৃহমধ্যে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। ব্রায়ার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"কি চাই আপনার?"

"আপনার নিদ্রা হইয়াছিল কি?"

রবার্ট কোনও উত্তর করিলেন না। ব্রায়ার বলিলেন, "আপনার পকেট-বহি বৃথা অন্বেষণ করিতেছেন। ওখানে পাইবেন না।"

"তবে আপনি তাহা চুরী করিয়াছেন?"

"হাঁ, আমি উহা রাখিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি সত্য কথা বলিবামাত্র, উহা ফেরত পাইবেন।"

রবার্টের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অর্থের জন্য তিনি কাতর নহেন। তাঁহার নির্দ্দোষতার সাক্ষ্যস্বরূপ পত্রখানি যে শত্রুহস্তগত হইল, ইহাই বিশেষ বিপদের কথা।

"আপনার মনিবকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার সহিত আমার কথা আছে।"

নবম পরিচ্ছেদ

সত্ত্বেও সেই রজনীতে রঙ্গালয়গুলি খোলা ছিল।
াম গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি
ইলেন। ভিগনরীকে দিনের ঘটনাগুলি বলিতে
কারনোয়েলের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন,
ইতে হইবে। রুদে সুরেস্নিতে পৌছিয়া তিনি
। এলিসের সহিত নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছেন।
তাঁহাদের নিমন্ত্রণ। সংবাদটা শুভ। এলিস
। আজ যখন গিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার
ছে। ভিগনরীর সন্ধানে গিয়া ম্যাক্সিম জানিতে
গিয়াছে।

ান, তিনি থিয়েটার দেখিতে যাইবেন। আজ
রঙ্গালয়ে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, তখন
ছ। ম্যাক্সিম চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোনও
াইলেন না। একা একা অভিনয় দর্শন বড়
চাহিতেছেন, সহসা রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ
হইল। তিনটি রমণী হাসিয়া হাসিয়া গল্প

ড়াক্ষেত্রে যে তিনটি রমণীর সহিত কথা-
রাও আজ অভিনয় দর্শনে আসিয়াছেন।
আহ্বান করিলেন। ম্যাক্সিম অভিবাদন
।

অর্চ্চেষ্ট্রার বাম ভাগে তাঁহার আসন। তাঁহার পার্শ্বস্থ দুইটি বক্সে লোক আছে কি না ম্যাক্সিম বুঝিতে পারিলেন না। পর্দ্দা ফেলা ছিল। ম্যাক্সিমের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি সম্মুখে সরিয়া বসিলেন। একটি মহিলার স্কন্ধদেশের একাংশমাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, রমণী একা নহেন। যেন মাঝে মাঝে কাহার সহিত তিনি কথা কহিতেছিলেন। ম্যাক্সিম আবার ঘুরিয়া বসিলেন। যে বক্সে ডেলফিন ও তাঁহার বন্ধুযুগল বসিয়াছিলেন, সেই দিকে আবার চাহিলেন। দেখিলেন তাঁহার তাচ্ছিল্যভাব সত্বেও তাঁহারা বেশ স্ফূর্ত্তি সহকারে তাঁহাকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন। বার্থা তাঁহাকে পার্শ্বস্থ বক্সের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে কি বলিলেন। ম্যাক্সিম বুঝিলেন, বার্থা যেন বলিতেছেন, "এখানে আসুন, একটা মজা দেখিতে পাইবেন। ওখানে থাকিলে দেখিতে পাইবেন না।"

ম্যাক্সিম ভাবিলেন, "পাশের বক্সের অধিকারিণীকে আমি চিনি, বার্থা তাহাই বলিতেছেন। দেখা যাক্ না কেন!"

যুবক রমণীত্রয়ের কাছে উঠিয়া গেলেন।

বার্থা বলিলেন, "এতক্ষণ পরে আসিলেন দেখিতেছি!"

ডেলফিন বলিলেন, "আপনি আজ আমাদের সঙ্গে ভারী বেয়াদবি করিয়াছেন। আমরা ডাকিতেছি, আর আপনি পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন!"

"আমি আসিলে পাছে আপনাদের অসুবিধা হয়, তাই আসি নাই।"

কোরা বলিলেন, "বা! আপনি ত জানেন বক্সে চারিটি আসন থাকে, অবশ্য অভিনয় এখান হইতে ভাল দেখা যায় না বটে; কিন্তু আমরা অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগকে দেখিবার জন্য আপনাকে ডাকি নাই।"

"তবে কি?"

বার্থা বলিলেন, "আপনাকে কিছু না দেখানই ভাল। আমরা এত ডাকিতেছি, তবু আপনি নড়িতে চান না।"

"ঐ মহিলাটিকে দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন বুঝি, ঐরূপ স্কন্ধদেশ আমি যেন কোথায় দেখিয়াছি!"

"তবে ভাল করিয়া দেখুন। আমার অপেরা গ্লাসটা লইবেন?

"কি দরকার! দেখিতেছি সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, নক্ষত্র এখন অন্তর্হিত!"

"আবার এখনই দেখা দিবে। ততক্ষণ উপগ্রহটিকে দেখুন।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, এক ব্যক্তি মুখ বাহির করিয়া অভিনয় দেখিতেছেন। লোকটাকে যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। ব্যক্তিটি খুব লম্বা-চওড়া। চেহারা কদর্য্য; কিন্তু পরিচ্ছদপারিপাট্য দেখিলে মনে হয় যেন কোনও বৈদেশিক প্রিন্স।

"ইঁহাকে দেখিবার জন্যই আমায় ডাকিয়াছেন না কি? উঁহাকে চেনেন?"

"আদৌ না। জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।"

"তাহা হইলে মহিলাটিকে বুঝি চেনেন?"

"সম্ভবতঃ।"

"কে বলুন ত?"

"অনুমান করুন।"

"বাঃ! আমি চেহারাই ভাল করিয়া দেখিলাম না, তা অনুমান করিব কিরূপে?"

"তাঁহার স্বামীকেও চেনেন না?"

"মোটেই না।"

"উত্তম। আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। আপনি যদিও আমায়

বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, রমণীটি বিবাহিতা।"

"আমি ব'লেছিলাম? আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন বুঝি?"

"ঠাট্টা করিব কেন? এই শ্মশ্রুল দৈত্যটি কখনই তাঁহার স্বামী নয়। আপনি ত প্রায়ই রমণীর কাছে যান, সুতরাং আপনারই ভাল রকম জানা উচিত।"

"বার্থা, এ ভাবে যদি আমার সঙ্গে আপনি বিদ্রূপ করেন, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইব।"

"আপনাকে বিদায় দেওয়াই উচিত। কিন্তু ততটা নিষ্ঠুর আমি হইব না। ব্রেসলেট্‌টা এখনও আপনার কাছে আছে? তাহা হইলে যে মহিলা আপনাকে উহা উপহার দিয়াছেন, তাঁহাকে আপনি এখনও ভালবাসেন দেখিতেছি। আমি আপনাকে তাঁহার নাম বলিব বলিয়াছিলাম না?"

"হাঁ, আপনি আরও বলিয়াছিলেন, এই সম্ভ্রান্ত মহিলা অতি বিচিত্র প্রকৃতির।"

"ঠিক। যদি সে সময়ে সেই ডাক্তারটি না আসিয়া পড়িতেন, আপনি অনেক কথা জানিতে পারিতেন।"

"কিন্তু আজ ত আর কেহ নাই, সুতরাং গল্পটা শেষ করিয়া ফেলুন।"

"বেশ। এক দিন আপনার স্বপ্নরাজ্যের এই মহিলাটির সহিত আমি একত্র একটি হোটেলে আহার করিয়াছিলাম।"

"আপনি? বলেন কি?"

"আপনি ভাবিতেছেন, আপনার প্রণয়িনী খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা, আর আমি তা নই, কেমন না? কিন্তু মহাশয়, আমার বড়ই ভ্রম। আপনার প্রণয়িনীও সম্ভ্রান্ত মহিলা নন। এক মাস পূর্ব্বে তিনি কোনও বিদেশী ভদ্র-

লোকের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছিলেন, সেই বিদেশী ভদ্রলোক আবার অপর একটী বিদেশীর বন্ধু। আবার এই বিদেশী ভদ্রলোকটি আমারও বন্ধু ছিলেন। ভাবাটা একটু ঘোরাল করিয়া বলিলাম বটে, কিন্তু অবস্থাটা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। এক দিন ঘটনাক্রমে এই দুই বিদেশী ভদ্রলোক এই থিয়েটারেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুই জন অবশ্য একসঙ্গে আসেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নিজ নিজ সঙ্গিনীও আসিয়াছিলেন। তার পর অভিনয় শেষে দুই দলই এক সময়ে পিটার্স হোটেলে আহার করিতে যান।"

"তাঁহার নামটি কি, দেখিতে কেমন, সব বলুন।"

"নাম তিনি আমায় বলেন নাই। কিন্তু রমণীটি খুব আলাপী ও বিনয়ী। তবে ভাবে বোধ হইল, তিনি তাঁহার সঙ্গীর নিকটও সম্পূর্ণ আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি নাই বটে; তবে বুঝিলাম, রুষ তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা। তাঁহাকে তার পর আর দেখি নাই। আপনার হাতের ব্রেসলেট দেখিয়া তাঁহার কথা আমার মনে পড়িল। তখন সব ঘটনাটা মনে পড়ে নাই। পিটার্স হোটেলে একদিন আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সেইখানেই তিনি আমায় ঐরূপ একখানা ব্রেসলেট দেখাইয়াছিলেন। উহার একখানা পান্না হারাইয়া গিয়াছিল, তিনি উহা মেরামত করিতে চাহেন। কোনও ভাল জহুরীর নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি আপনার জহুরীর নাম বলিয়া দিয়াছিলাম।

"তার পর তাঁহার সহিত আর আপনার দেখা হয় নাই?"

"না। আজ এখন তাঁহাকে দেখিতেছি। ঐ বক্সে তিনি আছেন।"

"অসম্ভব!"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খারাপ

"কিছুকাল আগে আপনিও ত একটি ভদ্রলোকের সহিত বসিয়া ছিলেন।"

"সে কথা ঠিক।"

"অত কাতর হইলেন কেন? ভদ্রলোকটী কি আপনাকে কষ্ট দেন?"

"তাঁহার জন্য আমি দিবানিশি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি।"

"সহ্য করেন কেন?"

"সে আমার অদৃষ্ট।"

"উনি কি আপনার স্বামী?"

"না—না! সর্ব্বস্ব দিলেও উহাকে বিবাহ করিব না।"

"বাঃ, তবে তিনি কোন্ অধিকারে পীড়ন করেন?"

রমণী যেন উচ্ছ্বসিত কলহাস্য অতি কষ্টে সংবরণ করিলেন। হাত-পাখার অন্তরালে মুখ লুকাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি আমাকে সেই রাত্রে ভদ্রমহিলা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন বুঝি?"

"আপনার হাবভাব কথাবার্ত্তা সমস্তই ভদ্রমহিলার অনুরূপ বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল।"

"এখন তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধারণা মনে জন্মিয়াছে?"

"আমি সত্যই বলিব, আমার একটি পরিচিতা—বার্থা ভেরিয়ার নাম্নী কোন রমণী—তিনি ঐ বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছেন,—আপনাকে চেনেন। এক দিন আপনি একটি বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত হোটেলে বসিয়া ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আপনাদের আলাপ পরিচয় হয়।"

"বার্থার কথা যথার্থ।"

"আপনি তাহার সহিত অপরিচিতার ন্যায় ব্যবহার করিলেন কেন?"

"সত্য বলিতে কি, আমি এখন পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত সমস্ত

সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছি। যাহাদের বদ্‌নাম আছে, এমন লোকের সহিত মিলিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়।”

“আপনি সে প্রকৃতির রমণী নন?”

“না। তাহাদের মত আমি নই। এই ধরুন না কেন, সে দিন আমি ব্যায়াম করিবার জন্য স্কেট্ প্রাঙ্গণে গেলাম, একটি ভদ্রলোক আমার পেছু লইলেন, আমি কিন্তু তাঁহাকে ডাকি নাই। অথচ তিনি আমাকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।”

হাসিতে হাসিতে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, “কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, আপনি অকস্মাৎ তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যদি তিনি আজ থিয়েটারে না আসিতেন, তাহা হইলে ত আর দেখাই হইত না।”

“এক পক্ষ কাল অপেক্ষা করিলেই তিনি আমার দেখা পাইতেন।”

“এত দিন বিলম্বের কারণ কি?”

“আমার বর্ত্তমান মনিব তত দিনে চলিয়া যাইতেন।”

“তা আমাকে তখন খুলিয়া বলিলেই হইত। আমি অত তাড়াতাড়ি করিতাম না। কিন্তু কি বিপদ্! লোকটা নিজেই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি। আমি আগে ভাবিয়াছিলাম, সে বুঝি আপনার বাড়ীর চাকর।”

“বাস্তবিক, লোকটা অত্যন্ত কদাকার।”

“ভয়ানক সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আজ সে আমাকে থিয়েটারে দেখিয়াছে; কিন্তু তবু চলিয়া গেল কেন?”

“সে আপনাকে দেখে নাই। আমার জন্যই সে পাগল। যদি সে চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য কারণ আছে। সেটা ঈর্ষা নয়। লোকটা ভয়ানক জুয়াড়ী। জুয়ার আড্ডায় যখন যায়, তখন আমি একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। এখন জুয়া খেলিতে গিয়াছে, আজ আর শীঘ্র ফিরিবে না।”

"কাল সকাল পর্য্যন্ত তাহা হইলে আপনি স্বাধীন ?"

"সম্ভব। আমি ঠিক বলিতে পারি না। লোকটা অত্যন্ত অর্থপিশাচ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্বন্ধে এত সংবাদে আপনার কি প্রয়োজন ?"

"সে অনুমান আপনি নিজেই করুন।"

"আপনি হয় ত বলিবেন, আমায় আপনি ভালবাসেন। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা। আমি বেশ জানি, আপনি আমায় ভালবাসেন না। তা ছাড়া, আপনি যে অন্যের প্রণয়াসক্ত, সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, ব্রেসলেটের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু তিনি তখন সে কথা বলিলেন না। তিনি বিশেষভাবে অপরিচিতাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। রমণী অবলীলাক্রমে বাম হস্ত ব্যবহার করিতে-ছিলেন। উহা যে কৃত্রিম, তাহা ম্যাক্সিমের আদৌ বোধ হইল না।

তিনি বলিলেন, "আপনি যখন বিশ্বাস করিবেন না, তখন আমার ভালবাসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না। তবে এ কথা ঠিক, আমি এখনও কাহাকেও হৃদয় দান করি নাই।"

"আপনি কি আবার ক্ জো-ফ্রয়ে গিয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন ? তাহা হইলে আমার সঙ্গী আমাকে খাইয়া ফেলিবে।"

"তা আমি করিব না। যত দিন লোকটি না চলিয়া যায়, তত দিন আমি অপেক্ষা করিব। কিন্তু আজ ত সে জুয়ার আড্ডায় গিয়াছে, চলুন না, এই অবসরে একটা হোটেলে বসিয়া কিছু আহার করা যাক্।"

"আমাকে দ্বিপ্রহরের মধ্যে বাসায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"ওঃ! তা বেশ যাইতে পারিবেন।"

বার্থাকে সঙ্গে লইবেন না ত ?"

"না—না। আমরা দু'জনে যাইব।"

"বেশ কথা। যখন ইচ্ছা, বলিবেন, আমি প্রস্তুত আছি।"

ম্যাক্সিম্ ভাবেন নাই, রমণী এত সহজে সম্মত হইবেন। কিন্তু সম্প্রতি সুন্দরীর সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি গাড়ী ঠিক করিয়া আসি।"

"কি দরকার! আমি তুষারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে ভালবাসি। কারণ আমার পদচিহ্ন দেখিলেই বন্ধুগণ চিনিতে পারিবেন যে, আমি সেই পথে গিয়াছি। এ একটা আমার খেয়াল।"

"আজ তুষারপাতে পথে চলা বড় কষ্টকর হইবে। তাই বলিতেছিলাম যে—"

"কিছু প্রয়োজন নাই। নিকটে যে হোটেল আছে, চলুন সেইখানেই যাই। সে বেশী দূর নয়। বিশেষতঃ আমার সঙ্গী জানোয়ারটি আমাকে সেখানে কখনই খুঁজিতে যাইবে না। দোতালায় কয়েকটি চমৎকার ঘর আছে।"

ম্যাক্সিম ভাবিলেন, ইনি দেখিতেছি সমস্ত হোটেলই চিনেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে তাই হউক।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। পথ জনবিরল। হোটেল বহু দূরে নয়। হোটেলে পৌঁছিয়া ম্যাক্সিম্ একটি নির্জ্জন কক্ষ চাহিলেন। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট একটি বাতায়নবিশিষ্ট কক্ষ মনোনীত করিলেন। আহার্য্যের আয়োজন হইল। ম্যাক্সিম্ কৌতূহল পূর্ণ নেত্রে দেখিলেন, অপরিচিতা উভয় হস্তের দস্তানা খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি একে একে রমণীর উভয় করপদ্ম চুম্বন করিলেন। একটিও কৃত্রিম হস্ত নহে। রমণী তাঁহার এই উচ্ছ্বাসে বাধাদান করিলেন না।

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এ রমণী ছিন্নহস্তা নহেন, সুতরাং সিন্দুকের চাবী খুলিবার চেষ্টা স্বয়ং তিনি করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তিনি চোরের

সহকারিণী হইতে পারেন, অথবা কে চুরীব্যাপারে লিপ্ত, তাহাও তিনি অবিদিত নহেন। এখনই সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইবার শুভ অবসর। কিন্তু অকস্মাৎ আক্রমণ করাটা সঙ্গত নহে।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "জীবনটা দুর্ব্বহ নহে। অবশ্য সমস্ত দিনটাই আমি ঘুরিয়া খুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এখন তাহার পুরস্কার পাইতেছি। প্যারীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার সহিত আলাপ, তাঁহার সহিত নির্জ্জনে——"

রমণী হাসিয়া বলিলেন, "ও কথা বলিবেন না, তাহা হইলে আমি জানালা খুলিয়া দিব। প্রথমতঃ প্যারীর মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নহি; কিংবা আপনার সহিত প্রেমালাপ করিতেও আসি নাই। আমি শুধু আহার করিতে আসিয়াছি।"

"শুধু কি তাই?"

"হাঁ, আমি এক মাস উৎকৃষ্ট খাদ্য চক্ষে দেখি নাই। আমার মানুষটি ভারী কৃপণ। নিজে কোনও ভাল জিনিস খায় না।"

"সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার রাজত্বের শীঘ্রই অবসান হইবে।"

"না, তা কি করিয়া হইবে। সে আমাকে কোনও জঙ্গলা দেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চায়।"

"আপনি তাহাতে সম্মত হইবেন?"

"আমি এখনও কিছু স্থির করি নাই। যদি জীব‌ নিঃসঙ্গ বোধ হয়, তখন না যাইয়া কি করিব?"

"আপনি কিরূপ আমোদপ্রমোদ চান, আমায় বলুন, আমি তাহাই করিব।"

"আমাকে আমোদিত করিতে চান? আপনি নিজের আমোদই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বার্থা ভেরিয়ারের কাছে যান, সে অত কৌতূহলী নয়।"

"আপনি ভুল বুঝিতেছেন ; আমাকে বাহির হইতে দেখিতে, যতটা নীরস, আমি ততটা নই।"

"ঠিক বটে, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্রেসলেটের কথাটা আমার মনে ছিল না। সে দিন আপনি বলিয়াছিলেন, উহা আপনার 'পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন। আমি অবশ্য আপনার কৈফিয়তে বিশ্বাস করি নাই।"

"আপনার কথাই ঠিক। উহা আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নহে। কোনও রমণীর নিকট হইতেও আমি উহা পাই নাই।"

"আপনি কি বলিতে চান, ব্রেসলেটটা কুড়াইয়া পাইয়াছেন ?"

"সত্যই তাই।"

"অথচ আপনি উহার প্রকৃত অধিকারিণীর নিকট প্রত্যর্পণের চেষ্টা করেন নাই ! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"ব্রেসলেটের একটা বিচিত্র কাহিনী আছে।"

"গল্পটা বলুন শুনি, এই ঠিক সময়।"

"জিনিসটা কি আপনি দেখিয়াছেন ?"

"দেখিব কেমন করিয়া, আপনি ত দেখান নাই।"

ম্যাক্সিম ব্রেসলেট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। রমণীর মুখের কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, তাহাও লক্ষ্য করিলেন।

"তেমন সুদৃশ্য নয় ত !"

"বার্থার মন্তব্যের সহিত আপনার মন্তব্যের সাদৃশ্য আছে। বার্থা এ ব্রেসলেট কাহারও হস্তে দেখিয়াছেন।"

ম্যাডাম সার্জেণ্ট্ বলিলেন, "থামুন, আমিও যেন কোথায় ইহা দেখিয়াছি। বাঃ! এক মাস পূর্ব্বে এই জিনিসটা আমারই হাতে ছিল। বার্থা ঠিক বলিয়াছেন। যে দিন রাত্রে আমরা একত্র এক হোটেলে পান-ভোজন করি, সে দিন আমি ব্রেসলেট পরিয়া আসিয়াছিলাম।"

বিস্ময়ের ভান করিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন "বলেন কি! জিনিসটা আপনার?"

প্রশান্তভাবে রমণী বলিলেন, "হাঁ। আমার পূর্ব্বপরিচিত বিদেশী বন্ধু জিনিসটা আমায় উপহার দেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি উহা পরিতাম। আমার মনে পড়ে, ব্রেসলেটের কয়েকটা পান্না হারাইয়া গিয়াছিল। একটি বড় জহুরীর দোকানে উহা মেরামত করিতে দিই। তার পর বন্ধুটি চলিয়া গেলে আমি উহা বেচিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি। অনেক চেষ্টার পর একজন দালাল তেত্রিশ টাকায় উহা কিনিয়া লয়। এখন আপনার কাহিনী বলুন।"

ম্যাক্সিম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন. "আমার গল্পটি আপনি একান্তই শুনিতে চান?"

"নিশ্চয়ই।"

"যে রমণীর হাতে এই কঙ্কণ ছিল, তিনি চুরী করিয়াছেন।"

"শুধু চুরী? অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনা। খুন করে নাই?—সামান্য চুরী?"

"সামান্য নহে, এ চুরী অসাধারণ।"

"হইতে পারে। তাই বুঝি চোর ধরিবার অভিপ্রায়ে মহাশয় তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন? অতি অদ্ভূত ইচ্ছা বটে!"

"যে যাহার নিজের খেয়াল মত কাজ করে। আপনি তারের উপর দিয়া হাঁটিতে ভালবাসেন; আমি সমস্যা-পূরণ করিতে ভালবাসি।"

"ও! আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকেই চোর ভাবিয়াছিলেন?"

রমণী উচ্চহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"আমি শপথ করিয়া বলি——"

"অস্বীকার করিবেন না। আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। বার্থা আমার হাতে ব্রেসলেট দেখিয়াছিল, সেই আপনাকে বলে যে, উহা আমার। আপনি তখন আমার নিকট হইতে কথা আদায় করিবার উদ্যোগ করিলেন। ব্রেসলেটটি টেবিলের উপর রাখার সময় আপনি হয় ত ভাবিয়াছিলেন, আমি মূর্চ্ছা যাইব। কি বিশ্রী ব্যাপার! আপনি না হইয়া আমি হইলে এতক্ষণে পুলিশ ডাকিতাম।"

ম্যাক্সিম প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অপরিচিতা সুন্দরীর হাসিয়া হাসিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল। "কি! আপনি আমায় পুলিশে দিবেন না? আমি চোর নই, আপনি বিশ্বাস করিতেছেন? বেশ, তাহা হইলে আরও কিছু খাবার আনান, আর জানালা খুলিয়া দিন। এত হাসিয়াছি যে প্রায় আমার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে।"

ম্যাক্সিম একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন। পুনরায় খাদ্য আনিবার আদেশ করিলেন। তার পর নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। রমণী তখনও ব্রেসলেটটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন। ম্যাক্সিম রমণীকে অপরাধী ভাবিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইলেন। সুন্দরী বলিলেন, "আমারই কঙ্কণ, কোনও সন্দেহ নাই। এই যে পাথরখানি দেখিতেছেন, এইখানি আমি নূতন করিয়া বসাইয়াছিলাম। কি ভয়ঙ্কর! এই কদর্য্য অলঙ্কারখানির জন্য আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি!"

ম্যাক্সিম কিছু বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় দরজার চাবী খোলার শব্দ হইল। কর্কশকণ্ঠে কেহ বলিল, "আমি ভিতরে যাইব, তুমি বাধা দিও না বলিতেছি।"

ম্যাডাম সার্জেণ্ট আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! সে আসিয়াছে, এইবার গেলাম।"

ম্যাক্সিমের মনে তখন রমণীকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। উহা স্বাভাবিক। তিনি দরজার দিকে দৌড়িয়া গেলেন। তখনই দ্বার মুক্ত হইল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, সেই অসভ্য লোকটা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, সে কি উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছে। ম্যাক্সিম দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কি চাও?"

লোকটা দুই পা হটিয়া গিয়া বলিল, "ঐ মেয়েমানুষটা আমার, আমি উহাকে চাই।"

"এখানে কোনও মেয়ে মানুষ নাই। তুমি জাহান্নমে যাও। যদি তাতেও সন্তুষ্ট না হও, আমার কার্ড লইতে পার।"

ক্রুদ্ধ লোকটা ম্যাক্সিমের হাত হইতে কার্ড লইল। "বেশ, কাল আমার সহকারী তোমার কাছে আসিবে। আমার বাড়ী তুমি জান, কারণ আজ সকালে সেখানে তুমি গিয়াছিলে, কিন্তু শুধু কার্ডে হইবে না। মেয়েমানুষটিকে আমি চাই।"

"ভিতরে আসিও না বলিতেছি। যদি আসিবার—"

ম্যাক্সিম কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। একজন সহসা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বাহিরে দৌড়িয়া গেল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, তিনি ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট। লোকটাও তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ম্যাক্সিম বিস্ময়াভিভূত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া রাস্তায় একটা মারামারি করা আদৌ শোভন নহে। রমণী নিশ্চয় তাঁহাকে কোনরূপে সংবাদ পাঠাইবে, সুতরাং অনাবশ্যক গণ্ডগোলের প্রয়োজন নাই। বাতায়নের কাছে গিয়া তিনি দেখিলেন, উভয়ে গাড়ীতে উঠিতেছে। তখন সহসা ব্রেসলেটের কথা ম্যাক্সিমের মনে পড়িল।

ব্রেসলেট নাই। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট হয় ত ভ্রমবশতঃ উহা লইয়া গিয়া থাকিবেন। এত ভ্রম? নিজের গলাবন্ধ, হাতের দস্তানা, কিছুই ত ফেলিয়া

যান নাই। চোর ধরিবার একমাত্র নিদর্শন হারাইয়া গেল। কোনও লাভই হইল না। শুধু শুধু এক জনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন হইয়া রহিল মাত্র। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার কোনও আশঙ্কাই নাই। আত্মশক্তির উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। লোকটাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে রমণী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। তখন পুরস্কারস্বরূপ ব্রেসলেটটি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন।

ম্যাক্সিম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হোটেলের ভৃত্য সম্মুখে আসিল। দাম চুকাইয়া দিয়া তিনি হোটেল হইতে বাহির হইলেন।

ম্যাক্সিম তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দুইজন সহকারী নির্ব্বাচন করিবার জন্য ক্লাবে চলিলেন। আজিকার সমস্ত ঘটনাটা তিনি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন। লোকটা তাঁহাদের সন্ধান পাইল কি করিয়া? বার্থা কখনই তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। সম্ভবতঃ লোকটা থিয়েটারে ম্যাক্সিমকে দেখিতে পাইয়া থাকিবে। তাই বাহিরে আসিয়া কোথাও লুকাইয়া ছিল। তার পর তাঁহারা হোটেলে পৌঁছিলে সেও তথায় গিয়াছিল। তার পর যখন তিনি জানালা খুলিয়া দেন, তখন সে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘরে দৌড়িয়া গিয়াছিল। তাহাই সম্ভব। কিন্তু অমন সুন্দরী একটা জানোয়ারের এত বাধ্য কেন! লোকটা বোধ হয় খুব ধনী। ব্রেস্‌লেটটা আর পাওয়া যাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে চোর ধরিবার আশাও লুপ্ত হইল। রমণী কাহার নিকট অলঙ্কারটা বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেটা না জানিয়া লওয়া নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ম্যাক্সিম্ ক্লাবে পৌঁছিলেন। তখন অনেকেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কেহই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহকারী হইবার উপযুক্ত নন। কি করিবেন, ম্যাক্সিম ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই হঙ্গেরীর ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ম্যাক্সিম আনন্দিত ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার, কাল একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে, আপনি আমার সহকারী হইবেন ?"

"কার সঙ্গে যুদ্ধ ?"

"সে একজন বৈদেশিক। আপনারই পরিচিত কোনও রমণীকে লইয়া যুদ্ধের সূত্রপাত। রমণীর সহিত আমার থিয়েটারে দেখা হয়। উভয়ে হোটেলে বসিয়া পানভোজন করিতেছি, অমনি সেই লোকটা বলপূর্ব্বক ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"ঘটনাটী আমি যেন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। লোকটী ঘরে ঢুকিবা-মাত্র আপনি তাহাকে আপনার কার্ড দিলেন। তিনি সুন্দরীর সহিত কার্ড লইয়া চলিয়া গেলেন। কেমন ? আমি বাজি রাখিতে পারি, সে ভদ্র-লোককে আপনি আর কখনও দেখিতে পাইবেন না। এ সব লোক প্যারীতে আমোদ করিতেই আসিয়া থাকেন, যুদ্ধ করিতে আসেন না।"

"বেশ, সে যদি না আসে, আমি তাহাকে খোঁজ করিয়া ভদ্রতা সম্বন্ধে তাহাকে উচিত শিক্ষা দিব।"

"কি দরকার। লোকটি ত আপনার গায়ে হাত দেয় নাই। রমণীটির প্রতিও আপনার প্রেম জন্মে নাই, তবে আপনি যাচিয়া কেন গোল করিতে চাহেন ? আমার মতে থামিয়া যাওয়াই ভাল। তিনি যদি নিজে আসিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলেন, তখন আপনি যাহা হয় করিবেন।"

"আচ্ছা, তাই করিব। কিন্তু আপনি আমার সহকারী হইবেন ত ?"

"কয়েকদিন আমি বড়ই ব্যস্ত থাকিব। কাউণ্টেসের পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে। আমায় ক্ষমা করিবেন।"

"বলেন কি ? কাউণ্টেসের কি অসুখ হইল ?"

"অসুখ কি, এখনও ঠিক ধরিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি এত অসুস্থ যে, শয্যাশায়িনী হইয়াছেন। আমি আপনার সন্ধানে এখানে আসিলাম।

তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছেন যে, কাল তাঁহার সহিত আপনার দেখা হইবে না। কবে তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহাও এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না।"

ম্যাক্সিম সত্যই কাউণ্টেসের জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার, আপনি তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিবেন ত?"

"নিশ্চয়। তবে কথা হইতেছে, আমার আদেশমত তাঁহাকে চলিতে হইবে। কয়েক দিন জ্বরে তাঁহাকে শয্যাশায়িনী থাকিতেই হইবে। তার পর একটু সারিলেই হয় ত তিনি ঘোড়ায় চড়া বা অনুরূপ ব্যায়াম করিতে চাহিবেন। সেটি হইবে না। কারণ, কোনরূপ উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে মারাত্মক। এই জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ—আপনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম—যত দিন না কাউণ্টেস সারিয়া উঠেন, তত দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিলেই মঙ্গল।"

"অবশ্য, তিনি কেমন থাকেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আবাসে যাইতে পারি ত?"

"নিশ্চয়ই। আমি স্বয়ং আপনাকে সংবাদ দিব। কারণ, এখন হইতে প্রাসাদেই আমি অবস্থান করিব। আপনাকে সংবাদ দিবার কথা ছিল; সে কাজ শেষ হইয়াছে, এখন আমি বিদায় লইতেছি। কৃষ্ণ-নয়না সুন্দরীর জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত হইবেন না। মনে রাখিবেন, তাহার মত রমণীর জন্য ভদ্রলোকের জীবন বিপন্ন করা উচিত নয়। নমস্কার।"

ম্যাক্সিম কাউণ্টেসের পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সহকারীর কথা আর মনে উদিত হইল না। দিনের সমস্ত ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে তিনি গাড়ী চড়িয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

এক মাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ম্যাক্সিম এত দিনের মধ্যে একবারও কাউণ্টেস ইয়ালটাকে চক্ষে দেখিতে পান নাই। ব্রেসলেট-অপহারিকারও কোনও সন্ধান তিনি পান নাই। হোটেলের ঘটনার পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রতিযোগীর নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিল না দেখিয়া তিনি তাঁহার সন্ধানে দুটি বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, সে বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই। ম্যাক্সিম পর দিন নিজে গিয়া শুনিলেন যে, লোকটাকে পূর্ব্ব দিবস হইতে আর দেখা যাইতেছে না। পল্লীবাসীরা তাহার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সন্দিগ্ধ হইয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া সন্দেহজনক কোনও দ্রব্যই তথায় পায় নাই। গৃহের দ্রব্যাদি যেমন ছিল, তেমনই আছে। শয্যায় কেহ এক দিনও শয়ন করে নাই। কোনও দ্রব্য কেহই কোনও দিন ব্যবহার করে নাই। বাড়ীওয়ালা তিন বৎসরের অগ্রিম ভাড়া বুঝিয়া পাইয়াছিল, সুতরাং সেও পরম নিশ্চিন্ত আছে। কি নামে বাড়ী ভাড়া লইয়াছে জানিতে চাহিলে বাড়ীওয়ালা এমন একটা নাম বলিল যে, সহজে তাহার উচ্চারণ করা যায় না। সমস্ত শুনিয়া ম্যাক্সিম ভাবিলেন, "ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট নামধারিণী অপরিচিতা তাঁহার নিকট হইতে ব্রেসলেটটি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই এত আয়োজন করিয়াছিল। এখন কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। চোর তাহার নিজের ছিন্নহস্ত ও ব্রেসলেট উভয়ই সংগ্রহ করিয়াছে, আর এখন ধরা পড়িবার কোনও আশঙ্কাই নাই।"

আপনার পরাজয়ে ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত হতাশ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু উপায় নাই দেখিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কাউণ্টেসের সহিত

আলাপ হওয়া অবধি তাঁহার অন্য কোনও বিষয়ে মনও ছিল না। বিশেষতঃ কাউণ্টেসের দর্শনলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সর্ব্বদা তাঁহারই চিন্তা ম্যাক্সিমের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। ম্যাডাম ইয়ালটার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছিল। ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী খাটিয়াছিল। বহু চেষ্টার পর এখন তাঁহার জীবনের আশা হইয়াছে। দিন দিন আরোগ্যলাভও করিতেছেন। কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত সাক্ষাৎকার সঙ্গত নহে; পাছে রোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ম্যাক্সিম শুভ অবসরের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছিলেন। কাউণ্টেস ইয়ালটা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। ম্যাক্সিমের এক একবার মনে হইত, এত দিন পরে সত্য সত্যই কি কন্দর্পদেব তাঁহার নীরস শুষ্ক কঠোর হৃদয় প্রেমস্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন!

মসিয়ে ভরজারসের ভবনেও এই এক মাসে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভিগনরী ব্যাঙ্কারের অংশীরূপে উন্নীত হইয়াছেন। বৃদ্ধ প্রকাশ্য ভাবে কুমারী এলিসের সহিত তাঁহাকে আলাপ পরিচয়ে সম্মতি দিয়াছেন। এলিস এখন তাঁহাকে দেখিলে চলিয়া যান না। কুমারীরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কয়েক দিবস নির্জ্জনে বাস করিবার পর তিনি রুদে বোলোর সমুদায় ঘটনা পিতার নিকট বিবৃত করেন। ম্যাক্সিমের ব্যবহারে বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হন। সমস্ত কথা বলিবার সময় এলিস পিতাকে বলেন যে, রবার্ট কারনোয়েলের বিষয় তিনি আর চিন্তা করিবেন না। পিতার আদেশ তিনি একান্তমনে প্রতিপালন করিবেন। ব্যাঙ্কার এ সংবাদে আনন্দে অধীর হন। ভিগনরীকে সোৎসাহে কন্যার মনোরঞ্জন করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ভিগনরীকে এলিস প্রত্যাখ্যান করিলেন না; কিন্তু কিছু সময় প্রার্থনা করিলেন। ভিগনরীকে তাঁহার কেমন লাগিবে, তাহা পরীক্ষার জন্য কিছু সময়ের আবশ্যক। পিতাকে শপথ

করাইয়া লইলেন, রবার্টের আর যেন কোনও অনুসন্ধান করা না হয়। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কুমারীর সাক্ষাতে কেহ যেন উল্লেখ না করে।

কুমারী এলিসের অনুরোধ মত কাজ হইতে লাগিল। ভিগনরী প্রত্যহ ভরজারস-ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন। এলিস তাঁহার গুণাবলী ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন। সকলেই বুঝিল, শীঘ্রই ভিগনরীর সহিত কুমারীর পরিণয় সংঘটিত হইবে। কর্ণেল বোরিসফের সহিত ব্যাঙ্কারের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হইয়া স্থির হইল, চোরের আর সন্ধান করিয়া কাজ নাই। বোরিসফও অলঙ্কারাধার উদ্ধারের আশায় হতোদ্যম হইয়াছিলেন। কুমারী এলিসের ভাবী কল্যাণই যেন তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভাবে এই কথাই তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ভরজারস্-ভবনে আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। জর্জ্জেটের স্থলে আর একটি বালক কাজ করিতেছিল। এক দিন সকালে জর্জ্জেট কাজে আসে নাই। পর দিন ব্যাঙ্কার জর্জ্জেটের পিতামহীর নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে, জর্জ্জেট মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ব্যাঙ্কার তৎক্ষণাৎ বালককে দেখিতে গেলেন। বালকের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথার খুলিও রীতিমত জখম হইয়াছে। বালক যে বাঁচিবে, প্রথমতঃ এ আশা ছিল না। ম্যাক্সিম প্রায়ই বালকের তত্ত্ব লইতে যাইতেন। জর্জ্জেট শুধু চাহিয়া থাকিত, কিন্তু কোনও কথা বলিতে পারিত না। মস্তিষ্কে প্রবল আঘাত লাগায় তাহার স্মৃতিশক্তির লোপ হইয়াছে। কিরূপে আহত হইল, তাহাও সে বলিতে পারিত না।

অবস্থা যখন এইরূপ, এমন সময় এক দিন প্রভাতে ম্যাক্সিম বাহির হইলেন। ম্যাডাম ইয়ালটার অবস্থা খুব ভাল, এ সংবাদ জানিয়া ম্যাক্সিমের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভিগনরীর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। বহু দিন বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

ম্যাডাম্ ইয়াল্টাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। সেই যে এক দিন তুষারপাতের মধ্যে ক্ষণতরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ—সে কথা—সে দিনের কথা—সেই সুন্দরীর কথা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমানরূপে জাগরুক ছিল। তাঁহার চিন্তায় তিনি ছিন্নহস্তের কথা এককালেই ভুলিয়াছেন—রবার্ট্ কার্ণোয়েল্‌কে বিস্মৃত হইয়াছেন—স্কেটিং-ক্ষেত্রে দৃষ্ট সেই রমণীর চিন্তাও তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যে বিষয়ের সহিত ম্যাডাম্ ইয়াল্টার সংশ্রব নাই, তাহাতে তাঁহার অণুমাত্রও আসক্তি নাই। ভিগ্‌নরী ও এলিসের জন্য তাঁহার ভাবিবার প্রয়োজন কি! ভিগ্‌নরী সুখী হইয়াছে, এলিস্ স্বীয় চিত্তবৃত্তিজাত বেদনা হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহারা উভয়ে এখন নির্ব্বিবাদে পরিণয়ে সম্মিলিত হইতে চলিয়াছে। রবার্ট্ কার্ণোয়েলের জন্য ম্যাক্সিম্ তত চিন্তিত নহেন—কারণ তাহার সহিত তাঁহার অতি সামান্যই পরিচয় ছিল। অধিকন্তু, সে দোষীই হউক, আর নির্দ্দোষই হউক, সন্দেহজনক ভাবে দেশত্যাগ করিয়া অবধি সে নিতান্তই মন্দ আচরণ করিয়াছে। তাহার জন্য কোনও ক্ষোভের কারণ নাই—সে তাহার কার্য্যের উপযুক্ত ফলই লাভ করিয়াছে। দুঃখ কেবল জর্জ্জেট্ বেচারীর জন্য!—তবে সেও সম্প্রতি একটু ভাল আছে।

ব্যাঙ্কের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া ম্যাক্সিম মনে মনে বলিলেন,—"জর্জ্জেট্ আরোগ্য লাভ করিলে, একবার ভিগনরীর সহিত তাহার একটা উপযুক্ত চাকুরী করিয়া দিবার বিষয় পরামর্শ করিতে হইবে।" ব্যাঙ্ক যতক্ষণ খোলা থাকিত, এই তোরণদ্বার ততক্ষণ খোলা থাকিত। আফিসে যাইতে হইলে, এই তোরণ দিয়া প্রবেশ করিয়া খিলান করা খানিকটা পথের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়—ঐ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যালয়ে উপনীত হওয়া যায়। যে রাত্রে ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা হয়—যে রাত্রে সেই ছিন্নহস্ত পাওয়া যায়—সেই রাত্রে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম এই খিলানতলেই

সন্দেহজনক ভাবে দুই ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। সেই দুই ব্যক্তিই নিশ্চয় দোষী—উহার মধ্যে এক দুর্ব্বৃত্ত ছিল পুরুষবেশী রমণী—যাহার অন্বেষণে তিনি বৃথা চেষ্টায় ফিরিয়াছিলেন। সে রাত্রের সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার স্মরণ হইল—তখন সহসা তাঁহার মনে হইল যে, সেই দীর্ঘকায় লোকটা রুজুক্রয়ের সেই লোকটা হইতে পারে, কিন্তু সেই রমণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্ নহে,—কারণ তাহার ত দুইটি হস্তই আছে!

ম্যাক্সিম্ ভাবিতে লাগিলেন,—"এই লোকগুলা অনুচর মাত্র। কিন্তু যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার আর কখনও সন্ধান পাওয়া যাইবে না! সেই দুর্ব্বৃত্তটা প্রথম যে স্ত্রীলোকটিকে সহকারিণীরূপে আনিয়াছিল, সেই-ই কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বামহস্ত হারাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বার—যে বার চুরিকার্য্য সফল হইয়াছিল সেবারেও—সম্ভবতঃ সেই লোকটা আসিয়াছিল; কিন্তু সেই হস্তহীনা রমণী আর আসে নাই। পরে, ঐ ভল্লুকটা সুকৌশলে ব্রেস্‌লেট্‌খানি উদ্ধার করিবার মানসে হয় ত ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিত যোগদান করিয়াছিল। সেই-ই ঐ রমণীকে স্কেটিংরিঙ্কে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে রাত্রে যে আমি সেখানে যাইব, সে কেমন করিয়া জানিল? অপর সকল ব্যাপারের মত ইহাও রহস্যময়! যাহা হউক, ইহারই নিযুক্ত গুণ্ডারা সে রাত্রে আমার পিছু লইয়াছিল; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বলে আমার নিকট হইতে ব্রেস্‌লেট্‌খানি কাড়িয়া লওয়া। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করে—আমি সেই ফাঁদে পড়িয়া গেলাম!"

তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়, ম্যাক্সিম্ দ্বারপালের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঘরের দ্বারটি খানিকটা খোলা ছিল; তিনি দেখিলেন, গৃহমধ্যে আগুনের কাছে তাঁহার দিকে পিছন করিয়া তিনজন লোক বসিয়া তামাকু সেবন এবং কথোপকথন করিতেছে। দেখিয়াই তিনি

চিনিতে পারিলেন যে, একজন শাস্ত্রী ডেন্‌লেভেণ্ট্, অপরটি নব বালক ভৃত্য জোসেফ্ এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারপাল ম্যালিকম্। কার্য্যালয়ের রক্ষিগৃহে তিনজনকে একত্রে এইরূপ জটলা করিতে দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন; এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে একটা কথা শুনিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া গেলেন। শুনিলেন, জোসেফ্ বলিতেছে,—"আমি আবার বলি—সেক্রেটারী নির্দ্দোষ, তুমি-আমি যেমন নির্দ্দোষ, সেও তেমনই নির্দ্দোষ।"

ডেন্‌লেভ্যাণ্ট্ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তিনি পলাইলেন কেন?"

"কারণ, বৃদ্ধ তাঁহার সহিত কুমারীর বিবাহ দিতে চাহেন নাই। কিন্তু সে ভদ্রলোক লোহার সিন্দুক স্পর্শও করে নাই—আমি আমার ডাইন্ হাতটা বাজি রেখে এ কথা বল্‌তে পারি!"

ম্যাক্লিন্ যেন বজ্রাহত হইয়া গেলেন! তাহা হইলে, কথাটা গোপন রাখিবার জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও চুরির কথা সকলেই জানিয়াছে! আর ইহারা নিতান্ত আত্মীয়জনের মত—সমপদস্থ ব্যক্তির ন্যায়—কুমারীর প্রণয়কাহিনী বিশ্লেষণ করিতেছে! যাহা হউক, ম্যাক্লিন্ ক্রোধসংবরণ করিয়া, তাহাদের আর কি কথাবার্ত্তা হয় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

ম্যালিকম্ বলিল, "তবুও, এটা বড়ই আশ্চর্য্য যে, ইঁহারা তা'র পিছু লইবার জন্য পুলিশকে নিযুক্ত করিলেন না।"

"বৃদ্ধ তত আহম্মক ন'ন—তাহা হইলে যে তাঁ'র কন্যার মনো-কষ্টের সীমা থাকিত না। সকলেই জানে যে, কুমারী সেই যুবার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন—ইহাতে তাঁ'র সুবিচার শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অযথা-গম্ভীরমূর্ত্তি ভিগ্‌নরী অপেক্ষা সে যুবক সহস্রগুণে প্রিয়দর্শন—"

গম্ভীর স্বরে ডেন্‌লেভ্যাণ্ট্ বলিল, "কিন্তু সেই প্রিয়দর্শন সেক্রেটারী যদি নির্দ্দোষ, তবে তা'র কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?"

জোসেফ্ বলিল, "কেউ কেউ অবশ্য তাঁর সংবাদ পেয়েছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে, আজ এক মাস আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় নি। তার কারণ, আমি একটা অনুমান করেছি। তিনি যে দেখা দিচ্ছেন্ না, তার কারণ কোন লোক তাঁকে তফাৎ ক'রে ফেলেছে—হয় ত মেরে ফেলেও থাক্‌তে পারে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

ম্যালিকম্ বলিল, "হয় ত তিনি আমেরিকা চ'লে গেছেন। কিন্তু আমারও মনে হয় না, তিনি চুরি করেছেন। কে চুরি করেছে শুনবে ?—ছোক্‌রা চাকরটার এই কাজ !"

"জর্জ্জেট্ ? অসম্ভব ! আমাকে সে নানা রকমে বিরক্ত ক'র্‌ত বলে যদিও তাকে আমি দেখ্‌তে পার্‌তাম্ না, কিন্তু সে যে সিন্দুকে হাত দিয়েছে, তা আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমতঃ ধর না কেন, ৬টা বাজ্‌লেই সে চ'লে যেত।"

ম্যালিকম্ বলিল, "তা থাকৃত না বটে, কিন্তু ছোঁড়াটা ভারি ধূর্ত্ত! তিন মাস আগে, এক দিন আমি তাকে টেবিলের উপর ঘুমাতে দেখে-ছিলুম। সমস্ত রাত সে আপিসে শুয়েছিল। আমার চাক্‌রী যাবে ব'লে, সে কথাটা আমি কার'ও কাছে বলি নি।"

জোসেফ্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে যদি তা ক'রে থাকে, তবে নিজের জন্য নয় ! সে আর কা'রও হুকুম-মত কাজ ক'চ্ছিল। সে দিন তাকে আধমরা অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া গেছে—জান ত ? নিশ্চয় কোন লোক নিজের পথ থেকে তাকে একেবারে সরাবার জন্য এ কাজ ক'রেছে !"

ম্যালিকম্ বলিল, "কথাটা লাগসই বটে।"

বৃদ্ধ দ্বারবান বলিল, "ছোঁড়াটার জন্য আমার কোন কষ্ট নাই ; কিন্তু

জোসেফ্, তুমি ত অনেক খবর রাখ,—কুমারী এলিসের বিয়ে কি ঠিক্ ক'রে গেছে ?"

"ব্যাপার যে রকম দেখা যাচ্ছে, তা'তে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বোধ হয় বিয়ে হবে। কিন্তু কুমারীর চেহারা দেখিলে, তাঁকে বিয়ের ক'নের মত দেখায় না। তিনি সাহস ক'রে বল্‌তে পাচ্ছেন্ না যে, তিনি বিয়ে কর্‌বেন না ; কিন্তু তাঁর পরিচারিকার কাছে শুনেছি, তিনি রোজ রাত্রিতে কাঁদেন।"

ম্যালিকম্ বলিল, "শীঘ্রই তিনি সান্ত্বনালাভ করিবেন। খাতাঞ্চীরই পোয়া বার ! যখন এখানে এসেছিলেন, এক পয়সাও ছিল না ;—এখন একেবারে ক্রোরপতি।"

জোসেফ বলিল, "তা হলে কি হবে ভাই ? লোকটা ভারি কৃপণ ! আমাদের মনিব কৃপণ বটে, কিন্তু খাতাঞ্চীর মত বক্ষ আমি দেখিনি।"

ম্যাক্সিম্ বন্ধুর নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ হইলেন ; তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেককে এক এক মুষ্ট্যাঘাত করেন। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। ভৃত্যদিগের কএকটি মন্তব্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিল।—"রবার্ট্ যে নির্দ্দোষ, ভৃত্য-দিগের পর্য্যন্ত সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই ! সকলেরই ধারণা, তাহাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করা হইয়াছে।" জোসেফের কথাটা ম্যাক্সিমের মনের মধ্যে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল।

"যদি তাহার ধারণা সত্য হয় ? তাহা হইলে, আমার দুইটি মস্ত ভুল হইয়াছে ! প্রথম ভ্রম, এলিস্‌কে বলিয়াছি, তাহার প্রণয়ী যথার্থই অপরাধী ; দ্বিতীয় ভ্রম, বদ্‌মাইস্ ছোঁড়াটার প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু বোধ হয়, কথাটা সত্য নয়। জোসেফ্ এলিস্‌কে ভালবাসে, রবার্টেরও সে অনুরক্ত ; তাই তাহার এরূপ অনুমান হইয়াছে। জর্জ্জেট্ ছোঁড়াটা পাজী হইতে পারে ; কিন্তু চুরির ব্যাপারে সে লিপ্ত নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিব, বালকটির সততায় নির্ভর করা যায় কি না।"

ম্যাক্সিম্ ভিগ্‌নরীর কক্ষে পৌঁছিলেন। ঘরের মধ্যে অন্য কেরাণীরাও কাজ করিতেছিল। ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া ভিগ্‌নরীর অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু কেরাণীদের সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ শোভন হইবে না ভাবিয়া, ভিগ্‌নরী বন্ধু সহ পার্শ্বস্থ একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিল। এই ঘরে পূর্ব্বে কাগজপত্র থাকিত; এখন সমস্ত পরিষ্কার করা হইয়াছে।"

"তা'হলে বন্ধু, তুমি এখন আমার ভগিনীপতি হইতে চলিয়াছ?"

"তুমি সে সংবাদ পাইয়াছ?"

"আমি কোন খবরই জানি না! কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছি মাত্র।"

"আমি আজ বড় সুখী।"

"কি হ'য়েছে সব খুলে বল না।"

"কাল খুব সুযোগ পাইয়াছিলাম। কুমারী এলিস্ একা ছিলেন, আমি তাঁহাকে আমার হৃদয়ের কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমায় ভালবাসেন, জানি। আপনার গুণরাশি আমি বুঝিতে পারিতেছি। সংপ্রতি কোন হতভাগ্য বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করায়, আপনার মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; সে জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। আমার পিতার ইচ্ছা, আমার সহিত আপনার বিবাহ হয়। আপনি তাঁহার নিকট আমার পাণিপ্রার্থনা করিতে পারেন'।"

"হুঁ! সম্মতি পাইয়াছ বটে, কিন্তু তত আগ্রহপূর্ণ নয়! সে কথার উত্তরে তুমি কি বলিলে? সে প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করিয়াছ।"

"তাতে আর সন্দেহ আছে!"

আর তাহা চাহি না। এখন আপনি সাহায্য করিলে আমি এ সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি।"

ম্যাক্সিম্ এই অপূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্মিত হইলেন। তিনি নির্ব্বোধ ন'ন। বুঝিলেন, কাউণ্টেস্ তাঁহার সহিত কোন নির্জ্জন স্থানে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে চাহেন। কাউণ্টেস্ তাঁহার বিস্মিতভাব দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি, আমার কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যে উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্রা কাউণ্টেস্‌কে আপনি দেখিয়াছেন, সে আর এখন নাই! —আমি এখন গৃহস্থ কন্যার মত থাকিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। আপনার সাহায্য চাহিতেছি কেন, জানেন?—আপনাদের মত কোন সম্ভ্রান্ত, অথচ সদ্‌বংশের সহিত আমি সম্বন্ধ পাতাইতে চাই।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমাদের বংশের মধ্যে আমি ও আমার জ্যেঠা মহাশয়;—তা ছাড়া আর কেহ ত নাই।"

"কেন? ভগিনীও ত আছেন।—তাঁহাদের কথাই বলিতেছিলাম। আপনার জ্যেঠা মহাশয় আবার ব্যাঙ্কার; তাঁহার সহিত এত দিন টাকা-কড়িরই সম্পর্ক ছিল। ভাল করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ও হয় নাই। যাঁহারা আপনার আত্মীয়, তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইতে আমার একান্ত কামনা। আপনার ভগিনীর প্রতি আমার কেমন একটা টান্ পড়িয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আলাপ করিবার একান্ত ইচ্ছা!"

"এলিস্ বড় ছেলে মানুষ।"

"হাঁ—সে কথা ঠিক। আমাদের উভয়ের বয়সে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; আমার উনত্রিশ বৎসর বয়স, আপনার ভগিনীর অপেক্ষা আমি দশ বৎসরের বড়। আমি জীবনে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আর তিনি এখন শুধু কল্পনা-লোকেই বিচরণ করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার

সহিত আলাপ করিবার আমার এত আগ্রহ। তাঁহাকে আমি কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিব।"

"এ কথা শুনিলে আমার ভগিনী কতই সুখী হইবে; কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার ভগিনীর শীঘ্র বিবাহ হইবে। আশা আছে, বিবাহের পর সে সুখে থাকিতে পারিবে।"

"আপনার জ্যেঠা মহাশয় বুঝি মসিয়ে কার্নোয়েল্‌কে জামাতৃপদে বরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিম্‌ জিহ্বা-দংশন করিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন! ডাক্তারের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া উত্তর ত দেওয়া চাই, সত্যকেও গোপন করা চলে না। "না, কাউণ্টেস্‌,—আমার ভগিনী তাঁহার পিতার কারবারের অংশী, আমার বন্ধু জুলস্‌ ভিগ্‌নরীকে বিবাহ করিবেন।"

"কিন্তু আপনি না বলিয়াছিলেন, তিনি রবার্ট কার্নোয়েলের প্রতি অনুরক্ত?"

"প্রথমতঃ সে তাহাই ভাবিয়াছিল।—উনিশ বৎসরের বালিকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।"

কাউণ্টেস্‌ ম্যাক্সিমের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তিনি যেন তাঁহার হৃদয়ের কথা পাঠ করিতে চাহিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে কাউণ্টেস্‌ ইয়ালটা বলিলেন, "আমি সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি।—সে দিন এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল, তাহা মনে আছে ত? জর্জ্জেট্‌ আপনাদের বাড়ীর সমস্ত ঘটনা আমাকে বলিয়াছিল।"

"জর্জ্জেট্‌ ছেলেমানুষ;—সে কি বলিতে কি বলিয়াছে! জর্জ্জেট্‌

কার্‌নোয়েলের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাই সে মনে করিয়াছিল—এলিসের সহিত রবার্টের বিবাহ হইবে। কার্‌নোয়েল্ এমন সময় হঠাৎ এক দিন কোথায় চলিয়া গেলেন!"

"আপনার জ্যেঠা মহাশয় ত তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন! আপনিই ত বলিয়াছিলেন যে, রবার্ট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জর্জ্জেট্ আমাকে আরও বলিয়াছিল, আপনাদের বাড়ীতে যে চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকের সন্দেহ কার্‌নোয়েলের উপরেই পড়িয়াছে। তাহার কাছে শুনিয়াছি, অন্য চাবী দিয়া সিন্দুক খুলিয়া কর্ণেল্ বোরিসফের একটা বাক্সও কে চুরি করিয়াছে। জর্জ্জেট্ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল; সে সব আমাকে বলিয়াছে। খাতাঞ্জী, মসিয়ে ভর্‌জার্‌স্‌কে চুরীর কথা জানান। কার্‌নোয়েল্ বাড়ী ছিলেন না বলিয়া শেষে তাঁহার স্কন্ধেই চুরির অপরাধ পড়ে।—দেখিতেছেন, আমি সব জানি?"

ম্যাক্সিম্ মনে মনে ভাবিলেন, "শুধু ছিন্ন হস্তের বিষয় অবগত ন'ন,—জানা থাকিলে তাহাও বলিতেন।"

ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টা বলিলেন, "আমার দৃঢবিশ্বাস, কার্‌নোয়েল্ অপরাধী ন'ন। রয় দে বোঁলোঁতে কুমারী এলিসের সহিত রবার্টের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় বলিবেন কি? আপনি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।—আশা করি, আমার কাছে আপনি কিছুই লুকাইবেন না।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন যে, তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; এখন চুপ করিয়া থাকা, অথবা কথাটা গোপন করিতে যাওয়া, নির্ব্বোধের কাজ হইবে। তিনি বলিলেন, "কার্‌নোয়েল্ নিরূপিত স্থলে দেখা করিতে আসেন নাই।"

কাউন্টেসের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য ?"

"আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, উহা যথার্থ।"

"তাঁহাকে তাহার পর আর দেখেন নাই, অথবা তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই ?"

"না।—এমন কি, আমার ভগিনীকেও পত্র লেখেন নাই।"

"তবে, রবার্টের কোন সংবাদ না পাইয়াই কুমারী ভর্‌জার্‌স্‌ ভাবিয়াছেন যে, কার্‌নোয়েল্‌ অপরাধী ;—সেই জন্যই তিনি তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন ?—কুমারী রবার্টের কথা না শুনিয়াই, তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়াছেন। কার্‌নোয়েল্‌ যে আসিতে পারেন নাই, হয় ত তিনি তখন স্বাধীন ছিলেন না বলিয়াই পারেন নাই।"

"তিনি স্বাধীন আছেন কি না, জানি না ;—কিন্তু তিনি যে প্যারীতে আছেন, তাহা আমি জানি। অন্ততঃ ঘটনার দিবসে আমি তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট গাড়ীতে চড়িয়া বুলেভার্দ্ধ ম্যালেসারবেস্‌ অভিমুখে যাইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, তিনি সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।"

"আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কেহ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; তাই তিনি স্বয়ং আসিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে কেহ হত্যা করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহাদের স্বার্থ আছে, তাহাদেরই হস্তে তিনি পড়িয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

"অর্থাৎ, আপনার বিশ্বাস, যাহারা যথার্থ অপরাধী, তাহাদেরই এ কাজ।—তাহারা কি তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ?"

"সম্ভব ;—কিন্তু কার্‌নোয়েল্‌ যদি জীবিত থাকেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। এখন বুঝিয়াছেন, আমি কেন কুমারী ভর্‌জারসের সহিত আলাপ করিতে চাই ?"

ম্যাক্সিম্‌ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই !"

"আমি এ বিবাহ হইতে দিব না ; এ বিবাহে তিনি আজীবন অসুখী হইবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কুমারীকে সুখী করিব। আজই হউক, কিংবা দুই দিন পরেই হউক, কার্‌নোয়েল্‌ নির্দোষ সাব্যস্ত হইবেন,—তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণের ভার আপনার উপর।"

"আমি !—আমি নিজেই যে তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া ভাবি। এ অসম্ভব কার্য্য আমার দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর ?"

কাউণ্টেস্‌ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনার এ বিশ্বাস থাকিবে না।"

"অবশ্য কার্‌নোয়েলের বিরুদ্ধে আমার নিজের কোনও বিদ্বেষ নাই ; কিন্তু এই বিবাহভঙ্গের আমি বিরোধী। কারণ, এলিসের ভাবী-স্বামী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"তা আমি জানি ; কিন্তু এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আপনার তাহাই কর্ত্তব্য। আপনার বন্ধু এই পরিণয়ে জীবনে সুখী হইতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখুন, বিবাহ হইয়া গেলে, কার্‌নোয়েল্‌ যখন নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া প্যারীতে ফিরিবেন, তখন আপনার ভগিনীর মনের অবস্থা কি হইবে ! আপনার ভগিনী, রবার্টকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। কার্‌নোয়েল্‌ একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন ভাবিয়াই হয় ত তিনি তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার স্মৃতি কুমারীর হৃদয় হইতে যায় নাই। আমি নারী, সুতরাং রমণী-হৃদয়ের রহস্য আমি বেশ বুঝিতে পারি। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শঙ্কিতা কুমারী, শান্তিলাভের আশায়, অন্যকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন।—কিন্তু পরে বুঝিতে

পারিবেন, তিনি কি ভ্রম করিতেছেন! তখন প্রতিকারের কোনও উপায় থাকিবে না। হৃদয়ের তুষানলে, তখন তিনি জলিয়া পুড়িয়া মরিবেন; সহস্রবার এই বিবাহ-বন্ধনকে তিনি ধিক্কার দিবেন!”

কাউণ্টেস্ যেরূপ উৎসাহের সহিত বলিলেন, তাহাতে ম্যাক্সিমের হৃদয় বিচলিত হইল।—ইয়াল্‌টার নয়নে কি আলোক জ্বলিতেছিল! তাঁহার দৃষ্টি কি ভাষাময়!—ম্যাক্সিম্ অভিভূত হইলেন। অবশ্য, তাঁহার ধারণা তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই; তিনি ভাবিতেছিলেন, যাহাকে কখনও দেখেন নাই, তাহার রক্ষাকল্পে কাউণ্টেসের এ আগ্রহ কেন? সহসা তাঁহার মনে হইল,—হয় ত, জর্জ্জেট চুরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে; প্রতিপালিকার নিকট, সে হয় ত সমস্ত সত্য কথাই প্রকাশ করিয়াছে। এ অবস্থায় কাউণ্টেসের নিরপরাধের পক্ষাবলম্বনই স্বাভাবিক। জর্জ্জেটের নাম তিনি প্রকাশ করিতে চান না; অথচ তাহার অপরাধ বশতঃ যে মহাক্ষতি হইতে চলিয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে চা'ন।

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “আপনি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন কি?”

ম্যাক্সিম্ সোৎসাহে বলিলেন, “ঐকান্তিক চেষ্টা করিব। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, আপনার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব ঘটিবে না।”

“প্রথমতঃ মসিয়ে কারনোয়েল্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।”

“কিন্তু অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার সূত্র ত খুঁজিয়া পাইতেছি না!”

“আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি।—জর্জ্জেটকে আপনি চিনেন ত? ছেলেটি অতি বুদ্ধিমান ও চালাক। মসিয়ে কারনোয়েল্‌কে সে বড়ই ভালবাসিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহার হাত ভাঙ্গিয়া না যাইত, তাহা হইলে এত দিনে সে তাঁহাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিত; অন্ততঃ রবার্টের কি হইয়াছে, তাহার সংবাদও জানিতে পারিতাম। যাহা হউক,

এখন সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বস্মৃতি এখনও ফিরিয়া আসে নাই। আমার বিশ্বাস, অচিরে তাহার স্মৃতি-শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইবে, এ জন্য আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।"

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে কাউন্টেসের দিকে চাহিলেন।

ম্যাডাম্ ইয়াল্টা বলিলেন, "আপনি চিকিৎসক ন'ন, তাহা আমি জানি; চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে তাহার চিকিৎসা আপনাকে করিতে হইবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে যতদূর করিবার, ডাক্তার ভিলাগস্ তাহা করিয়াছেন। দেহ সম্বন্ধে জর্জ্জেট্ নিরাময় হইয়াছে; এখন যাহা কর্ত্তব্য, আপনাকে করিতে হইবে। জর্জ্জেট্ আপনার খুব অনুরক্ত ছিল,—না?"

"হাঁ।—এক দিন রাত্রে কতকগুলি গুণ্ডা আমার পিছু লইয়াছিল, তাহার বুদ্ধিকৌশলে সে যাত্রা আমি রক্ষা পাই।"

"বেশ কথা। এখন তাহা হইলে একবার তাহার সহিত দেখা করুন।"

"তিনবার আমি সেখানে গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পিতামহী কিছুতেই তাহার সঙ্গে আমায় দেখা করিতে দিলেন না।"

"আমার অনুরোধে জর্জ্জেট্কে দেখিতে গিয়াছেন, এ কথা শুনিলে বৃদ্ধা আর আপত্তি করিবেন না। যদি তাঁহার কোন সন্দেহ হয়, এ জন্য এই অঙ্গুরীটি দিতেছি, তাঁহাকে দেখাইবেন। ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ অত্যন্ত গর্ব্বিতা, সে জন্য আমার এখানে কখনও আসেন না; কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এই অঙ্গুরীটি দেখিলেই, তিনি আর আপত্তি করিবেন না।"

"বালকটিকে কি বলিব?"

"যা ইচ্ছা। যাহাতে তাহার স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হয়, সে জন্য যাহা

ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। মসিয়ে কার্নোয়েল্ ও কুমারীর কথা স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিবেন। প্রথম দিনেই যদি কাজ না হয়, আবার যাইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনি এ কাজ খুব পারিবেন।”

“আচ্ছা, আপনার পরামর্শ মতই কাজ হইবে।”

“দেখিবেন, এ কথা আপনি ও আমি ছাড়া, আর কেহ যেন জানিতে না পারে। আপনি আমার বন্ধু; আমার অনুরোধ, জর্জ্জেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিবেন না।”

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, বিদায়-কাল উপস্থিত; কিন্তু তিনি আরও কিছু শুনিবার বা দেখিবার আশা করিতেছিলেন। তিনি শুধু বন্ধুস্থানীয়, এ কথায় তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। কাউণ্টেস্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, “আপনি আমার প্রতি অনুরক্ত, না জানিলে কি আমি এ ভাবে আপনার সহিত কথা কহিতাম?”

কাউণ্টেসের নয়নে যেন আরও কত কথা ফুটিয়া উঠিল। ম্যাক্সিম্ প্রফুল্ল হৃদয়ে—জানু পাতিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি পরিচারিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কাউণ্টেস্ প্রফুল্ল-হাস্যে বলিলেন, “এখন বিদায়।—আপনি আবার আমার সহিত অচিরে দেখা করিতেছেন ত?—হয় ত এবার আপনার [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতেই আবার আপনার সহিত দেখা হইবে!”

একাদশ পরিচ্ছেদ

কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার রম্য ভবন হইতে বাহির হইয়া ম্যাক্সিম্ আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমমুগ্ধ প্রণয়ীর মত, ভাববিহ্বল কবির মত—তিনি আপন মনে কথা কহিতে লাগিলেন। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার মনোমোহিনী রূপপ্রভা, দূরপ্রসারিণী বুদ্ধি তাঁহাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল। সে সময়ে কাউণ্টেস্ যদি তাঁহাকে সাগরের অতল জলে ঝাঁপ দিতে বলিতেন, ম্যাক্সিম্ দ্বিধাশূন্য মনে তাহাই করিতেন।

কাউণ্টেসের অনুরোধে ম্যাক্সিম্ ম্যাডাম পিরিয়াকের গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে সংকল্প তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা যে বন্ধুজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র, ইহা জানিয়াও তাঁহার মনে লেশমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইল না। নবীন অনুরাগের অরুণপ্রভায়, বিগলিত তুষার-কণিকার সে বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য সে সৌহৃদ্যের গৌরব, দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল।

ইহার উপর এই অদ্ভুত ঘটনা অপূর্ব্ব রহস্য-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন,—এ অবস্থায়, মানুষমাত্রেরই পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। ম্যাক্সিম্ সিদ্ধান্ত করিলেন, "কুমারী এলিসের প্রণয়াস্পদ যদি সত্যসত্যই নিরপরাধ হয়, তবে আজ এই মুগ্ধহৃদয় কিশোরী, মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, অন্য ব্যক্তির কণ্ঠে প্রেম-মালা পরাইয়া, চির দিনের মত সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিবে কেন? আমি নিরীহ ব্যক্তির নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিলে, মসিয়ে ভর্জারস্ কেনই বা আমার প্রতি রাগ করিবেন? আর ভিগ্নরী?—ভিগ্নরী ত

এলিসের প্রণয় লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় নাই; রবার্ট বিপদে পড়িয়া নিরুদ্দেশ না হইলে, ভিগ্‌নরী কথনই এলিস্‌কে পাইবার আশাও করিতে পারিত না—তবে সেই বা আমার প্রতি বিমুখ হইবে কেন?

মনে মনে এই প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া, ম্যাক্সিম্ অনেকটা শান্তি লাভ করিলেন। তাহার পর, পথিপার্শ্বস্থ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বুলোভাদ মালেসহার্বিতে গাড়ী পৌঁছিলে, তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া—ম্যাডাম্ পিরিয়াকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাচমণ্ডিত বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইলেন, জর্জ্জেটের পিতামহী গৃহকোণে বসিয়া সেলাইএর কাজ করিতেছেন। ম্যাক্সিম্ অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জর্জ্জেটের পিতামহী তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবীণার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন ম্যাক্সিমকে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ম্যাক্সিম্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—"বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন;—কিন্তু জর্জ্জেট্‌কে দেখিবার জন্য যতবার আমি এথানে আসিয়াছি, ততবারই আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নাই। আজ আমি বিশেষ কারণ বশতঃ এথানে আসিয়াছি; বোধ করি, সে কারণ শুনিতে আপনি অস্বীকৃত হইবেন না।" ম্যাক্সিম্ সম্ভ্রমব্যঞ্জকস্বরে কথা কহিতেছিলেন। বর্ষীয়সী বুঝিলেন, ম্যাক্সিম্ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে আসেন নাই; তিনি আত্মমনোভাব গোপন করিয়া দীনতাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন;—"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন,—আমার গৃহদ্বার সকলের নিকট অবারিত। চিকিৎসকের পরামর্শে লোকের সহিত জর্জ্জেটের আলাপ ও সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই আপনি তাহাকে দেখিতে পান নাই; পীড়া বড়ই কঠিন, বালক এথনও কথা কহিতে পারে না।"

"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সঙ্গেও কথা কহিতে পারিবে না ?"

কাউণ্টেসের নাম শুনিয়া ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তিনি কখনই এখানে আসিবেন না। জর্জ্জেটের প্রতি তাঁহার যতই অনুগ্রহ থাকুক, তিনিও আজ স্বয়ং বালককে দেখিতে চাহিলে আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইতাম না।"

"কাউণ্টেস্ নিজে আসেন নাই বটে, কিন্তু আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

"আপনার সহিত যে কাউণ্টেসের পরিচয় আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

"এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কথা হইতেছিল। তিনিই আমাকে জর্জ্জেটের সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেও বলিয়া দিয়াছেন।"

"জর্জ্জেট্ অজ্ঞান—অভিভূত হইয়া আছে, কাউণ্টেস্ তাহা জানেন না ; চিকিৎসকেরা তাহাকে ঘরের বাহির করিতে বারণ করিয়াছেন।"

"এ আপত্তি যে হইবে, কাউণ্টেস্ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন,—তাই আপনাকে দেখাইবার জন্য এই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন।"

অঙ্গুরীয়-দর্শনে ম্যাডাম্ পিরিয়াকের মুখ পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল ; তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে যুবকের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার প্রতি কাউণ্টেসের অগাধ বিশ্বাস; তাই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন। কাউণ্টেসের অভিপ্রায় কি ? তিনি আমাকে কি করিতে বলেন ?"

"এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট কার্নোয়েল নামক যে যুবা পুরুষ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য কাউণ্টেস্ বড় ব্যগ্র হইয়াছেন।"

"মসিয়ে ভর্জ্জারসের কর্ম্মচারী ? তিনি জর্জ্জেট্‌কে বড় ভালবাসিতেন।

জর্জ্জেটের মুখে কতবার তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, জর্জ্জেট্ কাউণ্টেসের কাছেও তাঁহার কথা বলিয়াছে।"

"সেই জন্য ঐ যুবকের অনুসন্ধান কার্য্যে কাউণ্টেস্ জর্জ্জেটের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।"

"জর্জ্জেটের স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে; এ কথা বোধ করি, কাউণ্টেস্ ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"তাহার স্মরণশক্তি ফিরিয়া আসিবে, ইহাই তাঁহার আশা। কোনও অভাবনীয় ঘটনা ঘটিলেই তাহার স্মৃতিশক্তি জাগিয়া উঠিবে। আপনি যদি তাহাকে আমার সঙ্গে যাইতে দেন, আমি তাহার স্মৃতিশক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে পারি; কএকটি বিশেষ স্থান ও কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার স্মরণশক্তি কি ফিরিয়া আসিবে না?"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিবার পর বলিলেন,—"মসিয়ে ভরজারস, কাউণ্টেসের অভিপ্রায় অবগত আছেন?"

"না। আমিও তাঁহাকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।"

"কাউণ্টেস্‌কে অঙ্গুরীয়টি কে দিয়াছে, আপনি শুনিয়াছেন কি?"

"আংটি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; আমি যে কাউণ্টেসের প্রতি-নিধিস্বরূপ এখানে আসিয়াছি, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তিনি আমাকে অঙ্গুরী দিয়াছেন।"

"আপনার কথা সত্য, আপনি মহৎ ব্যক্তি, আমাকে কখনই বঞ্চনা করিবেন না। আপনার নিকট একটি ভিক্ষা আছে; প্রতিজ্ঞা করুন, অনুসন্ধানের ফল যাহাই হউক, তাহাতে জর্জ্জেটের কোন অমঙ্গল হইবে না?"

"প্রতিজ্ঞা করিলাম্; এই ঘটনার সহিত জর্জ্জেটের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি ও কাউণ্টেস্ ভিন্ন আর কেহ জানে না।"

ম্যাক্সিমের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রবীণা বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব-ধনকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি জর্জ্জেট্‌কে ডাকিতেছি।"

জর্জ্জেটের নাম প্রবীণার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে—বালক তীরবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি! মসিয়ে ম্যাক্সিম্ যে!"

ম্যাক্সিম্ আদরে বালকের চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হাঁ বাপু, আমি আসিয়াছি। তুমি বুঝি আমাকে আজ এখানে দেখিবার আশা কর নি?—না?"

"হাঁ;—কিন্তু আপনি কেন এসেছেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি কাল কাজে যাই নি ব'লে, মসিয়ে ভর্‌জার্‌সের কথায়, আপনি আমার কাণ মলিয়া দিতে আসিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম্ বালকের রোগশীর্ণ করুণ মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তাহার সে কোমলকান্ত স্নিগ্ধশ্রী আর নাই; কিন্তু বালকের নয়ন দুইটি তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই হাস্যরঞ্জিত। একখানি হাত বন্ধনীযুক্ত না থাকিলে সে যে রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়াছে, মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"কাণের জন্য কোন ভয় নাই, তোমাকে তিরস্কার করিবার জন্য জ্যেঠা আমাকে পাঠান নাই। তুমি যে নিজের দোষে এক মাস আফিস কামাই কর নাই, তাও তিনি জানেন।"

সবিস্ময়ে বালক কহিল, "বলেন কি—একমাস? সেই ঝড়-বৃষ্টির দিন থেকেই আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম! নূতন বৎসরের উৎসবও বোধ করি, শেষ হইয়া গিয়াছে!"

"থাক্। তার জন্য ভাবিও না, তোমার পাওনা উপহার তোমাকে

দিব। উপহার-দ্রব্য কিনিবার জন্যই আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

"আপনার বড় অনুগ্রহ,—আমি কতবার ঠাকুরমাকে আপনার অনুগ্রহের কথা বলিয়াছি। আমি মিছরির মিঠাই কিনিব। মিছরির মিঠাই খেতে বড় মজা,—না ঠাকুরমা? এখন একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়। একটা ছেলে আমাকে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে, মারিয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিব।"

ম্যাক্সিম্ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি? মারপীট করিবে? ওকথা মুখে আনিলে তোমার দু'টি কাণ মলিয়া দিব। এই সে দিন কোন মতে বাঁচিয়া উঠিয়াছ, আবার মারা-মারির কথা! দাঙ্গা করিতে গিয়াই বুঝি হাত পা ভাঙ্গিয়াছ?"

জর্জ্জেট্ বলিল, "সত্য বলিতেছি,—মসিয়ে ম্যাক্সিম্, কি হ'য়েছিল, আমার কিছুই মনে নাই।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ বলিলেন,—"জর্জ্জেট্ সত্য কথাই বলিয়াছে, কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি;—ও কোন কথাই বলিতে পারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, পড়িয়া গিয়াই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে; কিন্তু কোথায় পড়িল, কেমন করিয়া পড়িল, তাহা আমরা জানি না। জর্জ্জেট্ পড়িয়া গিয়া মাথায় বিষম আঘাত পাইয়াছিল, তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ীতে আনা হয়; দশ ঘণ্টার মধ্যে তার জ্ঞান হয় নাই।"

"খোলা হাওয়ায় বেড়াইলে শরীর অনেক ভাল হইবে,—আপনি অনুমতি করিলে জর্জ্জেট্‌কে বেড়াইতে লইয়া যাই।"

"আপনারা একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবেন।"

"কোন চিন্তা নাই, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব।"

বালকের পিতামহী আর কোন আপত্তি করিলেন না। বালক

বাহিরে আসিয়াই আনন্দভরে বলিয়া উঠিল "আজ কি মজা! ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া—দিন আর ফুরাইত না; যখন বড় বিরক্তি ধরিত, ছুটিয়া গিয়া এক একবার ছেলেদের সঙ্গে খেলিয়া আসিতাম। ঠাকুরমা এ সব জানেন না, তাঁকে কিছু বলিবেন না, বুঝিলেন; কিন্তু মসিয়ে ভিগ্‌নরী এ কথা জান্‌লে"—

"সে এ কথা জানিলে কিছুই বলিত না, সে বড় ঠাণ্ডা মেজাজের লোক।"

"কিন্তু তাঁর মুখে বড় একটা হাসি দেখা যায় না। আপনার কাছে,—কি মসিয়ে রবার্টের কাছে—থাকিলে আমার একটুও ভয় করে না।"

ম্যাক্সিম্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অনেক দিন রবার্টকে দেখ নি,—না?"

"না—তা নয়,—দাঁড়ান্ বলিতেছি। শেষ বার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে—ওই যা! ভুলিয়া যাইতেছি"—

ম্যাক্সিম্ মনে মনে ভাবিলেন, "যাহা মনে করিয়াছিলাম, বালকের অবস্থা দেখিতেছি, সেরূপ নহে। ইহার স্মরণশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে।"

অকস্মাৎ জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"দাঁড়ান, এই না আমরা বুলোভাদ মালেসহার্ব্বিতে আসিয়াছি? ঐ আগে খান-কএক মদের আড্ডা দেখা যাইতেছে। নববর্ষের আর বিলম্ব নাই।"

গম্ভীর মুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"নববর্ষের উৎসব শেষ হইয়াছে। এর মধ্যে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে উপহার দিব বলিলাম? তোমার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই।"

"হুঁ—মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে, বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছি না।"

"একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি !"

"দেখুন্ মসিয়ে ম্যাক্সিম্,—আমার মগজ যেন এক একবার অসাড় হইয়া যায়। ভাবিতে কত চেষ্টা করি, তবু ভাবনা আসে না। তখন নিজের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকে না। যেন একেবারে দশ বারটা ভাবনা আসিয়া মাথার মধ্যে ঠোকাঠুকি করিতে থাকে। কখন কখন বোধ হয়, যেন থিয়েটারে গিয়াছি। যবনিকা উঠিয়া গিয়াছে, দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে, কত চেনা লোক দলে দলে চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া যায়। মনে পড়ে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে কি স্বপ্ন কিছু মনে নাই।"

ম্যাক্সিম্ সাগ্রহে বালকের কথা শুনিতেছিলেন,—বুঝিলেন, তাহার স্মৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও মাঝে মাঝে এক একবার সেই লুপ্ত ও সুপ্ত স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্বপরিচিত স্থান ও ব্যক্তিদিগের সহিত বালকের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহার লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইতে পারে। ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে রুদে সুরেস্‌নেজে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। সম্মুখে রু-জুঁফ্রে দেখিয়া ঐ পথে গমন করিবার ইচ্ছা ম্যাক্সিমের মনে বড় প্রবল হইল। বালক এই পল্লী চিনিতে পারে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বি পরিত্যাগ করিয়াই, তিনি বালককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; বলিলেন;—"সে দিন তুমি স্কেটিং ক্রীড়া-ভূমি হইতে কোথায় গিয়াছিলে?"

"স্কেটিং ক্রীড়া-ভূমি! আমি ত কখনও সেখানে যাই নি!"

"সেখানে তুমিই ত আমাকে বলিয়াছিলে, সন্ধ্যার পর সেখানে থাকিয়া ভদ্রলোকদিগের খবর দেওয়া লওয়া কর।"

"তবে মিছাই ব'লেছি। কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে একবার সেখানে গিয়াছিলাম।"

"হাঁ, গিয়াছিলে ; রিঙ্ক হইতে বাহির হইবার পর তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছিলে। সেই যে, আমি একটি মহিলার সহিত ক্রীড়াভূমি হইতে বাহির হইলাম, তুমি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এভিনিউ-দে-ভিলিয়া ও রু জুঁফ্রের কোণ পর্য্যন্ত গেলে,—মনে নাই ? রু জুঁফ্রে তুমি খুব চেন,—না ?"

"চিনি বোধ হয়, বাঁ ধারের ঐ রাস্তাটা না ? এখান থেকেই রাস্তার নাম দেখা যাইতেছে।"

"এইখানটাতেই আমি গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তুমি গাড়ী দেখাইয়া দিয়াছিলে। আর সেই তিনটা বদমায়েস্ বোকা বনিয়া গিয়াছিল।"

"হাঁ তিনজনই বটে, আপনি সদর রাস্তায় দাঁড়াইলে তারা আপনাকে ধরিত।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে—ধরিত ?"

"তা জানি না। তবে মনে পড়িতেছে, তাহাদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি। আমি এখনও খুব বড় হই নি। তারা আপনার গায়ে হাত তুলিবার পূর্ব্বেই আমি একে একে তিনটাকেই কাৎ করিতে পারিতাম।"

"আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ে ?—সেই আয়ত লোচনা সুন্দরী,—সেই ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট ?"

"কৈ চিনি না ত, কি উদ্ভট নাম।"

রুদে জুঁফ্রেতে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিম্ ঔদাস্যের ভান করিয়া বলিলেন,—"তুমি অনেক সময় এই পথ দিয়া আফিসে যাও,—না ?

জর্জ্জেট্ বলিল, "মালেসহার্ব্বি দিয়া যাইতে হইলে এইটাই সোজা পথ ; কিন্তু আমি অনেক সময়েই—আমি অনেকটা ঘুরিয়া, এভিনিউ-ডি-ভিলার বুলোভার্দ-দে কোরসেলি দিয়া যাই। পথে ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়,—আমরা খেলা করি।"

"তা হ'লে উহারই কোন একটা স্থানে তুমি পড়িয়া গিয়াছিলে ?"

"হবে !"

"চল, তোমাকে ঐ দিকে লইয়া যাই ; জায়গাটা দেখিলে চিনিতে পারিবে ত ?"

"তা' কেমন করিয়া বলিব ? ঠাকুরমা বলেন, লোকে আমাকে কোরসেলি হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। আমি ট্রাম্ লাইনের উপর পড়িয়াছিলাম। আমি ত নিজে ট্রাম লাইনের উপর যাই নি,—কে বুঝি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।"

এই সময়ে উভয়ে ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্সিম্ একটু দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চমৎকার বাড়ী ! বাড়ীটা বন্ধ। বোধ করি, ভাড়া দেওয়া হবে। তুমি ত এদিকে থাক, বলিতে পার—বাড়ীটা কাহার ?"

জর্জ্জেট কথা কহিল না। সে নিবিষ্টচিত্তে বাড়ীটি দেখিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া সে একবার ললাটের উপর হাত বুলাইল ;—যেন বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলি সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। শেষে বলিল,—"না, না, ও বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে না। বাড়ীটা বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ভিতরে লোক থাকে।"

"কে থাকে ?"

"লেডি সল্যাস্—লাল-ঘোড়ার সওয়ার। যে [illegible]কটা মহিলাটির ঘোড়া সায়েস্তা করে।"

"কোন্ মহিলার ঘোড়া ?"

জর্জ্জেট্ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"এখন আর বলিতে পারিতেছি না।"

ম্যাক্সিম্ হতাশহৃদয়ে নূতন করিয়া কথাটা পাড়িলেন,—বলিলেন,

"তুমি বোধ হয়, লেডি সল্যাসকে চেন, তুমি তাহার সঙ্গে দেখা ক... তুমি গিয়েছিলে?"

"তার সঙ্গে আমার তেমন আলাপ নাই। তবে দুই তিনবার তাহাকে দেখিয়াছি—লোকটা জানোয়ারবিশেষ।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "তুমি তার সঙ্গে কেন দেখা করিয়াছিলে?"

বালক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আর জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই হইবে না, সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, বালককে আর প্রশ্ন করা বৃথা;—মেঘমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ এক একবার তাহার স্মরণশক্তি জাগিয়া উঠে, আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। এভিনিউ-দে-ভিলার অভিমুখে যাইতে যাইতে তিনি জর্জ্জেটকে বলিলেন,—"তুমি কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টাকে চেন?

বালক বলিল, "বোধ হয় যেন চিনি; তিনি ঠাকুরমার পরম হিতৈষিণী।"

"তুমি বোধ হয়, তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলে?—না?"

"অনেকবার গিয়াছি; বড় সুন্দর বাড়ী, সে বাড়ীতে কত ছবি,—অত ছবি বোধ করি যাদুঘরেও নাই. আর চাকরদের বেশভূষা কি জমকাল, দেখিলে তাহাদিগকে রাজসচীব বলিয়া ভ্রম হয়। এত ঐশ্বর্য্য—তথাপি কাউণ্টেসের মনে একবিন্দুও অহঙ্কার নাই।"

বালকের কথা শুনিয়া ম্যাক্সিম্ একটু হাসিলেন। তার পর, আবার পূর্ব্ববৎ কথা আরম্ভ করিলেন,—"আচ্ছা, কাউণ্টেসের সঙ্গে তোমার দেখা হইলে তোমাদিগের কি কথাবার্ত্তা হয়?"

"কত রকম কথা জিজ্ঞাসা করেন;—'ঠাকুরমা কেমন আছেন,—মসিয়ে ভরজারসের কাজ আমার কেমন লাগিতেছে,—কুমারী এলিস্ ও মসিয়ে কারনোয়েল্ কেমন আছেন,—কি করিতেছেন?' শেষবার যখন

"ত'সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তাঁহার বড় অসুখ; সে বার তিনি াঁকে বসিয়ে কারনোয়েলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

"তোমাকে তিনি কারনোয়েলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?"

"ক'রেছিলেন; আমি বলিয়াছিলাম, তাঁর কোন সংবাদ আমি জানি না, তিন চারি দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

"কারনোয়েলকে তোমার দেখিতে ইচ্ছা করে?"

"করে বৈ কি!"

"তবে চল, জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যাই,—সেখানে ভিগ্‌নরী হয় ত তাঁর খবর বলিতে পারিবে।"

ম্যাক্সিম্ একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, তাহার মুখ গম্ভীর; সে লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্দীপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কারনোয়েলের নাম শুনিয়া তাহার স্মৃতি-শক্তি বিস্রস্ত-ভাবে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

দুই জনে অনেকক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিলেন। রুদে-সুরেসনেজে পৌঁছিয়া তাঁহারা ব্যাঙ্ক-ওয়ালা ভর্‌জারসের বাটীর সন্নিহিত হইবামাত্র জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"ঐ দেখুন, আমার মত আর একটা ছোকরা, আমার পোষাক পরিয়া বেড়াইতেছে। অত সাজ-গোজ তবু উহাকে হাবার মত দেখাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ কথা কহিলেন না। বালকের হাত [illegible] বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভিগ্‌নরী সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কে! জর্জ্জেট্ যে!—এখন আরাম হইয়াছ ত?—আরাম হইলে কি করিয়া? তোমার হাতে যে এখনও পটি বাঁধা!"

"একখানা হাত বাঁধা। এখন একটা পাথার ভর দিয়া উড়িতেছি; কিন্তু তাহাতে যায়-আসে না। কোন কাজ কর্ম্ম আছে?"

"কর্ত্তা তোমার জায়গায় নূতন লোক লইয়াছেন, তাহা বুঝি তুমি শোন নি ?"

"যা'কে দরজায় দেখিলাম,—সেই খেড়ে ছোঁড়াটা বুঝি ? তাহাকে দেখিয়াই আমি সব বুঝিয়াছি। এই লোকটাকে কাজে লইয়া মসিয়ে ভর্জারস জিতিয়াছেন বলিয়া ত বোধ হয় না।"

কথা কহিতে কহিতে বালক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুকুন্দার সিন্দুকটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, "যে শব্দে সিন্দুক খুলিত,—আপনারা দেখিতেছি, সে শব্দটা বদলাইয়াছেন। আগে ত কুমারী এলিসের নাম অক্ষরে সাজান ছিল। এখন—"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"নামটি পড়িয়াছিলাম বলিয়াই জানি।"

"কবে ?"

"তা' আমার মনে নাই। সিন্দুকের কবাটের উপর আর একটা শব্দ সাজান ছিল।"

ম্যাক্সিম্ ও কোষাধ্যক্ষ পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।

জর্জ্জেট্ বলিল, "সিন্দুকের কলটা আগেকার মতই আছে ?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "সিন্দুকের কল ? কি বলিতেছ ?"

"জানেন না, চোর ধরিবার কল। ঐ যে—কলটা তেমনই রহিয়াছে।"

ম্যাক্সিম্, জর্জ্জেটের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভিগ্‌নরীর ন্যায় বিচলিত হইলেন। বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বস্থ কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কুঠরীটি মসিয়ে ভর্জারসের নূতন বখরাদার মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। ভিগ্‌নরী তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক ধীরে ধীরে বলিল,—"আপনি এই ছোট কুঠরীটি ত চমৎকার সাজাইয়াছেন। ঘরটা পূর্ব্বে পুরাতন কাগজপত্রে

এমন বোঝাই হইয়াছিল যে, কর্ত্তার বড় কুকুরটা ইহার মধ্যে শুইবার জায়গা পাইত না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,"কিন্তু তুমি ঘরটার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতে? —না?"

"ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না; আমার স্মরণশক্তি আবার চলিয়া যাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ "হাত ছানি" দিয়া ভিগ্‌নরীকে ডাকিয়া তাঁহাকে কুঠরীর অপর প্রান্তে লইয়া গেলেন। জর্জ্জেট্ দরজার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল। ম্যাক্সিম্ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ সব দেখিয়া শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে? আমি বলিয়াছিলাম, জর্জ্জেট্ এই ব্যাপারের ভিতরে আছে;—আমার ধারণা কি ঠিক নহে? এখন বেশ বুঝিয়াছি,—সিন্দুকের কল কেমন করিয়া খুলিতে হয় এবং সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা জর্জ্জেট্ এই কুঠরীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিয়াছিল। সে যে—সঙ্কেত-কথাটি জানিত, তাহাও এখনই শুনিয়াছ।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন,—"তোমার কথাই ঠিক; পাজি বেটা চোরদের সব খবর দিয়াছে।"

"কিন্তু কার্‌নোয়েল্ যে নির্দ্দোষ,—ওর কথায় ত তাহা বুঝা গেল না।"

"তোমার অনুমান, তিনি বালকের সহায়তায় এই কাজ করিয়াছেন; সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালক তাঁহাকে বড় ভক্তি করে।"

"রবার্ট্ এখন কোথায়, জর্জ্জেট্ সে সংবাদ জানে কি?"

"বোধ করি, সে খবর জর্জ্জেট্ জানিত,—কিন্তু অন্যান্য কথার মত, ও কথাটাও সে ভুলিয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস, সত্যই বালকের স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে?—ওটা ভান নয়!"

"ভান হইলে সে নির্ব্বোধের মত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিত না; পরের কাছে এমন করিয়া ধরা দিবারও তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বালক সরলভাবে সব কথা বলিয়াছে; দেখ না কেমন নিবিষ্টমনে কাগজের টুপি গড়িতেছে। আম্‌লারা যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার একটা কথাও ওর মনে নাই। ও জর্জ্জেট! কি ভাবিতেছ হে?"

"কিছুই না; মসিয়ে ভিগ্‌নরী কাজে পাঠাইবেন বলিয়া বসিয়া আছি।"

"আজ তিনি তোমায় কোন কাজে পাঠাইবেন না,—বুঝিলে?"

"তবেই মুস্কিল! এক জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বড় বিরক্তি ধরে;—তার চেয়ে পথে খানিক ছুটাছুটি করিয়া করিয়া বেড়ান ভাল। আমি এক এক সময়ে বিশ্রাম-ঘরে,—বুড়া-মক্কেলদের দেখিতে দেখিতে বড় মজা করি।"

"তুমি তাহাদের মুখ-ভেঙ্‌চাও,—না?"

"কখনই না। নিশ্চয়ই ম্যালিকম্‌ মিছা করিয়া আপনার কাছে—আমার নামে এ সব লাগাইয়াছে।"

"কি করিয়া বুঝিলে!"

"সে আমাকে দেখিতে পারে না; লোকটা নিরেট বোকা; আমি ইচ্ছা করিলে তা'কে তাড়াইতেও পারিতাম।"

"তুমি?"

"হাঁ, আমি! একবার কর্ত্তার কাছে বলিলেই হইত,—ম্যালিকম্‌ নিয়ম মত পাহারা দেয় না,—সন্ধ্যার পর যে খুসী ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"আমি নিজেই এক দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

"পাগল আর কি! ছয়টা বাজিলেই ত তুই বাড়ীমুখো দৌড় দিস।"

"ঠিক বলিয়াছেন। আমার সঙ্গে খেলিবার জন্য জনকতক ছেলে পথে দাঁড়াইয়া থাকে ; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়িতেছে ; আমি এক দিন ব্যাঙ্কের ভিতর গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কেহ পাহারায় ছিল না। আমার ভারি ভয় করিতেছিল।"

"কিসের ভয় রে ?"

"কিসের ভয় সে আর কত বলিব ! রাত্রে আফিস ঘরে ঘোর অন্ধকার, কেবল রাস্তার ও-পাশের গ্যাসের আলো একটু একটু ঘরের ভিতর আসে ; সেই অন্ধকারে মস্ত সিন্দুকটা একটা প্রকাণ্ড কা'ল দৈত্যের মত দেখায় ; পায়ের চারি ধারে ইন্দুরগুলা কিচ্-কিচ্ করিয়া বেড়ায় ; তাহাতেই গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায়।"

"তুমি বোধ করি, ঘুমাইয়া পড়িবার পর আফিসের দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল।"

"বোধ করি, তাই হবে।"

"তুমি দরজা খুলিয়া দিবার জন্য ডাকাডাকি কর নাই ?"

"আমার মনে নাই।"

"কাহাকেও আফিসে দেখিতে পাও নি ?"

"কাহাকেও না।"

"তবে কেমন করিয়া বাহির হইলে ?"

"আমার মনে পড়ে না।"

ম্যাক্সিম বালকের কথা শুনিয়া এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, এইবার চুরির সকল রহস্য তিনি জানিতে পারিবেন, কিন্তু বালকের "মনে পড়ে না" কথাটা তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ করিতেছিল। ভিগ্নরী বালকের কথা শুনিয়া ভ্রূভঙ্গী করিলেন। ম্যাক্সিম্,

তীব্রকণ্ঠে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কর্ণেল্ বোরিসফ‌্কে চেন ?"

"কর্ণেল্ বোরিসফ্ ? কম হইলেও তিনবার আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি যখন কর্ত্তার নিকট হইতে বাক্সটা লইতে আসেন, তখন আমি এখানে ছিলাম। রুষিয়ার লোক বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে পারি না ; রুষিয়ার লোক ঠাকুরমারও দুই চক্ষের বিষ !"

"তারা তোমাদের কি করিয়াছে বাপু ?"

"ওঃ ! সে সব কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। ওই কসাকুটার গলার আওয়াজ শুনিলেই আমার গায়ে জর আসে ;—লোকটা কথা কয় যেন সুর ভাঁজে। কর্ণেল্ যখন দরজায় ঘা দিতেছিল, তখন আমি তাহাকে ভেঙ্গাইয়া কেমন মজা করিয়াছিলাম ! সে আমাকে দেখিয়া রাগে গোঁ গোঁ করিতেছিল ;—ঠিক সেই সময়ে মসিয়ে ভিগ্নরী এলেন।"

ভিগনরী বলিলেন, "তখন কর্ণেল্ তোমাকে ঘা কতক বসিয়ে দিলেই —ঠিক হ'ত। মক্কেলদের উপহাস করিবার জন্য, দরজার পাশে লুকাইয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিবার জন্য, মাহিনা দিয়া মসিয়ে ডর্‌জার্স তোমায় রাখেন নাই !"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, ভিগ্নরী যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে বালক তাঁহার ধমকে ভয় পাইলে, সমস্ত রোজটা মাটি হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"একটু আমোদ করিলে এখন কি দোষ ? তোমার মত কর্ণেল্ বরিসফের জন্য আমার অত মাথা ব্যথা হয় নাই। বরিসফ্ কি বাক্সটা পাইয়াছিলেন ?"

জর্জ্জেট্ অসঙ্কোচে বলিল, "না। বাক্সটা সিন্দুকের ভিতর ছিল না।"

"তবে নিশ্চয়ই কেহ বাক্সটা লইয়া গিয়াছিল ?"

"নিশ্চয়ই।"

শেষে—চিত্রকরের বাসা। আপনি যদি জর্জ্জেটকে এখন বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যান ত ও-পথ দিয়া গেলে বেশী ঘুরিয়া যাইতে হইবে না। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"ম্যাডাম্ মার্টিনোর কোন আপত্তি না থাকিলে, আমি তোমাদিগের সহিত যাইতে রাজি আছি।"

এলিসের সঙ্গিনী বলিলেন, "আপনার কেবল কথায় কথায় তামাসা; কিন্তু আপনি জিতিয়া যাইতে পারিবেন না। এলিস্ আমাকে বেশ জানে; —আপনাকে এই বিদ্রূপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে; কেবল তাহাও নহে, যে মহিলাটি আমাদিগের এলিসের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছেন, সেই কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে—

"কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা!"

ম্যাঃ মার্টিনো বলিলেন,—"হাঁ, এই ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তিনি আপনার জ্যেঠার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এলিসের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! কিন্তু মসিয়ে ভর্জারস্ কিছুতেই তাঁহাকে এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে দিলেন না। তিনি বলেন, যিনি বিদেশিনী পরি—ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া বেড়ান, তিনি তাঁহার কন্যার উপযুক্ত সঙ্গিনী নহেন। কাউণ্টেস্ আপনার জ্যেঠাকে এমন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, শেষটা আপনার জ্যেঠা তাঁহাকে একটা ফাঁকা জবাব দিয়া, তাঁহার হাত এড়াইয়াছেন। তবু কাউণ্টেস্ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। এলিসের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ কেন হইল, বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে;—আপনি কিছু জানেন?"

"জ্যেঠার কাছে বুঝি তিনি আমার নাম করিয়াছিলেন?"

"তিনি আপনার কথা অনেক বলিয়াছিলেন। জর্জ্জেটকে উপলক্ষ্য করিয়াই তিনি আসেন। দুই চারি কথার পর এলিসের সঙ্গে দেখা করিবার কথা পাড়েন। বলেন—'আপনিও ঐরূপ আলাপের খুব পক্ষপাতী।' আপনার জ্যেঠা ত তাঁহাকে কতকটা পাগল ঠাওরাইয়াছেন।"

ম্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের স্বভাব জানিতেন; কিন্তু তিনি ডাক্তার ভিলাগোসের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার প্রস্থানের পরই রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে সংকল্প স্থির করিলেন। বলিলেন, "ম্যাডাম্ মার্টিনো, আমি মুক্তকণ্ঠে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; এলিস্ তুমিও আমাকে ক্ষমা করিও; কিন্তু আমি চুরি সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। জর্জ্জ ভিগ্‌নরী আমার পরম বন্ধু; তাহার তিলমাত্র অনিষ্ট হউক,—এ কামনা আমি মনেও স্থান দিতে পারি না; কিন্তু আমি সাধুতার অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, কাউণ্টেস্ মসিয়ে কারনোয়েলের অপকলঙ্ক ভঞ্জন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তিনি দেখাইবেন, রবার্ট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

ম্যাক্সিমের কথা শুনিবামাত্র এলিসের কুসুমকোমল গণ্ড পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল। সে কোন কথা কহিল না। ম্যাডাম্ মার্টিনো অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; আজ ম্যাক্সিমকে রবার্টের পক্ষাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার কথা ম্যাডাম্ মার্টিনোর কাণে যেন কেমন শুনাইল!

"আমি রবার্টের পক্ষ সমর্থন করিতেছি না; কাউণ্টেস্ নিজেই সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমি কেবল সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। কাউণ্টেস্ জর্জ্জেটের মুখে সকল কথা শুনিয়াছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, এই বালক চুরির ব্যাপারে লিপ্ত,—দুর্দ্দৈব বশতঃ

পড়িয়া গিয়া যদি তাহার স্মৃতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে এতক্ষণ প্রকৃত অপরাধীর নাম জানিতে পারিতাম। কাউন্টেসের দৃঢ়বিশ্বাস—রবার্ট নিরপরাধ। তিনি বন্দিদশায় প্যারী নগরেই আছেন। শত্রুহস্তে পড়িয়াই তিনি এক মাসের মধ্যে কাহারও সহিত দেখা করিতে পারেন নাই।

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন,—"সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

ম্যাক্সিম্, কাউন্টেসের অনুরোধে কি ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"আমার স্থির বিশ্বাস, জর্জ্জেটের স্মৃতি ফিরিয়া আসিলে, সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে।"

এলিস্ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে কি মসিয়ে কার্নোয়েলকে অপরাধী মনে করে?" "জর্জ্জেট্ কাউন্টেস্‌কে বলিয়াছে, এই ব্যাপারের সহিত কার্নোয়েলের কোন সংশ্রব নাই। তাই কাউন্টেস্ তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এখন তুমি সব জানিলে, তোমার যেরূপ অভিরুচি করিতে পার। আমি যখন কাজে একবার হাত দিয়াছি, তখন শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না। ভিগ্নরীকেও এ কথা বলিয়াছি; শুনিয়া সে অসন্তুষ্ট হয় নাই।"

ম্যাডাম্ মার্টিনো বিরক্তভাবে বলিলেন,—"আপনি অবিবেচকের কাজ করিতেছেন; এ কথা শুনিলে আপনার জ্যেঠা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

"জ্যেঠা রাগ করেন ক্ষতি নাই, এলিস্‌কে কাউন্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না; কিন্তু আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। যাক্, সন্ধ্যা হইয়াছে; আমি চলিলাম।" ম্যাক্সিম্ এলিসের করমর্দ্দন এবং ম্যাডাম্ মার্টিনোকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন। জর্জ্জেট্ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, ম্যাক্সিম্ তাহার নিকট গিয়া স্নেহস্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "কেমন বাপু, বাহিরে বেড়াইয়া খুসী হইয়াছ ত?"

"বাহিরে বেড়াইলে বড় আনন্দ হয়। আমাদিগের বাড়ীতে দি এই অন্ধকার; ঠাকুরমা বেলা তিনটার সময় প্রদীপ জ্বালেন।"

"কাল আবার আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব; তুমি, বোধ হয়, কাল কাউণ্টেস্‌কে দেখিতে যাইবে?"

"কোন্ কাউণ্টেস্?"

"এভিনিউ দে ফ্রায়েদ্‌ল্যাণ্ডে যাঁর সুন্দর বাড়ী আছে।"

"হাঁ হাঁ—নাদেজ্।"

"নাদেজ্?—নাদেজ্ কি কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার নাম?"

"ঠাকুর মা ত ঐ নামই বলেন, আপনি বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াকের সহিত কাউণ্টেসের এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, দেখিয়া ম্যাক্সিম্ বিস্মিত হইলেন। তিনি কাউণ্টেসের ডাক-নাম জানিতেন না। চলিতে চলিতে উভয়ে রুদেভিগনীতে উপস্থিত হইলে সহসা জর্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"এই—এই পথে আমরা কত খেলা করিয়াছি। ঐ বড় বাড়ীটার পাশে একটা পথ দেখা যাইতেছে না? ঐ পথটি দেখিলেই, বোধ হয়, মারবেল্ খেলিবার জন্য পথটা তৈয়ার হইয়াছে। যে দিন পড়িয়া আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, সে দিন এখানে দুই ঘণ্টা খেলা করিয়াছিলাম?"

"জায়গাটা তুমি বেশ চিনিতে পারিতেছ?"

"খুব চিনেছি; সে যেন কালকার কথা। আফিসে যাইতে দেরি হইয়া গিয়াছিল, তাই আর আফিসে গেলাম না; ভাবিলাম, সকলে মনে করিবে আমার অসুখ হইয়াছে।"

"তুমি বোধ করি, সমস্ত দিন একলা ছিলে, না?"

"না, আমি গড় দেখিতে গিয়াছিলাম;—তবে এখানে যে ফিরিয়া

পড়িয়া গিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে ; কিন্তু কেন যে আসিয়াছিলাম, অপরা কথা মনে পড়ে না।

নির "মনে করিবার চেষ্টা কর দেখি।"

প' "দাঁড়ান্ ; ঐ বাড়ীটাকে একটু দেখিয়া লই।"

"বাড়ীটা অতি চমৎকার। কি মজবুত ফটক, কত বড় আঙ্গিনা, বাড়ীর পশ্চাতে নিশ্চয় একটা বাগান আছে।"

"বাগান ?"—ম্যাক্সিমের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বালক বলিল, "পাঁচিল-ঘেরা একটা বাগান ?"

"হাঁ, তুমি যদি দেখিতে চাও ত তোমাকে বাড়ীর পশ্চাতে লইয়া যাই। বাগানের নিকট একটীও বাড়ী নাই। এ বাড়ীটা কা'র তুমি জান ?"

"না ; তবু বোধ হইতেছে বাড়ীটার ভিতর যেন আমি একবার গিয়াছিলাম।"

ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন, 'কাহার বাড়ী একবার জিজ্ঞাসা করিতে হবে।' তাহার পর তিনি জর্জ্জেট্‌কে বলিলেন, "ও বাড়ীতে তুমি কেন গিয়াছিলে ? পত্র লইয়া গিয়াছিলে বুঝি ?

"না, না, পত্র-টত্র নিয়ে যাই নি ;—ও সব কাজেই নয় ! আমি সে দিন আফিসেও যাই নাই।" ম্যাক্সিম্, জর্জ্জেট্‌কে রাজপথের প্রান্তে লইয়া গেলেন।

"এই বুলোভার্দ-দে-কোরসিলি, এখান থেকেই তোমাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

রাজপথের মোড় ফিরিবামাত্র বালকের মুখ উজ্জ্বল ও তাহার নয়নদ্বয় জ্যোতিষ্মান্ হইল। সে বলিয়া উঠিল,—"এইবার মনে পড়িয়াছে ! এ জায়গাটা আমি চিনি—আপনাকে সব দেখাইতেছি। ক-এক পদ অগ্রসর হইয়া জর্জ্জেট্ থামিল। "ঐ—ঐ পাঁচিলটা দেখিতেছেন ?—ঐ পাঁচিল

থেকেই আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, পড়িবার সময় আমার পায়ের কাছে এই পাথরখানায় আমার মাথা ঠুকিয়া গিয়াছিল।"

"তুমি পাঁচিলে উঠিয়াছিলে কেন?"

"পাঁচিলের ও-পাশে কি আছে দেখিবার জন্য।"

"কি দেখিয়াছিলে?"

"কিছুই না—আবার সব আঁধার হয়ে গেল।"

ম্যাক্সিম্ অধীরভাবে অঙ্গোৎক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি পাঁচিলের উপর উঠিলে কি করিয়া?"

"বোধ করি দড়ি—হাঁ হাঁ—একটা গাঁটওয়ালা দড়ি ধরিয়াই উঠিয়াছিলাম। দড়ির মুড়োয় একটা হুক বাঁধা ছিল।"

"দড়ি কোথায় পেলে?"

"মনে হইতেছে না, দড়ি ধ'রে উঠিয়াছিলাম তা মনে আছে। নামিবার সময় হয় ত দড়িটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।"

"পাঁচিলে উঠিলে কেন? নিশ্চয়ই তোমার কোন উদ্দেশ্য ছিল।"

"ছিল, আমি কিন্তু সেটা ভুলিয়া গিয়াছি।"

"আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি বলিয়া, ভয় পাইয়ো না। খানিক ভাবিয়া দেখ, আমি ভিগ্নরী নই যে, তোমার উপর হুকুম চালাব; কার্নোয়েলের মত আমিও তোমার বন্ধু।"

আশ্চর্য্য-প্রদীপের দৈত্যকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আলাদীনের বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু জর্জ্জেট যখন বলিল, "মসিয়ে কার্নোয়েল্? হাঁ, তিনিই ত,—পাঁচিলে উঠিয়া আমি ত তাঁহারই খোঁজ করিতেছিলাম।" তখন ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তখন একে একে জর্জ্জেট্—মসিয়ে কার্নোয়েলের কর্ণেল্ বোরিসফের গৃহে প্রবেশ এবং বন্দিদশার পরিচয় দিল। শেষে বলিল, "যে গাড়ীতে

মসিয়ে কার্নোয়েল্ ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই গাড়ী বাহির হইলে দেখিলাম, তিনি গাড়ীতে নাই। ভাবিলাম, এরা তাঁকে বিপদে ফেলিবার জন্য আটক ক'রে রেখেছে, আমি তাঁহাকে ইহাদের হাত থেকে উদ্ধার করিব। তার পর, একটা ছেলের সঙ্গে জুটে তাহার বাপের কুস্তির আখড়া হইতে দড়ি আনিলাম। রাত্রি এগারটার সময়, এ পথে লোকের যাতায়াত বন্ধ হইলে, দড়িটা পাঁচিলের উপর ছুঁড়িয়া দিলাম; অমনই ধারাল হুকটা পাঁচিলের মাথায় আটকাইয়া গেল। দড়ি ধরিয়া পাঁচিলের মাথায় উঠিয়া দেখি—"

"মসিয়ে কার্নোয়েল্!"

"হাঁ, তিনি বাতি হাতে একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিয়াই তাঁকে চিনিলাম, তিনিও বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তিনি যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত করিতেছিলেন।"

"তার পর?"

"তার পর, আমি পড়িয়া গেলাম, আর আমার কিছু মনে নাই।—সব গোল্মাল্ হইয়া যাইতেছে। আমি এখন ঠাকুরমার কাছে যাইব।"

ম্যাক্সিম্ জর্জেট্‌কে লইয়া চলিয়া গেলেন।—এত দিন যাহার সন্ধান করিতেছিলেন, আজ তাহার সন্ধান মিলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যখন ম্যাক্সিম্ জর্জেটের সঙ্গে প্যারী নগরীর রম্য রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কর্ণেল বোরিসফ্ নিজ কক্ষস্থ কুসুম-কোমল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া প্রধান পরিচারকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দুই জনে নিম্নলিখিত কথোপকথন চলিতেছিল;—"ফরাসীটা এখন কি করিতেছে?"

"ঘুমাইতেছে।"

"ও কপট নিদ্রা। সকালে তোমাকে কিছু বলিয়াছে?"

"আজ কয় দিন ধরিয়া সে কোন কথাই কহে না, জিজ্ঞাসা করিলেও কথার জবাব দেয় না।"

"সে শারীরিক ভাল আছে ত?"

"বেশ আছে। হুজুর, ঘরে আটক থাকিয়াও তাহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লোকটার মন লোহার মত কঠিন, কিছুতেই দমিবার নহে।"

"তা' নয় হে, লোকটা বিষম একগুঁয়ে। নিজের অবস্থা ভাবিয়া, চুপ করিয়া থাকাই সার মনে করিয়াছে। যে পথটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কণ্টক, সেই পথই ধরিয়াছে।"

"আপনি তা'কে সাইবিরিয়ায় পাঠাইলে, তার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে; ইহার চেয়ে অমঙ্গল আর তা'র কি হইবে?"

"ভেসিলি,—তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই।"

"একটা কথা বলি হুজুর, কসুর মাপ করিবেন। সঙ্গীদের নাম

বলিলেই যখন লেঠা চুকিয়া যায়, তখন নাম বলিতে তা'র আপত্তি কি ? নাম প্রকাশ না করিলেও যে নিস্তার নাই, এ কথাটাও ত সে বুঝে।"

"হাঁ ; কিন্তু যাহাদিগের নাম প্রকাশ করিবে, তাহারা অতি ভয়ানক লোক ; বিশ্বাসঘাতককে কঠোর শাস্তি না দিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইবে না, এ কথাও সে বুঝে। সাইবিরিয়ায় লইয়া গিয়া, তাহার নাক-কাণ কাটিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সেখানে যাইতে সে ভয় পায় না।"

"বোধ করি, সে ভাবিয়াছে—আপনি মুখে যাহা বলিতেছেন, কাজে তা' করিবেন না।"

"এই ফরাসীগুলো ভাবে,—সেণ্টপিটার্সবর্গে লোকের উপর যে সব পীড়ন অনায়াসে চলে, প্যারী নগরে তাহা অসম্ভব ; কিন্তু আমি তা'র ভুল ভেঙ্গে দেব। তুমি গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিও, গাড়ী দেখিলে তার মুখ খুলিতেও পারে।"

ভেসিলি ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমার বোধ হয়, সে কোন কথাই জানে না !"

"তোমার মনেও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছে না কি ?"

"হুজুরের সঙ্গে আমার মতভেদ হয় নাই ; কিন্তু আপনি যদি অভয় দেন, তবে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি।"

"বলই না।"

"নিহিলিষ্টদিগের সহিত তাহার যদি ঘনিষ্টতাই থাকিবে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছিলাম, সে ফাঁদে সে কখনই সহজে পড়িত না। আমার বোধ হয়, লোকটা অত্যন্ত সরল,—সে কোন নিহিলিষ্ট রমণীর কুহকে ভুলিয়া এই বিপাকে পড়িয়াছে। এই যুবকটি মসিয়ে ভরজেরেসের কন্যাকে ভালবাসে, তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছাও ইহার ছিল ; কিন্তু হুজুর কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"সেই জন্য ব্যাঙ্কওয়ালা যে দিন তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাহাকে কন্যা দান করিবেন না বলিলেন, সেই দিনই সে আমার কাগজ-পত্র চুরি করিল, উপপত্নীর কুপরামর্শ শুনিল। স্ত্রীলোকটি হয় ত তাহাকে বিদেশে সাহায্য করিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল, তাই চুরি করিবার সময় রাহা-খরচের জন্য কেবল পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়াছিল।"

"যদি সত্যসত্যই চিঠি সমেত টাকাটা কেহ তাহার নিকট না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অনুমান সত্য হইতে পারে।"

"পত্রে যে কাহারও স্বাক্ষর নাই! সে নিজেও অমন একখানা চিঠি লিখিতে পারে। তাহার পিতার টাকা ধার দেওয়ার কথাটা একটা রচা গল্প।"

"আপনি যে ব্যাঙ্কে আপনার দলিলের বাক্স রাখিয়াছিলেন, কোন্ কৌশলে নিহিলিষ্ট নারী সে কথা জানিতে পারে,—এইটি সকলের চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"সম্ভবতঃ কারুনোয়েল্ এ সংবাদ দিয়াছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধান আদৌ সন্তোষজনক নহে। তৃতীয় দল এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই। প্যারী নগরে অনেক রমণী গোপন ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, ইহাদিগের খবর কেহই রাখে নাই। পদগৌরবেও এই স্ত্রীলোকেরা অতি উচ্চ। সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যেই কেহ আমার বাক্সের সন্ধান পাইয়াছিল।

"হুজুর ত জানেন, আমি এই যুবকের চরিত্র ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত খবর লইয়াছি। আমি জানিয়াছি, কোন রুষিয়ানের সঙ্গে ইহার মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত যুবকের পরিচয় আছে কি না, সে খোঁজও আমি লইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার সহিত যুবকের কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই।"

"কাউণ্টেসের সহিত নিহিলিষ্টদিগের কোন সংস্রব নাই। আমারই কথায় আমাদিগের বিভাগের লোক কাউণ্টেসের উপর নজর রাখিয়াছিল। কাউণ্টেস্ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই। কাউণ্টেস্ একজন সার্‌কেসিয়ান প্রিন্সের কন্যা। বিবাহের অল্প দিন পরেই বিধবা হন। তাহার পর ফ্রান্সে আসিয়া আমোদ-প্রমোদ লইয়াই আছেন।—যাক্, এখন এই ফরাসীটার সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমি তাহাকে ভাবিয়া কাজ করিবার জন্য একমাস সময় দিয়াছিলাম; কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। আমার কথা সে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ?"

"কিচ্ছু না। সে খায় দায় ঘুমায়,—বাস।"

"তার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি। ভরজয়েসের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; কাল তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাটা পাড়িব, দেখি যদি কিছু ভাঙ্গে।"

"আজ্ঞে, হুজুর ত ধরিয়াই রাখিয়াছেন;—নিহিলিষ্টদিগের ভয়ে সে কোন কথাই বলিবে না। তবে আবার ও কথা কেন ? লোকটাকে আটক না করিলেই উহার সঙ্গীদের ধরা যাইত,—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

কর্ণেল মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে গিয়া, আমরা হয় ত ভুল করিয়া বসিয়াছি; কিন্তু এখন আর সে ভুলের সংশোধন চলে না। কার্‌নোয়েল্ সাবধান হইয়াছে; এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে আর সঙ্গীদের সহিত দেখা করিবে না।"

"আমি ত ব্যাপারটাকে বেশ ঠাহরিয়া দেখিয়াছি। কার্‌নোয়েলের কেহ সহকারী আছে বলিয়া ত বোধ হয় না; তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল; কোন রকম মামলা মোকদ্দমা করিবে না বলিয়া, তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলে, সে কোন কথাই প্রকাশ করিবে না। একবার কথা দিলে, তাহার কথার নড়চড় হইবে না।"

"ফরাসীটাকে যখন এ বাড়ীতে আনা হয়, একটা ছেলে তাহাকে দেখিয়াছিল ;—মনে নাই ?"

"ওঃ ! আপনি সেই ছেলেটার কথা বলিতেছেন ? সে ত পাঁচিলে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আমি তা'র সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, পড়িয়া তার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! বাঁচিলেও আজীবন তাহাকে হাবা হইয়া থাকিতে হইবে।"

"তা'র মাথা যে সারিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে ? তাহার মত বালকের পক্ষে ঐরূপ আচরণ বড়ই অদ্ভুত ; হয় ত ছেলেটা চুরির ভিতরও আছে।"

"ছেলেটি একটি দুঃখিনী বিধবার পৌত্র। সে কার্‌নোয়েলের বড় অনুগত ; কার্‌নোয়েল্‌ নিরুদ্দেশ হইলে, সহসা সে তাঁহার সন্ধান পাইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য পাঁচিলে উঠিয়াছিল ; কিন্তু এ কথা লইয়া গল্পগুজব করিবার পূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত কার্‌নোয়েল্‌কে উদ্ধার করিতে—কি তাহার সংবাদ লইতে কেহ চেষ্টা করে নাই। তাই বুঝিয়াছি, কার্‌নোয়েলের সংবাদ কেহ জানে না।"

"ঠিক বলিয়াছ ;—আমি তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

এই সময় রূপার রেকাবে একখানি কার্ড লইয়া একজন ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণেল বিরক্তভাবে বলিলেন "কে এল ?—আমি ত তোমাকে বলিয়াই রাখিয়াছি, কাহারও সঙ্গে দেখা করিব না।"

"তিনি বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ; বলিলেন, তাঁর বড় জরুরি কাজ আছে।"

কর্ণেল বোরিস্‌ফ কার্ডে আগন্তুকের নাম পড়িয়া, বড়ই বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে বৈটকখানায় লইয়া যাও।"

তাহার পর প্রধান ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"লোকটা কে, জান ? মসিয়ে ডর্‌জরেসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার সহিত আমার মোটেই আলাপ নাই বলিলেই হয়। ইনি আবার এলেন কেন ?"

"বোধ করি, তাঁহার জ্যেঠা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"সম্ভব, কিন্তু লোকটা এখন এল কেন ? যাও, সর্দ্দার সহিসকে আমার গাড়ী তৈয়ার রাখিতে বল গিয়া ; আমি বন্দীকে ছাড়িয়া দিব কি না, কিছুই স্থির নাই।"

কর্ণেল বোরিসফ পার্শ্বস্থ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ম্যাক্সিম-ডরজরেস গম্ভীরমুখে বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ম্যাক্সিমের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, সংবাদ শুভ নহে। কর্ণেল ম্যাক্সিমকে সৌজন্যমধুরকণ্ঠে বলিলেন, "কি উপলক্ষে আজ আপনার এখানে আগমন হইয়াছে ? আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আপনার সহিত আমার আলাপ ছিল না ;—মসিয়ে ডরজরেস ভাল আছেন ত ? তাঁহার সুশীলা কন্যার মঙ্গল ত ? শুনিতেছি, তাঁহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, কথাটা কি সত্য ?"

ম্যাক্সিম্ পরুষভাবে বলিলেন, "আমি জানি না, আমি অন্য কাজে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ম্যাক্সিমের গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার তীব্র কণ্ঠস্বর শ্রবণে তৎক্ষণাৎ কর্ণেল বোরিসফের ভাবান্তর ঘটিল। তিনি উদ্ধতভাবে বলিলেন, "এখানে আপনার কি কাজ শীঘ্র বলুন।" ম্যাক্সিম্ স্থিরদৃষ্টিতে কর্ণেল বোরিসফের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "মসিয়ে কারনোয়েলের কি হইয়াছে, আমি জানিতে চাহি !"

কর্ণেল, ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া অটল রহিলেন, তাঁহার মুখের একটি

পেশীও কাঁপিল না, ললাটে একটী রেখাও অঙ্কিত হইল না। তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"আপনার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না,—ক্ষমা করিবেন। মসিয়ে কারনোয়েলের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? তাঁহাকে আপনার জ্যেঠার আপিসে একবার দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পর্য্যন্ত হয় নাই।"

"কিন্তু পরে তাঁহার বিষয়ে আপনার খুব আগ্রহ দেখিয়াছি।"

"কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি?"

"মসিয়ে কারনোয়েল কোথায় আছেন বলুন।"

"নূতন খবর আমি কোথায় পাইব? বাক্স চুরির পর হইতে ত তাঁহাকে দেখিতেছি না; বোধ করি, তিনি দেশান্তরে গিয়াছেন।"

"আমি এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে এই প্যারী নগরে দেখিয়াছি।"

"এক মাসের মধ্যে কি ফ্রান্স হইতে অন্য দেশে যাওয়া যায় না?"

"আমি তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে আপনাদিগের এদিকে আসিতে দেখিয়াছিলাম।"

"তবে গাড়ীর অনুসরণ করিলেন না কেন? সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইত?"

"আমি গাড়ীর অনুসরণ করি নাই বটে, কিন্তু সে গাড়ী আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"কি! আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল? আপনি হিসাব করিয়া কথা কহিবেন;—আপনার মত লোকের এরূপ অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই।"

"অদ্ভুত কথা নহে, যে আমাকে এই সংবাদ দিয়াছে, সে ঠিক সংবাদই জানিয়াছে।"

কর্ণেল উচ্চ হাস্য দমন করিবার ভান করিয়া বলিলেন, "আপনার

দেখিতেছি,—বিশ্বাস হইয়াছে, এই মুন্সীটি পদচ্যুত হইবার এবং চোর দায়ে পড়িবার পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ চোরাই বাক্সটা ফেরত দিতেই আসিয়াছিল।”

“তিনি ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই।”

“তবে আমি দিনের বেলা,—এই প্যারী সহরের বুকের উপর দিয়া তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছি। আপনি আমাকে এই খবর দিয়া আমার যথেষ্ট মান বাড়াইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমার কি লাভ!”

“লাভালাভ আমি জানি না। আমি জানি, তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছে। এখনও তিনি এই বাড়ীতে আছেন। আর যদি তিনি এখানে না থাকেন, আপনিই তাঁহাকে সরাইয়াছেন, তাঁহাকে এ বাড়ীতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারেন?”

“অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না।”

“আপনি অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আমি বলিতেছি, আপনারা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন।”

কর্ণেল কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর অপমান-বেদনা-বিধুর-কণ্ঠে ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“আমার যে বয়স, যেমন পদগৌরব তাহাতে লোকত ধর্ম্মত এখনই আমি এই অভদ্র ব্যবহারের প্রতীকার করিতে পারি। কিন্তু মসিয়ে ভরজস্নেস আমার বন্ধু,—সেই জন্যই আমি ক্ষান্ত হইলাম। আপনার সহিত আমার আর কথা নাই; আশা করি, আপনি আমাকে আর কোন কথার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।”

“না। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব, প্রয়োজন হইলে পুলিশের সহায়তাও গ্রহণ করিতে পারি।”

কর্ণেল সগর্ব্বে বলিলেন, "অসহ্য! অনেকক্ষণ আপনার প্রলাপ শুনিয়াছি; কিন্তু আর কোন কথাই শুনিব না। আপনি এখনই এখান হইতে দূর হউন।"

ক্রোধরক্তমুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "ইহাই আপনার সিদ্ধান্ত?"

"হাঁ, এ কথা আরও পূর্ব্বে বলিলেই ভাল করিতাম।"

"আচ্ছা, আমিও আপনার অভদ্র ব্যবহার নীরবে সহ্য করিব না, দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইহার প্রতিফল দিব,—কাল আমার সহকারী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"আমি প্রস্তুত রহিলাম।"

এতক্ষণ বোরিসফ কেবল বাহিরে ধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। সর্দ্দার খানসামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিল, ঝড় উঠিতে আর বিলম্ব নাই। বোরিসফ বলিলেন, "লোকটা কেন আসিয়াছিল জান? সে কারনোয়েলের সন্ধান পাইয়াছে, সে আমার মুখের উপর বলিয়াছে, কারনোয়েল এই বাড়ীতে আছে। কেহ তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে।"

"তিনি বোধ করি,সেই ছেলেটার মুখেই এই সংবাদ পাইয়াছেন; কিন্তু তাহাই বা হইবে কি করিয়া, তাহার যে স্মরণ-শক্তি লোপ হইয়াছে।"

"খবর যাহার কাছেই পাইয়া থাকুক, তাহাতে কি আসে যায়। লোকটা আমাকে পুলিশের ভয় দেখাইয়া গেল। ফরাসীদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, বন্দীর মুক্তি এখন অসম্ভব, তাহাকে এখানে রাখাও নিরাপদ নহে। আজ সন্ধ্যাকালেই তাহাকে সরাইতে হইবে; যাও,—তার করিয়া আমাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে ষ্ট্রাস্‌বার্গ পর্য্যন্ত ডাক গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বল। এখনই আমি একবার বন্দীর সহিত দেখা করিব। যাও—তাহাকে খবর দাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। বোরিসফ ক্রোধে—ক্ষোভে অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কুক্ষণে প্যারী নগরে আসিয়াছিলাম,—কুক্ষণে এই পাপীয়সীদিগের চক্রান্ত-জাল ভেদ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, রুষিয়ার সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোককে অনায়াসে গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু এখানে সবই বিপরীত ;—আমার চেষ্টা বিফল হইলে, কর্ত্তারা আমাকে নির্ব্বোধ ঠাওরাইবেন, কারনোয়েল্‌কে দেখিতেছি,—পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

বোরিসফ চিন্তাকুলভাবে পুস্তকাগারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট কারনোয়েল ঐ গৃহে বন্দী হইয়াছিলেন।

রবার্ট্ নীরবে কক্ষমধ্যে বসিয়াছিলেন, বন্দিদশায় নিদারুণ মনঃপীড়ায় দিন কাটাইতেছিলেন। প্রথম প্রথম কর্ণেল তাঁহাকে ভিগনরীর প্রেম-কাহিনী বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেন। তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া কর্ণেল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু রবার্ট অটল ধৈর্য্যে এই সকল উৎপীড়ন সহ্য করিতেন, সন্তাপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আকারেঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিতেন না। এই সময়ে নিশীথে সহসা জর্জ্জেটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে,—হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু মায়াবিনী আশা তাঁহাকে প্রতারণা করিল; দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি সেই সৌম্য-সুন্দর বালকের মুখচ্ছবি আর তাঁহার নয়নপথে পড়িল না। ক্রমে কর্ণেল বোরিসফের যাতায়াত বন্ধ হইল, আশার দীপ নিবিল। তিনি হতাশ-ব্যথিত-হৃদয়ে, ধ্যানমৌনবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থির মূর্ত্তি, অটল ধৈর্য্য দেখিয়া ভৃত্যবর্গ বিস্মিত হইল।

এই সময়ে কর্ণেল বোরিসফ রবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ অনেক দিনের পর

আপনার সহিত দেখা হইল, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আপনাকে এক মাস সময় দিয়াছিলাম, কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। মনে রাখিবেন, আপনার সহচরদিগের নাম প্রকাশ করিলেই আপনি মুক্তি পাইবেন। আমার চেষ্টায় আবার মসিয়ে ভরজরেসের প্রীতি-ভাজনও হইবেন।"

"আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয়। কিন্তু আমি নির্দ্দোষ, আমার কেহ সহচর নাই, মিথ্যা একরার করিয়া আমি মুক্তি লাভ করিতে চাহি না।"

"আপনি মনে করিতেছেন, কুমারী এলিস্ চিরদিনের মত আপনার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করিবেন না, আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি—"

"আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি যাহাই বলুন না কেন, আপনি আমার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিবেন না।"

"তা হ'ক, তবু সমস্ত কথা শোনা ভাল। মসিয়ে ভরজরেস, ভিগনরীকে কন্যা দান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, ইহা আপনি জানেন। এতদিন পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এলিস্ ভিগনরীকে বরমাল্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। আপনার অনুপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যদি আমার পরামর্শ শুনিতেন, তাহা হইলে এই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইত।"

"আমার উপর এই প্রকার জুলুম করিয়া আপনার কি লাভ? কাল, প্রভাতে যদি আমি মুক্তি লাভ করি, তাহা হইলেও বিবাহ বন্ধ থাকিবে না, আমি বিবাহ বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাও করিব না।"

এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ বন্ধ হইতে পারে, কুমারী এলিস্ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মত হইলেন।"

"তিনি বহু দিন ধরিয়া আপনার হৃদয়ের সহিত যুঝিয়াছেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছেন ; ভাবিয়াছিলেন, যাহারা আপনার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে, আপনি গিয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিবেন ;—কিন্তু সে আশা যখন বিফল হইল, তখন তিনি হতাশ হৃদয়ে অদৃষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কেন আপনি এত দিন নীরব ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আপনি বলিতে পারেন, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনি হতাশ হৃদয়ে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন—এখন এই লোকের কথা শুনিয়া কলঙ্ক-ভঞ্জন করিতে আসিয়াছেন। আপনার কোন বন্ধু—কোন হিতৈষী—ধরুন, জর্জ্জেস বা জর্জ্জেট বলিয়া এই বালকটাই আপনাকে এই অপবাদ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে।"

জর্জ্জেটের নাম শুনিয়া কারনোয়েল ঈষৎ চমকিত হইলেন। কর্ণেল বলিলেন, "এই বালক আপনার হিতৈষী বলিয়া তাহার নাম করিলাম। সে আপনাকে গাড়ীতে দেখিয়া আপনার খোঁজে আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে তাড়াইতে হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিনই পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্মের মত তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তাহার সহায়তায় মুক্ত হইবারও আশা আপনার নাই।"

জর্জ্জেটের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কার্নোয়েলের মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি কর্ণেলকে বলিলেন, "আপনি এ ব্যর্থ আলোচনা কেন করিতেছেন? আমি আপনাকে হাজার বার বলিয়াছি,—আবার এখনও বলিতেছি, আপনি আমার কাছে কোন কথা পাইবেন না। আপনি যতই প্রলোভন দেখান, প্রণয়সুখের যতই মোহময় ছবি অঙ্কিত করুন, আপনার মনোরথ সফল হইবে না। যদি বাস্তবিক কোন কথা বলিবার থাকিত, তাহা হইলে ইতস্ততঃ করিব কেন? প্রেমের কাছে জীবন তুচ্ছ, ষড়্‌যন্ত্রের

সহচরেরা ত ছার। যদি আমি আপনার বাক্স চুরি করিয়া নিহিলিষ্টদিগকে দিতাম, তাহা হইলে মরু-হৃদয়-প্রেমার্থিনী এলিসের জন্য সেই বাক্স আবার কাড়িয়া আনিয়া আপনাকে দিতাম। আপনি আমাকে যে সুখের প্রলোভন দেখাইতেছেন, সেই সুখ লাভের জন্য নিহিলিষ্টদিগের শত্রুতা তুচ্ছ করিতাম,—সহস্রবার মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতাম। আমি কিছুই জানি না, আমাকে পীড়ন করিয়া কিছুই জানিতে পারিবেন না। আমি আমার প্রাণের কথা বলিয়াছি। এখন যাহা অভিরুচি হয় করুন। প্রাণে মারিলেও আমার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইবে না।"

কর্ণেল ভ্রূভঙ্গী করিলেন, দশনপ্রান্তে গুম্ফাগ্র দংশন করিতে করিতে ভাবিলেন, "কারনোয়েলকে বন্দী করিয়া বুঝি যথার্থই ভুল করিয়াছি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন কর্ণেল বোরিসফের সহিত ম্যাক্সিমের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই দিন প্রভাতে এক তরুণী, শঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল চরণে এভিনিউম-দে-ফ্রায়াদল্যাণ্ড দিয়া গমন করিতেছিলেন। তরুণী সুন্দরী এবং অবগুণ্ঠনবতী, হর্ম্ম্যরাজির ছায়া-রেখা ধরিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল-বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। দেখিয়া বোধ হইতেছিল, লোকের কৌতূহলদৃষ্টি অতিক্রম করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, যেন তিনি কাহারও অনুসরণ-ভয়ে ভীতা। পথে একজন পুলিশ-কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ পাইয়া সুন্দরী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন?"

"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টা! এই যে তাঁহার বাড়ী, এই তাঁহার বাগানের পাঁচিল, ঐ ছোট ফটক দিয়া তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। আপনার যদি তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকে, রুবিউর্জোর উপরে ডান হাতে ঐ সদর ফটকে যান।"

অতি মৃদুকণ্ঠে পুলিশ-কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ করিয়া সুন্দরী চলিয়া গেলেন। তিনি হোটেল ইয়াণ্টার বৃহৎ ও বিচিত্র তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে, দ্বিধা ও সন্দেহে তাঁহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। তিনি ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। দ্বারে একজন ভীমকায় প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীর বুঝি ভয় করিতেছিল। কেন না, তরুণী যতই তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার পদক্ষেপ ততই মৃদু হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যুবতী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্বারস্থ ঘণ্টার

আংটা ধরিয়া টানিলেন। প্রহরী অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কম্পিত কণ্ঠে সুন্দরী বলিলেন,—"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

দ্বারবান্ বলিল, "কাউণ্টেস্ আজ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতেছেন না, তা আপনি যদি আপনার নাম আর কি জন্য এসেছেন—"

সুন্দরী চমকিয়া মস্তক নত করিলেন, তাহার পর আত্মসংবরণ করিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কুমারী ভরজরেস্ দেখা করিতে আসিয়াছে বলিলে, তিনি হয় ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।"

নাম শুনিয়াই দ্বারবানের ভাবান্তর ঘটিল। কাউণ্টেস্ যে পূর্ব্বদিন মসিয়ে ভরজরেসের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহা সে জানিত। সে সম্ভ্রমে বলিল, "আমার ক্ষমা করিবেন; আপনি যদি বৈঠকখানায় গিয়া একটু অপেক্ষা করেন, আমি কাউণ্টেস্‌কে খবর দিই! তিনি এখনও রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহার নিকট কাহাকেও লইয়া যাইবার হুকুম নাই।"

দ্বারবানের কথা শেষ না হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একজন আরদালি আসিয়া কুমারী এলিস্‌কে একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। এই প্রকোষ্ঠে ডাক্তার ভিলাগোস্ ইতঃপূর্ব্বে ম্যাক্সিম্‌কে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অবিলম্বে কাউণ্টেসের সেই সঙ্গিনী আসিয়া কুমারীকে কাউণ্টেসের শয়নমন্দিরে লইয়া গেল।

এখনও কাউণ্টেসের শয্যা ত্যাগ করিবার শক্তি ছিল না। এলিস্ দেখিলেন, তিনি একখানি বৃহৎ পর্য্যঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া অর্দ্ধশয়ান রহিয়াছেন। পর্য্যঙ্কের চারিদিক্ বিচিত্র শিল্প-সুষমা-ভূষিত যবনিকা-জালে শোভিত। কক্ষ অতি মৃদু আলোকে আলোকিত। বাতায়নশ্রেণী নানা বর্ণবাসে রঞ্জিত,—কাচফলকে সজ্জিত। এলিসের বড় লজ্জা করিতে লাগিল; লজ্জায় সে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। সে কি বলিবে? কেমন

করিয়া এই রোগশীর্ণা পাণ্ডুর-মুখী সুন্দরীর রহিত কথা কহিবে? যদি ম্যাক্সিম্ কথাটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকে! যদি কাউণ্টেস্ কেবল রবার্ট্ কার্ণোয়েলের প্রতি শুধু মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন! কিন্তু শীঘ্রই এলিসের সংশয় দূর হইল। অতি কোমল, অতি মধুর—ত্রিদিব-সঙ্গীত-তুল্য—রজত-নিক্কণ-নিন্দী কণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন—

"আপনি আসিবেন, তাহা আমি জানিতাম। তাঁর সম্বন্ধে কএকটি কথা যে আপনাকে বলিব, তাহা আপনি অনুমান করিয়াছিলেন।"

এলিসের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে কাউণ্টেসের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। কাউণ্টেস্ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আপনি না আসিলে, কবে আপনার সহিত দেখা হইত কে জানে? ডাক্তার আমাকে কথা কহিতে ও চলা-ফেরা করিতে বারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিলাম না। কাল ভাবিয়াছিলাম, আমি সুস্থ হইয়াছি; কিন্তু আপনা-দিগের বাটী হইতে আসিয়া আবার রোগে ভুগিতেছি, সারিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিকট বসিয়া কথা কহুন।"

এলিস্ শয্যাপার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আপনি যে এ অবস্থায় আমার সঙ্গে দেখা করিলেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কাছে কোন কথা লুকাইব না। পিতার অনুমতি না লইয়াই আমি আসিয়াছি!"

"তা'তে আমি বিস্মিত হইনি। কাল যখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন আপনার পিতা যে আপনার সঙ্গে আমার আলাপে অসম্মত, তা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আপনি সব বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, আমি বড় সুখী হইলাম।"

"ম্যাক্সিমের মুখে শুনিলাম, আপনি মসিয়ে কার্ণোয়েলের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন,—"আপনি তাঁকে ভালবাসেন ;—না ?"

এলিস অতি কষ্টে বলিল,—"ভালবাসিতাম।"

"তবু আর একজনের সঙ্গে আপনার বিবাহের কথা হইয়াছে !"

"আমাকে সকলে বুঝাইয়াছিল, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ অপকর্ম্ম করিয়াছে। তার উপর, বাবা আমাকে বিবাহ করিবার জন্য বড় অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁর কথা ঠেলিতে পারি নাই। লোকের চোখে আমি অন্যের বাগ্‌দত্তা পত্নী, কিন্তু হৃদয় ত আমারই !"

"তারা প্রমাণ ক'রেছিল, তিনি চুরি ক'রেছেন ;—না ? কথাটা মুখে আনিতে দোষ কি ? এটা ত মিথ্যা কলঙ্ক বৈ আর কিছুই নয় ; কিন্তু অন্য কথা কহিবার আগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—কে আপনাকে এ সব কথা বলেছিল ? আপনি কি শুনিয়াছিলেন ?"

এলিস্ সে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন।

কাউণ্টেস্ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এতেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করিলেন, মসিয়ে রবার্ট চোর ! একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, কতকগুলা দলিলসমেত একটা বাক্স চুরি করিয়া তাঁহার কি লাভ? একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না, সিন্দুক, মোহর ও নোটে পা[illegible] থাকিলেও চোর সে সব স্পর্শ করিল না কেন ?"

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে কুমারী বলিল, "সিন্দুক থেকে পঞ্চাশ হাজার [illegible] চুরি গিয়াছে !"

"মিথ্যা কথা !"

"সত্যই টাকা চুরি গিয়াছে। আমার পিতা ও সেই রুষ ভদ্রলোকের

সম্মুখে, খাজাঞ্চি, টাকা ও নোট গণিয়া দেখিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা দেখেন, এক তাড়া নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "অসম্ভব! কিন্তু পূর্ব্বে যে একবার চুরীর চেষ্টা হইয়াছিল, এ কথা আপনার পিতা আপনাকে বলিয়াছিলেন ?"

"না ;—যদি পূর্ব্বে সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত, সে কথা আমি শুনিতে পাইতাম। মসিয়ে ভিগ্নরীই কথাটা আমাকে বলিতেন।"

"তা হলে জর্জ্জেটের দেখিতেছি ভুল হইয়াছে ; তার মুখেই আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম।"

"কাল সে ম্যাক্সিমের সঙ্গে আমাদের আপিসে গিয়াছিল।"

"ছেলেটি কেমন আছে বলিতে পারেন ?"

"আরোগ্য হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল ; কিন্তু তার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নি।"

"আপনার পিতৃব্যপুত্র তা হলে তার কাছে কোন সংবাদ পান নি ?"

"ম্যাক্সিম্ বলিলেন, জর্জ্জেট মসিয়ে ভিগনরীর সমক্ষে চুরি সম্বন্ধে দিনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে ; সে আর একটু ভাল হইলেই প্রকৃত চোরের নাম প্রকাশ করিবে।"

"সম্ভব। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইতোমধ্যে জর্জ্জেট আপনার বলিতব্যপুত্রকে মসিয়ে কার্ণোয়েল্ সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পা[illegible]বে।"

আপন"মসিয়ে কার্ণোয়েল্ প্যারিসে আছেন, ইহাই আপনার ধারণা ?"

অনুমতি;হাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; যে দিন তাঁহার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ

"বার কথা ছিল, সেই দিনই তিনি কোন প্রবল শত্রুর হাতে দেখড়িয়াছেন।"

"তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল, তাহাও আপনি জানেন ?"

"আমি সব জানি, মসিয়ে ম্যাক্সিমের মুখে সকল কথাই শুনিয়াছি। আমি বিছানায় পড়িয়া ছিলাম বলিয়া কিছু করিতে পারি নাই। এখন সময় হইয়াছে। মসিয়ে কার্ণোয়েল্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিবই; তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলে, আমি নিজে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার পিতার কাছে যাইব এবং তিনি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ সকলকে দেখাইব।"

"ম্যাক্সিম্ বলিয়াছেন, জর্জ্জেট চুরী করিয়াছে।"

"আমি আপনাকে সে কথা বলি নাই; কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েল্ যে নির্দ্দোষ, এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।"

কাউণ্টেসের কথায় এলিসের সকল সন্দেহ দূর হইল। সে বুঝিল, কাউণ্টেস্ প্রকৃত অপরাধীকে জানেন; নিরপরাধের কলঙ্কভঞ্জনের জন্য তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইবেন। এলিস্ মনে মনে ইয়ান্টার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা একটা সন্দেহ তাহার মনে আঘাত করিল,—কাউণ্টেস্ কি কেবল নিরপরাধের কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য এত করিতেছেন;—না, তাহার ভিতর আরও কিছু আছে? কাউণ্টেস্ রবার্টকে ভালবাসেন না ত?

এলিস্‌কে ম্লানমুখী দেখিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "এখানে আসিয়াছেন বলিয়া বোধ করি, দুঃখিত হন নাই! মসিয়ে কার্ণোয়েল্‌কে বাঁচাইবার জন্য আমরা দুই জনে বোধ করি পরামর্শ করিতে পারিব?"

এলিস্ লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?"

"আমি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না; তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত!"

এলিসের মুখ হর্ষদীপ্ত হইল। সে কাউণ্টেস্‌কে আপনার প্রেমের কথা—রবার্টের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা—বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মসিয়ে ম্যাক্সিম্‌ এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন।"

"তাঁহাকে লইয়া আইস।"

ম্যাক্সিমের আগমন-সংবাদ শুনিয়া এলিস্‌ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; কিন্তু দাসী চলিয়া যাইবামাত্র সে কাউণ্টেস্‌কে কহিল, "এখানে ম্যাক্সিমের সঙ্গে যেন আমার দেখা না হয়;—আমায় আর লজ্জা দিবেন না?"

"তাঁহাকে আপনার আগমনের কথা বলিব না?"

"দোহাই আপনার;—ম্যাক্সিমকে কিছু বলিবেন না।"

"আপনাদের সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার উপায় কি? আপনি ঐ ঘরটার ভিতর যাইবেন?"

এই বলিয়া কাউণ্টেস্‌ তাঁহার পালঙ্কের শিরোদেশের সন্নিহিত একটি দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

এলিস্‌ তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহটি কাউণ্টেসের প্রসাধন কক্ষ। বৃহৎ দর্পণ, বিচিত্র শিল্পসম্ভার এবং কারুকার্য্যখচিত আসনসমূহে কক্ষটি পরিপূর্ণ। ম্যাক্সিম্‌ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আপনার এত অসুখ, আর আপনি কাল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন?"

"হাঁ, কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। তা' হউক, আপনি জর্জ্জেটের কথা বলুন।"

"অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় কথাটি আগে বলিতে চাহি।"

"জর্জ্জেট্‌ কেমন আছে? তাহার স্মরণশক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে ত?"

"আমার ত সেই বিশ্বাস; মাঝে মাঝে তা'র স্মরণশক্তি বেশ্‌ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সে এখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সে আজ গোটা কয়েক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, অন্য সময় হইলে সে কথা জর্জ্জেট কখনই বলিত না।"

"কি বলিয়াছে?"

ম্যাক্সিম্‌ ভরজরেসের আপিসে ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জর্জ্জেট চোরের সহায়তাকারী।"

কাউণ্টেস্‌ ঔদাস্যসহকারে বলিলেন, "খুব সম্ভব।"

"এ কথা শুনিয়া আপনার মনে কষ্ট হইতেছে না?"

"এটা একটা রাজনীতিক ব্যাপার বৈ ত নয়!"

"রাজনীতিক ব্যাপার?—বলেন কি!"

তখন দুই জনে অনেক কথা হইল। ম্যাক্সিম্‌, স্কেটিংক্ষেত্রের সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর কথা, রুদে জুঁফ্রেতে সেই জনহীন গৃহের কথা, সেই বাড়ীর বিদেশী প্রহরীর কথা, আর সেই ব্যক্তিই যে সিন্দুক হইতে বাক্সটি চুরি করিয়াছে, তিনি যে জর্জ্জেটের মুখে তাহার নাম শুনিয়াছেন—এই সমস্ত কথা একে একে কাউণ্টেসের নিকট বর্ণন করিলেন। তাহার পর তিনি কি উপায়ে জর্জ্জেটের নিকট হইতে রবার্ট্‌ কার্ণোয়েলের সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাও বিস্তৃতভাবে বলিলেন। কথা শেষ হইলে ম্যাক্সিম্‌ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মসিয়ে কার্ণোয়েল্‌ এখন যে বাড়ীতে আছেন, আপনি তাহার বর্ত্তমান অধিকারীর নাম শুনিলেই খুব বিস্মিত হইবেন। জ্যেঠার সিন্দুক হইতে যে রুষিয়ানটার বাক্স চুরি গিয়াছে, সেই লোকটাই ঐ বাড়ীর মালিক।"

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "বোরিসফ?—নহিলে এমন মহা পাপিষ্ঠ আর কে? সেই কার্ণোয়েলকে ফাঁদে ফেলিয়া বন্দী করিয়াছে! তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। দুরাত্মা যদি এখনও তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে সেটা সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে।"

"সে কি! সে লোকটা মানুষ খুন করিতে পারে?"

"বোরিসফ্ রুষিয়ান পুলিশের গোয়েন্দা; যে প্রকারেই হউক, সে চোরাই বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। মসিয়ে কার্ণোয়েলের মাথায় এই কলঙ্কের ডালি চাপান হইয়াছে বলিয়াই, সে তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে। সাধ্য থাকিলে, তাঁহার প্রাণ রক্ষায় আর এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা উচিত নহে। আমা ভিন্ন এ কাজ হইবে না; আমার অনুরোধে আপনি আর এ কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

"করিব না কি?—আমি যে ইহার মধ্যে কাজে হাত দিয়া বসিয়াছি!"

"কি করিয়াছেন?"

ম্যাক্সিম্ বোরিসফের সহিত সাক্ষাৎকার-সংক্রান্ত সকল কথা অকপটে বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া কাউণ্টেস্ ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "সব মাটী করিয়াছেন দেখ্ছি!"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিসে?"

"আপনি কি মনে করেন, বোরিসফ্ ঐ কথা শুনিয়াই মসিয়ে কার্ণোয়েলকে ছাড়িয়া দিবে?"

ম্যাক্সিম্ অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, "আমি সকল দিক্ বিবেচনা না করিয়া ঝোঁকের মাথায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!"

কাউণ্টেস্ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আপনার নিন্দা করিতেছি না। আপনি ভাল ভাবিয়াই ঐরূপ কাজ করিয়াছেন। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের হাঙ্গামা

করিয়া কাজ নাই ; বোরিসফের নিকট লোক পাঠাইলেও বিশেষ কোন ফল হইবে না। দলিলের বাক্সটি চুরি যাওয়াতে সে চোরদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এই রুষিয়ানটা ভয়ানক লোক ; যাহারা দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছে, তাহাদিগকে হাতে পাইলে তাহাদিগের প্রাণবধেও সে কুণ্ঠিত হইবে না। আপনি সাবধানে থাকিবেন।"

"এটি দেখিতেছি, রাজনীতিক চুরি বলিয়াই আপনার ধারণা।— এ চুরি কে করিল !"

"সম্ভবতঃ দেশান্তরিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এ কাজ হইয়াছে। ইয়োরোপ এখন নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়। ইহারা রুষিয়ার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল ; এখন প্রবাসে থাকিয়া সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি রুষিয়ার প্রজা নহি, তাই বোরিসফের ন্যায় লোকের সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষ গ্রহণ করাই আমার স্বভাব ; গোয়েন্দারা যাহাদিগের উপর অত্যাচার করে, আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল্ এই দলিলের বাক্স অপহরণে সহায়তা করিয়াছেন ; তাই আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন ?"

"তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি সত্য ; কিন্তু তিনি আপনারই ন্যায় নিরপরাধ। কে দলিল চুরি করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। জর্জ্জেট তাঁহার ঠাকুরমার কথায় হয় ত এই ব্যাপারের ভিতর ছিল। কিন্তু সে সারিয়া না উঠিলে তাহার পিতামহীকে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। এখন বোরিসফের সহিত এ বিষয়ে বুঝা-পড়া করিতে হইবে। মসিয়ে কার্ণোয়েলের কলঙ্কভঞ্জন করিতেই হইবে।"

' ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিন্তু এই কার্য্যে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সমস্ত ঘটনার কথা আপনাকে খুলিয়া বলিব। দুই বার যে জ্যেঠার সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বোধ করি, আপনি জানেন না।" এই বলিয়া ম্যাক্সিম একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন। সিন্দুকের কলে যে রমণীর করপদ্ম পাওয়া গিয়াছিল,' তাহাও বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, "সাধারণ চোরে এই কাজ করিয়াছে বলিয়াই আপনার ধারণা ?"

"কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই চুরি হইয়াছে ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ও ভিগনরী প্রথম বারের ঘটনা গোপন করিয়াছিলাম।"

"আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ সম্পূর্ণ নিরপরাধ ; তিনি প্রথম ঘটনার সময়ে মসিয়ে ভরুজরেসের বৈঠকখানায় মজলিসে ছিলেন। আর তিনি যদি চোরদিগের সহায়তা করিতেন,—তাহাদিগকে সিন্দুকের চোরধরা কলের খবর দিতেন,—তাহা হইলে সেই অভাগিনীর হাত ছিন্ন হইত না।"

"ঠিক কথা !"

"কিন্তু এই চুরির পর আপনারা এমন অন্ধ হইয়াছিলেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। একজন সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়াই কি পাপের বোঝা তাঁহার মাথায় চাপাইতে হয় ?"

এই বলিয়া কাউণ্টেস্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিয়া বলিলেন,—"মসিয়ে ভরুজরেস কুসংস্কারে অন্ধ হইবেন, মসিয়ে কার্ণোয়েল্ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া এই ছল অবলম্বন করিবেন, ইহাতে আমি একটুও

বিস্মিত হই নাই। তিনি সাধুপ্রকৃতির লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষের মনের সকল ভাব বুঝিবার শক্তি তাঁহার নাই। আর এই গুপ্তচরটা প্রকৃত দোষীকে ধরিতে না পারিয়া, যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে, তাহাকেই অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে মসিয়ে ভিগ্‌নরীর ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য।"

"ভিগ্‌নরীর ব্যবহার অনিন্দনীয়, যখন জোঠা মসিয়ে কর্ণোয়েল্‌কে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় ভিগ্‌নরী প্রাণপণে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিল।"

"আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?"

"না। আমি ভিগ্‌নরীর মুখেই এ কথা শুনিয়াছি; তিনি মিথ্যা বলিবার লোক নহেন,—কার্ণোয়েল তাঁহার পরম বন্ধু।"

"শুধু বন্ধু নহেন, প্রেমে প্রতিযোগীও বটেন।"

"ভিগ্‌নরী এলিস্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার দুরাশাকে কখনও মনে স্থান দেন নাই,—রবার্ট ও এলিসের প্রেমকাহিনী তিনি জানিতেন। ভিগ্‌নরী অতি সজ্জন। কার্ণোয়েল্‌কে বাঁচাইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।"

"ভিগ্‌নরী দেখিতেছি মোটেই চতুর নয়। লোকটা বড় নির্ব্বোধ; —না?"

"নির্ব্বোধ কেন?"

"পরম বন্ধুর চোর অপবাদ ঘটিল; ইহা তিনি দাঁড়াইয়া দেখিলেন। কিন্তু যে কথাটা বলিলে তখনই অন্য দুই জনের মনের ধোঁকা কাটিয়া যায়, সে কথাটা বলিলেন না।"

কাউণ্টেসের বক্তব্য কি, কতকটা বুঝিতে পারিয়া ম্যাক্সিম্ কম্পিত-

কণ্ঠে বলিলেন,—“মসিয়ে ভিগ্‌নরী ভোরে আসিয়া দেখিলেন, সিন্দুক খোলা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মসিয়ে ভর্‌জরেস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তিনি আসিয়া বলিলেন—‘এ মসিয়ে কার্ণোয়েলের কর্ম্ম’!”

“কিন্তু ভিগ্‌নরীর মুখে কথা নাই। তিনি একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেন না, ‘এ কাজ কার্ণোয়েল্ করেন নাই। আর একবার চুরির চেষ্টা হইয়াছিল, সিন্দুকের কলে স্ত্রীলোকের একটি ছিন্নহস্ত পাওয়া গিয়াছিল, সে দিন তখন কার্ণোয়েল্ আপনার বৈঠকখানায় ছিলেন। সে চুরির চেষ্টার সহিত যখন তাঁহার সংশ্রব ছিল না, তখন দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গেও তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।’ এ কথা শুনিলে আপনার জ্যেঠা কখনই কার্ণোয়েল্‌কে ‘চোর’ বলিতে পারিতেন না।”

“আমার জ্যেঠা একবার যে মত ধরেন, সহজে তাহার খণ্ডন হয় না। তবে, ভিগ্‌নরী কথাটা খুলিয়া বলিলে ভাল করিতেন; কিন্তু বোধ করি, সে সময় তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।”

“কখনই নহে! তিরস্কারের ভয়ে, নিজের উপর দোষ পড়িবার ভয়ে, সে কিছুই বলে নাই।”

“ভিগ্‌নরীর কাজের জন্য আমিই দায়ী—আমিই তাহাকে কথাটা গোপন করিতে বলিয়াছিলাম।”

“এ ক্ষেত্রে আপনি কার্ণোয়েলের বন্ধুর কাজ করেন [illegible]। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটিবে,—তাহাও আপনি জানিতেন না। তবে ভিগ্‌নরী একবার কথাটা বলিলে, ব্যাপারটি ভিন্ন রকম দাঁড়াইত;—অকারণে তাহার বন্ধুর উপর দোষ পড়িত না। সে দুষ্টবুদ্ধিতেই চুপ করিয়া ছিল; ঈর্ষার বশীভূত হইয়া কার্ণোয়েলের অনিষ্টকামনায় এই কুকাজ করিয়াছে।”

“এ কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখনও যদি আমি

তাহাকে জ্যেঠার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলি, তাহাতে সে অসম্মত হইবে না।"

"সাবধান! অমন কাজও করিবেন না। এতদিন পরে ও-সব কথা বলিলে মঃ কার্ণোয়েলের কোন উপকার হইবে না। ভিগ্‌নরী যেন আমার উদ্দেশ্য জানিতে না পারে। অঙ্গীকার করুন, তাহাকে কোন কথা বলিবেন না!"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভিগ্‌নরী কোন কথায় থাকিতে চাহে না, সে বিবাহের ভাবনাতেই ব্যস্ত।"

রবার্ট কার্ণোয়েল্ যে বোরিসফের গৃহে বন্দী, এ কথা কি ভিগ্‌নরী শুনিয়াছে?"

"আপিস হইতে ফিরিবার সময় আমি বোরিসফের গৃহে গিয়াছিলাম। আপিসে কার্ণোয়েলের কথা লইয়া ভিগ্‌নরীর সহিত আমার একটু রাগারাগি হইয়া গিয়াছে।"

"যাউক, আপনি আর রুষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; আপনি যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন, ও-বিষয়ে আপনার যেন আর কোন মনই নাই, ইহাই বোরিসফ্‌কে বুঝাইতে হইবে। আমি আপনাকে না বলিলে, আপনি এ কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। পৃথিবীতে আমিই কেবল কার্ণোয়েল্‌কে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ।"

"এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি এই কাজ করিবেন?"

"অন্যে আমার আদেশমত কাজ করিবে। বোধ করি, কর্ণেল বোরিসফ্ এতক্ষণে রবার্ট কার্ণোয়েল্‌কে সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর এ বিষয়ে এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি তিন দিন পরে এ বিষয়ে সংবাদ লইবেন।"

"আমি কিরূপে জানিব ?"

"আমাকে দেখিতে আসিলেই হইবে। চাকরেরা যদি বলে আমি অসুস্থ, আপনি আমার পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। আর যদি ডাক্তার ভিলাগোস্ আপনাকে বাধা দেন,—সেই অঙ্গুরীটি আপনার কাছে আছে ত ?—ডাক্তারকে সেই অঙ্গুরী দেখাইবেন। পরিচারিকাকে ডাকুন, সে আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইবে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ডাক্তার ভিলাগোসের এখানে আসিবার সম্ভাবনা। এখানে আপনার সহিত তাঁহার দেখা হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

"ম্যাক্সিম্, কাউণ্টেসের শয্যাপার্শ্বে বিলম্বিত রেশম-রজ্জু ধরিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে যাইতেছিলেন ; সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষমধ্যে রমণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর উঠিল। কাউণ্টেস্ চমকিয়া শয্যায় সোজা হইয়া বসিলেন ; বলিলেন, "পরিচারিকাকে ডাকিতে হইবে না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "বামাকণ্ঠ শুনিলাম না ?"

"ঐ ঘরে একটি সুন্দরী আছেন বটে ; কিন্তু তিনি চীৎকার করিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কে যেন ভয়ে—বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; যদি তিনি সত্যই ভয় পাইয়া থাকেন, তবে আবার চীৎকার করিবেন।"

"তাঁহার বাহিরে আসিতে কোন বাধা নাই, দরজা খোলাই রহিয়াছে।"

"তবে আমি এখন বিদায় হই।"

কাউণ্টেস্ যবনিকার অন্তরালস্থিত প্রসাধন কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, এ ভাবে আপনি যাইতে পাইবেন না। আপনার সহিত দেখা হইবার ভয়ে একজন ঐ ঘরে লুকাইয়া আছেন। যান, আপনি গিয়া তাঁহাকে এ ঘরে আনুন। আমি তাঁহার ছেলেমানুষী শুনিতে পারিলাম না ; আশা করি, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাক্সিম্ নীরবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে বেপমানা, ভীতি-পাণ্ডুরমুখী এলিস্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। আজ এইভাবে এইখানে এলিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এলিস্ কি উদ্দেশ্যে কাউণ্টেসের গৃহে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাউণ্টেস্ তোমার চীৎকার শুনিয়া ভয় পাইয়াছেন, তাই তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। চেঁচাইয়া উঠিলে কেন? কি হইয়াছে?"

কম্পিত কোমলকণ্ঠে কিশোরী কহিলেন, "কিছুই হয় নাই। হঠাৎ কেমন ভয় হইল; আমি আর এ ঘরে থাকিব না, বাহিরে চল।"

ম্যাক্সিম এলিস্‌কে কাউণ্টেসের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেলেন। কাউণ্টেস স্থিরদৃষ্টিতে এলিসের মুখপানে চাহিয়া গম্ভীর ও ঈষচ্চঞ্চল কণ্ঠে বলিলেন, —"আমাদিগের সাক্ষাৎকারের কথা গোপন থাকাই আবশ্যক। হয় ত আমাদিগের আর দেখা হইবে না। কিন্তু মসিয়ে ম্যাক্সিম্ সমস্তই জানেন, তিনি আপনাকে প্রয়োজন হইলেই পরামর্শ দিবেন। মসিয়ে কার্ণোয়েল্ শীঘ্রই মুক্তি লাভ করিয়া নিজ কলঙ্ক ভঞ্জন করিবেন। বিদায়ের পূর্ব্বে আপনার কাছে এক ভিক্ষা আছে। আজ আপনি এখানে যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, কোন কারণে কখনই কাহারও নিকট তাহার উল্লেখ করিবেন না।"

মৃদুকণ্ঠে এলিস্ বলিল, "আমি স্বীকার করিলাম!"

ম্যাক্সিম ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাদিগকে বাহিরে লইয়া গেল। গমনকালে কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মনে রাখিবেন, আমাকে না জানাইয়া একটি কথাও প্রকাশ

করিবেন না, কিছুই করিবেন না; আমি একাকিনী সব করিব, আমার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।”

ম্যাক্সিম্ ও এলিস্ রাজপথে বাহির হইয়া একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন। দুই জনে অনেকক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলেন। পথের প্রান্তে আসিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, “আমাকে তোমার বিশ্বাস হইল না কেন? তুমি কাউন্টেসের কাছে আসিবে,—এ কথা যদি আমাকে বলিতে, তোমাকে একাকিনী ভয়ে ভয়ে আসিতে হইত না।

“কাল রাত্রে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিবার সংকল্প করি। শীঘ্র দেখা করিতে হইবে বলিয়া, কোন কথা বলিবার সময় পাই নাই। তোমার মুখে সকল কথা শুনিয়া কাউন্টেসের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছিল।”

“রবার্ট কার্ণোয়েল্ কোথায় আছেন, তিনি জানেন কি?”

“আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, সে কথা তাঁহাকে বলিয়াছি।”

“কোথায় তিনি?”

“আজ সকালে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিতাম; কিন্তু বসার্টের মঙ্গলের জন্য কথাটা এখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আসিবার সময় কাউন্টেস্ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বোধ করি, তুমি শুনিয়াছ।”

“তিনি আমাকেও সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

“কিসের কথা?”

“কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, বাড়ীটি বড়ই রহস্যপূর্ণ।”

“তোমার ধারণা সত্য, আমরা এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। তোমার পিতা ও ভিগ্নরী এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তোমার পিতার

করিবেন না, মা। তাঁহার যদি প্রাণ থাকিত, তিনি কখনই ধনের লোভে উপরেই সমস্ত নিউম্যানাদর সহিতে সম্মত হইতেন না।"

ম্যাক্সিম্ ও এলিং। আমি এখন চলিলাম। কাউন্টেসের অনুমতি দুই জনে অনেকক্ষণ সমস্ত সংবাদ জানাইব।"

আসিয়া ম্যাক্সিম্ বলিঙের বাড়ীতে যাহা দেখিয়াছি, আমিও বোধ করি, তুমি কাউন্টেসের কাছে

তোমাকে একাকিনী ভয়ে ও

"কাল রাত্রে আমি তাঁহার ———

দেখা করিতে হইবে বলিয়া, কে

তোমার মুখে সকল কথা শুনিয়া

বড়ই প্রবল হইয়াছিল।"

"রবার্ট কার্ণোয়েল্ কোথায় আ

"আমি তাঁহার সহিত দে

বলিয়াছি।"

"কোথায় তিনি?"

"আজ সকালে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে

মঙ্গলের জন্য কথাটা এখন কাহারও নিকট

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আসিবার সময় কাউং

তাহা বোধ করি, তুমি শুনিয়াছ।"

"তিনি আমাকেও সব কথা প্রকাশ করিতে

"কিসের কথা?"

"কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, বাড়ীটি বড়ই রহস্য

"তোমার ধারণা সত্য, আমরা এ সম্বন্ধে কোন

তোমার পিতা ও ভিগ্‌নরী এ বিষয়ে কিছুই জানেন

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ম্যাক্সিমের সহিত কর্ণেল বোরিসফের দেখা হইবার পর, কর্ণেল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন, ম্যাক্সিম্ আর কোন উচ্চ-বাচ্য করিলেন না, দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান ও কাল নির্ণয় করিবার জন্য সহকারী পাঠাইলেন না, তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু রবার্ট কার্ণোয়েল্ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর, তিনি সর্দ্দার খানসামার পরামর্শ-অনুসারে কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন।”

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পর, বোরিসফ স্থির করিলেন, যখন কার্ণোয়েল্‌কে ছাড়িয়া দিতেই হইবে, তখন তাহার সহিত বারকয়েক দেখা করিয়া মসিয়ে ভর্‌জরেসের কর্ম্মচারীদিগের রীতি প্রকৃতি, গতি-বিধি সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া আবশ্যক ; তাহাতে দলিলের বাক্সসংক্রান্ত সকল তথ্য জানিবার সুবিধা হইবে। এই সংকল্প স্থির করিয়া বোরিসফ অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। তাঁহার সকল উদ্বেগ দূর হইল। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজিও ক্লাবে অপরাহ্ণ যাপন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং টেবিলে বসিয়া অন্যান্য ভদ্রলোকদিগের সহিত বাজী রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। প্রথম বাজী জিতিয়া তিনি সান্ধ্য-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে একখানি কার্ড প্রদান করিল। কার্ডে যাঁহার নাম লেখা ছিল, বোরিসফ তাঁহাকে চিনিতেন না। কিন্তু কার্ডের এক কোণে রুষিয়ান্ গুপ্তচরদলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া তিনি অবিলম্বে আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। আগন্তুক একটী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে

বোরিসফের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লোকটি নব্যবয়স্ক, সুপুরুষ এবং সুসজ্জিত। তিনি কর্ণেল বোরিসফ্‌কে দেখিয়াই রুষভাষায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সেই সঙ্কেত কথা শুনিয়া বোরিসফ বুঝিলেন, আগন্তুক গবর্ণমেণ্ট-পুলিশ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

আগন্তুক বলিলেন, "প্রিয় এলেক্সিস ষ্টিভানোভিচ, এই স্থানটি কথোপকথনের উপযুক্ত নহে, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। চলুন, আমরা একটা বিশ্রামাগারে গিয়া আহারাদি করি।"

"স্বচ্ছন্দে, কোন্ বিশ্রামাগারে যাইবেন প্রিয় মোরিয়াটাইন?"

"আমাকে আইভান আইভানোভিচ্ বলিয়াই ডাকিবেন। চলুন বিগমন্ হোটেলে যাই। যাট ঘণ্টা ট্রেণে থাকিয়া আজ সকালে এখানে আসিয়াছি, বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে রাজপথে বাহির হইলেন। রাজপথ জন-বিরল। আগন্তুক বলিলেন,—"আমাকে আপনি চেনেন না, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আপনি যখন সেণ্টপিটার্সবর্গে জেনারেলের সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন, তখন আমি পোল্যাণ্ডে ছিলাম। আপনি বিদেশে আসিবার পর আমি সেণ্টপিটার্সবর্গে যাই। আমি আপনাকে আমার বন্ধু মনে করিয়াছি, সেই জন্য আমার পদের নিদর্শন দেখাই নাই। যখন হয় দেখাইলেই চলিবে, এখন সঙ্কেত কথা শুনুন।" আগন্তুক কর্ণেলের কাণে কাণে মৃদুস্বরে কি কথা বলিলেন। কর্ণেল বলিলেন, "না বলিলেও চলিত; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বিশেষ কোন কাজে আসিয়াছেন?"

"খুব জরুরী কাজ। প্যারি নগরে আসিবার আয়োজন করিবার জন্য জেনারেল আমাকে দুই ঘণ্টার বেশী সময় দেন নাই।"

"কাজটা কি?"

"এলেক্সিস, কাজটা আপনার সম্বন্ধে,—ভয় পাইবেন না। বড় আফিসে তুচ্ছ জনরবও কিরূপ যত্নের সহিত পরীক্ষা করা হয়, তাহা ত আপনি জানেন। আপনার বিরুদ্ধে জেনারেলের নিকট একটা নালিশ হইয়াছে।"

"কি নালিশ, মহাশয়?"

"কর্ত্তব্যে অবহেলা বা অসতর্কতা। প্রকাশ যে, আপনি প্রয়োজনীয় দলিল-পত্র একটা বাক্সে রাখিয়া একজন ব্যাঙ্কারের নিকট বাক্সটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।"

"বাক্সটি নির্ব্বিঘ্ন স্থানে থাকিবে বলিয়াই ঐ ভাবে রাখিয়াছিলাম। নিহিলিষ্টরা আমার উপর কিরূপ নজর রাখিতেছে, জানেন ত? অন্য কথা দূরে থাকুক, বাড়ীর কয়েক জন চাকরকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না।"

"কিন্তু বাক্সটি যে চুরি গিয়াছে,—নিহিলিষ্টরা বাক্স হাত করিয়াছে।"

"অবশ্য কর্তৃপক্ষকে এ কথা না জানাইয়া আমি অন্যায় করিয়াছি; কিন্তু কেন করিয়াছি, তাহা খুলিয়া বলিতেছি। উপরে কে এই সংবাদ দিয়াছে বলিতে পারেন কি?"

"আপনার সন্দেহ হয় না? ঘরের ঢেঁকিই ত কুমীর হইয়া থাকে! আপনার একটা সর্দ্দার খানসামা আছে না?"

"কি—ভ্যাসিলির এই কাজ!—পাজি বেটা!"

"তাহার উপর কর্ত্তাদের হুকুম আছে। পরস্পরের উপর এইরূপ নজর রাখিবার প্রথা রুষীয় পুলিশে চলিয়া আসিতেছে; তার অপরাধ কি? সে উপরিওয়ালার হুকুম তামিল করিয়াছে।"

"ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। বেটা আমার সর্ব্বনাশ করিবে দেখিতেছি; বোধ করি, হতভাগা দলিলের বাক্স চুরির কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই।"

"সে লিখিয়াছে, আপনি দলিলের অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রস্তুত সূত্র ধরিতে না পারিয়া গোড়ায় গলদ করিয়াছেন, আর সেই ভুল পথের অনুসরণ করিতেছেন।"

"চোরের সহকারী বলিয়া আমি একটি যুবককে বন্দী করিয়াছি; সে কথাও বোধ করি, সে বলিয়াছে?"

"সব কথাই বলিয়াছে; আপনার সব মতলব কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়াছেন, সেই জন্য আপনার বড় নিন্দা হইয়াছে।"

"যুবকের নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে সাইবিরিয়ায় পাঠাইবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলাম সত্য। কিন্তু এখন সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছি, ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে ছাড়িয়া দিবার যদি কোন উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার হয়। ভ্যাসিলি ত তাহাকে মুক্তি পাইলে কোন হাঙ্গামা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিতে বলে।"

"প্রস্তাবটা নেহাৎ মন্দ নয়। আচ্ছা, আহারের সময় এ সম্বন্ধে কথা হইবে। আহারের পর একবার থিয়েটারে গেলে হয় না?"

"তাই ত। আপনি দেখিতেছি, কাজের সময়েও আমোদ করিতে জানেন।"

"কাজের সঙ্গে আমোদের সংস্রব আছে, একটু পরেই দেখিতে পাইবেন। চলুন, এখন আহার করা যাক্, পেট জ্বলিতেছে।"

আহারান্তে স্ফটিক-পাত্রে শ্যাম্পেন-সুধা ঢালিতে ঢালিতে আগন্তুক বলিলেন, "আপনি হয় ত মনে করিতেছেন, আমি আপনার সর্দ্দার খানসামার পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিতে আসিয়াছি। সে কথা মনেও স্থান দিবেন না। তাহাকে কোন কথাই জানিতে দেওয়া হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষেরও সে অভিপ্রায় নয়; আপনি ও আমি দুই জনে

মিলিয়া এ ব্যাপারের একটা কিনারা করিব। কতকগুলি জরুরী দলিল চুরি গিয়াছে। কিন্তু দলিল পুনর্ব্বার হাত করিবার উপায় নাই, এমন ত বোধ হয় না। প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদিগের সন্ধান লইতে হইবে, তাহাদিগের তাঁবেদারদিগকে ধরিয়া কোন ফল হইবে না।”

“ষড়যন্ত্রকারীদিগের অধীন লোকদিগের অনুসরণ করিয়া প্রকৃত অপরাধীদিগকে ধরিব মনে করিয়াছি। রবার্ট কার্ণোয়েল্ যদি এই ব্যাপারের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে কোন স্ত্রীলোকের কুহকে ভুলিয়াই ইহাতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আর সে সামান্য স্ত্রীলোক নহে, ধনগৌরবে ও পদ-মর্য্যাদায় সমাজে তাহার স্থান অত্যন্ত উচ্চ বলিয়াই বোধ হয়।”

“ঠিক বলিয়াছেন; কিন্তু কে এই রমণী আপনি জানেন না, আপনারা কয়েকটা রুষের পিছনে মিছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একটা ফরাসী মহিলাই এই পাপিষ্ঠ নিহিলিষ্টদিগের নায়িকা—আজ থিয়েটারে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।”

এই সম্বন্ধে নানারূপ কথোপকথন ও ফন্দী আঁটিয়া উভয়ে হোটেল হইতে বাহির হইয়া থিয়েটারের দিকে চলিলেন। রাজপথে চলিতে চলিতে বোরিসফ বলিলেন, “আমরা হোটেল ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছি। থিয়েটারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, এই সিগারটা শেষ করিতে পারিব।”

“আমি সেই স্ত্রীলোকটির আসনের নিকট দুইটি আসন পূর্ব্ব হইতে ভাড়া করিয়া রাখিয়াছি, তখন আর চিন্তা কি?”

“আপনি দেখিতেছি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আপনি যদি আমার সাক্ষাৎ না পাইতেন!—

“আমি নিজেই থিয়েটারে যাইতাম। রমণীকে দেখিবার এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতাম না। পরে আপনাকে সকল কথা বলিতাম।

কিন্তু যখন শুনিলাম, আপনি ক্লাবে গিয়াছেন, তখন একেবারে ক্লাবে গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিলাম। ভাল কথা, আপনি এখানে বেশ সুখে আছেন। রুদে ভিগনীর ঐ চমৎকার বাড়ীটাতেই আপনার বন্দী আছে না?"

"হাঁ, তাহাকে খুব নিরাপদ স্থানে রাখা হইয়াছে। বাড়ীটা প্রকাণ্ড এবং উহার চারিদিকে খোলা। সেণ্টপিটার্সবর্গের কোন দুর্গে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলে সে যেরূপ থাকিবে, ওখানেও ঠিক তেমনই আছে।"

"কিন্তু চাকরদের বোধ হয়, বিশ্বাস করিয়া আপনাকে সব কথা বলিতে হইয়াছে।"

"হাঁ, কিন্তু ইহারা সকলেই পুরাতন সৈনিক। রুষ গবর্ণমেণ্ট গুপ্ত পুলিশের কাজে ইহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিনাবাক্যে আদেশ পালনে ইহারা অভ্যস্ত। এই ফরাসীটাকে নিকাস করিবার ইচ্ছা হইলে, ইহাদিগকে একটু ইঙ্গিত করিলেই সব সাফ্।"

"কিন্তু আপনি ত তাকে বন্দী করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন?"

"আমরা তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছি, তাহাতে তাহার পক্ষে পলায়ন অসম্ভব, বাহিরের লোকের সহিত কথোপকথন করিবার কোন সুবিধা নাই, আমার প্রতিবেশীও কেহ নাই।"

রাজপথের মোড় ফিরিয়া উভয়ে "প্লেস ডি অপেরায় প্রবেশ করিলেন। তখন যদি দুই জনের মধ্যে একজনও পশ্চাদভিমুখে ফিরিয়া চাহিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, অনতিদূরে ম্যাক্সিম তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছেন। ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইহারা দুইজনেই থিয়েটারে যাইতেছে, দেখিতেছি, উভয়ের ঘনিষ্টতাও খুব। এই কার্ডকিটা বিশ্বাসঘাতক. কাউণ্টেসকে এ কথা বলিতে হইবে।" ম্যাক্সিম নিয়মিতরূপে থিয়েটারে যাইতেন, সুতরাং তাঁহাকে আর

টিকিট কিনিতে হইল না। বোরিসফ ও মৌরাটাইন থিয়েটারে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরে ম্যাক্সিম থিয়েটারে গমন করিলেন। তিনি নৈশ-ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই, তাই তিনি একেবারে আসন গ্রহণ না করিয়া রুষিয়ানদ্বয় কোথায় উপবেশন করিয়াছে, দেখিবার জন্ম প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা ষ্টলে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থান হইতে অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত উহাদিগের উপর নজর রাখা যায়। ম্যাক্সিম যবনিকাপতন পর্য্যন্ত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ম্যাক্সিম যে থিয়েটারে আসিয়াছেন, বোরিসফ কি মৌরাটাইনের মনে এরূপ সন্দেহ হয় নাই। তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বক্সগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বক্সগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মৌরাটাইন বলিল,—"সুন্দরী এখনও আসে নাই।"

"সে আসিবে, এ কথা আপনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন?"

"নিশ্চয় করিয়া?—না। একেই স্ত্রী-চরিত্র বুঝা ভার, তাহার উপর তাহার ন্যায় রমণী সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া কঠিন।"

এই সময় বোরিসফ বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে আমাদিগের দক্ষিণ দিকে একটি সুন্দরী আসিতেছেন।"

"ঐ ত সেই সুন্দরী,—হাজার লোকের মধ্যে থাকিলেও তাহাকে চিনিতে আমার ভ্রম হইবে না। অমন চোখ আর দেখা যায় না।"

"দেখুন দেখুন, সুন্দরীকে কি চমৎকার দেখাইতেছে!"

নবাগতা সুন্দরী সম্মুখস্থিত একটি আসনে উপবেশন করিলেন। দর্শকগণের চক্ষু রূপসীর দিকে আকৃষ্ট হইল। সুন্দরী "অপেরা গ্লাস" নামাইয়া রাখিবামাত্র ম্যাক্সিম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সবিস্ময়ে মনে মনে বলিলেন, "এ কি, ম্যাডাম সার্জ্জেন এখানে! তাই ত,

খুব সাহস দেখিতেছি যে! আমার সঙ্গে সেরূপ চতুরালী করিবার পর, সে অনায়াসে এখানে আসিয়াছে। বোধ হয়, সে প্যারিস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই কার্পেথিয়ান শূকরটাকে সম্ভবতঃ দেশে রাখিয়া আসিয়াছে এবং আবার ঐরূপ আর একটি লোক সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। কিন্তু আমি উহাকে ছাড়িব না, কে আমার জ্যেঠার সিন্দুক হইতে দলিল চুরি করিয়াছে, উহার নিকট হইতে সে কথা বাহির করিতেই হইবে। বোরিসফ যাহা করিতে হয় করুক, কাউণ্টেসকে তাহার কথা বলিলেই চলিবে। কিন্তু আজ এই সুযোগ ছাড়িলে, ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে আর ধরিতে পারিব না। এখনই তাহার বক্সে গিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

নাটকের প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। এইবারই ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের নিকট যাইবার সুযোগ উপস্থিত। ম্যাক্সিম্ বক্সে যাইবার পূর্ব্বে আর একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বোরিসফ ও তাঁহার বন্ধু আসন ত্যাগ করিতেছেন, ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন। এ কি ভ্রান্তি? না,—ঐ যে বিদেশীরা মস্তক নত করিয়া সুন্দরীকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে। ম্যাক্সিমের বড়ই বিস্ময় বোধ হইল। তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। চোরের সহকারিণী, হৃতদ্রব্যের অধিকারী ও কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার তরবারি-শিক্ষক—এ তিনের এমন বিচিত্র মিলন সম্ভবপর হইল কিরূপে? ইহারা কি আজ তাঁহাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিবার জন্য অদ্ভুত কৌতুক নাট্যের অভিনয় করিতে আসিয়াছে? কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা সম্বন্ধেও তাঁহার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। "দেখিতেছি, কাউণ্টেস্ অনেক অদ্ভুত সংবাদ জানেন,

ষড়যন্ত্র করিতেও ভালবাসেন। আজ এ কি হইল! এই কার্ডকিটা কি কাউণ্টেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে?—না, কাউণ্টেস্ আমাকে প্রতারিত করিতেছেন? চুলায় যাউক সব। আমি এই ষড়যন্ত্রের ত অনেক দেখিলাম। এইবার তাহাদিগের জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে!" কিন্তু সঙ্কল্প এক, কাজ করা আর। এই দীপালোকোদ্ভাসিত নাট্যশালায় শত শত দর্শকের সম্মুখে, দুইটি ভদ্রলোকের পার্শ্বস্থিতা সুন্দরীর বক্সে প্রবেশ করা ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে বিবাদ ও বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই ম্যাক্সিমকে নিরস্ত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। সুন্দরী হাসির জ্যোৎস্না ছড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। তাঁহার নীল-নয়নে কি গভীর ভাবময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টি! কটাক্ষে কটাক্ষে কি স্বপ্ন!—কি মোহের সৃষ্টি! করপল্লবে মৌরিটাইনের হাত ধরিয়া সুন্দরী বলিতেছিলেন, "বন্ধু! আজ আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আপনি জানেন না। আমি, এইমাত্র মোনাকো হইতে আসিয়াছি, একখানি পরিচিত মুখ চোখে পড়ে নাই। কিন্তু আপনি আমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য!"

আইভান বলিলেন, "আপনাকে একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না।"

"ছয় মাস অনুপস্থিতির পর, সকলকেই ভুলিতে পারা যায়। তা যাক্, আপনি আপনার বন্ধুটির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিন।"

"কর্ণেল বোরিলফ আমারই স্বদেশী,—প্রিয় কর্ণেল! আমরা ম্যাডাম গারুচেসের বক্সে আসিয়াছি।"

তখন তিন জনে হাসি, গল্প ও পরিহাস চলিতে লাগিল। কিন্তু বক্সে

প্রবেশ করিবার পর হইতে বোরিসফ কেমন অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে-ছিলেন। পথে অকস্মাৎ এই বন্ধু লাভ, তাহার পর এই মুখরা, মধুরাধরা, নক্ষত্র-ভাস্বর-কটাক্ষশালিনী সুন্দরীর সহিত আলাপ। বোরিসফ কি বলিবেন, কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার উপর সুন্দরীর সেই ছলভরা, বলহরা চোখজোড়া ভারি উপদ্রব করিতেছিল। কথায় কথায় সুন্দরী আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার এই জীবন কেমন?" আইভান বলিলেন "বড়ই আনন্দময়। কোন কিছুই ঠিক নাই, কেবল খেয়ালের খেলা!" ম্যাডাম গার্‌চেস্‌ একাগ্র দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মত ত শুনিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার বন্ধুর কি মত?"

কর্ণেল আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া বলিলেন, "বন্ধুর মতেই আমার মত, সুখ-সম্ভোগই জীবনের সার। আমিও যদৃচ্ছা সঙ্গী-নির্ব্বাচন করিয়া থাকি।"

"সত্য? আমি ভাবিয়াছিলাম, রুষ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে কোন বিশেষ গোপনীয় কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। জেনারেলের মুখে ত ঐরূপই শুনিয়াছিলাম—লোকটা আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। তার নাম জিজ্ঞাসা করিবেন না, তার নাম মুখে আনিতেও আমার ইচ্ছা নাই।"

"আমার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি, আপনার মনে আছে?"

"বেশ মনে আছে। আপনি আমাদিগের প্রতিবেশী বলিয়াই আপনার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। রুদে ভিগনির খুব নিকটেই আমার বাস।"

"বলেন কি? আমি কোথায় থাকি, তাহাও আপনি জানেন?"

"রুইসে যাইবার সময় আমি একখানি সুন্দর ফিটনে আপনাকে অনেকবার দেখিয়াছি। আমি স্বভাবতঃ কিছু কৌতূহলপরবশ। জেনারেলকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য রুষ ভদ্রলোক।"

"আমার উপর তাঁহার খুব কৃপা।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু জেনারেল আমাকে বলিয়াছিল, আপনি পুলিশের লোক!" এই কথায় কর্ণেল ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া বলিলেন, "পরিহাস করিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন বুঝি?"

মৌরিটাইন বলিলেন,—"নেহাৎ নির্ব্বোধের মত পরিহাস যে! আমাকেও কি গুপ্ত-পুলিশের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল না কি?"

"না,—সে তামাসা করে নাই, আমাকে সে কর্ণেলের পরিচয় দিয়াছিল। আর তিনি কি উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছিল।"

বোরিসফ কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল—"তাহা হইলে আমার একটা কাজ—একটা উদ্দেশ্য আছে? শুনিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম। আমার নিজের কাছে নিজের মহিমা অনেকটা বাড়িয়া গেল।"

"শুনেছি, নিহিলিষ্টদিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য আপনি নিযুক্ত হইয়াছেন।" "তাহা হইলে ত আমার কাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কেন না, নিহিলিষ্টগণ আজকাল খুব কাণ্ড বাধাইয়াছে।"

"রুষিয়ায় তাহারা নানা কাণ্ড করিতেছে বটে, কিন্তু প্যারিসের নিহিলিষ্টদিগের উপর দৃষ্টি রাখা আপনার কাজ; জেনারেল ত আমাকে এই কথাই বলিয়াছিল।"

মৌরিটাইন বলিল,—"তাই ত, আমি যখন সুইজারলণ্ডে ছিলাম, তখন এ কথা বলেন নাই কেন? আপনার গোয়েন্দাকে লইয়া খুব খানিকটা মজা করা যাইত।"

ম্যাডাম গারুচেস্ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ কথা বিশ্বাস করেন না বুঝি ?"

"আমার ত ধারণা, বন্ধু বোরিসফ প্যারিসে সত্য সত্যই মস্ত একটা কাজ করিতেছেন,—আর সে কথাটাও খুব শক্ত নয়। তাঁহার অনেক টাকা আয়, সেই টাকা খরচ করিয়া তিনি রূপরঙ্গিণীদের অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যস্ত আছেন।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া জানিতে পারিতাম;—কিন্তু আপনার বন্ধুরই আমার কথার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু আপনি একাই কথা কহিতেছেন।"

"প্রতিবাদ করিব ?"—বোরিসফ বলিতে লাগিল,—"তা আমি কখনই করিব না। বরং আপনি আমাকে রুষিয়ার পুলিশের বড় কর্ত্তা বলিয়া ঠাহরাইয়া লইন, তাহা হইলে আমি দেখাইতে পারিব, আমি যত বড় লোকই হই না কেন, আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, সেখানে যাইতে আমার কিছুই আট্কাইবে না।"

"বেশ কথা,—আপনার কথায় আমার কত আনন্দ হইল কি বলিব! আপনি রাজনীতিক কর্ম্মচারী নহেন—এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হইল। জেনারেলটা পাগল—তাই বা হবে কেন,—আপনাকে দেখিতেছিলাম বলিয়া হয় ত তাহার মনে ঈর্ষা হইয়াছিল। তাই আপনার মিথ্যা নিন্দা করিয়াছিল। যাক্, আপনার সঙ্গে জানা-শুনা হইল, ভালই হইল। আমি কয়েক দিন প্যারিসে থাকিব,—সেই দিন কয়টা আপনাদিগের সঙ্গে আনন্দে কাটাইতে পারিব।"

সুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া দুই বন্ধুর মনেই বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। বোরিসফ ত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, এই মনোমোহিনী সুন্দরীকে হস্তগত করিয়া তিনি যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে

পারেন, তা হ'লে পুনর্ব্বার কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। আইভান ইঙ্গিতে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছিল। ম্যাডাম গার্চেস মুগ্ধভাবে সঙ্গীতরসমাধুর্য্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ম্যাক্সিম যে অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তিন জনের মধ্যে কেহই জানিতেন না। আইভান আবার কি প্রকারে নিহিলিষ্টদিগের কথা পাড়িবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

সহসা সুন্দরী বোরিসফের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি ভাবিতেছি, জানেন ?"

বোরিসফ বলিল,—"না ; কিন্তু আমি আপনার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছি, তাহা আমি জানি।"

"আমি নাটকের চতুর্থ অঙ্কের নাট্যবৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যের কথাই ভাবিতেছি। মানুষের জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে!" মৌরিটাইন বলিল, "সে কাল আর নাই, মানুষের প্রবৃত্তি এখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।"

"আপনি তাই মনে করেন না কি ? কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া ত আমি মনে করি না। প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির একটু সংস্রব থাকিলে এইরূপ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি অনায়াসে হইতে পারে। মনে করুন, আপনাদিগের দেশের এক নিহিলিষ্ট-সুন্দরী সম্রাটের একজন পারিষদের প্রেমানুরাগিণী! ডিনামাইট দিয়া রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। সুন্দরীর প্রেমাস্পদকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজপ্রাসাদে থাকিতে হইবে। সুন্দরী ষড়যন্ত্রের কথা জানে,—তাহার প্রেমাস্পদ এখন তাহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে ; কিন্তু সে নানা ছলে তাহার গমনে বিলম্ব ঘটাইতেছে। প্রেমিকার এই ব্যবহারের জন্য রাজপারিষদ তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতেছে।

এখন প্রণয়ীকে ধ্রুব-মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অথবা ষড়যন্ত্রকারীদিগেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা ভিন্ন রমণীর পক্ষে আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

কর্ণেল হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নিহিলিষ্ট-সুন্দরীদিগকে যেরূপ কাব্য-মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখিতেছেন, বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নয়।" এই বলিয়া বোরিসফ নিহিলিষ্ট-রমণীদিগের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অদ্ভুত সাহস, ব্রত পালনের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়াসাধনে প্রবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় দিলেন।

তিন জনে কিছুক্ষণ এই বিষয়েই কথা হইতে লাগিল।

কথা শেষ হইলে আইভান বলিলেন, "যদি আমাদিগের ন্যায় দুই জন অনুগত বীরপুরুষ আপনাকে আপনার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়া দেন, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"আপনি নিজের ও আপনার বন্ধুর কথা বলিতেছেন,—বুঝি?"

"হাঁ, এ ভিন্ন এখন আপনি আর কি করিবেন? আমরা আমোদে কাটাইতে চাহি। আমরা আনন্দের সহিত আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিব। কি বলেন?—আজ রাত্রি হইতেই আরম্ভ করা যাক্।"

"আজ কোথাও নাচ্ টাচ্ নাই।"

কর্ণেল বলিলেন, "কিন্তু একত্র ভোজনের সুবিধা সব সময়েই আছে। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে রুদে ভিগনির সেই বাড়ীতে আহার করেন, তাহা হইলে"—

"আমি কেবল নিজ গৃহে ও ভোজনাগারেই আহার করিয়া থাকি।"

"নিজ গৃহে! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি কয়েক দিনের জন্য এসেছেন।"

"কিন্তু এখানে আমার বাসের জন্য সুসজ্জিত গৃহ আছে, সে বাড়ীটি আপনার গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী নহে। আমার একার পক্ষে সেই গৃহই যথেষ্ট।"

মৌরিয়াটাইন হাসিয়া বলিল, "আপনার ও জেনারেলের পক্ষে বলুন।"

"জেনারেল কখনই সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন নি। পথের সঙ্গী ভাবে আমি তার সঙ্গ সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলে তা'কে প্রশ্রয় দিবার পাত্রী আমি নহি।"

"তার পর আর কাহাকেও তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত করেন নাই?"

"না, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি কখনই কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করিব না। আমি একাকিনী বাস করি, যদি কথায় বিশ্বাস না হয়, আসুন, আজ আমার গৃহে আহার করিবেন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।"

কর্ণেল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমার খুব লোভ হইতেছে,—বুঝেছেন?"

"যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, আমি বড়ই দুঃখিত হইব। বোধ করি, আমার বাড়ীতে পরিতোষরূপে ভোজনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আপনি কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু সে জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। প্রত্যহ আমার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত থাকে। আমার অর্থ আছে। আর আমি ভোজনবিলাসিনী, এ কথাও আপনাকে বলিয়াছি।"

মৌরিয়াটাইন বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি, আপনি রমণী-কুলের মণি, আর আমি আপনার পরম ভক্ত। ভোজন-বিলাসিনী সুন্দরী দুনিয়ায় বড়ই দুর্ল্লভ।"

"শুধু তাই নহে, আমার গৃহে সুপেয় সুরারও অভাব নাই। এবার বোধ করি, আপনাদিগের আসিতে আপত্তি হইবে না।"

বোরিসফ কথা কহিলেন না, তাঁহার বন্ধু একাগ্র-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। এই সুন্দরীর সহিত একত্র ভোজন, তাঁহার পক্ষে বড়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কার্য্যটা তাঁহার নিজ গৃহে হইলেই যেন ভাল হইত।"

সুন্দরী অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখিতেছি, আমার নিমন্ত্রণ আপনাদের নিকট ভাল লাগিল না। আমিও আর আপনাদিগকে অনুরোধ করিব না।"

"সে কি, আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আপনার বাড়ীতে আজ না খাইয়াই ছাড়িব না।"

"কিন্তু আপনার বন্ধুর সে অভিপ্রায় দেখিতেছি না। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন আলাপও নাই। তাহার উপর আজকালকার এই নিহিলিষ্টদিগের ষড়যন্ত্রের দিনে সাবধান হইয়া চলাই ত বুদ্ধিমানের কাজ।"

"কিন্তু নিহিলিষ্টদিগের সহিত এই সুখ-সম্মিলনের সম্পর্ক কি ?"

"আমি যে নিহিলিষ্টদলের কেহ নহি, তার স্থিরতা কি ? এইমাত্র না আমি বলিলাম যে, তাহাদের দলের একটি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। এই রমণীর সহকারীর মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধেও আমি ভাবিতেছি। আর এক পা অগ্রসর হইলেই ত আমি তাহাদিগের দলের একজন হইতে পারি।"

"আপনি কি বলিতে চান, আজ সন্ধ্যাকালটায় আপনার গৃহে গমন করিলে আমরা কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী ডাকাতের হাতে পড়িব ?"

হাসিতে হাসিতে সুন্দরী বলিলেন, "কর্ণেল না [illegible]লেন—নিহিলিষ্ট রমণীরা সব করিতে পারে ?"

বোরিসফ এতক্ষণে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা একবারও আমি মনে ভাবি নাই। আপনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যেখানে লইয়া যাইবেন, আনন্দিত চিত্তে সেখানেই যাইব। যদি পৃথিবীর সমস্ত নৃশংস ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত বসিয়া আহার করিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত নই। আপনি,

আপনার সেই নিহিলিষ্ট-বান্ধবী, আর তাঁহার সেই প্রণয়ীকেও নিমন্ত্রণ করুন না,—দেখিবেন, কেমন আমোদ করি!"

"আপনার কথাই আমি গ্রহণ করিলাম। বান্ধবীকে পাওয়া যাইবে না; সে বোধ করি, রুষ-পুলিশের হাতে পড়িয়া সেণ্টপিটার্স বর্গে গিয়াছে।"

আবার পূর্ব্বের মত হাসি-গল্প চলিতে লাগিল। ম্যাডাম গারুচেস নিবিষ্টচিত্তে রঙ্গভূমির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নাটকের অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা তিনি অপেরা গ্লাস তুলিয়া লইয়া একটি বক্সের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বক্সে দুইটি মহিলা বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে একটি পুরুষের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। ম্যাডাম গারুচেস মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য, আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, এই সেই ব্যক্তি!"

মৌরিয়াটাইন বলিল, "কে?—আপনার সেই জেনারেল?"

"আমি তার কথা বড় একটা ভাবি না, কিন্তু যাহাকে দেখিলাম, তাহাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই।"

মৌরিয়াটাইন পূর্ব্ববৎ বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আপনার নিহিলিষ্ট প্রণয়ী বুঝি?"

সুন্দরী বক্সের দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "তাহাতে আপনার কি আসিয়া যায়?"

"না—তা নয়, তবে যে দুই জন রমণীর পশ্চাতে তিনি বসিয়া আছেন, তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু যে ভদ্রলোকটিকে আপনি অমন করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহার গোঁফ ছাড়া ত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। আর মহিলা দুইটি দেখিতেছি, সুন্দরীও নয়, যুবতীও নয়।"

"আমিও দুইটি মহিলাকে চিনি। উহারা বড়ই ইতর-প্রকৃতির বিধবা। কোন দেউলিয়া বড় লোককে বিবাহ করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে।"

সুন্দরী বলিল, "সাদৃশ্য বড়ই চমৎকার! কিন্তু সত্য সত্যই যদি সেই লোকই হয়, তাহা হইলে আরও বিস্ময়ের কথা!"

"আপনি যেমন করিয়া ভদ্রলোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিলে উনি বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং এখনই আপনাকে দেখা দিতেন।"

"সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ!"

"তাহা হইলে এরূপ করিয়া লুকাইয়া থাকিবার একটা বিশেষ কারণ আছে;—না? লোকটাকে আপনি চেনেন, দেখুন দেখি!"

"প্যারিসে আমার যাতায়াত এতই কম যে, থিয়েটারে কাহাকেও চিনিতে পারিব না। আপনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করুন না?"

"মসিয়ে বোরিসফ হয় ত লোকটাকে চিনিতে পারেন, লোকটাকে বোধ হয়, আমি চিনিতে পারিয়াছি, উহার নাম মসিয়ে কার্ণোয়েল।"

এই নাম শুনিয়াই কর্ণেল ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন; তিনি ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "ফরাসী রাজনীতিকের পুত্র মসিয়ে কার্ণোয়েল না?"

"আমার ত তাহাই বোধ হইতেছে। আপনার সঙ্গে কি তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"হাঁ, অনেকবার দেখিয়াছি, দেখিলেই চিনিতে পারিব।"

তখন আবার মসিয়ে কার্ণোয়েলের সহিত বক্সের রমণীদিগের বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় কর্ণেল বলিলেন, "মসিয়ে কার্ণোয়েল, প্যারীসেই আছেন। তিনি দরিদ্র হইলেও ঐ রমণী-দিগের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভবপর নহে।"

ম্যাডাম গার্‌চেস বক্সের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি সহসা অপেরা গ্লাস রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বড়ই বিস্ময়ের কথা; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই ঠিক অনুমান করিয়াছিলাম, এই ব্যক্তি সেই লোক নহে। ইনি আসন ত্যাগ করিয়াছেন, মসিয়ে কার্ণোয়েলের সঙ্গে ইঁহার কোন সাদৃশ্য নাই।"

মৌরিয়াটাইন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "এই কার্ণোয়েল খুব ভাগ্যবান পুরুষ। আপনি দেখিতেছি, তাঁহার চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন। ইনি কেমন করিয়া কোথায় আপনার হৃদয় হরণ করিলেন, দয়া করিয়া বলিবেন কি?"

সুন্দরী কোপদীপ্ত নয়নে বলিলেন, "আপনার এ প্রশ্ন বড়ই অশোভন। কেহই আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। আমার ফ্লোরেন্স-প্রবাসিনী বান্ধবী এই যুবক সম্বন্ধে সংবাদ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার বিষয়ে আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। বান্ধবী আমার নিকট একটী বাক্স গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বলিয়াছেন, যদি আমি এই যুবকের সাক্ষাৎ পাই, তাহা হইলে বাক্সটি তাঁহাকে দিব। আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

বোরিসফ চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "যদি অনুমতি হয়, বাক্সটি আমি মসিয়ে কার্ণোয়েলের নিকট প্রেরণ করিতে পারি। আমি তাঁহার ঠিকানা জানি। তিনি আমার নিকট পরিচয়মাত্র চাহিয়াছেন। আপ[illegible]ন আদেশ করিলে আমার খানসামা বাক্স লইয়া যাইবে।"

"ত[illegible] [illegible]পনার অনুগ্রহ। কিন্তু আমি স্বয়ং তাঁহার হস্তে বাক্সটি দিব [illegible] বলিয়া প্র[illegible]হইয়াছি। আমি এই ব্যাপার লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি; আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে পারি না। আমি

তাঁহাকে পত্র লিখিব ; বোধ করি, তিনি আমার বাড়ীতে যাইতে অসম্মত হইবেন না।"

"কখনই না ; কিন্তু আর প্রতীক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তিনি যে কোন মুহূর্ত্তেই প্যারিস হইতে চলিয়া যাইতে পারেন। আমি তাঁহার মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, কালি অপরাহ্ণে চলিয়া যাওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে।"

ম্যাডাম গার্‌চে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার পক্ষে প্যারিস ত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এখন উপায় কি ?"

বোরিসফ বলিলেন —"আপনি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সত্যই খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন ? আজই কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিবেন ?"

"কেন করিব না, অল্পক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে আমার কথা শেষ হইবে ; আমাদের ভোজনের কোন বিঘ্নই হইবে না।"

"বেশ। আমি তাঁহার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেছি ; দেখা হইলে তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। আর যদি দেখা না হয়, আমার কার্ডে এক ছত্র লিখিয়া তাঁহাকে আনাইব। রুদে জেফ্রয়ে আমি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি স্বভাবতঃ মনে করিবেন, আমার নিকট যে অনুরোধ পত্র চাহিয়াছেন, সেই পত্র সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত কথা কহিতে চাহি। তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। আপনি যদি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে সজ্জনের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিব।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এখনই গাড়ী করিয়া তাঁহাকে আনিতেছি ! আপনি বাড়ী পঁহুছিলে আমি যথাসময়ে কার্ণোয়েলের বাহির হইব।"

দুই বন্ধু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জনের মধ্যে কেহই ম্যাক্সিমকে দেখিতে পাইলেন না। যাইতেত মৌরিয়াটাইন

বলিলেন, "কেমন, আমি ঠিক পরামর্শ দিয়াছিলাম না? চোরের সঙ্গে এই সুন্দরীর আলাপ আছে। এখন আপনি একটু কৌশল খাটাইতে পারিলেই দলকে দল ফাঁদে ফেলা যাইবে।"

"কিন্তু খুব সাবধান না হইলে সমস্ত মাটী হইতে পারে।"

উভয়ে মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে করিতে চলিলেন। সোপান হইতে অবতরণ করিতে করিতে কর্ণেল বলিলেন, "শীঘ্র একখানি গাড়ী দেখা যাক, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাক্সিম প্রচ্ছন্নভাবে ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের অনুসরণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি বোরিসফ ও তাহার সঙ্গীকে রঙ্গালয় হইতে বাহির হইতে দেখিয়াও গুপ্ত স্থানে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, এই রুষ দুইটা আর ফিরিয়া আসিবে না; সুতরাং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রঙ্গালয়ের একটি পরিচারক সুন্দরীর মরাল-পালক-ভূষিত অঙ্গাবরণ এবং টুপী লইয়া আসিল। সুন্দরী এইবার যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন। অবশেষে যুবতী মুক্ত-দ্বারপথে সোপানের অভিমুখে চলিলেন, সহচরেরা তাঁহার দুই পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

ম্যাক্সিম মনে মনে বলিলেন, "ইহারা সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাটীতে যাইতেছে, এইবার চূড়ান্ত হইল। এই তিন জনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য নিহিত আছে। সমস্ত রাত্রি যদি ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এই রহস্য আমি ভেদ করিব।" ম্যাক্সিম প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রঙ্গালয়ের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া কর-সঞ্চালনে কাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। ম্যাক্সিম বুঝিলেন, আর প্রতীক্ষা করিবার সময় নাই। যে রূপেই হউক, ইহাদিগের অনুসরণ করিবার জন্য একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিতে হইবে। তিনি গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইবা-

মাত্র একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ী আসিয়া পথি-পার্শ্বে দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে গাড়োয়ানকে কয়েকটি বিশেষ অর্থ-যুক্ত কথা বলিয়াই তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। চতুর গাড়োয়ান রুহেলভির পার্শ্ব-পথে গাড়ী লইয়া গেল।

অবিলম্বে সুন্দরী তাঁহার সহচরযুগলের সহিত রঙ্গালয় হইতে বাহির হইলেন। তিন জনেই একখানি ল্যাণ্ডো-গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চসি দে আন্টিন অভিমুখে চলিল। ল্যাণ্ডো মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল; সুতরাং উহার অনুসরণে কোন অসুবিধা হইল না। ল্যাণ্ডো কয়েকটি বড় বড় রাজপথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। গাড়োয়ান পুরাতন লোক, সে অনেকবার এই উপায়ে বেশী ভাড়া পাইয়াছে; সুতরাং ল্যাণ্ডোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী চালাইতে লাগিল। ল্যাণ্ডো যখন ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের নির্জ্জন বাটীর সম্মুখে থামিল, ম্যাক্সিমের তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। চতুর গাড়োয়ান বলিল, "হুজুর, গাড়ী থামাইব কি? ভদ্রলোক দুইজন এবং মহিলাটি গাড়ী হইতে নামিয়াছেন, গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছেন; বোধ করি, তাঁহারা আর কোথাও যাইবেন না।"

"রাস্তার অন্য পাশ দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হাঁকাইয়া যাও।"

এই কৌশলে ম্যাক্সিম, সুন্দরী ও তাঁহার সহচর-যুগলের উপর দৃষ্টি রাখিলেন। গাড়ী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তিনি দেখিলেন, রমণী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ী পূর্ব্বোক্ত বাড়ী ছাড়াইয়া পথের মোড় অতিক্রম করিবামাত্র ম্যাক্সিম গাড়োয়ানের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিল,—"ধাঁ ক'রে ডান দিকে গাড়ী ফিরাও, ঐ গলির মোড়ে গাড়ী রাখ,—এই কুড়ি ফ্রাঙ্ক আগাম লও, হয় ত সমস্ত রাত্রি তোমাকে ভাড়া খাটিতে হইবে।"

"আপনার মতলব বুঝেছি হুজুর ; কোন ভয় নাই, আমি এইমাত্র গাড়ী জুড়িয়াছি, আমার ঘোড়া সমস্ত রাত্রি খাটিতে পারিবে।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "বেশ"। তার পর মনে মনে ভাবিলেন, "এইবার বাইডার্ডকে ধরিয়া তাহার নিকট বাড়ীটার সব খোঁজ লইতে হইবে। লোকটা এখন ঘুমাইয়া না থাকিলে হয়।" ম্যাক্সিম ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। "না,—এখনও তাহার দেখা পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার ভাড়াটিয়ারা সব এখনও ফিরিয়া আইসে নাই।"

ম্যাক্সিম বাইডার্ডের গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের রহস্যপূর্ণ গৃহ সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছিল। নিশীথ নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারে চারিদিক মগ্ন, কোথাও আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল বাইডার্ডের নিম্নতলের কক্ষস্থ বাতায়নপথে মৃদু আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। ম্যাক্সিম বাতায়নপার্শ্বে গমন করিয়া কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, বাইডার্ড দীপের সম্মুখে বসিয়া একখানি সান্ধ্য-সংবাদপত্র পড়িতেছে, পাশে একটা প্রকাণ্ড কুকুর শুইয়া রহিয়াছে, দাঁড়ে একটি চন্দনা পাখী ঘুমাইতেছে, ম্যাক্সিম জানালার সার্সির উপর মৃদু মৃদু করাঘাত করিলেন। বাইডার্ড বাহিরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া দরজা খুলিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

ম্যাক্সিম মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"ভয় নাই, তুমি আমাকে চেন, আমাকে তুমি পূর্ব্বে একবার, ঐ বাড়ীর প্রুসিয়ানটার খবর দিয়াছিলে।"

"এত রাত্রে আপনি!"

"হাঁ, তোমাকে কোন কাজ করিতে হইবে,—দরজাটা খোল না!"

"আসুন, যতক্ষণ আপনার ইচ্ছা এখানে থাকুন।"

"ঐ কথাই আমি তোমাকে বলিতে যাইতেছিলাম, ঘণ্টা-দুই আমি তোমার এখানে থাকিব।"

বাটীর রক্ষককে কিছু বিস্মিত দেখিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন,—"ঐ বাড়ীতে আজ নূতন কিছু ঘটিবে। কিন্তু আমাকে আর বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিও না। ও-বাড়ীর কেহ যেন আমাকে দেখিতে না পায়।"

"আস্‌ছি,—হুজুর আস্‌ছি।" গৃহ-রক্ষক তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল।

ম্যাক্সিম, বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এখনই আলো নিবাইয়া ফেল বা একটা কোণে রাখিয়া দাও। আমার জন্য তোমাকে যে অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে, তার জন্য এই কুড়ি ফ্রাঙ্ক লও।"

বাইডার্ড টাকা পকেটে রাখিয়া আলোকটি টেবিলের নীচে রাখিল।

ম্যাক্সিম বলিলেন—"এখানে এস, এই জানালায় দাঁড়াইয়া পাহারা দাও।" গৃহ-রক্ষক ম্যাক্সিমের নিকট গেল।

"ও-বাড়ীর লোক কখন্ ফিরিয়া আসিয়াছে জান?"

"ফিরে এসেছে? তাদের ত কোন খবরই নাই। হুজুর ত জানেন, দেড় মাস হইল প্রুসিয়ানটা চলিয়া গিয়াছে।"

"তুমি ভুল ক'রেছ, তারা এইমাত্র ফিরিয়াছে।"

"অসম্ভব। কেউ ত তাকে দেখেনি।"

"তা হ'লে বোধ করি, রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়াছে,—তাও যদি না হয়, ও-বাড়ীতে এখন লোক আছে।"

"বাড়ীটা ত এখন ইঁদুরের আড্ডা। লোকটা চলিয়া যাইবার পর, আর কেউ ও-বাড়ীতে আসেনি। লোকে বলে বটে, বাড়ীটাতে ভূত আছে। আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিনি।"

"এখনই দুইটি লোক ও একটি স্ত্রীলোক এই বাড়ীর ভিতর গিয়াছে। আমি তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়াছি।"

"সেই প্রুসিয়ানটাও ওদের সঙ্গে আছে ?"

"না,—পুরুষ দুইটি বিদেশী ভদ্র লোক। আমি তাঁদের চিনি, আর স্ত্রীলোকটি সেই ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট।"

"তা হ'লে বাড়ীটা রীতিমত নিশাচরদের আড্ডা! হুজুর পুলিশে খবর দেব কি ?"

"না; পুলিশে খবর দিতে হবে না, ওরা কি করে দেখিতে হইবে, সেই জন্যই আমি তোমার ঘরে এসেছি।"

"কোন চিন্তা নাই, এখান থেকে কিছুই নজর এড়াইবে না।"

"একটা কথা,—ও বাড়ী থেকে বাহিরে যাইবার আর কোন পথ আছে ?"

"বাড়ীর পিছনে একটা বাগান; পুলিশ যখন বাড়ীটা অনুসন্ধান করে, আমি তাহাদিগের সঙ্গে ছিলাম; কিন্তু বাড়ীর পিছন দিকে আমি কোন দরজা দেখিনি।"

সহসা ম্যাক্সিম বলিল, "ঐ দেখ, দোতলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে।"

"তাই ত! বড় বৈঠকখানায় আলো জ্বালিতেছে যে! নিশ্চয় কতকগুলা লোক বাড়ীর ভিতর আছে। এ যে একেবারে রোশনাই ক'রে ফেল্‌লে দেখিতেছি। ঐ যে ভোজ-ঘরে একে একে আলো জ্বলে উঠ্‌ছে; মহিলাটি আজ হয় ভোজ—না হয় নাচ—একটা কিছু দেবেই। বাহারে, এত চাকর-বাকর কোথা থেকে এলো ? যাদের মনে কুসংস্কার প্রবল, তারা দেখ্‌লেই ভাববে, বাড়ীটাতে আজ শয়তানের মজলিস্ বসিতেছে। বাড়ীটা তৈয়ারী হবার পর, এ পর্য্যন্ত কেউ ত রাত্রে ও-বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখেনি।"

"তবু ত বাপু বল্‌লে, আজ ক'দিনের মধ্যে ও-বাড়ীতে কেউ প্রবেশ করেনি ?"

"একটা বিড়াল পর্য্যন্তও নয়। যদি সকলে ঘুমিয়ে না থাকে, তবে তারা নিশ্চয়ই বাড়ীর জানালা থেকে এই ব্যাপার দেখ্‌ছে। এখনি হয় ত এমনই হৈ চৈ পড়ে যাবে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় হবে।"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"দেখ দেখ! বৈঠকখানার পর্দ্দার উপর ঐ তিনটা ছায়া দেখিতে পাইতেছ?"

"হাঁ দেখিয়াছি। দুইটা লম্বা, একটা একটু খাট। ওরা সেই দুইটি ভদ্রলোক—আর তাঁহাদিগের সঙ্গিনী। বোধ করি, এখনও আহারের আয়োজন শেষ হয় নি। তারা বোধ করি, আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। বাঃ! ঐ যে আবার পরস্পরকে নমস্কার করিতেছে। ঐ যে একজন চলে গেল; এখন কেবল দুইটা ছায়া দেখা যাইতেছে,—লোকটা কোথায় গেল?"

পাঁচ মিনিট আর কিছুই হইল না;—ছায়া দুইটি মিলাইয়া গেল। আলোক যেমন জ্বলিতেছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল। সহসা সদর দরজা খুলিয়া গেল। প্রথমে একটি লোক বাহির হইল; তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আলোক হস্তে একটি ভৃত্য বাহির হইল। ম্যাক্সিম উজ্জ্বল আলোকে বোরিসফকে চিনিতে পারিলেন। তিনি ভৃত্যকে কি বলিয়া বুলোভাদ-মালেসহারবেস অভিমুখে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল। সুন্দরী ও তরবারি-শিক্ষক, বৈঠকখানার বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া বোধ হইল, উভয়ে কারনোয়েলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বাইডার্ডকে বলিলেন, "শোন,—রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত আমি ঐ লোকটার অনুসরণ করিব।"

"আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি, আপনি দরজায় একটু ঘা দিলেই আমি আবার দরজা খুলিব।"

বাইডার্ড ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দিল, ম্যাক্সিম বাহির হইলেন। কয়েক হস্ত দূরে বোরিসফ তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। রুদে জেক্রয়ের প্রান্তে আর একটি লোক ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছিল। ম্যাক্সিম তাহাকে চিনিলেন, সে ব্যক্তি তাঁহারই গাড়োয়ান। ম্যাক্সিম মনে মনে বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, রুষটা চলিয়া যাউক, সে কোন্ দিকে গেল, গাড়োয়ান আমাকে সে খবর দিতে পারিবে।" ম্যাক্সিম অন্ধকারে লুকাইলেন।

কর্ণেল দ্রুতবেগে মালেসহার্ব্বিসে উপনীত হইলেন; গাড়োয়ানকে দেখিয়া একেবারে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল। শেষে কর্ণেল আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে, ম্যাক্সিম গাড়োয়ানের নিকট গমন করিলেন। গাড়োয়ান তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"ভদ্রলোকটী আমার নিকট হইতে কথা বাহির করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে খুব ফাঁকি দিয়াছি। আমার গাড়ী দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি বলিলাম, আমি ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। ডাক্তার ঐ বড় বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়াছেন।"

"ম্যাক্সিম্ বলিলেন, তুমি বেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে বকসিস্ দিব। লোকটা তোমাকে কোথাও যাইবার জন্য বলিয়াছিল কি?"

"হাঁ, তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন,—এখান থেকে বাড়ীটা বেশী দূর নয়।"

"রুদে ভিগনিতে বুঝি?"

"আপনি ঠিক ঠাওরাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাকে একটা মোহর দিলেও আমি যাইতাম না। আমার দ্বারা কোন কাজ হইবে না দেখিয়া

তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, তিনি এতক্ষণ বুলভার্স দি কুরসেলেসে পৌছিয়াছেন।

"তুমি খুব বুদ্ধির কাজ করিয়াছ, আমি তোমাকে ভাল রকম বকসিস্ দিব। লোকটা আবার ফিরিয়া আসিবে, তুমি উহার উপর নজর রাখিও। আমি ফিরিয়া আসিলে সকল খবর দেওয়া চাই। যদি প্রয়োজন হয়, তোমাকে পাওয়া যাইবে ত ?"

"পাবেন বৈ কি ? "অসষ্টি" বলিয়া ডাকিলেই হইবে। যদি হাঙ্গামা বাধে, তখন বুঝিবেন, আমি কেমন মজবুত লোক।"

"বেশ, দরকার হইলে আমি তোমাকে ডাকিব।"

ম্যাক্সিম পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেলেন। গৃহরক্ষক তৎক্ষণাৎ দ্বার মোচন করিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "লোকটা মালেসহারবিসে চলিয়া গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে।"

"লোকটা ফিরিয়া না এলে ওরা আহারে বসিবে না।"

"চুপ। ঐ দেখ, তিন জন লোক এই দিকে আসিতেছে। ওরা আঁধারে আঁধারে লুকাইয়া আসিয়া বাড়ীর দরজার দুই পাশে দাঁড়াইল।"

ঠিক এই সময়ে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ী ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটি লোক গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দরজার ঘণ্টা বাজাইল। অমনই দ্বার মুক্ত করিয়া একটি ভৃত্য বাহির হইল। আগন্তুক তাহার সহিত কয়েকটি কথা কহিয়াই গাড়ীর দরজার নিকট গেল এবং গাড়োয়ানকে কি বলিয়া গাড়ীর দ্বার মোচন করিল। মসিয়ে কারনোয়েল গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন; দুই জন লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ম্যাক্সিম মহা বিস্মিত হইলেন। কারনোয়েল তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের

সহিত কথা কহিতেছিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক এখানে ধরিয়া আনা হয় নাই। বাড়ীর বহির্দ্বার মুক্ত ছিল এবং পরিচারক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। ভৃত্য কারনোয়েলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বাইডার্ড মৃদুস্বরে বলিল, "দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই বাড়ীর লোকেরা এই যুবাপুরুষকে খুন করিবার মতলব করিয়াছে। লোক ডাকিবার জন্য আমার ভারি ইচ্ছা হইতেছে।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "এখন না, আগে দেখা যাক, ইহাদের অভিসন্ধি কি।"

"বৈঠকখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখুন, পর্দ্দার উপর আবার দুইটি ছায়া দেখা যাইতেছে।"

সেই রমণী ও তাহার বন্ধুর ছায়া,—গাড়ী আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা আবার জানালায় আসিয়াছে।"

"ওরা কখনই দরজা খুলিবে না। আমাদের তেতলার ভাড়াটিয়ারা দরজা খুলিয়াছে। ডাকাত বেটারা কখনই দেখা দিবে না। ঐ দেখুন, পর্দ্দার ছায়া সরিয়া গিয়াছে। এখন পথের উপর নজর রাখিতে হইবে।"

কিন্তু পথে কোন অদ্ভুত ঘটনাই ঘটিল না। গাড়ী যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে, লোক তিনটা প্রাচীরের গাত্রে মিশাইয়া নিঃশব্দে পাহারা দিতেছে। রবার্ট্ কারনোয়েল পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির সঙ্গে দ্বারের সন্নিহিত হইয়াছিলেন, আর একটি লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তবে সত্য সত্যই কারনোয়েল বোরিসফের বন্দী। কিন্তু বোরিসফ আজ রাত্রে তাঁহাকে এখানে আনিল কেন? ম্যাক্সিম নীরবে সমস্ত দেখিতেছিলেন।

তাঁহার এক একবার পুলিশ ডাকিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাহাই হউক, এ রহস্য ভেদ করিতে হইবে।

রবার্ট্ কারনোয়েল বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ হইল,—"কোঁ—কোঁ—কোঁ—কোঁ—কোঁ।"

গৃহরক্ষক বলিল—"তেতলার একজন ভাড়াটিয়া বড় মজার লোক। এখন খুব মজা দেখা যাবে।"

ম্যাক্সিম নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, হাসিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। রাস্তার সমস্ত লোক ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপরের দিকে মুখ ফিরাইল। কিন্তু কেহ কোন শব্দ করিল না। এই সময়ে আবার কুক্কুট-ধ্বনি হইল। ম্যাডাম সার্জ্জেন্টের বাড়ীর সম্মুখস্থিত লোকদিগের মধ্যে রবার্ট কারনোয়েল এই কার্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, ভৃত্য পথ ছাড়িয়া দিল। যে তিন জন রবার্টের সঙ্গে ছিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। অপর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ভৃত্য তাহাদিগকে কি বলিল, তাহারা এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে কোচম্যান কোচবাক্সে ঘোড়ার লাগাম বাঁধিয়া বাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং যাহারা প্রাচীর-লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগের এক ব্যক্তির হস্তে চাবুক প্রদান করিল। লোকটা কশাহস্তে ঘোড়ার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর কোচম্যান যেই মুখ ফিরাইল, অমনি ম্যাক্সিম দেখিলেন, কোচম্যানবেশে স্বয়ং বোরিসফ!

এই সময়ে বাইডার্ড বলিল, "দেখুন, দেখুন, উপরের সমস্ত ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। অতিথি এলেন, আর সমস্ত আলো নিবাইয়া

দেওয়া হইল, এত বড় অদ্ভুত! এরা লুকোচুরি খেল্‌বে না কি? কোচ-বাক্স থেকে যিনি নেমেছেন, ব্যাপার দেখে তিনি কিছু বিস্মিত হয়েছেন। ঐ যে পিছিয়ে এসে উপর পানে চাইছেন। যাদু দেখ কি, উপরে সব আঁধার!"

বোরিসফ কিয়ৎক্ষণ রাজপথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিলেন। তাহার পর অন্য দিকে ফিরিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, যে লোকটা কুক্কুটধ্বনি করিয়াছিল, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে কি না দেখিতেছেন। লোকটা চুপ করিয়াছিল। কিন্তু বোরিসফ একেবারে অর্দ্ধ-রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে গমন করিলেন। দ্বারের উভয় পার্শ্বে তখনও তাঁহার দুই জন লোক পাহারা দিতেছিল। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল।

বাইডার্ড বলিল—"আহা বেশ!—বেশ দরজা বন্ধ করেছে! লোকটা ভেবেছিল, মনিবের সঙ্গে সঙ্গে তারও বুঝি নিমন্ত্রণ হয়েছে।"

ম্যাক্সিম মৃদুস্বরে বলিলেন—"লোকটা কোচম্যান নয় হে।"

"আমারও তার পোষাক দেখে সন্দেহ হয়েছিল। ওঃ! লোকটা রেগে আগুন হয়েছে, দরজায় দমাদম্ লাথি মারছে। আরও ক'জন ওর সঙ্গে জুটল যে! কিন্তু বাবা, ও দরজা ভাঙ্গবার নয়! কি গোলমাল কচ্ছে দেখুন! এখনই পাড়ার সমস্ত লোক জেগে উঠবে।"

"তা হলেই ভাল হয়।"

"কি আশ্চর্য্য, কেরাণীরা যে এখনও পুলিশ ডাকাডাকি আরম্ভ করে নাই!"

"চুপ! ভোজঘরের একটা জানালা খুলিতেছে, একটা লোক ওখানে দাঁড়াইয়া আছে।"

"যাহারা ভদ্রলোকের সঙ্গে এসেছিল, ও তাদেরই একজন, ওর

কাঁধ দেখেই চিন্‌তে পেরেছি। কোচম্যান জানালার নীচে যাইতেছে। এইবার কথা হবে।”

“ওরা কি বলে শোনবার জন্য আমার ভারি ইচ্ছা হচ্ছে, আস্তে আস্তে জানালাটি একটু খোল।”

জানালার লোকটার সঙ্গে কর্ণেলের খুব জোরে জোরে কথা হইতে লাগিল; কিন্তু রুষভাষায় কথোপকথন হওয়াতে ম্যাক্সিম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

“ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট, রবার্ট কারনোয়েল, তরবারি-শিক্ষক, ইহারা সব কোথায় গেল?”

বাইডার্ড বলিল, “ঐ দেখুন, যে লোকটা দোতলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সঙ্গীরা জানালার নীচে গাড়ী লইয়া গেল। ওখান থেকে কোচবাক্সের উপর লাফাইয়া পড়া শক্ত নহে। উহারা কথা বন্ধ করিয়াছে। এখন জানালাটা বন্ধ করি।”

বাইডার্ড জানালা বন্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ম্যাক্সিম বলিলেন, “তোমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাই উহাদিগের অভিপ্রায়। ঐ দেখ, দুই জন কোচবাক্সের উপর উঠিতেছে। গাড়ীর সাহায্যে উহারা সিঁড়ির কাজ করিবে।”

“ওদের সাহস আছে দেখ্‌ছি। জানালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চায়, খুব বুকের পাটা ত। বেটারা নিশ্চয়ই ডাকাত। ওদের বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না, আপনি আপত্তি না করেন ত লোক ডাকি।”

“আপত্তি! এই সময়ে উহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। উহাদের সহজে পালাতে দেওয়া হইবে না। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতেছি।”

ম্যাক্সিমের কথা শেষ হইতে না হইতে আর একবার কুক্কুটধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল, "খুন" "ডাকাত" "চোর!—চোর!" "পাঁচিল ডিঙ্গাইতেছে।"

কোচবাক্সে দাঁড়াইয়া যে দুই জন লোক জানালায় উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, তাহারা এই চীৎকার শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বাইডার্ডের বাড়ীর সমস্ত জানালা খুলিয়া গেল। বাইডার্ড আনন্দে বলিয়া উঠিল, "সকলেই জাগিয়াছে। কেরাণীরা সকলেরই ঘুম ভাঙ্গাইয়াছে। এইবার খুব রগড় হবে!"

মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ও পারের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে, জানালা ভাঙ্গিয়া ঢুকিতেছে। পুলিশ ডাক,—পুলিশ ডাক।"

একটা স্ত্রীলোক বলিল, "খুন কর,—গুলি চালাও!"

আর এক জন বলিল, "রও শালারা—দেখাচ্ছি! আমার রিভল্‌ভার? —আমার রিভল্‌ভার কোথায়?"

এদিকে ম্যাক্সিম্ বোরিসফের উপর নজর রাখিয়াছিলেন। বোরিসফ এই অভাবনীয় ঘটনায় কিছু ভীত, কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রোধে কাঁপিতেছিলেন এবং কোলাহলকারীদিগকে ঘুসী দেখাইতে-ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পলায়ন ভিন্ন এখন আর উপায় নাই। তাঁহার আদেশে, কোচবাক্সের উপর হইতে একটি লোক নীচে লাফাইয়া পড়িল। উপরের বারান্দায় যে লোকটি ছিল, সে গাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িল, আর এক লাফে রাস্তায় পড়িল। ঠিক সেই সময়ে বাইডার্ডের নীচের ঘর হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। বোরিসফ তাড়াতাড়ি আপনার দলবল লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। কোচবাক্সের লোক বিদ্যুদ্বেগে এভিনিউ ডি ভিলিয়ার্স অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইল।

"কাপুরুষেরা পলাইতেছে!" বাইডার্ড চীৎকার করিয়া বলিল,—"কাপুরুষেরা পলাইতেছে; কিন্তু উহাদিগকে পলাইতে দেওয়া হইবে না; চলুন মহাশয়, আমরা উহাদিগের পিছু লাগি, রাস্তার ঐ দিকে পুলিশের থানা আছে, তাহারা গাড়ী থামাইবে।"

বাইডার্ড ও ম্যাক্সিম্ রাজপথে বাহির হইলেন। বোরিসফের গ্রেপ্তারের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ম্যাডাম সার্জেন্ট, রবার্ট কারনোয়েল এবং তরবারি-শিক্ষকের কি হইল, জানিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ইহারা তিন জনেই ঐ বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে; বাইডার্ডের ভাড়াটিয়াদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। ম্যাক্সিম রাজপথে বাহির হইবামাত্র ভিক্টোরিয়া গাড়ীখানি তাঁহার নিকট আসিয়া থামিল। পিস্তলের শব্দ শুনিয়া অসষ্টি দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছিল।

বাইডার্ড বলিল, "সাবাস! আমরা গাড়ীতে উঠিয়া ডাকাতের পিছু লইব।"

গাড়োয়ান বলিল, "তাহারা যদি ঐ প্রকাণ্ড জুড়িতে উঠিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পিছু গাড়ী চালাইয়া কিছুই হইবে না। আমার ঘোড়া ভাল হইলেও দশ-হাজারী ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে না। ও গাড়ীর ঘোড়া ঘণ্টায় পনর মাইল যাইবে।"

ম্যাক্সিম গাড়োয়ানের কথার অনুমোদন করিলেন।

এদিকে পিস্তল ছোঁড়া লইয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে মহা তর্ক-যুদ্ধ চলিতেছিল। বাইডার্ডের ভাড়াটিয়ারা একে একে সকলেই বাহিরে আসিয়া জড় হইয়াছিল। ম্যাক্সিম ইহাদিগের দ্বারা নিজ অভিষ্ট-সিদ্ধির আশায় বলিলেন, "দেখুন মহাশয়েরা, আপনাদিগের সঙ্গে আমার আলাপ নাই বটে, কিন্তু দৈবক্রমে আজ আমি এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছি।"

বৃদ্ধ ঔষধবিক্রেতা মসিয়ে পিনকর্ণেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় গুরু-গম্ভীর ভঙ্গীতে বলিল, "কে মহাশয় আপনি ?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ম্যাক্সিম্ মনে মনে মহা ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এখন ইহাদিগের মনস্তুষ্টি করা আবশ্যক, সেই জন্য তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি একটু অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছি সত্য, কেন না আমি এ বাড়ীর লোক নই। কিন্তু আমি গৃহ-রক্ষককে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। ফিরিয়া যাইব, এমন সময়ে দেখি, ডাকাতগুলা গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই ভদ্রলোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করিতে ছিলাম। আমি রুদে সুরেসনেশের ব্যাঙ্কার মসিয়ে ক্লড ভরজরেসের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ঔষধবিক্রেতা বলিল, "চমৎকার কারবার, ব্যবসাদার মহলে তাঁর খুব নাম-ডাক আছে।"

ত্রিতলের একজন যুবক ভাড়াটিয়া বলিল,—"চুপ কর! আমি আপনার জ্যেঠা মহাশয়ের খাতাঞ্চিকে চিনি।"

ম্যাক্সিম্ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি ?"

"পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, আমরা একত্র আহারাদি করিতাম। তাঁহার নাম জুলস্ ভিগনরী। গোল ..ডন, তাঁহাকে তুমিও চেন,—না ?"

দুই নম্বর কেরাণী বলিল,—"হাঁ চিনি। তাঁহার বর্ণনা শুনিবেন ? জুলস্ ভিগনরী, ভিসোলে জন্ম, বড় ধার্ম্মিক, বয়স ছাব্বিশ বৎসর"—

ম্যাক্সিম্ হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া বলিলেন, "তাঁর সব আমি জানি, তিনি আমার পরম বন্ধু, আজ তাঁহার দুই জন সহচরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বড়ই প্রীত হইলাম।"

"ফ্যালট, অগ্রে ইঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দাও, পরে আমি তোমার সহিত ইঁহার পরিচয় করিয়া দিব।"

ফ্যালট অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "গোলাপাড়িন, হিসাবনবীশ, 'চিলড্রেন্ অফ এপলো' সভার সদস্য।"

কেরাণীযুগলের সহিত ম্যাক্সিমের যথারীতি পরিচয় হইয়া গেল।

অনন্তর বহু তর্ক-যুদ্ধের পর বাড়ীটার ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করাই স্থির হইল। ম্যাক্সিম এই বে-আইনি কার্য্যের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি কেরাণীদ্বয়ের সঙ্গে বাড়ীর বারান্দায় আরোহণ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ফ্যালট একটা দীপশলাকা জ্বালিল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, ঘরে জন-প্রাণী নাই, কেবল টেবিলের উপর ভোজন-পাত্র সমূহ সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি নাই। সমস্ত ঘরের দ্বার রুদ্ধ। গোলাপাড়িন ও ফ্যালট এই সকল ব্যাপার দেখিয়া গণ্ডগোল করিতেছে, এমন সময়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা নীচে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা পুলিশকে সমস্ত ঘটনার কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য বক্তৃতা আরম্ভ করিল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, পুলিশের সহায়তা ভিন্ন অনুসন্ধানকার্য্য চলিবে না; তখন কেরাণী-যুগলের সঙ্গে নীচে অবতরণ করিলেন।

পুলিশ দ্বার-মোচনের যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া আসিল। থানার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী বাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার। বাইডার্ড পূর্ব্ব হইতে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া একটা লণ্ঠন লইয়া আসিয়াছিল। বৈঠকখানা, ভোজগৃহ, প্রসাধন-কক্ষ,—একটি একটি করিয়া সমস্ত ঘর অনুসন্ধান করা হইল, কেহ কোথাও নাই। অবশেষে সকলে বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। পুলিশ-প্রহরী অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য লণ্ঠন উচু করিয়া ধরিল।

এই সময়ে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "দেয়ালের গায়ে একটা সিঁড়ি লাগান রহিয়াছে যে! বাইডার্ড বলিল, "ইহারা পলাইয়া গিয়াছে। দেয়ালের বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা জায়গা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা কতদূর গিয়াছে!"

একজন পুলিশ-প্রহরী সিড়ি বাহিয়া উঠিয়া দেখিল, প্রাচীরের অপর পার্শ্বেও ঐরূপ একখানি সিঁড়ি সংলগ্ন রহিয়াছে। তখন বাড়ীর লোকদিগের পলায়ন সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পুলিশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। থানার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী তখন সমবেত লোকদিগের নাম লিখিয়া লইলেন। ম্যাক্সিমও আপনার নাম-ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। কিন্তু পুলিশের নিকট ঘটনার কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বাইডার্ডকে পুরস্কার দিয়া ভাড়াটিয়া ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কেরাণীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সাদরে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ক্রজেক্রয়ের সেই বিচিত্র ঘটনার পর, ম্যাক্সিম্ বিনিদ্রাবস্থায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতৃপ্ত-তন্দ্রার পর, প্রভাতে যখন তিনি নয়নোন্মীলন করিলেন, তখন গত রজনীর ঘটনাবলী নূতন আকারে তাঁহার মানস নয়নে প্রতিভাত হইল। চিন্তা-তরঙ্গের পর চিন্তা-তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "স্কেটিংরিঙ্কের সেই সুন্দরী যে বোরিসফের শত্রু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী কৌশলে রবার্টকে বোরিসফের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই মনোমোহিনী ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহকারিণী, ছিন্নহস্তা সুন্দরীর সখী। কিন্তু রবার্ট কারনোয়েলের সহিত ইহার কি সম্পর্ক? কেন সে রবার্টের জন্য এরূপ বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল? উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধন না থাকিলে কি কখন এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে? দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, রবার্ট এই তরুণীর প্রেমাস্পদ, অথবা তাহার দুষ্কৃতির সহচর। রবার্ট মুগ্ধ-হৃদয় এলিসকে প্রতারিত করিয়াছে,—সে এলিসের পবিত্র পাণি-পদ্ম লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। রবার্ট যদি সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর প্রেমানুরাগী না হইবে,—তাহার নিকট চিত্ত বিক্রয় না করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে মুক্তি লাভের পর, সেই রূপসীর সহিত অদৃশ্য হইল কেন? বোধ করি, এই রহস্যময়ী রূপ-রঙ্গিণীর আরও গুপ্ত ভবন আছে, সেই খানেই সে তার প্রেমের উপাসককে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

ভাবিতে ভাবিতে ম্যাক্সিমের হৃদয় পরিতাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমার জ্যেঠা মহাশয় যথার্থই

অনুমান করিয়াছিলেন, কারনোয়েল যথার্থ অপরাধী। আমি ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া এই দুর্ব্বৃত্তকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। হায়, কুসুমকোমল-হৃদয়া এলিস্, তুমি দেবতাজ্ঞানে যাহার চরণে আপনার জীবন-সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ, সে তোমাকে কি বিষম প্রতারণা করিয়াছে! আমি না বুঝিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া কি নির্ব্বোধের কাজই করিয়াছি!" ম্যাক্সিমের অনুতাপবিদ্ধ হৃদয়ে কত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। মনে পড়িল, কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে রবার্ট কারনোয়েলের নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তিনিই এলিসের মনে রবার্টকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, কুমারীর নির্ব্বাণোন্মুখ প্রেম-প্রদীপে তৈলধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গত রজনীর ঘটনায় সমস্তই বিপরীত দাঁড়াইয়াছে।

অনেক চিন্তার পর ম্যাক্সিম্ স্থির করিলেন, তিনি প্রথমে কাউণ্টেস ইয়াণ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কারডকির বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিবেন; পরে এলিসের নিকট গিয়া তাহার মোহমরীচিকা দূর করিবেন। নৈরাশ্যপীড়িত ভিগনরীকেও আশ্বাস দিতে হইবে। ম্যাক্সিম্ এই সঙ্কল্পানুসারে বাহির হইবার জন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ম্যাক্সিম্ ভৃত্যকে বলিতে যাইতেছিলেন,—তিনি কোন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না; এমন সময় আগন্তুকের কার্ডের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কার্ডে ডাক্তার ভিলাগোসের নাম লেখা ছিল। ডাক্তার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ম্যাক্সিমের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কি অভিপ্রায়ে তিনি ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত? ম্যাক্সিম্ স্থির করিলেন, কাউণ্টেস্

ডাক্তারকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন ; সুতরাং ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কিন্তু এই চতুর হাঙ্গেরিয়ানের কাছে কোন কথা প্রকাশ করা হইবে না। ম্যাক্সিম্ ডাক্তারকে আনিবার আদেশ দিলেন।

ডাক্তার হাস্যমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিমের করমর্দ্দন করিলেন।

"আপনি বোধ হয়, আমাকে আজ এত সকালে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।"

"আপনার কোন প্রিয়জনের সংবাদ না আনিতে পারিলে, এই অসময়ে আপনার সহিত দেখা করিতাম না।"

"কাউণ্টেস ইয়াণ্টার কথা বলিতেছেন?—তিনি কেমন আছেন?"

"বোধ করি, ভালই আছেন, আজ সকাল অবধি তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

"তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছেন দেখিয়া কাল বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম।"

"তাহা হইলে কাউণ্টেস্ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?"

ম্যাক্সিম্ অধর দংশন করিলেন। কিন্তু আর গোপন করিবার উপায় নাই; তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে। ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "হাঁ, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার পরামর্শ আমি ভুলি নাই, বেশী ক্ষণ সেখানে ছিলাম না।"

"সে জন্য আমি কাউণ্টেস্‌কে তিরস্কার করিব না, করিয়াও কোন ফল নাই, তিনি আমার কথা শুনিবেন না। তিনি আপনাকে বড়ই পছন্দ করেন। তাঁর ধারণা, পাঁচ রকমে অন্যমনস্ক থাকিলে তিনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। কিন্তু আমি কাউণ্টেসের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা কহিতে আসি নাই।"

"তবে কাহার সম্বন্ধে কথা কহিতে চাহেন ?"

"দুই মাস পূর্ব্বে স্কেটিংরিঙ্কে আমি আপনাকে যে অদ্ভুত এক সুন্দরী দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার কথা কি মনে পড়ে ?"

"পড়ে বৈ কি ?"

"পরদিন প্রাতঃকালে আপনি প্রাতরাশের সময় আমাকে সেই যুবতীর চতুরতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ সুন্দরী কোন্ সমাজের লোক জানিবার জন্য আপনার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। তাহার পর সুন্দরীর সহিত আর আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

এই অভাবনীয় প্রশ্নে ম্যাক্সিম্ মনে মনে বড়ই বিচলিত হইলেন ; কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"থিয়েটারে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

"আপনি তার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন ?"

"না,—তার সঙ্গে একটি বিদেশী ভদ্রলোক ছিল।"

ডাক্তার মৃদুস্বরে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" তাহার পর, মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন। কিন্তু ম্যাক্সিম্ ডাক্তারের এই প্রকার অদ্ভুত প্রশ্নে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে সেই সুন্দরীকে চেনেন ?"

"আমার একটি পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে চেনেন ; কাল তিনি যুবতীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এই সুন্দরীর সম্বন্ধে এমন একটা অদ্ভুত গল্প আমাকে বলিয়াছেন যে, সেই গল্পটা বলিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়া[illegible] এই স্বচ্ছন্দবিহারিণী সুন্দরী রুষ নিহিলিষ্ট।"

ম্যাক্সিম বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "অসম্ভব!—অবিশ্বাসযোগ্য কথা! আপনার বন্ধুটি কি এই সুন্দরী সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ দিয়াছেন ?"

"আমার বন্ধু তাহার সমস্ত সংবাদ জানেন। এখনই তাহার প্রমাণ পাইবেন।"

"আপনার বন্ধু কি বলিয়াছেন যে, সুন্দরী আবার তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে?"

"হাঁ, সেই সংবাদ দিবার জন্যই ত আমি আপনার এখানে আসিয়াছি। সুন্দরী কাল এখানে আসিয়াছে, এখনও তার সেই বাড়ীতে আছে।"

"আপনার বন্ধু ভুল করিয়াছেন, সুন্দরী সে বাড়ীতে নাই।"

"কাল সন্ধ্যাকালে সুন্দরী নিজ বাটীতে ছিল,—তবে যদি রাত্রিকালে চলিয়া গিয়া থাকে ত স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই সুন্দরী আবার প্যারিসে কেন আসিল জানেন কি? সে তার সহকারীর সঙ্গে ঐ বাড়ীতে দেখা করিবার জন্যই আসিয়াছে,—সেই যুবকের সহিত আমার অপেক্ষা আপনার আলাপ অধিক,—সেই আপনার পিতৃব্যের সেক্রেটারী ছিল।"

"রবার্ট্ কার্নোয়েল!"

"হাঁ,—এখন বুঝিলেন, কাউণ্টেস্ এই যুবকের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রম করিয়াছেন!"

"কাউণ্টেস্ যে এ যুবকের হিতকাঙ্ক্ষিণী, তাহা আমি জানিতাম না।"

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশ বেশ, আমি জানি, তিনি আপনাকে কথাটা গোপন করিতে বলিয়াছেন। আমি তাঁর এই কার্য্যে অনুমোদন করি নাই বলিয়া তিনি আমাকে একটু অবিশ্বাস করিয়াছেন। আপনি রবার্ট্ কার্নোয়েলকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাও আমি জানি; কিন্তু এখন তিনি আমার কাছে সব কথাই স্বীকার করিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি কি তবে বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"দেখিতেছি, আপনি খুব সতর্ক ; কিন্তু আমি আপনার কিছুমাত্র নিন্দা করিতেছি না। কাউণ্টেস আমাকে সব কথাই বলিয়াছেন, আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি না। বরং আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করিতেছি। কারনোয়েল যদি রু জেফ্রয়ে না থাকে, তাহা হইলে সে এখন কোথায় আছে আমি জানি।"

ম্যাক্সিম সাগ্রহে বলিলেন, "কোথায় ?"

"এই না বলিতেছিলেন, আপনি রবার্ট্ কারনোয়েলের কোন তোয়াক্কা রাখেন না? রবার্টের কথা জানিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ?"

ম্যাক্সিম মস্তক অবনত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ডাক্তার গুপ্ত রহস্য অনেকটা ভেদ করিয়াছেন। এখন সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলা কর্ত্তব্য কি না? তিনি কাউণ্টেসের বিশ্বাসভাজন। তিনি হয় ত সমস্ত কথাই পরে ইঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছেন।

ডাক্তার ভিলাগোস বলিলেন,—"ভয় পাইবেন না, কাউণ্টেস আপনাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিরা অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমি আপনাকে সাহায্য করিতে চাই। আমি ইচ্ছা করিলে কারনোয়েলকে এই রমণীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি। এই রমণী আমার বন্ধুর বশীভূতা, বন্ধু ইচ্ছা করিলেই রমণীকে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা রবার্ট্ কারনোয়েলকে রমণীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিব। আপনি বোধ করি, তাঁহার নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিবার এবং আপনার পিতৃব্য কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন ?"

"হাঁ,—আমি সে সংকল্প সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছি।"

"উত্তম! এখন রমণী সম্বন্ধে আমাদিগকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। সে বোধ করি, আপনার, ছুইটি বাড়ীর মধ্যে, কোন একটা বাড়ীতে আছে।"

"সে যে রু জেক্রয় ত্যাগ করিয়াছে, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

"তাহা হইলে রমণী এই যুবককে লইয়া এখন যে বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছে, সেইখানেই আমাদিগকে যাইতে হইবে।"

"কখন্?"

"আজ সন্ধ্যাকালে, অথবা রাত্রিতে গেলেই হইবে। লোকে আমাদিগকে এই রমণীর গৃহে প্রবেশ করিতে দেখে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ফ্যবার্গ সেণ্টঘেনরীতে তাহার বাস।"

"কি!—অমন সুন্দরী একটা জঘন্য পল্লীতে বাস করে?"

"প্রয়োজন হইলে সে রত্নালঙ্কারে সাজিয়া লোকের চিত্ত হরণ করে; কিন্তু নিহিলিষ্টদিগের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সে ভিখারিণীবেশে পথে পথে ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত নহে।"

"অদ্ভুত বটে! আপনি সুন্দরীর এত সংবাদ রাখেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।"

"বন্ধুর নিকট আমি সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি। এক সময় বন্ধু এই যুবতীকে উন্মত্তের ন্যায় ভালবাসিতেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, এই যুবতী নিহিলিষ্ট দলভুক্ত, তখন তিনি হৃদয় হইতে প্রেম-প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন। ফ্রান্সে যুবতীর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যুবতী অনেক সময় প্রেমাস্পদের নিকট নিহিলিষ্টদিগের নৃশংস ষড়যন্ত্রের গল্প করিয়া আমোদ করিত।"

"সংপ্রতি যে চুরি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সে কোন কথা বলে নাই?"

"আপনার পিতৃব্যের বাটীতে চুরির কথা?—না। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমার বন্ধুর সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছে। আর এই চুরি ত সে দিন হইয়াছে। যাক্, আপনি আমাদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না?"

"যাইব বৈ কি, কোথায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে?"

"ক্যাম্প ইলিসিস সার্কাশে আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনার আপত্তি আছে?"

"কিছুমাত্র না।"

"আচ্ছা, আমরা সেখান হইতেই রমণীর গৃহে গমন করিব।"

অতঃপর কি ভাবে রমণীর গৃহে গমন করা হইবে, তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতে লাগিল। কথায় কথায় ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কাউণ্টেস ইয়াণ্টার পরিচারকগণ কি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য?"

"তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহারা বহুদিন হইতে কাউণ্টেসের কাজ করিতেছে, তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতেও ইহারা কুণ্ঠিত নহে।"

"কাউণ্টেসের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধেও কি ঐ কথা?"

"হাঁ, সকলের সম্বন্ধেই ঐ কথা। সকলেই তাঁহার পরম বিশ্বাস-ভাজন।"

"আমি কেবল তাঁহার তরবারি-শিক্ষককেই দেখিয়াছি; লোকটা জাতিতে পোল না?"

"হাঁ, লোকটা রাজনীতিক পলাতক, বড়ই উৎসাহী লোক। কিন্তু হনিষ্টদিগের কোন সম্বন্ধ নাই।

"আচ্ছা,—সেই স্কেটিংরিঙ্কের সুন্দরীর সহিত তাঁহার আলাপ আ[illegible]লিয়া আপনি বিবেচনা করেন না?"

"সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর কি করিয়া আলাপ হইবে? তিনি কোথাও যান না। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন,—প্রিয় ভরজরেস?"

"আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন তাঁহাকে ভদ্রবেশে ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে দেখিয়াছি। আমার হয় ত ভুল হইয়া থাকিবে।"

"নিশ্চয়ই আপনার ভুল হইয়াছে। ভদ্রবেশে কার্ডকি,—অসম্ভব কথা! তিনি রাজপুত্রের বেশে সজ্জিত হইলেও ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যস্থানে বাহির হইবে না।

"আপনি হয় ত মনে করিয়াছেন, কার্ডকি ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছেন।"

"আমি তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সে ধারণা এখন আর নাই।"

সহসা ডাক্তারের নয়নদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এ সময়ে যদি কেহ তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে বুঝিত, তিনি এত দিন যে গূঢ় বিষয়ের প্রমাণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এখন তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এখন বিনা গণ্ডগোলে কাজটা শেষ করিতে পারিলেই হয়। আজ রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমরা ক্যাম্প ইলিসিসে মিলিত হইব। এই কথাই স্থির রহিল। এখন আমি চলিলাম, আমাকে অনেক রোগী দেখিতে হইবে।"

উভয়ে কর-মর্দ্দন করিলেন। ডাক্তার আবার বলিলেন, "ভাল কথা মনে,—কাউণ্টেস্ আজ পল্লী ভ্রমণে গিয়াছেন। আজ বৃষ্টি পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শীতও প্রবল হইয়াছে; কিন্তু কাউণ্টেসের মন কিছুতেই ফিরিবার নহে, আজ সকালে তিনি পত্র লিখিয়া আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। এখন সাড়ে দশটা, সুতরাং এতক্ষণ তিনি গন্তব্য স্থানে

পৌঁছিলেন। আমি কাল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আপনিও তাই করিবেন।"

"আচ্ছা, আপনার পরামর্শই শুনিব"—বলিয়া বিস্মিত ম্যাক্সিম আবার ডাক্তারের করমর্দ্দন করিলেন। ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। কাউণ্টেস স্থানান্তরে গমন করাতে ম্যাক্সিমের পূর্ব্ব-সংকল্পের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি এভিনিউ ফ্রায়েড ল্যাণ্ডে গমন না করিয়া তাঁহার পিতৃব্যগৃহে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছেন। ম্যাক্সিম বুঝিলেন, ঝড় উঠিবার আর বড় বিলম্ব নাই।

এই যে বাপু,—এসেছ! বেশ! আমি তোমার সম্বন্ধে কতকগুলি খুব চমৎকার কথা শুনিয়াছি।"

ম্যাক্সিম কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া বলিলেন, "আমি কি করিয়াছি জ্যেঠা মহাশয়?"

"মহা অন্যায় করেছ। তুমি আমার কন্যাকে বলিয়াছ, বিনা অপরাধে সেই রাস্কেলের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে; তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া আমার সঙ্গত হয় নাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এলিস আমাকে বলিয়াছে, সে ভিগনরীকে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। চিরদিন কুমারী থাকিবে। তাহার এই সংকল্প যদি অটল থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার ও এলিসের জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে পারিবে। তোমার বন্ধুর সকল আশা ভরসা তুমি অতল জলে ডুবাইয়াছ; কিন্তু আমি সে কথা তুলিতে চাহি না। তুমি এক আঘাতে তোমার ভগিনীর ভবিষ্যৎ সুখ বিনষ্ট করিলে কেন? তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভালবাসি বলিয়াই কি এইরূপে তাহার প্রতিশোধ দিলে?"

"আমি স্বীকার করিতেছি,—আমি অতি অন্যায় করিয়াছি।"

"তুমি কি মনে কর, ঐ কথা স্বীকার করিলেই, সমস্ত অনিষ্টের প্রতীকার হইবে ?"

"না,—কখনই নয়। আমি এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিব, সেই সঙ্কল্প করেই আমি এখানে আসিয়াছি, আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যেমন ছিল, আবার তেমনই হইবে।"

"আর সে সময় নাই। তুমি যদি এখন এলিসকে নিজের ভ্রমের কথা বল, তা হ'লে সে, সে কথায় কর্ণপাতও করিবে না।"

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে নিশ্চয়ই সে নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিবে। যে রমণী সিন্দুক হইতে দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছিল, কারনোয়েল যে তাহার সহকারী,—তাহার প্রেমের ভিখারী,—সে প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি আপনার কাছে, এখন যে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেছি, তাহা শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। সিন্দুক হইতে কাগজের বাক্স ও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক চুরি হইবার পূর্ব্বে, আর একবার চুরির চেষ্টা হইয়াছিল। ভিগনরী ও আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম।"

"তুমি সে কথা আমাকে কেন বল নি ?"

"ভিগনরী আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমিই তাহাকে নিবারণ করি।"

এই বলিয়া ম্যাক্সিম, চুরির চেষ্টা ও ছিন্নহস্ত সংক্রান্ত কথা মসিয়ে ডরজরেসের নিকট বিবৃত করিলেন। এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বোরিসফ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।"

মসিয়ে ডরজরেস বলিলেন, "তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার অবসর নাই।"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"আমার অনুরোধ, কর্ণেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত থাকিব; সম্ভবতঃ তিনি আপনার সাবেক সেক্রেটারী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসিয়াছেন।"

"তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি? আমার নিকট তাঁহার অনেক টাকা জমা রহিয়াছে; সুতরাং কাজের জন্যও ত তিনি আসিতে পারেন!"

ম্যাক্সিম অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি এখন যে কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছেন, তাহা দেনা-পাওনা সংক্রান্ত কোন কাজ নহে, ইহাই আমার ধারণা। কর্ণেলের সহিত সাক্ষাৎকারকালে আপনি যদি আমাকে এখানে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেন, তবে আপনি অনেক কথাই জানিতে পারিবেন।

"বেশ,—কিন্তু মসিয়ে রেফ যদি গোপনে আমার সহিত কথোপকথন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তুমি আমার ঘরে গিয়া বসিও, আমরা পরে এ বিষয়ে কথা কহিব।" তাহার পর বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কর্ণেলকে লইয়া আইস।"

তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত হইল। কর্ণেল প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি আজ সন্ধ্যাকালে রুষিয়ায় যাত্রা করিব; তাই চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

"আপনি যেরূপ ইচ্ছা, অনুমতি করিতে পারেন। এই ভদ্রলোক আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি আপনি আমার সহিতে গোপনে কোন কথা"—

"ইতিপূর্ব্বে মসিয়ে ম্যাক্সিম ভরজয়েসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। আমি আজ যে কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, তাহার সহিত ইঁহার সংস্রব আছে, সুতরাং এখানে ইঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া

আমি সৌভাগ্য মনে করিতেছি। আমি কি জন্য প্যারিস পরিত্যাগ করিতেছি, তাহা বোধ করি, আপনি জানেন ?"

"না—আমি বুঝিতে পারি নাই।"

"আমার প্রভু রুষ-সম্রাটের জীবন নাশের জন্য আবার একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ; এবারে দুরাত্মারা শীত-প্রাসাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অদ্ভুত দৈব-ঘটনায় সম্রাট্ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ; তবে কয়েকজন সাহসী সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছে।" ডরজেরেস সাগ্রহে বলিলেন, "অতি ঘৃণিত কাণ্ড! আপনি যাহাদিগকে নিহিলিষ্ট বলেন, এ বোধ করি, তাহাদিগেরই কাজ ?"

"আমাদিগের সম্রাটের ও সমাজের বিরুদ্ধে এই পাষণ্ডেরা চিরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিপদে [illegible] তাঁহাদিগের অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়াছেন [illegible]মিও তাঁহাদিগের একজন. কাজেই আমি চিরদিনের মত প্যারিস্ ত্যাগ করিতেছি।"

"আপনার মঙ্গল হউক—কর্ণেল! যাহারা মানুষের ধন প্রাণের শত্রু, তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি। আপনি যে টাকা আমার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন, বোধ করি, এখন আপনার সেই টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি এখনই আদেশ দিতেছি, আজই আপনি টাকা পাইবেন।"

"কিন্তু আমি হিসাব-কিতাব ছাড়া অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা কহিতে আসিয়াছি। আমি দুই বৎসর ধরিয়া প্যারিসে রহিয়াছি কেন জানেন ?"

"আমি ত মনে করিয়াছি, আপনি এখানে থাকিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন।"

"আপনার ভ্রম হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আমি নিহিলিষ্টদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছি।"

"রাজনীতি-বিশারদ ব্যক্তিদিগের দ্বারা রুষ-গবর্ণমেণ্ট এই সব দুষ্ট নিহিলিষ্টদের উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

"কেবল রাজনীতিক দিগের সাহায্যেও এ কাজ হইতে পারে না। আমি রুষীয় রাজ-দূতের সহচর নহি; আমি রুষ-সাম্রাজ্যের রাজনীতিক পুলিশের প্রতিনিধি।"

বোরিসফের বাক্যে মশিয়ে ডরজেরেস্ অনেকটা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ পুলিশ!"—

"হাঁ, আমি আপনাকে যে বাক্স রাখিতে দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অনেক জরুরী দলিল ছিল; রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিবরণ ছিল; নিহিলিষ্টদিগের দলে যে সকল লোক মিলিত হইয়াছিল, তাহাদিগের নামের তালিকা ছিল; পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের পর যাহারা বিদেশে গিয়া বাস করিতেছিল, তাহাদিগের কার্য্যের কতকগুলি বিবরণ ছিল।

"আমি যদি পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিতাম"—

"তাহা হইলে আপনি বাক্সটি গচ্ছিত রাখিতেন না, আমিও তাহা বুঝিয়াছিলাম। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম, বাক্সে পারিবারিক দলিল-পত্র আছে। বাক্সটি চুরি করিয়াছে, আপনারই একজন কর্ম্মচারী যে চুরির ভিতর আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আপনিও আমার মতের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন,—আপনার সেক্রেটারীই চোরের সহকারী।"

"এখনও আমার সেই ধারণা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট ইহার প্রমাণ আছে।"

ম্যাক্সিমের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বোরিসফ বলিলেন, "বটে!— তবে আমার অনুমান মিথ্যা নহে, ইনিও এই ব্যাপারে জড়িত আছেন।"

ঈষৎ ক্রোধপূর্ণ স্বরে ম্যাক্সিম বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন?"

"আমার কথা শুনুন, তাহা হইলে সকলই বুঝিতে পারিবেন,

মসিয়ে কারনোয়েল যে চোরের সহকারী, তাহার প্রমাণ আমার নিকটেও আছে। আমি তাহাকে খুঁজিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম,—অনেক দিন তাহাকে আমার বাটীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

"আমাকে কোন খবর দেন নাই!"

"প্রয়োজন হয় নাই। আপনি আপনাকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সমস্ত ভার দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার সেক্রেটারীর বিশ্বাস ছিল, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ত্যাগ করিবে না, সেই জন্য সে কোন কথাই প্রকাশ করে নাই।"

"এখন আপনি তাহাকে লইয়া কি করিবেন? যদি ফরাসী-পুলিশের হাতে সমর্পণ করিতে চাহেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু—"

"সে পলায়ন করিয়াছে,—এখন প্যারিসেই আছে।"

"আপনি আমাকে এই সংবাদ দিয়া আমার বড়ই উপকার করিলেন; আমি এখন সতর্ক থাকিতে পারিব।"

কর্ণেল গত রাত্রির ঘটনা এবং কারনোয়েলের পলায়ন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমি অদ্য প্রাতঃকালে সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। তাহাতেই গত রজনীর ঘটনা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে কোন দূত এখানে পাঠান হয় নাই,—কালিকার সেই রুষটা ছদ্মবেশী নিহিলিষ্ট।"

ম্যাক্সিম অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

"আপনি তাহা হইলে লোকটাকে চেনেন?"

"আমি তাহাকে চিনি না, তবে তাহাকে দেখিয়াছি বটে।"

ব্যঙ্গপূর্ণ সৌজন্য সহ বোরিসফ বলিলেন,—"কোথায় দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?"

"কাল তাহাকে হোটেলে আপনার সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি; আমি থিয়েটার পর্য্যন্ত আপনাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলাম।"

"আপনিও তাহা হইলে ডিটেক্‌টিভগিরি করিতেছিলেন, দেখিতেছি।"

"যথার্থই তাই। চরের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে হইলে, ডিটেক্‌টিভ-গিরি করা চলে।"

ডরজেরেস ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ম্যাক্সিম্!"—

বোরিসফ শান্তভাবে বলিলেন, "উহাকে বাধা দিবেন না মহাশয়! উঁহার মতামতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু উঁহাকে গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

"আমি কতদূর পর্য্যন্ত আপনাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলাম, আপনি বোধ করি, সেই কথা জানিতে চাহেন। শুনুন,—আমি সব জানি। সমস্ত ব্যাপারই দেখিয়াছি।"

"আপনি ধন্য, নিহিলিষ্টগণ একজন যোগ্য সহকারী পাইয়াছে।"

"নিহিলিষ্টগিগের সঙ্গে আমার যে কোন সম্পর্ক নাই, মহাশয় সেটা বেশ জানেন।"

"আপনি যখন বলিতেছেন—নাই, তখন কথাটা বিশ্বাস করিতেই হয়; কিন্তু আপনি বোধ করি, আমার সহায়তা করিবার জন্য অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ছিলেন না?"

"ছেঁদো কথা কহিবেন না। আপনি এক ব্যক্তিকে জবরদস্তি করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, এ সংবাদ আমি শুনিয়াছিলাম। আমি তাহাকে নিরপরাধ বিবেচনা করিয়াছিলাম; আপনি তাহাকে লইয়া কি করেন জানিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল।"

"বেশ,—এখন রবার্ট কারনোয়েল সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, একবার শুনিতে পাইব কি ?"

"রবার্ট কারনোয়েল গত রাত্রির সেই চতুরা সুন্দরীর বন্ধু।"

"বহুৎ আচ্ছা, তা হ'লে আপনারও বিশ্বাস,—চৌর্য্য, গৃহদাহ ও নরহত্যা যাহাদিগের ব্যবসায়, এই নারী তাহাদিগেরই দলভুক্ত ?"

"আমি মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিতেছি; কেন না, আমার কাছে উহার প্রমাণ বিদ্যমান।"

"আপনি সে প্রমাণ দিতে পারেন ?"

"কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে ? আপনি ত চিরদিনের মত ফ্রান্স হইতে চলিয়া যাইতেছেন। আমি স্বয়ং কয়টা ঘটনার দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি; আপনার সে কথা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে মসিয়ে কারনোয়েল যে এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। নষ্টচরিত্রা রমণী, তাঁহাকে আপনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে, সে এখন তাহারই আশ্রয়ে আছে।

বোরিসফের অধরে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি চমৎকার খবর রাখিয়াছেন।"

"আপনার অপেক্ষা অধিক নহে।"

"যাক্, মসিয়ে ডরজেরেসের সাবেক সেক্রেটারী রুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে কি না, তাহাতে তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু লোকটা যে চোর, তাহার প্রমাণ বোধ করি, তিনি চাহেন ?"

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—"যথার্থ বলিয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারী সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যদি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম, মসিয়ে কার্ণোয়েল চোর—"

"কার্ণোয়েল আমার হাতে পড়িলে, আমি অন্যান্য দেশের পুলিশের

মত তাহার শরীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহার পকেটে পাঁচটি তাড়া—দশ হাজার করিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাওয়া গিয়াছে।”

“ঐ টাকাই ত আমার সিন্দুক থেকে চুরি গিয়াছিল। এই ত চূড়ান্ত প্রমাণ।”

ম্যাক্সিম বলিলেন,—“এমন চূড়ান্ত প্রমাণ যে আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না!”

পকেট হইতে এক তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিয়া কর্ণেল বোরিসফ বলিলেন, “এই নিন, পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট; আমি যে অবস্থায় এগুলি পাইয়াছি, সেই অবস্থায়ই ফেরৎ দিতেছি।”

ম্যাক্সিম বোরিসফের প্রতি সন্দেহ-সঙ্কুল দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “গবর্ণমেণ্টের তহবিল হাতে থাকিলে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করা সহজ।”

“কোথা হইতে এই টাকা আসিল, তাহা না জানিতে পারিলে আমি এ টাকা গ্রহণ করিতে পারি না।” মসিয়ে ডরজেরেসের কণ্ঠস্বরেও ঈষৎ সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল।

“যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তবে আমি এখন এগুলি দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিব, টাকা আমার নহে। কিন্তু আমি যে মসিয়ে রবার্ট কারনোয়েলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই টাকা সংগ্রহ করি নাই, তাহা আমি সপ্রমাণ করিব।” এই বলিয়া বোরিসফ কারনোয়েলের পকেটমধ্যে প্রাপ্ত পত্র ডরজেরেসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “এখন এই পত্রসম্বন্ধে আপনারাই বিচার করুন।

ডরজেরেস পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “পত্রে কোন স্বাক্ষর নাই; কিন্তু এরূপ নাম-ধামশূন্য পত্রের দ্বারা টাকা ফেরত দেওয়ার

কথা বিশ্বাস করা যায় না। তুমি কি বল?" ডরজেরেস ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে চাহিলেন।

"পত্র দেখিয়াই বোধ হইতেছে, প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই মিথ্যা পত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিষয়ী লোকে যেরূপ কাগজে চিঠি-পত্র লেখে, এ পত্রখানিও সেইরূপ কাগজে লেখা।"

"ব্যবসায়ী কি মহাজনশ্রেণীর লোকের মধ্যে, কার্ণোয়েলের পিতার কেহ বন্ধু ছিল না। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল না। তিনি টাকা ধার দিলে সমশ্রেণীর লোককেই দিতেন। কোন ব্যবসায়ী বে-নামা চিঠি লিখিয়া পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করে না।"

"এখন বোধ করি, নিহিলিষ্টদিগের সহকারীর চরিত্র সম্বন্ধে আপনারা নিঃসন্দেহ হইলেন?"

ব্যাঙ্কের সত্ত্বাধিকারী বলিলেন,—"সম্পূর্ণ।"

"এখন এই অর্থ এবং পত্র আমি আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। যাত্রাকালে আমার একমাত্র সন্তোষ এই যে, যে লোকটা আপনার পরিবার মধ্যে বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে পিষিয়া ফেলিবার অস্ত্র আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিলাম। এখন আমি বিদায় হই, আমার প্রধান খানসামা আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

"কিন্তু এই টাকা লইয়া আমি কি করিব?"

"যখন ইচ্ছা দান করিতে পারেন। বিদায়,—চিরদিনের মত এদেশ ছাড়িয়া চলিলাম। কুমারী ডর্জ্জেসকে আমার শ্রদ্ধা জানাইবেন;—আপনার উন্নতি হউক।" এই বলিয়া বোরিসফ ম্যাক্সিমের দিকে ফিরিয়া বলিলে,—"আমার পরামর্শ শুনিবেন, কখনও কারনোয়েলের উদ্ধার কর্ত্তাদিগের অনুসরণ করিবেন না, তাহারা আপনাকে প্রাণে মারিবে।"

...ক প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কুমারী ঠাকুরাণী বলিলেন, প্রাতরাশ প্রস্তুত।"

"তাহাকে বল গিয়া আমি যাইতেছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। মসিয়ে ডরজেসের বলিলেন,—"চুলোয় যাউক এই কুবটা, দৌড়িয়া গিয়া এ পাপ নোটগুলা ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"কেন ফিরাইয়া দিবেন? আপনি কি মনে করেন, মসিয়ে কার্ণোয়েলকে কলঙ্কিত করিবার জন্য সে নিজে এই টাকা দিয়াছে? এরূপ কাজ তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে।"

"তুমি কি মনে কর, সে সত্য বলিয়াছে?"

"এই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে সে যথার্থ কথাই বলিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে কে এই চিঠি লিখিল!"

কথায় কথায় কার্ণোয়েলের চরিত্রের কথা উঠিল,—তাহার সহিত নিহিলিষ্টদিগের সংস্রবের কথা উঠিল। ম্যাক্সিম আবার পূর্ব্বঘটনা একে একে পিতৃব্যকে বলিতে লাগিলেন। সকল শুনিয়া মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—"কিন্তু তুমি যে অপকার করিয়াছ, আমার কাছে এ সকল কথা বলিলে ত তাহার প্রতীকার হইবে না। এলিসকেও সব কথা বলিতে হইবে। আমার সংসারের অবস্থা কি হইয়াছে, তুমি জান না। জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এলিস কথাও কহে না,—কিছু আহারও করে না, ভিগ্নরী মরার মত হইয়া রহিয়াছে। পাগল হইবার গোছ হইয়াছে।"

"এক দিন পরে আমি তাহাকে সব কথাই বলিব; আমাকে এক দিন সময় দিন।"

"বিলম্বে প্রয়োজন কি?—চল, আমার সঙ্গে আহার করিবে চল।"

"আজ থাক্, কাল না হয় খাইব,—আজ সন্ধ্যার পর কাজ আছে, কার্ণোয়েল আর তাহার প্রণয়িনীকে ধরিতে যাইব।"

"বল কি ? এ যে ভয়ানক কাজ ! কর্ণেল কি বলিলেন শুনেছ ত ?"

"ভয় নাই, আমাকে মারিতে পারিবে না।"

"ইহারা কি ভয়ানক লোক জান ত! রুষ-সম্রাটের শীত-প্রাসাদ উড়াইয়া দিয়াছে।"

"আমি রুষ সম্রাটও নই,—সেণ্টপিটার্সবর্গেও আমাদিগের বাস নয়। আমি একাকীও যাইতেছি না।"

এই সময়ে ভিগনরী চিন্তিতভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মসিয়ে ডরজেরেস ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"ও: ! তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ভিগনরী দেখিলেন, প্রবল ঝটিকা আসন্ন হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

"পূর্ব্বে সিন্দুক হইতে চুরির চেষ্টা হইয়াছিল, সে কথা বল নাই কেন ? বিস্ময়ের ভাণ করিও না ;—আমি সব জানি। ম্যাক্সিমের মুখে ছিন্ন-হস্তের কথা শুনিয়াছি !"

খাতাঞ্জি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এ কথা তাঁর পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল। তিনিই আমাকে এ বিষয়ে নীরব থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।"

ম্যাক্সিম ভ্রুভঙ্গী করিলেন। দেখিলেন, বন্ধুজনের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজে নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন হইবার ইচ্ছা ভিগনরীর যেন খুব বেশী।

"আমি সে কথা জানি, সেই জন্য তোমার উপর ততদূর ক্রুদ্ধ হই নাই। এখন এই নোটের তাড়াগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি !"

ভিগনরী নোট গণিয়া বলিলেন, "পঞ্চাশখানি নোট আছে।"

"এ সব নোট কোথা হইতে আসিল—"

"আমার সিন্দুক হইতে। যে ভাবে নোটগুলির কোণে পিন গাঁথা রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।"

"বাস্,—চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। এখন আমার সেই পাজী সেক্রেটারীটার বলিবার যো' নাই যে, সে চুরি করে নাই।"

"বলেন কি? সেই"—

হাঁ, সেই চোরা-নোট পাওয়া গিয়াছে; এখন কারনোয়েলকে গ্রেপ্তার করিলেই হয়। সে প্যারিসে আছে; তার এই দুষ্কর্ম্মের প্রমাণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তুমি কি বিশ্বাস কর, এই টাকা তাহার পিতার কোন বন্ধু পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাহাকে দিয়াছে?—এ কথা সে সাহস করিয়া বলিতে পারিবে? সে ঐ মর্ম্মে একখানি চিঠিও লিখাইয়া রাখিয়াছে। এই লও সেই চিঠি,—পড়িয়া বল দেখি তোমার কি মনে হয়?"

ভিগনরীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কম্পিতহস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন।

"এ ত স্পষ্টই জুয়াচুরি! বোধ করি, মসিয়ে কারনোয়েলের কোন বন্ধু তাঁহার কথা অনুসারে এই পত্র লিখিয়া থাকিবে। কিন্তু এ হস্তাক্ষর আমি চিনিতে পারিলাম না।"

"তুমি ত কারনোয়েলের বন্ধুদের চেন। তোমার সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে।"

"তাঁর বন্ধুর সংখ্যা ত খুব!—কয়জন কলেজের সহপাঠী, তাহাদিগের সঙ্গেও তাঁর বড় দেখা সাক্ষাৎ হয় না।"

মসিয়ে ডব্রজেরেস্ বলিলেন, "এই পত্রলেখককে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা।"

"আমার তাই অনুমান হয়; কিন্তু আপনি যদি আমাকে পত্রখানি প্রদান করেন"—

"না,—মিথ্যা সময় নষ্ট করিয়া আর কি হইবে। যাহারা আমার ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, আমি যে অভ্রান্ত তাহাদিগের নিকট ইহা প্রতিপাদন করিব। এই পত্রই তাহার প্রমাণ, এ পত্র আমি নিজের কাছেই রাখিব।"

এই সময়ে এলিস্ ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন; কিন্তু গৃহমধ্যে অন্য লোক রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন। মসিয়ে ডব্রজেরেস্ বলিলেন,—"ভিতরে এস।"

তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই সুযোগে ম্যাক্সিমের সাক্ষাতেই আজ এই ব্যাপারের চূড়ান্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভিগ্নরীর সাক্ষাতে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারা যাইবে না বলিয়া তাহাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া অন্যায় করিয়াছ; কিন্তু তাহাতে তোমার গুরুতর অপরাধ হয় নাই। এখন যাও, সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাদিগের সহিত আহার করিও।"

ভিগ্নরী অবনতমস্তকে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মসিয়ে ডব্রজেরেস্ কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি অতি শুভক্ষণেই এ ঘরে আসিয়াছ; কিন্তু যদি আর একটু পূর্ব্বে এখানে আসিতে—কর্ণেল বোরিসফকে দেখিতে পাইতে।"

"আমি যে আরও পূর্ব্বে এখানে আসি নাই, তজ্জন্য আমি আনন্দিত হইলাম; আমি লোকটাকে একেবারেই দেখিতে পারি না।

মসিয়ে ডব্রজেরেস্ ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তা ত পার্‌বেই না!

তিনিও আমার মত মসিয়ে কারনোয়েলকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করেন কি না! কিন্তু এখন স্পষ্ট কথা বলাই ভাল। তুমি যাহাকে ভালবাস, সে লোকটা তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

"ও কথা ত আপনি আমাকে কতবার বলিয়াছেন! কিন্তু আমি কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করিব না,—ম্যাক্সিমও ও কথায় বিশ্বাস করেন না।"

মসিয়ে ডব্‌্জেরেস বলিলেন—"ম্যাক্সিম্,! এইবার এলিস্, ও তুমি ঠিক লোককেই ধরিয়াছ। কার্‌নোয়েল্ সম্বন্ধে তাহার কি বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করিয়া শুন।"

এলিস্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসু-নয়নে ম্যাক্সিমের প্রতি চাহিলেন! ম্যাক্সিমের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার পিতৃব্য বলিলেন,—"বল বাপু—বল, আমার এই অবোধ মেয়েটাকে বল,—আমার সাবেক সেক্রেটারী একদল দুর্ব্বৃত্তের সহিত জুটিয়াছে। আমার কন্যার সম্মুখে কথা ফিরাইয়া লইও না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"না তাহা করিব না; আমি কোন অসত্য কথা বলি নাই।"

অভাগিনী এলিস্ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি! তুমিও তাঁহাকে ত্যাগ করিলে? তুমি না কাল শপথ করিয়া বলিয়াছিলে!"—

"কাল আমার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে; কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমার ভুল হইয়াছিল। আমি স্বচক্ষে তাহাকে রমণীর সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার এই সঙ্গিনী যে চোর, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।"

হতাশ হৃদয়ে এলিস্ বলিল,—"রমণী!"

"হাঁ,—কিন্তু সে শুধু রমণীই নহে; সে নরহন্তা বিপ্লবকারীদিগের সহকারিণী!"

"তুমি কি বলিতে চাও, তিনি সেই নারীর সহিত পলায়ন করিয়াছেন? কিন্তু তাঁহার পলায়ন করিবার প্রয়োজন হইল কিসে?"

"এলিস্,—স্নেহের এলিস্! এই অপ্রিয় ঘটনার সমস্ত কথা জানিবার জন্য অনুরোধ করিও না; তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আমি না বলিয়া থাকিতে পারিব না। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, মসিয়ে কারনোয়েল্ অসাধু প্রকৃতির লোক, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও, আর কিছু জানিতে চাহিও না।"

"তবে তাহাই বল।"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, মসিয়ে কারনোয়েল যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তোমার ও তাঁহার মিলনের আর কোন উপায় নাই। আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল, ততক্ষণ আমি তাহাই করিয়াছি! তাঁহার নিন্দা রটাইয়া ত আমার কোন লাভ নাই"!

"এলিস্ বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"তবে তাহাই হউক, তিনি কোথায়?"

মসিয়ে ডরজেরেস্ বলিলেন,—"তিনি কোথায়। তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে ছুটিবে না ত?"

"তিনি কোথায় আছেন আমি জানিতে চাই।"

ম্যাক্সিম্ কথাটা এই খানেই শেষ করিবার সংকল্প করিয়া বলিলেন, "জানিবার জন্য তোমার এতই আগ্রহ? তিনি সেই রমণীর গৃহেই আছেন।"

"তোমার কথা যে সত্য, তাহা সপ্রমাণ কর।"

"কেমন করিয়া আমি এ কথা সপ্রমাণ করিব? আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি না,—পারা কি সম্ভব? আজ সন্ধ্যাকালে আমি নিজেই সেখানে যাইব, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব, তাঁহার সেই কলঙ্কিনী সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। তার পর, কাল যদি তোমাকে তাহাদিগের দুষ্কৃতির কথা বলিবার প্রয়োজন হয় ত বলিব—তাহারা এখন আমার হাতের মুঠার ভিতর আছে।"

এলিস্ বলিল,—"যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার কথা এখন আমি বিশ্বাস করিতেছি; এখন মৃত্যু ভিন্ন আমার আর উপায় নাই!"

এলিসের পিতা বলিলেন,—"মৃত্যু! অকৃতজ্ঞ সন্তান!—বুঝিলাম, তুমি আর আমাকে ভাল বাস না, তাই মৃত্যুর কথা কহিতেছ। আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিতেছ? যত দিন ভগবান আমাকে ইহলোক হইতে না লইবেন, তত দিন আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

পিতার আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া কুমারী কাঁদিতে লাগিলেন। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে ম্যাক্সিমেরও চোখ ফাটিয়া জলধারা বাহিতে চাহিল; তিনি আবেগভরে মস্তক অবনত করিলেন।

মসিয়ে ডর্ঞ্জেরেস্ বলিলেন,—"বল,—ম্যাক্সিম্ বল, আমার কন্যাকে বুঝাইয়া বল, আমাকে কষ্ট দেওয়া তাহার অন্যায়; বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে মনস্তাপ দেওয়া তাহার অনুচিত।"

পিতার বাহুপাশ মোচন করিয়া এলিস্ বলিল,—"আমি কখনই পিতাকে মনঃপীড়া দিব না। আমি নিয়তির চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি; কিন্তু কখনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পিতার সাক্ষাতে সে নাম আর মুখে আনিব না।

তোমরাও আর সে কথা তুলিও না, তোমাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা।”

মসিয়ে ডরজেরেস্ বলিলেন, “আমরা আর এই অপ্রিয় কথার আলোচনা করিব না; তোর এখন যাহা ইচ্ছা হয় কর্ মা; সময়ে তোর মতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে;—আমি তোর মুখ চাহিয়াই থাকিব। এখন যাও মা, আহারের আয়োজন কর্‌গে।”

এলিস্ চলিয়া গেল। সে কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র ডরজেরেস্ বলিলেন, “বাবা, তোমার প্রতি পূর্ব্বে আমার যেমন ভালবাসা ছিল, এখন আবার তুমি আমার তেমনই স্নেহভাজন হইলে। তুমি এমন দৃঢ়তা প্রকাশ না করিলে এ সঙ্কটে আর উপায় ছিল না!”

“কিন্তু আমার দৃঢ়তায় কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।”

“বাপু, তুমি ভুল বুঝিয়াছ; তোমার কথায় তাহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিয়াছে সত্য; কিন্তু সময়ে তাহার হৃদয়-বেদনার উপশম হইবে।”

“তাহাই হউক; কিন্তু আমার সে ভরসা হয় না;—তবে এক উপায়”—

“উপায়,—আমার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেও যদি এলিসের প্রাণের ব্যথা ঘুচে যায়, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।”

“টাকায় ইহার প্রতিকার হইবে না। কিন্তু আপনি আমাকে এলিসের সঙ্গে যখন ইচ্ছা,—যাহার সঙ্গে ইচ্ছা দেখা করিতে দিবেন?”

“নিশ্চয়ই!”

“তবে আমি চলিলাম, আর সময় নাই।”

"কখন্ আবার তোমার সাক্ষাৎ পাইব ?"

"আমার কাজ শেষ হইলেই দেখা করিব।" ম্যাক্সিম্ ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কাউণ্টেস্ ভিন্ন আর কেহই এলিসের মন ফিরাইতে পারিবে না।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাক্সিম ব্যাকুল ও ক[illegible]ত-হৃদয়ে পিতৃব্যগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে মাধুর্য্য-প্রতিমা এলিসের কথা[illegible] জাগিতেছিল,—সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী-কুলরাণী কাউণ্টেসকে মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলেন, কেবল মধুর-হৃদয় কাউণ্টেসই এলিসের দগ্ধ হৃদয়-ক্ষতে সান্ত্বনার অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে পারেন, ম্যাক্সিম ইহা স্থির বুঝিয়াছিলেন। এলিস আজি কারনোয়েলের বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া নীরব হইয়াছেন বটে; কিন্তু যেখানে, তাহার হিয়ার ভিতর লুটায়ে লুটায়ে কাতরে পরাণ কাঁদিতেছে, সেখানে এখনও আশার স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বলিতেছে, সে এখনও প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বাস হারায় নাই। কুহকি প্রেম বলিতেছে, "আবার সুদিন আসিবে, কার্ণোয়েল্ কুলঙ্কমুক্ত হইয়া তাহার তপ্তহৃদয়ে আনন্দ-জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিবেন।"

অভাগিনীর এই শেষ আশা,—এই প্রেম-মরীচিকা দূর করিতে হইবে; কিন্তু কাউণ্টেস ভিন্ন এ কাজ করিবার সাধ্য আর কাহারও নাই। এই দুষ্কর কার্য্যে ম্যাক্সিম প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাউণ্টেসকে দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি বিমনা হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

সহসা জর্জ্জেটকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল হইল; অনেক দিন হইল, তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। গৃহরক্ষককেও গত-রজনীর ঘটনার কথা একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ম্যাক্সিম জর্জ্জেটের গৃহাভিমুখে চলিলেন। চিন্তামগ্নচিত্তে তিনি রুদে ভিগনি অতিক্রম

করিয়া বুলেঁা ভার্দে করসেলেস অভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তেজস্বী অশ্বের উদ্যত গ্রীবা;—এক সুন্দরী অতি কৌশলে তাঁহার যান-সংযোজিত অশ্বের বল্গা আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার গতি রোধ করিতেছেন; আর একটু হইলেই তাঁহাকে অশ্ব-পদতলে মর্দ্দিত হইতে হইত। ম্যাক্সিম এক লম্ফে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজ অসতর্কতার জন্য সুন্দরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপক্রম করিয়াই দেখিলেন,—সুন্দরী কাউণ্টেস ইয়াণ্টা! তিনি অতি কষ্টে অশ্বের বল্গা সংযত করিতেছেন। কাউণ্টেস্ ভীতি-পাণ্ডুর মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি! যে যুবক তাঁহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহে, আর একটু হইলেই তিনি তাহাকেই অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত করিতেন!

ম্যাক্সিম এই অভাবনীয় ঘটনায় বিস্ময়ভরে বলিলেন,—"একি!—আপনি?"

কাউণ্টেস কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এখনি গাড়ীতে আসুন, নেদজী অধীর হইয়া উঠিয়াছে।" ম্যাক্সিম এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া কাউণ্টেসের পার্শ্বে বসিলেন। কাউণ্টেস অশ্বরশ্মি শিথিল করিলেন;—অশ্ব তীরবেগে ছুটিল। কাউণ্টেস বলিলেন, "আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম, আপনি আর এক পা অগ্রসর হইলেই অশ্বপদতলে পড়িতেন!"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। যদি আজ আহত হইতাম,—আপনাকে দেখিয়াই আমি সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতাম। কাল পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"ফিরিয়া আসিয়াছেন ?—আপনি কি বলিতেছেন ? এই এক ঘণ্টা হইল, আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, এখন আপনার দর্শন আশায় ফিরিতেছিলাম।"

"সে কি ! আপনি প্যারিসের অনতিদূরবর্ত্তী কোন দুর্গে আজ যাপন করিবার অভিপ্রায়ে প্রাতঃকালে নগর হইতে যাত্রা করেন নাই ?"

"না—না !"

"তবে ডাক্তার ভিলাগোস আমাকে এ কথা কেমন করিয়া বলিলেন ?"

"তাঁহার সহিত আপনি দেখা করিয়াছেন না কি ?"

"হাঁ,—অদ্য প্রভাতে তিনি আমার নিকট গিয়াছিলেন।"

"তিনি আপনাকে কি বলিয়াছেন বলুন ?—এখনই সব কথা খুলিয়া বলুন।"

বিস্মিত,—হতবুদ্ধি ম্যাক্সিম একে একে সকল কথা কাউণ্টেসকে বলিলেন।

"ভালই হইল।" পরে আবার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখন আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম।" কথা ম্যাক্সিমের কাণে গেল, তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন ?"

কাউণ্টেস বলিলেন, "কিছুই নহে, আপনি বলিয়া যাউন ; এইমাত্র আপনি না বলিলেন, মসিয়ে কার্ণোয়েল বদমায়েস লোক ? ডাক্তারেরও বোধ করি, সেই বিশ্বাস ?"

"আমি তাঁহার মতাবলম্বী বলিলেই ঠিক হয় ; এ বিষয়ে তিনি আমার সব সন্দেহ দূর করিয়াছেন। রুদে জেফ্রয়ের বাটী হইতে পলায়ন করিবার পর কারনোয়েল কি করিয়াছেন, তাহাও তিনি আমার নিকট বলিয়াছেন ; কিন্তু সেখানে কি কি ঘটিয়াছে, পূর্ব্বেই আপনাকে বলা আবশ্যক।"

"সে কথা বলিতে হইবে না, পরে কি ঘটিয়াছে বলুন।"

"আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন বলিলেই হইবে। ডাক্তার বলিয়াছেন, কারনোয়েল তাহার উপপত্নীর সহিত চলিয়া গিয়াছে। রমণী তাহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়াছে।"

"আপনি এই গল্প সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন ?"

"না করিব কেন ? ডাক্তার আজ রাত্রে আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন।"

"আপনি যাইতে পাইবেন না, আমি বারণ করিতেছি।"

"কেন যাইব না, বলিবেন কি ?"

"মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়া হইবে বলিয়া !"

"বলেন কি !"

"ভিলাগোস আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ রাত্রে যদি আপনি তাহার সহিত যান, আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবেন না।"

ম্যাক্সিম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমাকে প্রাণে মারিয়া এই ডাক্তারের কি লাভ ?"

"যে উদ্দেশ্যে তিনি আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন ; আপনি যে সকল কথা জানিয়াছেন, আমি তৎসমুদয় না জানিতে পারি, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপনার বাটীতে গিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন। যদি দৈবাৎ আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হইত, তবে আজ আমি আপনার দর্শন পাইতাম না। ভিলাগোস ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কাল আর আপনি ইহলোকে থাকিবেন না।"

"কি ! আপনার পরম বিশ্বাসী, গুণানুরাগী ভিলাগোসের এই কাজ ? সে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে ? আপনি আমাকে আপনার দলে লইলেও সে আমাদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে কেন বলিতে পারি না।"

"উপদেশ রাখুন। বড়ই বিষম-সঙ্কট উপস্থিত, ব্যাপারটি এখনই আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। কাল রাত্রির ঘটনার পর আপনি আপনার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন কি ?"

"আমি এইমাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি, তাহার পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি কারনোয়েল সম্বন্ধে আমার ধারণা তাহার নিকট গোপন করি নাই, সেও আমার কথার কোন প্রতি-বাদ করে নাই ; কিন্তু বলিয়াছি; এ জীবনে সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

"ইহার অর্থ এই, সে আপনার কথার একবর্ণও বিশ্বাস করে নাই। সে তাহার প্রণয়ীর আশা-পথ চাহিয়া আছে। এলিস প্রকৃতই স্নেহময়ী নারী, সে বিশ্বাস হারায় নাই।"

"আপনার মতে এই প্রেম-মরীচিকামুগ্ধা বালিকার সঙ্কল্প তাহা হইলে উত্তম ? আমি আরও মনে করিয়াছিলাম, আপনি তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিবেন। আপনার কথায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ; কেন না, কার্ণোয়েলের বিরুদ্ধে আপনার কোন মন্দ ধারণা নাই।"

"সে যদি আমার কথা শুনে, তাহা হইলে সে কার্ণোয়েলকে পাইবে ; কিন্তু আর ও কথায় প্রয়োজন নাই, এখন আমরা আবার পূর্ব্বকথারই আলোচনা করিব।"

দেখিতে দেখিতে কাউণ্টেসের অশ্বযান উদ্যান-দ্বারে আসিয়া লাগিল। কাউণ্টেস প্রথমে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ম্যাক্সিম

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ম্যাক্সিম প্রচ্ছায়-বনবীথি অতিক্রম করিয়া কাউণ্টেসের সঙ্গে সঙ্গে এক অতি রমণীয় বৃক্ষ-বাটিকা মধ্যে উপনীত হইলেন।

সে কক্ষ, মঞ্জরিত তরুরাজির পীত উত্তরীয় এবং বিলোল লতাবলীর শ্যামাঙ্গতলে রক্ষিত। পর্য্যাপ্ত পুষ্পবর্ণে সজ্জিত; শিলাসঙ্গ শীতল শৈবালজালে স্নিগ্ধ; কুসুমগন্ধ-সুরভিত। ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কাউণ্টেস বলিলেন, "এখানে আমরা স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারি। কেহ আমাদিগকে বাধা দিবে না।"

ম্যাক্সিম হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ডাক্তারও না?"

"না,—তিনি যদি আসেন, শুনিবেন আমি গৃহে নাই।"

"আপনি কি আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না?"

"আর একবার সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু সেই দেখাই শেষ দেখা।"

"তবে কি তিনি শত্রুপক্ষে যোগদানে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিমের এই প্রশ্ন শুনিয়া কাউণ্টেস ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"না, আমিই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহি।" ম্যাক্সিম বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া কাউণ্টেস পুনরপি বলিলেন;—"আসুন আপনার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলি।" বৃক্ষ-বাটিকার এক কোণে নব-পুষ্পিত লতাজাল-জড়িত কমনীয় কুসুম-কুটীর। কুটীরস্থ আসনরাজি তেমনিই সুন্দর। উভয়ে সেই কুঞ্জকুটীরে রম্য আসনে উপবেশন করিলেন। কাউণ্টেস বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে কাল রাত্রে মসিয়ে কার্ণোয়েলকে দেখিয়াছেন?"

ম্যাক্সিম সংক্ষেপে গত-রজনীর ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "এই কুহকিনী কি কৌশলে তাঁহাকে উদ্ধার করিল বুঝিতে পারিতেছি না।

কিন্তু আপনাকে বলিয়া রাখি, আপনার সেই তরবারি-শিক্ষক এই রমণীকে সাহায্য করিয়াছিল।"

ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই কথা শুনিয়া কাউণ্টেসের কোন ভাবান্তর ঘটিল না; তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি কাউণ্টেসকে চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

"তিনি সৌখীন ভদ্রলোকের বেশে সজ্জিত থাকিলেও আমি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যখন বিসনন্ হোটেলে বোরিসফের সঙ্গে আহার করিতেছিলেন, সে সময়ে বোরিসফের মনে তাঁহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে লেশমাত্রও সন্দেহের সঞ্চার হয় নাই।"

"কাউণ্টেস খুব চতুর লোক।"

"তাহাতে আমার সংশয় নাই; কিন্তু সে কি আপনার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাই?"

"আপনার এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ?"

"নিহিলিষ্টের সঙ্গে তাহার পরিচয়,—তাহার উপর আমার চক্ষের উপর এই সব কাণ্ড!"

"এই রমণী নিহিলিষ্ট কি না, আমি তা জানি না; কিন্তু কার্ডকি যে নির্ব্বাসিত পোল, ইহা আমি অবগত আছি। রুষিয়ার গুপ্তচরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার অধিকার তাহার আছে।"

"তাহা হইলে সে এই চোরদিগের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া আপনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই? যাহারা আমার পিতৃব্যের সিন্দুক খুলিয়া দলিলের বাক্স চুরি করিয়াছে. কার্ডকি ও কারনোয়েল নিশ্চয়ই তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছে।"

"এটা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম; মসিয়ে কারনোয়েলের সহিত তাহাদিগের

আলাপ নাই, আর এই রমণীর সহিত তাঁহার গত রাত্রিতে মাত্র প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে।”

“কিন্তু রমণী যে চোর, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।”

“কারনোয়েল যেমন চোর নহে, এ রমণীও তেমনি চোর নহে।”

“আপনি জানেন না যে, পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের চোরাই-নোট এই দুরাত্মার নিকট পাওয়া গিয়াছে। বোরিসফ অদ্য প্রাতঃকালে সেই নোট আমার পিতৃব্যকে ফেরৎ দিয়াছেন। চুরি ঢাকিবার জন্য সে যে জাল-চিঠি তৈয়ার করিয়াছিল, তাহাও নোটের সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। কারনোয়েল বুঝাইতে চাহিতেছে, নোটগুলি তাহার পিতার কোন পূর্ব্ব-বন্ধু তাহাকে পাঠাইয়াছেন।”

“বন্ধু না হউক, কোন শত্রু তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নোটগুলি হয় ত তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছে। এই দুইটি কৈফিয়তের একটা যে সত্য, তাহাতে আর সংশয় নাই।”

কাউণ্টেস্ এইভাবে কার্ডকির পক্ষ সমর্থন করিতেছেন দেখিয়া ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যেই ম্যাক্সিম্ এ বিষয়ে কাউণ্টেস্‌কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই একটা শব্দ তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল; তিনি দেখিলেন, একজন উদ্যান-পাল জলাধার হস্তে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। তাহার উন্নত-বপুঃ, বৃষস্কন্ধ দেখিয়া তিনি লোকটাকে জাল-রুষ-ভদ্রলোক এবং ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টের রক্ষক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিস্ময়-সূচক অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হইল।

কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমন করিয়া উঠিলেন কেন?”

ম্যাক্সিম্ কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, “ঐ লোকটা!”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, "হাঁ, ঐ লোকটা আমার উদ্যানের মালী, সে বৃক্ষ-বাটিকায় আসিতেছিল ; কিন্তু আমাকে দেখিয়াই সরিয়া যাইতেছে।" বাস্তবিক লোকটা মস্তক নত করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল।

"ও লোকটাও চোরকে জানে, কার্ডকির মত সেই স্ত্রীলোকের সহিত ইহারও খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। পূর্ব্বে লোকটা রু দে জেফ্রয়ের বাটীতে ছিল, তাহার পর রুষ-ভদ্রলোক, আর সেই মেয়ে-মানুষটার রক্ষকের অভিনয় করিয়াছিল। পিশাচী যখন আমার ব্রেস্‌লেট্ লইয়া পলায়, তখন ঐ ব্যক্তিই তার সহকারী ছিল। উহার সঙ্গে আমার কলহ হয়,—পরদিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথাও হয়।"

"এখন বুঝিতেছেন, উহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলে, সামান্য একটা ভৃত্যের সঙ্গে যুদ্ধে তরবারি ধরিতে হইত।"

"আপনার মালী মসিয়ে কার্ণোয়েলের বন্ধুর চৌর্য্যসহচর শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইতেছেন না ? কাউণ্টেস বলিলেন, "আমি কিছুতেই বিস্মিত হইতেছি না। এত দিন আমি যে সকল কথা আপনার নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, আজ সে সকল কথা প্রকাশ করিবার দিন আসিয়াছে। শুনুন তবে, কে—কি উদ্দেশ্যে এই চুরি করিয়াছে, তাহা আমি সমস্তই জানি। প্রথমে ধরুন্, আপনার পিতৃব্যের সিন্দুক হইতে রুষিয়ার গুপ্তচরের একটি বাক্সমাত্র অপহৃত হইয়াছে। আপনি বলিবেন, সঙ্গে কিছু টাকাও চুরি গিয়াছে। আমিও ঐ কথাই বলিতে যাইতেছি। আমি প্রমাণ করিব, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ পায় নাই।"

"এই চুরি তাহা হইলে নিহিলিষ্টরাই করিয়াছে ; আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম।"

"যে গবর্ণমেণ্ট বোরিসফকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন, তা হ'লে নিহি-লিষ্ট ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য শত্রুও আছে। যাঁহারা আজ দেশান্তরিত,—

যাঁহারা পোল্যাণ্ডের জন্য হৃদয়ের রক্ত দিয়াছেন, তাঁহারা এই রুষ গবর্ণমেণ্টকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। বোরিসফ কেবল নিহিলিষ্ট-দিগের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য এ দেশে আসে নাই; যে সকল পোল অত্যাচার-পীড়িত স্বদেশবাসীকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের উপর দৃষ্টি রাখাও উহার উদ্দেশ্য। রুষিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, বাক্সে তাহার লিখিত-প্রমাণ ছিল। এক কৃতঘ্ন দেশদ্রোহী ঐ কাগজ রুষ-গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছিল,—কিন্তু তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কাগজগুলি রুষ-গবর্ণমেণ্টের হস্তে পড়াতে, যে সকল দেশভক্ত পুরুষের বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ঐ সমস্ত দলিল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সঙ্কল্পে তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল সংবাদ রাখিতেন, তাঁহারা জানিতেন, রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত মসিয়ে ডরজেরেসের সিন্দুকের উপর পাহারা থাকে না; সুতরাং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।”

“তাহা হইলে বাড়ীতে তাহাদিগের আপনার লোক ছিল?”

“এ কথা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না; কিন্তু আমি যখন বলিতেছি, রবার্ট কারনোয়েল তাঁহাদিগের সহকারী নহেন, তখন কে সহকারী, সে কথায় প্রয়োজন কি? যাক,—এই দেশভক্তদিগের মধ্যে দুই জন গুপ্ত-দলিল হরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।”

“এই দুই জনের মধ্যে কি একজন নারী?”

“হাঁ, নারীই বটে!—স্বদেশের হিতার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা,—স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নারী-জীবনের সারধন সতীত্ব পর্য্যন্ত বিকাইতে অকুণ্ঠিতা নারী! আর একজন পলাতক পোল, দীর্ঘকাল সাইবিরিয়ার খনিগর্ভে

নিপীড়িত ;—এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সকল কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প।"

মৃদুস্বরে ম্যাক্সিম বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন,—সকল কাজ করিতে কৃতসঙ্কল্প"—পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদিগের নির্য্যাতনে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় নাই, টাকার সিন্দুকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উথলিয়া উঠিতেছিল !

কাউণ্টেস সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"এক দিন সন্ধ্যার সময় এই দুইজন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একত্র বাহির হইলেন, আপনার পিতৃব্যের আফিসে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিল ; সে তাঁহাদিগকে সিন্দুকের চাবি প্রদান করিল, সিন্দুক খুলিবার সঙ্কেত-কথা বলিয়া দিল। রমণী স্বহস্তে সিন্দুক খুলিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, সিন্দুকের ভয়ানক কলের কথা তিনি জানিতেন না। তিনি তালায় চাবি দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কলে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। তাঁহার বন্ধুরা স্প্রিং টিপিয়া কল খুলিবার কৌশল জানিতেন না। এদিকে সময় বহিয়া যাইতেছিল ;—যে কোন মুহূর্ত্তে সেখানে লোক আসিতে পারে। ধরা পড়িলে সমস্তই মাটী হইবে। রমণী আর দ্বিধা করিলেন না, সঙ্গীকে তাঁহার করপল্লব ছেদন করিতে বলিলেন।"

"সঙ্গী সেই ভয়ানক কাজ করিতে সম্মত হইলেন ?"

"সঙ্গী তাঁহার আজ্ঞাবহ, আদেশ পালন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ছিল, সেই ছুরিকাদ্বারা তৎক্ষণাৎ হস্তের মণিবন্ধ ছেদন করিলেন।"

"ইহাতে সেই অদ্ভুত বীর-নারীর মৃত্যু হইল না ? তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না ?"

"যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল; তাঁহার সঙ্গী সেনাদলে কাজ করিয়াছিলেন, অস্ত্রোপচারেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি মণিবন্ধ বাঁধিয়া রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ করিলেন। রমণী দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিলেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।"

"রমণী পুরুষবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন,—না?"

"হাঁ।"

"তাহা হইলে আমি ও ভিগনরী পিতৃব্যের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র পথে এই রমণী ও তাঁহার সঙ্গীর সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"সম্ভব। তার পর যে ঘরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনারা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ,—ভিগনরী আলো দেখিতে পাইয়াছিল এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।"

"সেখানে আপনারা ছিন্ন হস্ত দেখিতে পাইলেন। হাতখানি সরাইবার জন্য ভিগনরী স্প্রিং স্পর্শ করিলেন। আপনারা ভাবিয়াছিলেন, কেবল আপনারাই সেখানে আছেন; কিন্তু অন্য আর এক ব্যক্তি আপনাদিগকে দেখিয়াছিল, আপনাদিগের কথা শুনিয়া[illegible]ল। এই উপায়ে সেই নারী—যাহাকে আপনি চোর বলিতেছেন আপনি যে রমণীর অনুসন্ধানের জন্য ব্রেসলেট রাখিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন।"

"বিশ্বাসঘাতক তাহা হইলে আমাদিগের কথা শুনিয়া টাকার লোভে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিল?"

"আপনার অনুমান অনেকটা সত্য, কিন্তু সে টাকার লোভে এ কাজ করে নাই। রমণী সকল সংবাদ পাইয়া ব্রেসলেট হস্তগত করিবার

জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আর সেই কার্য্য সাধন করিবার জন্য তিনি একটি অতুল সাহস-সম্পন্না রমণীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—এই নারী আপনাদিগের সেই রিঙ্কের সুন্দরী। কিন্তু এইরূপ বিপদে পড়িয়াও তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত হয় নাই। পরের সমস্ত ঘটনা আপনি জানেন।”

“না,—সে সব কথা আমি ভুলি নাই। বুঝিলাম, সে অন্যের আদেশে কাজ করিয়াছিল, আমি ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলাম; কারণ তাহার দুইটি হাতই আছে, আর হাতের ব্যবহারেও সে নিপুণা; কিন্তু এই অপক্ক-চূতফলশ্যামা সম্ভবতঃ রুষদেশীয়া নহে।”

“সে ফরাসী রমণী,—একটি পোলকে বিবাহ করিয়াছে।”

“লোকটার কি দুর্ভাগ্য! যাক্,—এই সকল প্রহসনের অভিনয়ে আপনার উদ্যান-পাল তাহার সঙ্গী হইল কিরূপে?”

“সেই ব্যক্তি রমণীর স্বামী।”

“স্বামী! স্ত্রীর এই চরিত্র দেখিয়াও সে কিছু বলিতেছে না!—খুব অমায়িক লোক ত!”

“জাষ্টাইন সম্বন্ধে আপনার ভ্রম হইয়াছে। তাহার চরিত্র অনিন্দনীয়; সে স্বামীর পরম অনুরাগিণী; সে কেবল স্বামীর এবং তাহার কর্ত্রীর আদেশ অনুসারে কাজ করিয়া থাকে।”

“বুঝিয়াছি,—সে ব্রেস্‌লেটের অধিকারিণীর আজ্ঞাকারিণী; কিন্তু সে কার্ণোয়েল্‌কে লুকাইয়া রাখিয়াছে কেন? বোরিসফের গ্রাস হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া ভালই করিয়াছে; কিন্তু নিজের গৃহে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখা ত তাহার এই অগাধ পতি-ভক্তির সহিত খাপ খায় না!”

“এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জাষ্টাইন কার্ণোয়েলকে নিরাপদ-স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছে না। ডাক্তার

ভিলাগোস্ আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। আপনাকে বিপদে ফেলিবার জন্যই তিনি এই গল্পটা রচিয়াছেন। আপনি তাঁহার সঙ্কল্পের বিঘ্ন, তাই আপনাকে সরাইতে চাহেন।"

"ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্কল্পে ত বাধা দিই নাই। তাঁহার সঙ্কল্প কি? তিনিও বুঝি ষড়যন্ত্রকারী?"

"যে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়াছি, তিনিই তাহার প্রধান নায়ক। তিনি রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; কিন্তু নির্ব্বাসিত পোলদিগের ন্যায় রুষ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার আক্রোশের কোন কারণ নাই। লোকে তাঁহাকে হাঙ্গেরিয়ান্ বলিয়াই জানে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি রুষিয়ার অধিবাসী। তাঁহার নাম ভিলাগোস্ নহে,—গ্রিসেস্কো। তিনি নিহিলিষ্ট।"

"নিহিলিষ্ট!—এই অমায়িক ডাক্তার! মহিলাদিগের এই আদর ও প্রীতির-পাত্র,—নিহিলিষ্ট!—এ কথা ত একবারও আমার মনে হয় নি! তাহা হইলে এই বাক্স চুরির ব্যাপারে তিনিও আছেন,—দেখিতেছি!"

"তিনিই বাক্স চুরির ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমাবধি জানিতেন যে, মসিয়ে কারর্ণোয়েল অদৃশ্য হইয়াছেন; বিনা অপরাধে তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে; কিন্তু নিরপরাধের নিগ্রহে তাঁহার আমোদ; কেন না, এই ভ্রমবশতঃ প্রকৃত অপরাধীদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ জন্মে নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে যে রমণী প্রধানা নায়িকা, তিনি কার্ণোয়েলের হিতৈষিণী, তিনি অজ্ঞাতসারে তাঁহার যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতীকারে সমুৎসুক। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ভিলাগোসের প্রীতিকর হয় নাই। ভিলাগোসের ধারণা, তিনি কার্ণোয়েলের ব্যাপার উপলক্ষে বিপদে পড়িবেন এবং

নিহিলিষ্টদিগকে বিপদে ফেলিবেন, মসিয়ে কার্ণোয়েল কর্ণেল বোরিসফের হাতে পড়াতে ঐরূপ আশঙ্কা করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ ঘটিয়াছিল।"

"তাহা হইলে এই মহিলা, নর-পিশাচ ডাক্তারের নিকট আপনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন ?"

"না ;—কিন্তু ডাক্তার সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মনে মনে ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। ডাক্তারের নিকট কার্ণোয়েলের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করেন, তাহাতেই ডাক্তার বুঝিয়াছে যে, মহিলাটি তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই মহিলার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, মসিয়ে কার্ণোয়েল বোরিসফের গৃহে আছেন, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য ও সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। পরে ভিলাগোস্ তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু কে তাঁহাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। আজ প্রাতঃকালে আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি কোন কথা বলেন নাই ত ?"

"আমি !—আপনি যে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি সে কথা প্রকাশ করিব ! আমি সাবধান হইয়াই ডাক্তারের সহিত কথা কহিয়াছিলাম ; কিন্তু আমি তাঁহাকে কোন কথাই,—এক প্রকার কোন কথাই বলি নাই বলিলেই হয়।"

যদি সামান্যও বলিয়া থাকেন, তাহাতেই অনেক হইয়াছে। ভিলাগোস্ বড় চতুর,—বড় ধড়িবাজ ; আমার ধারণা, আপনি নিজ অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়াছেন।"

"আমার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততা, এই দুইয়ের কোন্‌টার উপর আপনার সন্দেহ ?"

"কোনটার উপরেই নহে। যে ষড়যন্ত্রে ও কৌশল উদ্ভাবনে

সারাজীবন ক্ষয় করিয়াছে, আপনি কখনই তাহার সমকক্ষ নহেন; আর নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া কে কবে পরের মন বুঝিতে পারে? তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সময় আপনি কি অসাবধানতা বশতঃ কোন কথা বলিয়া ফেলেন নাই? আপনি কি কার্ণোয়েলকে রুদে জেফ্রয়ের বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার কথা বলেন নাই?"

তিনি নিজেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি ভুল করিয়াছেন।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল আর সেখানে নাই, এ কথাও কি বলেন নাই?"

"হাঁ,—ও-কথা সত্য বটে; কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ জানিতেন।"

"আপনি কার্ডকির কথাও বলিয়াছেন?"

"আমি—না, আমি"—

"সব খুলিয়া বলুন, কোন কথা লুকাইবেন না; সমস্ত কথা আমার জানা দরকার।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমি কার্ডকি ও রুদে জেফ্রয়ের বাটীর ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহাকে বলি নাই। আমি বলিয়াছি, থিয়েটারে কার্ডকিকে রিঙ্কের সুন্দরীর পাশে দেখিয়াছি; তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।"

কাউন্টেসের অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ, ভিলাগোসের সহিত আপনার কথোপকথনের ফল কি হইবে, তাহা এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

"কিন্তু তিনি আমাকে বলেন, আমি ভ্রম করিয়াছি; কার্ডকি গরীব লোক, জাষ্টাইনের সঙ্গে তাহার কোনই আলাপ নাই।"

"আমি পল্লীগ্রামে গিয়াছি, এই কথা বলিবার পর তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন,—না?"

"হাঁ,—কিন্তু এই মিথ্যা কথার সঙ্গে কাউকির নামোল্লেখের কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছি না।"

"ভিলাগোস্ যখন এখানে আপনার আগমন বন্ধ করিবার জন্য এই গল্প রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, কাউকির অদ্ভুত ব্যবহারের কথা যাহাতে আপনি আমাকে না বলিতে পারেন। আপনি জানেন, জাষ্টাইনের কর্ত্রীকে আমি চিনি, তিনিই কার্ণোয়েলকে বোরিসফের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। এই কার্য্যে হাত দিয়া এই মহিলা এখানকার নিহিলিষ্ট-সমিতির আদেশ অমান্য করিয়াছেন, এই আদেশ-লঙ্ঘনের ভীষণ প্রতিফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। ভিলাগোস্ মনে করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার সহিত কথোপ-কথনের কথা আমাকে বলিবেন, তাহা হইলে আমি আমার বান্ধবীর বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিব! এই জন্য আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

"ভাল হইয়াছে,—তাঁহার পাপ সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে। এখন আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি, এখন আমি মসিয়ে ভিলাগোসকে শিক্ষা দিতে পারিব। আপনি বলেন ত তাহাকে আজই গোটাকয়েক ঘুষা মারিয়া বুঝাইয়া দিই যে, আমার সহিত তাহার এ সকল চালাকি খাটিবে না।"

কাউন্টেস শুনিবামাত্র বলিলেন, "না, তাঁহার সঙ্গে আপনার জীবন-মরণের খেলা খেলিয়া কাজ নাই;—এ কলহে দুই পক্ষ সমান প্রবল হইবে না। এ ক্ষেত্রে আমি একাকিনী যুঝিব,—আমার বান্ধবী প্রভৃতি যাহারা নিহিলিষ্টদিগের কোপে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার ক্ষমতা কেবল আমারই আছে; কিন্তু এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে

আপনাকে বুঝাইতে চাহি যে, কার্ণোয়েল সম্পূর্ণ নিরপরাধ। দ্বিতীয়বার চুরির সময় আমার বান্ধবীর সঙ্গীই একাকী গিয়া দলিলের বাক্স লইয়া আসেন। আমি এই ব্যক্তিকে চিনি, কেহই তাহার সাহায্য করে নাই। মসিয়ে কার্ণোয়েলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তিনি জানিতেন না।"

"কিন্তু মসিয়ে কার্ণোয়েল এই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক কোথা পাইলেন? নোটগুলি যে চুরি গিয়াছিল, তাহাতে ত আর ভুল নাই। নোটগুলি যে ভাবে পিনের দ্বারা [illegible] ছিল, তাহাও ভিগ্নরী আমাদের দেখাইয়াছেন।"

"মসিয়ে ভিগ্নরী [illegible] ভ্রান্ত,—না হয় তিনি মিথ্যাবাদী।"

"আমার কাকাকে [illegible] কথা বলিলে তিনি কখনই উহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছি, আমার বান্ধবী যদি আপনার পিতৃব্যের নিকট গিয়া সেই সকল কথা বলেন, তাহা হইলে, এ কথা তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।"

"সন্দেহস্থল;—বিশেষতঃ, আপনার বান্ধবীর নিজ অপরাধ স্বীকার করিবার ইচ্ছা না থাকিলে কখনই আমার পিতৃব্যের নিকট যাইতে পারিবেন না।"

"আপনি বলিতেছেন, তিনি দেশের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন; এ কথা স্বীকার করিবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলে তিনি যাইতে পারিবেন না? সে কথা স্বীকার করিতেই ব[illegible] তিনি কুণ্ঠিত হইবেন কেন? গোপন করা দূরে থাকুক, তিনি এই কার্য্যের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন।"

"মসিয়ে কার্ণোয়েল যদি সত্যই নিরপরাধ, তবে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে তাঁহার বাধা কি?"

"আমার বান্ধবী নিবারণ না করিলে তিনি সকলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিজ নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিবেন।"

"আপনার বান্ধবী?—তবে কি কর্ণোয়েল তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল?"

"অগত্যা! গতরাত্রির ঘটনার পর তিনি আর কোথায় আশ্রয় লইবেন? জাষ্টাইন তাঁহাকে সেই বাড়ীতেই লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেখানেই আছেন।"

"খুব স্বাভাবিক; কিন্তু যিনি চোর-দায় হইতে [illegible]ত্তি পাইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে আপনার বান্ধবীর গৃহ উপযুক্ত আ[illegible]স্থান নহে; কারণ, তাঁহারাই সিন্দুক খুলিয়া দলিলের বাক্স হস্তগত ক[illegible]াছেন।"

"যাঁহারা এই দলিলের ব্যাপারে লিপ্ত, [illegible]মার বান্ধবী তাঁহাদিগের সকলকেই প্রশ্ন করিবার জন্য মসিয়ে ডর্জেরেস্‌কে অনুরোধ করিবেন। তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এ ব্যাপারে মসিয়ে কার্ণোয়েলের কোন হাত নাই। কার্ণোয়েলের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাদিগের অকপট ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারিবে না।"

"তবে কার্ণোয়েল অগ্রসর হউন; যদি তাঁহার কোন দোষ না থাকে, নিজ পক্ষ-সমর্থন করুন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সফল-মনোরথ হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ-স্থল। তবে ইহাতে তাঁহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।"

"যদি তিনি নিজ নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তিনি এ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবেন না, আমি জানি।"

"আপনার সহিত তাহা হইলে তাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"হাঁ,—বান্ধবীর গৃহে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে।"

"তিনি আমার কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত?"

"তিনি অদ্যই সেখানে যাইবেন, আমিও সেখানে যাইব। আপনাকেও যাইতে হইবে।"

"যাইব,—আমার উপস্থিতি বোধ হয়, প্রীতিকর হইবে না। আমি আমার পিতৃব্যকে বলিয়াছি, তাঁহার সাবেক সেক্রেটারী অপরাধী। কেবল তাহাই নহে, আমি শপথ করিয়া এ কথা আমার ভগিনীকে বলিয়াছি। বলিয়াছি,—কার্ণোয়েল তাহার প্রেমের যোগ্য নহে।"

"আপনি আপনার সরল বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিয়াছেন। এখন আপনি সকল সংবাদ শুনিয়াছেন, এখন আপনি অন্য রকম কথা বলিবেন। আপনার ভগিনী আপনার কথায় বিশ্বাস করিবেন; কেন না, আপনি কখনই তাঁহার নিকট আত্ম-গোপন করেন নাই।"

"হ'তে পারে; কিন্তু আমার পিতৃব্য আমাদিগকে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন কি না ঘোর সংশয়স্থল।"

"আমি পূর্ব্বেই এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি এবং আপনার ভগিনীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছি। লিখিয়াছি, আমি কার্ণোয়েলের নির্দোষতার সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, আপনি অবিলম্বে এখানে আসিবেন। তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াই আমরা তাঁহার সঙ্গে আপনার পিতৃব্যের গৃহে যাইব, তিনি আমাদিগের সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইবেন।"

ম্যাক্সিম্ এলিসের চরিত্র জানিতেন; তিনি বুঝিলেন, এই সরলা কুমারী শেষ পর্য্যন্ত আশার অবলম্বন ত্যাগ করিবে না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সহসা সামান্য একটু শব্দে তাঁহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। তাঁহার বোধ হইল, কে যেন লতাজালের অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। কাউণ্টেস্ চিন্তামগ্ন ছিলেন; এদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। সহসা একখানি রমণীর কর-পদ্ম-লতা যবনিকা সরাইল। পুষ্পিত লতাজালের মধ্যে পুষ্পাধিক সুন্দর একখানি মুখ উঁকি মারিল। যেন বিলোল-পল্লবের অবচ্ছেদে সূর্য্য-রশ্মি ক্ষণেক হাসিয়া লুকাইল।

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"ঐ সে, ঐ সেই রিঙ্কের সুন্দরী !"

কাউণ্টেস্ চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু এই বিহ্বলতা ক্ষণেকমাত্র। তিনি আত্ম-সংবরণ করিয়া ডাকিলেন—"জাষ্টাইন !"

লতাজাল সরাইয়া সুন্দরী আবার দেখা দিল। স্কেটিং রিঙ্কের সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী এখন দাসী-বেশে সজ্জিতা, প্রজাপতি যেন রেশম-কীট হইয়াছে। ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না। ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

কাউণ্টেস্ বলিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

"সেই মহিলাটি আসিয়াছেন; বৈঠকখানায় আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"মসিয়ে ভিলাগোস্ আসেন নাই ?"

"না ;—কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে একটি বাক্স আসিয়াছে। আপনার শয়নকক্ষে বাক্সটি রহিয়াছে।"

জাষ্টাইন মস্তক অবনত করিয়া চলিয়া গেল।

ম্যাক্সিম্ নীরব নিশ্চল মূর্ত্তিতে বসিয়াছিলেন, কাউণ্টেস্‌কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না; তিনি অনিমেষ-লোচনে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়াছিলেন।

কাউণ্টেস্ বলিলেন,—"বালিকা আমাকে বলিয়া গেল, কুমারী ডর্‌জেরেস্ আসিয়াছেন। আপনি কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ?"

ম্যাক্সিম্ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"কিন্তু দেখা করা সঙ্গত কি না, বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কিন্তু আমাদিগের সাক্ষাৎকারকালে উপস্থিত থাকা আপনার পক্ষে ভাল।"

"আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই যুবতী,—এই চোরের সহচরী—যাকে আপনি জাষ্টাইন বলেন"—

"আমার পরিচারিকা। আসুন, আর সময় নাই।"—এই বলিয়া কাউণ্টেস্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাক্সিম্ বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভাবিলেন, "তাঁহার পরিচারিকা! আমার ব্রেস্লেট্ চুরি করিবার পরও তাঁহার কাজ করিতেছে! বাগানের মালী ও কার্ডকিরও ঠিক এই অবস্থা। ইনিই ত এইমাত্র আমাকে বলিলেন, ইহারা সকলে এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত। তবে কি বুঝিব তিনিই ইহাদিগকে চুরি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন?"

কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা রাজহংসীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া প্রশান্ত আননে শুচিস্মিত-লোচনে ধীর-পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন। উভয়ে নীরবে উদ্যান-ভূমি অতিক্রম করিয়া একটি কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কাউণ্টেস্ তাঁহাকে দ্বিতলের একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। এই কক্ষে ম্যাক্সিম্ পূর্ব্বদিন একটি উন্নত পর্য্যঙ্ক দেখিয়াছিলেন। কাউণ্টেস্ যবনিকা-মণ্ডিত দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুমারী ডর্‌জেরেস্ ঐ ঘরে আছেন। আপনি আগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে ভাল হয় না কি?"

"না,—তাহার ধারণা, আমি কার্ণোয়েলের বিপক্ষ, সে আমার কথা শুনিতে চাহিবে না। আপনার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস।"

"যথার্থ বলিয়াছেন, চলুন দুই জনেই যাই।"

কথা কহিতে কহিতে কাউণ্টেসের দৃষ্টি একটি অদ্ভুত বাক্সের দিকে আকৃষ্ট হইল। বাক্সটির তলের দিক হইতে উপরের দিকের পরিসর অধিক। উপরে একটি ডালা। বাক্সটি টেবিলের উপরে ছিল।

ম্যাক্সিম কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এটা নিশ্চয়ই মসিয়ে ভিলাগোসের প্রেরিত বাক্স!"

কাউণ্টেস্ তৎক্ষণাৎ টেবিলের নিকট গিয়া ক্ষুদ্র শবাধারের মত বাক্সটি খুলিয়া পুষ্প-গুচ্ছ বাহির করিলেন। ম্যাক্সিম্ বলিলেন "এ যে অদ্ভুত উপহার দেখিতেছি!"

কাউণ্টেস্ কথা কহিলেন না; পুষ্পরাজি তাঁহার করচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, কাউণ্টেসের প্রভাত-প্রসন্ন-পদ্মতুল্য মুখ পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল। সুন্দরী মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন, "আমিও ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম।"

"মসিয়ে ভিলাগোস্ এই উদ্ভট উপহার কাহাকে পাঠাইয়াছেন?"

"আমার উদ্দেশেই পাঠাইয়াছেন; এই উপহার পাঠাইয়া তিনি আমাকে আমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ শুনাইলেন;—আমি প্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত অপরাধিনী।"

"কে আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল!—এই নরাধম ভিলাগোস্?"

"নিহিলিষ্টগণ দিয়াছে; ভিলাগোস্ তাহাদিগের নায়কমাত্র। আমি তাহাদিগের নিকট বিশ্বাস-হন্ত্রী।"

"আপনি?"

"তাহাদিগের সহিত আমার সংস্রব আছে, ইহাই তাহার উপযুক্ত প্রতিফল!"

ম্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের কথায় প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পরিচারিকা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিমের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলিল। কাউণ্টেসের ইঙ্গিতে পরিচারিকা চলিয়া যাইবামাত্র কাউণ্টেস্ দ্রুতকণ্ঠে বলিলেন,—"আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এখনই যে কথোপকথন শুনিতে পাইবেন, তাহাতেই

সমস্ত প্রকাশ পাইবে। ঐ কক্ষে কুমারী ডর্জেরেস্ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন,—ঐ ঘরে প্রবেশ করুন ; তাঁহাকে আপনার সঙ্গে সকল কথা শুনিতে বলিবেন। কার্ণোয়েল যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে সে প্রমাণ তিনি পাইবেন। যান,—কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করুন।"

"শপথ করুন,—আপনার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই !"

"না, এখন—এই মুহূর্ত্তে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনারা যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতে পাইবেন।"

"আমি ওখানেই থাকিব, কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইলেই আমি আসিব।"

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, এই সুন্দরী নিহিলিষ্টদিগের ভয়াবহ কার্য্যের সহকারিণী হইলেও তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। কাউণ্টেস্ তাঁহার নিকট যে রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখন তিনি সমস্ত ব্যাপার জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

ম্যাক্সিম্ যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইবামাত্র মসিয়ে ভিলাগোস্ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতি স্থির ও গম্ভীর, নয়নে উজ্জ্বল জ্বালা। কিন্তু ভিলাগোস্কে আসিতে দেখিয়াও কাউণ্টেস অনুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না ; স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি আমাকে দণ্ডাদেশের সংবাদ জানাইয়াছেন ; আপনার এখন কি ইচ্ছা,—আমায় কি করিতে বলেন ?"

"আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"যখন দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তখন আর জিজ্ঞাসা করিয়া কি ফল ?"

"আপনার কয়েকজন সহকারী আছে, আমি তাহাদিগকে জানিতে

চাহি। আপনি আমাদিগের সকলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, —বিশ্বাসহন্তাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে।”

“যখন জানিব আমার কি অপরাধ, তখন উত্তর দিব কিনা বিবেচনা করিব।”

“আপনি অবিবেচনার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথ কণ্টকিত করিয়াছেন,—ইহাই আপনার অপরাধ। মসিয়ে ডরজেরেসের ব্যাঙ্কে চুরির জন্য যে ফরাসীটার উপর সকলে সন্দেহ করিতেছিল, তাহার সন্ধান লইতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, আপনি সে আজ্ঞায় কর্ণপাত করেন নাই। আপনি যে কেবল মসিয়ে কার্ণোয়েলের সন্ধান করিবার জন্য আর একজন ফরাসীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, আমাদিগের দলের যে সকল লোকে সমিতির গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত—বহুদিন ধরিয়া যাহারা সমিতির কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও আপনি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনার তরবারি-শিক্ষক কার্ডকি—আপনার পরিচারিকা জাষ্টাইন, একজন বিদেশীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল; এই ব্যক্তি নিজ নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রকৃত অপরাধীদিগের নাম প্রকাশ করিতে কখনই ক্ষান্ত হইবে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, সে এখনও প্রকৃত অপরাধীদিগকে জানে না; কিন্তু আপনি বাঁচিয়া থাকিলে পরিশেষে সে সকলের নাম প্রকাশ করিবে, আপনি আমাদিগের উপর দোষারোপ না করিলে তাহার নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিতে পারেন না।”

“আমি নিজ অপরাধ স্বীকার না করিলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন করিতে পারিব না, ইহাই কি আপনার বক্তব্য? আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। আমি মসিয়ে ডরজেরেস ও তাঁহার কন্যাকে চুরির যথার্থ ইতিহাস বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছি। কি উদ্দেশ্যে

কে এই কাজ করিয়াছে, তাহা আমি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিব; তাঁহারা আমার কথা বিশ্বাস করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইব। কিন্তু বলিয়া রাখি, আমি কেবল আমারই নাম করিব।”

“আর আপনাকে আমার বিশ্বাস নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দীর্ঘকাল বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কেন আপনি আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন?”

কাউণ্টেস গর্ব্ব-বিস্ফারিত নয়নে ভিলাগোসের পানে চাহিয়া বলিলেন, “যাহারা সে দিন রুষ-সম্রাটের শীত-প্রাসাদ উড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদিগের সহিত কোন সংশ্রব রাখি, এ সাধ আর আমার নাই।”

ডাক্তার স্কন্ধদেশ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন, “আপনার মুখে আজ এমন কথা শুনিতে পাইব, এরূপ আশা আমি করি নাই; কিন্তু বহু বিলম্বে আপনার মনে এই ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। আপনি যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুঝিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন, তখন অত্যাচারের ধ্বংসের জন্য আমরা যে অসি ও অগ্নির আশ্রয় লইব, তাহা আপনার অপরিজ্ঞাত ছিল না।”

কাউণ্টেস গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনারা রুষ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্দীপনা করিবেন; কিন্তু আপনারা যে ঘৃণিত নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইবেন, রুষ-সম্রাটকে ধরিবার জন্য সাহসী সৈনিকদিগের প্রাণবধ করিবেন, ইহা ভাবি নাই। আপনাদিগের সম্প্রদায়ের কেহ কেহ নরহত্যা করিয়াছে, এ কথা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু আমি ঐ সকল হত্যাকাণ্ডকে সমিতির কার্য্যনীতির ফল বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া সমিতির কেহ কেহ ঐরূপ কাজ করিয়া

ফেলিয়াছে; কিন্তু আজ প্রাতে সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতেই আমার চোখ ফুটিয়াছে। আপনারা আমাকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু আমাকে আর আপনাদিগের দলে রাখিতে পারিবেন না।"

"তাহা হইলে, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ফরাসীর জন্য আপনি জীবন বিসর্জ্জন করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! আপনি অন্যায়ের প্রতীকার-পরায়ণা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনি রুষদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন!"

কাউণ্টেস ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"যথেষ্ট হইয়াছে। আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আপনাদিগের সহিত বিরোধ করিব না; কিন্তু আমার অবমাননা করিবেন না। ঐরূপ করিবার অধিকার আপনার নাই, আমার অতীত জীবনের ঘটনাবলীই তাহার সাক্ষী। যিনি পোল্যাণ্ডের রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সাইবিরিয়ায় বন্দীদশায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন,—আমি তাঁহারই কন্যা। স্বদেশকে অধীনতাপাশ-মুক্ত করিবার জন্য আমি আপনাদিগের সহিত মিলিয়াছিলাম, আর যে সকল নির্ভীক নরনারীকে আপনাদিগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলাম, তাহাদিগেরও অন্য উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু আজ সে জন্য লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। কার্ডকি দেশের সেবা করিয়াছে, আমার আজ্ঞাপালন করিয়া সে দেশের কাজ করিতেছে বলিয়া তাহার ধারণা। জাষ্টাইন প্যারিসের রমণী, কিন্তু তাহার পিতা ও স্বামী পোল। আর সাহসী জর্জ্জেট—যে আমার জন্য তাহার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছিল, সে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের পৌত্র। এই ফরাসী পোল্যাণ্ডের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, আর যে রমণী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের

বিদ্রোহের সময় ইঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভ্রান্তবংশপ্রসূতা কাউণ্টেস ওয়েলেন্সকা। তিনি দেশের জন্য তাঁহার সুখ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধন-জন, কুল-গৌরব সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়াছেন; দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি সামান্যা নারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন, দেশের মুক্তির জন্য এখনও তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হন নাই। কিন্তু যে সকল কাপুরুষ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নৃশংস নরহত্যা-পাপে কলুষিত হইয়াছে, এই মহীয়সী মহিলা তাহাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন, এ কথা মনেও স্থান দিতে পারেন কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি ইহাদিগের চৌর্য্য-ব্যাপারে তাঁহার পৌত্রকে সহকারী করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন ত !"

"যে দলিল-পত্রের জন্য আমার স্বদেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, সেই কাগজ হস্তগত করিবার জন্য সে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। সে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছিল। আমিই এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম; কিন্তু এই কার্য্য সাধনে আমাকে কি যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নহে।"

"হাঁ,—আপনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এত দিন এমন নিপুণতা ও নির্ভীকতার সহিত সম্প্রদায়ের কাজ করিয়া কোন্ উন্মাদনার বশে আপনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন, তাহাই আমি ভাবিতেছি। যে দিন সেই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে, তদবধি আপনি কত অদ্ভুত কাজই করিয়াছেন। কার্ডকি শবাগার হইতে ছিন্ন হস্ত চুরি করিয়াছে, জাষ্টাইন হারা-ব্রেসলেট উদ্ধার করিয়াছে, এ সকল আপনার প্রতিভার অদ্ভুত ফল! যে দুর্ঘটনায় আমাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটিতে

পারিত, আপনার কৌশলে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ আপনি সেই পুরাতন ঘটনাকে জাগাইয়া তুলিতেছেন, সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও আপনার বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এত কষ্টে—এত যত্নে যে ফল ফলিয়াছে তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন! সহসা কেন এই ভাবান্তর ঘটিল বলিতে পারেন কি ?"

"কেন ?—নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করা ভিন্ন আর কোন কারণ নাই। যখন শুনিলাম, মসিয়ে কার্ণোয়েল বিনা অপরাধে চৌর্য্য-পাপে কলঙ্কিত, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি অজ্ঞাতসারে তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়ভাগিনীর যে ক্ষতি করিয়াছি, সে ক্ষতির প্রতীকার করিব।"

"আচ্ছা,—তাহা হইলে আপনি স্বীকার করিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রণোদনায় আপনি আমাদিগের বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছেন। এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তথাপি দুইটি সর্ত্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।"

"থাক্,—আপনাকে আর কষ্ট করিয়া সর্ত্তের কথা বলিতে হইবে না। আমি কোন সর্ত্তেই সম্মত হইব না।"

ডাক্তার অবিচলিতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রথম, আপনি জন্মের মত ফ্রান্স পরিত্যাগ করিবেন। দ্বিতীয়,—কাল রাত্রিতে জাষ্টাইন ও কার্কডি মসিয়ে কারনোয়েলকে আপনার গৃহে রাখিয়া গিয়াছে,—যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে এই ব্যক্তিকে এখনই আমার হস্তে সমর্পণ করুন।"

ঘৃণার হাসি হাসিয়া কাউন্টেস্ বলিলেন, "মসিয়ে কারনোয়েলকে আপনার হস্তে দিব ?—তাঁহাকে প্রাণে মারিবার জন্য বুঝি ?"

"তাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, আপনি যাহাই করুন না কেন, তাহার নিষ্কৃতি নাই।"

"আর আপনিই আমার কাছে এই ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত প্রস্তাবের কথা বলিতে আসিয়াছেন? আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে অনেকটা চিনিয়াছেন।"

"আপনি এ প্রস্তাবে অসম্মত?" কাউণ্টেস কথার উত্তর করিলেন না, ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ভিলাগোসকে দ্বার দেখাইয়া দিলেন। ভিলাগোস পরুষভাবে বলিলেন,—"উত্তম, আপনি আমাকে দূর করিয়া দিলেন, আমি আর আসিব না, আপনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না, আজি হইতে এক পক্ষ মধ্যে আপনাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল একটি কথা বলিয়া যাই, শুনিয়া রাখুন, যে যে আপনাকে সাহায্য করিয়াছে, যে যে আপনার বিশ্বাসভাজন হইয়াছে, তাহাদিগের আর নিস্তার নাই! আপনার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা পরিত্রাণ পাইবে না। বিদায়,— কাউণ্টেস, আপনার মৃত্যুতে আমি ব্যথা পাইব, আপনি ইচ্ছা করিলে অতি প্রবলভাবে আমাদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু বিশ্বাসহন্ত্রীর মৃত্যু আপনার ঘটিবে; কেন না, উহাই আপনার বাঞ্ছা।"

এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিবার পর ভিলাগোস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কার্ডকি বাহিরে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিল। ম্যাক্সিম তৎক্ষণাৎ যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন। কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিমের নিকট গিয়া দেখিলেন, কুমারী এলিস তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। স্রোত-তাড়িত বেতসীর ন্যায় এলিসের কমনীয় তনুলতা কাঁপিতেছিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্তও লোপ পাইয়াছিল। ম্যাক্সিম ধীরস্বরে বলিলেন—"আমরা সকল কথাই শুনিয়াছি।"

অতি কোমল করুণ-হাস্তে কাউণ্টেসের অধর রঞ্জিত হইল; তিনি বলিলেন, "এখন আমার মৃত্যু উপস্থিত।"

"মৃত্যু!—ঐ দুরাত্মারই মৃত্যু উপস্থিত! আমি স্বয়ং তরবারির আঘাতে পাষণ্ডকে ইহলোকের পরপারে পাঠাইব।"

"না,—এই নরহন্তার জন্ম আপনার অমূল্য জীবন বিপন্ন করিতে পারিবেন না।"

"মসিয়ে কারনোয়েল নিরপরাধ, এ কথা আপনারা শুনিয়াছেন; এখন আমি মরিলে ক্ষতি কি?"

"আমার মত, এলিসের ও কারনোয়েলের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমার পিতৃব্যও উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবেন। কারনোয়েল দীনভাবে গর্ব্বিত হৃদয়ে যে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে সেই গৃহে লইয়া যাইব। তিনি আজ উন্নত মস্তকে সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন। তিনি কি এখানে আছেন?—না অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছেন?"

"হাঁ,—তিনি এখানেই আছেন, আমি স্বয়ং তাঁহাকে ডরজেরেসের নিকট লইয়া যাইব। আমি তাঁহার যে অপকার করিয়াছি, স্বয়ং তাহার প্রতীকার করিব।"

ম্যাক্সিস উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার পিতৃব্য—"

"আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইবেন কি না?—কিন্তু আপনাকে এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্মত করাইতে হইবে। এইমাত্র আপনারা যে কথা শুনিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিবেন, আর আমার গোপন করিবার কিছুই নাই। আমি এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া যে আত্মাবমাননা করিয়াছি, এ কথা লোকে জানিলে, আমার আর ক্ষতি নাই। আমি ইহাদিগের ভয় প্রদর্শনেও ভীতা নহি। আমি এ বিষয়ে

এরূপ ভয়শূন্য হইয়াছি যে, মসিয়ে ডর্‌জেরেসকে এই গুপ্তকাহিনী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাকে অনুরোধ করিব।”

“উহা ঘোর অবিবেচনার কাজ হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি এ কাজ করিবেন না। কেন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিপদ্‌-সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন? কার্‌নোয়েল্‌ কলঙ্কমুক্ত হইল, ইহাই যথেষ্ট। আমি আমার পিতৃব্যকে আপনার আগমন-সংবাদ বলিতে চলিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য আলোচনা অনাবশ্যক।”

কাউণ্টেস্‌ এলিসের মুখপানে চাহিলেন;—দেখিলেন, তাহার নয়নে যেন দ্বিধা ও উৎকণ্ঠা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাউণ্টেস্‌ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—“আমি আপনাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন কি?” এলিস কথা কহিতে পারিল না। তাহার কোমল কপোল বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল।

কাউণ্টেস্‌ আবার বলিলেন, “বাস্তবিক আমি আপনার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি। যখন শুনিলাম, আপনার প্রেমাস্পদের নামে কলঙ্ক রটিয়াছে, তখন আপনার পিতার নিকট আমি অপরাধ স্বীকার করিলেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইত। আমি নীরব থাকিয়াই পাপ করিয়াছি, উহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। এ জীবনে আমার আর অধিকার নাই,—আততায়ীরা এ জীবন গ্রহণ করিবেই; সুতরাং আপনাদিগের নিকট আমার জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব না। কিন্তু যদি আপনাদিগের দেশের কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, আপনাদিগের বিবেচনায় আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা হইলে আমি আত্মসমর্পণেও প্রস্তুত। আমি জগতের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিব, আমি এই নরপিশাচদিগের সহকারিণী,—তাহাদিগের কার্য্যোদ্ধারের জন্য আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি।”

কম্পিতকণ্ঠে এলিস্ বলিল,—"আপনি এই কাজ করিবেন ?"

"কেন,—ইহাতে কি আপনার সন্দেহ হইতেছে ? তাহা হইলে বোধ করি, সেই নরাধমকে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহা আপনি শুনিতে পান নাই। আমি নিজেই আপনার পিতৃগৃহে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম,—এ কথা কি শুনেন নাই ? আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইতেছে না ? তবে চাহিয়া দেখুন।"

এই বলিয়া কাউণ্টেস্ নিজ প্রসাধন কক্ষস্থ একটি কুলঙ্গীর কৃষ্ণ-যবনিকা অপসারণ করিলেন। এলিস্ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাউণ্টেস্ আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"এই দখুন সেই ছিন্নহস্ত।"

ম্যাক্সিম্ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনারই হস্ত ছিন্ন হইয়াছে ?"

কাউণ্টেস্ বাম বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই ?" কাউণ্টেসের বাহুর মণিবন্ধে একখানি কৃত্রিম হস্ত সংলগ্ন ছিল। একে একে সকল কথা ম্যাক্সিমের মনে পড়িল। কাউণ্টেস্ কখনও কর-পল্লবের আবরণী মোচন করেন নাই। তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না।

কাউণ্টেস্ আবার বলিলেন,—"হস্ত-ছেদনকালে আমি নীরবে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম ; শোণিতপাতে আমার যত না যন্ত্রণা হইয়াছিল, ভিলাগোসের ষড়যন্ত্রে সম্মতিদানে আমার ততোধিক ক্লেশ হইয়াছিল ; আমি জানিতাম, দেশের জন্য আমি শোণিত দিতেছি। ভিলাগোসই সর্ব্বপ্রথমে অপূর্ব্ব সুন্দরী জাষ্টাইনের রূপমোহে আপনাকে মুগ্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে, সেই আপনাকে আমার গৃহে আনিয়াছিল ; ভাবিয়াছিল, যে কার্য্যে জাষ্টাইন বিফল-মনোরথ হইয়াছে, আমাদ্বারা সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

এই চেষ্টায় আমার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। সে সময়ে আমার উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমি তখন যে অভিনয় করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ভয়ানক পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু আমার জীবন-মরণে তাহার কি আসিয়া যায়,—চুরির সহিত আমার সংস্রবের সকল প্রকার চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হয়। তাহার মনে মনে ধারণা হইয়াছিল, আমি ধরা পড়িলে লোকে তাহাকে এই ষড়যন্ত্রের নায়ক বলিয়া সন্দেহ করিবে। আপনি যে আমাকে মসিয়ে কার্নোয়েলের বিপদের কথা বলিবেন, আমি নিরপরাধ ব্যক্তির কলঙ্ক-ক্ষালনে প্রবৃত্ত হইব, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই,—ভাবিলে সে কখনও আপনাকে আমার গৃহে আনিত না। যে দিন সে বুঝিল, আমি মসিয়ে কার্নোয়েলকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছি, সেই দিন হইতেই সে আমার শত্রু হইল। সে আমার সহিত গোপনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, আমার উপর নজর রাখিতে লাগিল, আমার অনুগত ব্যক্তিদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিল। কিন্তু যখন দেখিল, আমরা তাহাকে পরাজিত করিয়াছি, বন্দী নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, ষড়যন্ত্রের গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন সে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া আমার প্রাণনাশের আদেশ প্রচার করিল।"

"কিন্তু আপনারও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছে, এ কথা সে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার এই দণ্ডাদেশ হাস্যোদ্দীপক—বিদ্রূপবাক্যে পরিণত হইবে।"

কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিমের কথার উত্তর না দিয়া এলিসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আসুন, এখন আপনার কথা কই; আপনার ভাবী পতি উদারচেতা, উন্নতহৃদয়, মহৎ ব্যক্তি। আমি তাঁহার কোন অপকার না

করিলেও, আপনার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার জন্য প্রফুল্ল-হৃদয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম। আপনাদিগের মিলন ঘটাইয়াছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি যখন মসিয়ে কার্নোয়েলকে আপনাদিগের গৃহে লইয়া যাইব, সে সময় মসিয়ে ডর্জেরেস্ উপস্থিত থাকিবেন।”

এলিসের কথা কহিবার শক্তি ছিল না, তাহার হৃদয়ে তুমুল ঝড় বহিতেছিল। ম্যাক্সিম্ ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কাউণ্টেস্ মৃদুস্বরে বলিলেন “যান,—আপনি কুমারী এলিসকে তাঁহার পিতার নিকট লইয়া যান, তাঁহাকে আমার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করুন। আর সময় নাই, বিলম্ব করিবেন না। আজ আমি যে কার্য্য করিতেছি, কাল হইতে আর তাহা করিতে পারিব না। আমার দিন ফুরাইয়াছে।”

কাউণ্টেসের কথার প্রতি ম্যাক্সিমের সেরূপ লক্ষ ছিল না। কাউণ্টেস্ যে ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্তে যে কোন মুহূর্ত্তে নিজ মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা প্রকারান্তরে বলিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না;—তিনি অন্য কথা ভাবিতে ছিলেন। [illegible] বলিলেন,—“কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট কিরূপে কার্নোয়েলের হস্তগত হইল, তাহা প্রকাশ না পাইলে, আমার পিতৃব্য কারনোয়েলকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।”

কাউণ্টেস্ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—“কোন শত্রু তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঐ টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল। হয় ত এটা ভিলাগোসের কাজ, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই,—অর্থেরও তাহার অভাব নাই। কিন্তু মসিয়ে কার্নোয়েল্ যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র আপনাদের নিকট আছে;—আমি পত্র দেখিব। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। মসিয়ে কার্নোয়েলের অকস্মাৎ অর্থলাভ যে ঘোর ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা

আমরা সপ্রমাণ করিতে পারিব, দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি আপনার পিতৃব্য-গৃহে উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া কাউণ্টেস্ দক্ষিণ হস্তে এলিসের কর-পল্লব গ্রহণ করিলেন। এলিস্ আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না ;—কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ম্যাক্সিম আর কথা কহিলেন না ; তিনি এলিসকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের গৃহ পরিত্যাগের পর একেবারে পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। পিতৃব্যকে সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বলাই তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। মুগ্ধ-হৃদয়া এলিস্ তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টা বলিয়াছিলেন, মসিয়ে ডবৃজেরেসের সহিত এ বিষয়ে আলোচনাকালে যখন সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখনই তিনি দেখা দিবেন। কিন্তু ম্যাক্সিম্ পিতৃব্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি অল্পক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। তখন তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এলিসের মঙ্গলের জন্য, নিরপরাধের কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য তাঁহাকে এই যুদ্ধে মসিয়ে কার্‌নোয়েলের পক্ষাবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কার্‌নোয়েলের জন্য যুঝিতে গেলেই তাঁহার বন্ধু ভিগ্‌নরীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে; সুতরাং কথাটা পূর্ব্বেই তাঁহাকে খুলিয়া বলা কর্ত্তব্য। ভিগ্‌নরী সাধু প্রকৃতি সদাশয় ব্যক্তি, এ বিবাহে সে সুখী হইবে না; এলিস্ অন্যের অনুরাগিণী, এ কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেই সে নিরস্ত হইবে। ম্যাক্সিম্ এইরূপে নিজ সঙ্কল্প স্থির করিয়া ভিগ্‌নরীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, জর্জ্জেট্ সেই দিকে আসিতেছে। জর্জ্জেট্ সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সহাস্যমুখে আনন্দ-প্রদীপ্ত নয়নে, দুই পকেটে দুইখানি হাত পুরিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিল। জর্জ্জেটের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ম্যাক্সিম জর্জ্জেটকে বলিলেন,—"এখন তুমি বেশ আরোগ্য হইয়াছ,—না ?"

"হাঁ,—কখনও যে আমার অসুখ হইয়াছিল, তাহা এখন আর বোধ হইতেছে না ; আবার স্মরণশক্তিও ফিরিয়া আসিয়াছে ;—সব কথাই মনে পড়িয়াছে।"

"তাহা হইলে তোমাকে এখন আমি যাইতে দিব না। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এত তাড়াতাড়ি করিয়া কোথায় যাইতেছ ?"

"যাহারা বাক্স চুরি করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া সিন্দুক খুলিতে হয় বলিয়া দিয়াছিলাম ; সেই কথাই মসিয়ে ডরজেরেসকে বলিবার জন্ম যাইতেছি।"

"আমারও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছিল ; তুমি কি নিজ ইচ্ছায় কাকাকে এই কথা বলিতে যাইতেছ ?"

"না,—আমার ঠাকুরমা আমাকে ঐ কথা বলিতে পাঠাইয়াছেন।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এ সমস্তই কাউন্টেসের কার্য্য। তাঁহার উপদেশেই ম্যাডাম পিরিয়াক জর্জ্জেটকে পাঠাইয়াছেন। তিনি জর্জ্জেটকে বলিলেন, "তুমি মসিয়ে ডরজেরেসের নিকট এ কথা প্রকাশ করিলে তিনি তোমাকে পুলিশে দিবেন,—তোমার প্রাণে কি ভয় নাই ?"

"কথাটি প্রকাশ করিয়া যদি আমাকে জেলে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও সম্মত আছি। কিন্তু আমার আশা আছে, কুমারী এলিস তাঁহার পিতাকে ঐরূপ কাজ করিতে দিবেন না ; আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন।"

"মসিয়ে ডরজেরেসের মনে দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য তুমি বুঝি সুন্দর সাজ-গোছ করিয়া আসিয়াছ ? জানি না, তোমার কথা শুনিয়া তিনি কি মনে করিবেন।"

"না মহাশয়, কাউণ্টেস আমাকে এই পোষাক দিয়াছেন; আজ সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে ও ঠাকুরমাকে লইয়া চলিয়া যাইবেন। আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে না, সেই জন্য মন কেমন করিতেছে।"

ম্যাক্সিম ভাবিলেন, কাউণ্টেসের প্যারিস পরিত্যাগ সম্বন্ধে সংবাদ লইবার সময় এ নহে। তিনি বলিলেন,—"কাকা এখন বাড়ী নাই; এস একটু বেড়াইয়া আসি, পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিও।"

উভয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে ভিগনরীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি দীর্ঘকায় ব্যক্তি দ্বারবানের সহিত কথা কহিতেছিল, সে ম্যাক্সিমকে দেখিয়া নমস্কার করিল। সে বলিল,—"আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? এই সে দিন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হইল, সেই যে আমি রুদে জুঁফ্রেতে মোরগ-ডাক ডাকিয়াছিলাম,—মনে নাই?"

ম্যাক্সিম সহসা এই প্রকার সাক্ষাৎকারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"হাঁ চিনিতে পারিয়াছি।"

"এজিনর গালোপার্ডিন, হিসাব-নবীশ, এপলো-সভার সভ্য! বাল্য-বন্ধু জুলস্ ভিগনরীর সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। দুই মাস ধরিয়া তিনি আমার কোন খবরই রাখেন নাই। আজ সকালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য খবর দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বাহিরে গিয়াছেন, আমার ছুটীর আমোদটা মাটী হইল।"

"আমিও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম; বড় মুস্কিল হইল দেখিতেছি।"

"আপনার সঙ্গেও তাহা হইলে চা'ল চালিতেছেন। টাকা হইলে মানুষের স্বভাব বদলাইয়া যায়। দুই মাস পূর্ব্বেও তাঁহার এত দেমাক

ছিল না, একটা কাজের জন্য নিজে আমার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তখন আমার উপর তাঁহার বিশ্বাসই বা কত! আমাকে দিয়া একখানি বেনামী চিঠি পর্য্যন্ত লিখাইয়া লইয়াছিলেন।"

ম্যাক্সিম সাগ্রহে বলিলেন,—"কি বল্লেন আপনি?—ব্যাপার কি মহাশয়?"

"ব্যাপার অতি সোজা। যাঁহারা মসিয়ে ডরজেরেসের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ভদ্রলোক, আর একজন ভদ্রলোকের পঞ্চাশ হাজার টাকা ধারিতেন; সেই টাকাটা তিনি আপনার নাম গোপন রাখিয়া ফেরত দিবার ব্যবস্থা করেন; বেনামী চিঠি লিখিয়া টাকা ফেরত দেওয়া হয়। মহাশয়! আপনা-আপনির মধ্যে কথা, কিছু মনে করিবেন না; আমার বিশ্বাস, লোকটা টাকা চুরি করিয়াছিল।"

"ভিগনরী আপনাকে টাকা পৌঁছিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন?"

"হাঁ,—আমি গরীব বটে; কিন্তু আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে। আমি ঠিকমত ভদ্রলোকটির বাড়ীতে টাকা পৌঁছিয়া দিই। টাকার সঙ্গে যে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল, সে চিঠিখানি পর্য্যন্ত আমার নিজের হাতে লেখা। নোটগুলি কোন্ ব্যাঙ্ক হইতে আসিল, পাওনাদার এ কথা জানিতে পারে, দেনাদারের ইহা ইচ্ছা ছিল না। পাওনাদার ভিগনরীর হাতের লেখা চিনেন, এই জন্য ভিগনরী আমাকে ধরিয়াছিল। ভিগনরী আমায় আশা দিয়াছিল, দেনদার ভদ্রলোকটি আমাকে কিছু পুরস্কার দিবেন; কিন্তু পুরস্কারটা এ পর্য্যন্ত চক্ষেও দেখি নাই।"

সকল কথা শুনিয়া ম্যাক্সিমের মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আপনি সেই পত্রখানি দেখিলে চিনিতে পারিবেন?"

"ভিগনরীর কথামত যে পত্র লিখিয়াছিলাম ?—খুব পারিব। ভিগনরী দেখিবেন, আমি তাঁহার একটি কথাও বদলাই নাই।"

"আমার সঙ্গে আসুন!"

"কোথায় যাইতে হইবে,—মহাশয় ?"

"এই মসিয়ে ডরজেরেসের বাড়ীতে; এ জন্য তিনি আপনার ধন্যবাদ করিবেন।"

"যাইতে আমি খুব রাজি আছি; কিন্তু ভিগনরী যদি অসন্তুষ্ট হয় ?"—

"আসুন মহাশয়; আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মত কাজ করুন। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, এ জন্য আপনি পুরস্কৃত হইবেন।"

গালোপাডিন ম্যাক্সিমের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জর্জেটও তাঁহাদিগের সঙ্গী হইল। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইতেছিল যে, সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। তাঁহারা শীঘ্রই সুরেসনেসে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্সিমের পিতৃব্যের গৃহ তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে শত হস্ত দূরে; সেই সময় তিনি দেখিলেন, ভিগনরী অন্য দিক হইতে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছেন। ভিগনরী দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদিগকে দেখিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গালোপাডিন বলিল,—"ওঃ কি অহঙ্কার! এখন আমাদিগকে দেখিয়াই মহাত্মা চম্পট দিলেন! এক সময়ে এ গরীবের সঙ্গে তাঁহার যে পরিচয় ছিল, সে কথা স্বীকার করিতেও তাঁহার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়, বেশ, আমি একদিন এই দেমাকের শোধ দিব।"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"হাঁ, তিনি এখন আমাদিগের সঙ্গ এড়াইতে চান। আমাদিগকে হাত-ধরাধরি করিয়া যাইতে দেখিয়াই তিনি আমার

উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। চলুন, মহাশয়, একটু তাড়াতাড়ি করিয়া চলুন। কাকার সঙ্গে আপনার দেখা করাইয়া দিবার জন্য আর আমার তিলার্দ্ধ বিলম্ব সহিতেছে না।"

গালোপার্ড্রিন বিনা বাক্যব্যয়ে ম্যাক্সিমের সঙ্গে চলিল। বন্ধুর প্রতি তাহার আর মমতা ছিল না;—বন্ধুর ইষ্টানিষ্টের প্রতিও আর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

ম্যাক্সিম বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, তাঁহার পিতৃব্য ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আপিসে আছেন। জর্জ্জেটকে ম্যাক্সিমের সঙ্গে দেখিয়া দ্বার-রক্ষক দেনলিভাঁর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাহার পর, সে যখন দেখিল, দরজায় একখানি সুন্দর গাড়ী আসিয়া লাগিল এবং মসিয়ে কারনোয়েল কাউণ্টেস ইয়ান্টাকে গাড়ী হইতে নামাইবার জন্য তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, তখন সে একেবারে হতবুদ্ধি হইল। ম্যাক্সিম সাদরে উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"এখনই পিতৃব্যের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে। সফলতা সম্বন্ধে এখন আর আমার সন্দেহ নাই। জর্জ্জেট আমাদিগকে সাহায্য করিবে। তদ্ভিন্ন ভগবানের কৃপায় আর একটি লোককে আমি সংগ্রহ করিয়াছি; তিনি আপনার নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ দিবেন।" ম্যাক্সিম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন হিসাব-নবীশকে দেখাইলেন।

কাউণ্টেস ধীরভাবে বলিলেন,—"চলুন ভিতরে যাওয়া যাক্।" কাউণ্টেসের স্বভাব-সুন্দর মুখ পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু মসিয়ে কারনোয়েলকে তাঁহার অপেক্ষাও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। দীর্ঘকাল বন্দিদশায় থাকিয়া তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। কাউণ্টেস ধীর-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। মসিয়ে কারনোয়েলের সেই আত্ম-

গরিমা পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তাঁহারা যেন ন্যায়বিচারের প্রার্থী হইয়া আজ এ গৃহে পদার্পণ করেন নাই; যেন অপরাধীকেই ক্ষমা করিতে আসিয়াছেন। ম্যাক্সিম সেনাদলের পুরোবর্ত্তী অটল-সঙ্কল্প সেনানীর ন্যায় সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সোপানমালা অতিক্রম করিয়া মসিয়ে ডরজেরেসের কার্য্যালয়-সংলগ্ন বৈঠকখানার দ্বারে উপনীত হইলেন। জর্জ্জেট বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিল। ঘরে কেহ ছিল না; কিন্তু মসিয়ে ডরজেরেসের উচ্চ-কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছিল। সঙ্কটকাল উপস্থিত; কিন্তু ম্যাক্সিমের মনে তিলমাত্র দ্বিধার সঞ্চার হইল না। তিনি হিসাব-নবীশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনি মহাশয়-লোক, এই সঙ্কটের সময় আপনার সহায়তার উপর নির্ভর করিতেছি। আমার একজন বন্ধুর মান-সম্ভ্রম এবং চরিত্র মিথ্যা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। আশা করি, আমি যতক্ষণ না আপনাকে ডাকি, ততক্ষণ আপনি এই বালকের সঙ্গে এইখানে প্রতীক্ষা করিবেন।"

আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ম্যাক্সিম কার্য্যালয়ের দ্বার উন্মোচন করিলেন এবং কক্ষ মধ্যে কাউণ্টেসের প্রবেশার্থ দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কাউণ্টেস কারনোয়েলের বাহু অবলম্বন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এলিস্ একটি সোফায় বসিয়া বাহুমধ্যে মুখ লুকাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল; ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। মসিয়ে ডরজেরেস উচ্চকণ্ঠে বকিতেছিলেন; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আগন্তুকদিগকে দেখিয়া ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন। কারনোয়েল ইহাদিগের সঙ্গে না থাকিলে তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেন না; যাহাই মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু কন্যার

অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্ম-সংযম করিলেন। অভাগিনী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

কিন্তু একজনের উপর ঝাল না ঝাড়িলে ত তাঁহার শান্তি নাই, কাজেই তাঁহার ক্রোধের বজ্র ম্যাক্সিমের মাথায় পড়িল। আরক্ত-নয়নে ম্যাক্সিমের মুখপানে চাহিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে মসিয়ে ডরজেরেস্ বলিলেন,—"যাহাদিগের এখানে কোন কাজ নাই, তাহাদিগকে কোন্ সাহসে আমার নিকট আনিয়াছ?"

ভ্রাতুষ্পুত্র স্থিরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমি যে কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য এখনই আপনি আমাকে সাধুবাদ করিবেন।"

"সাধুবাদ করিব?—আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছ?"

কাউণ্টেস বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা আছে; আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুনুন।"

"কোন প্রয়োজন নাই,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি জানি;— সে কথা আমার কন্যাই আমাকে বলিয়াছে; কিন্তু আপনি যে উপন্যাস রচিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি নাই; আর যে লোকটাকে আমি আমার গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছি, তাহাকে আমার বাড়ীতে পা দিতে দিব না, ইহাই আমার পণ।" এই বলিয়া তিনি কারনোয়েলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কারনোয়েল চমকিয়া উঠিলেন, তিনি উপযুক্ত ভাষায় মসিয়ে ডরজেরেসের বাক্যের উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলে বিরোধ মিটাইবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত; কিন্তু সহসা এলিসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কারনোয়েল আর কথা কহিলেন না। মসিয়ে ডরজেরেস কারনোয়েলের এই গর্ব্বদৃপ্ত অটলভাব দর্শনে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিষদিগ্ধ-কণ্ঠে বলিতে

লাগিলেন,—"এ যে দেখিতেছি নির্লজ্জতার চূড়ান্ত! কিন্তু এখনই এ ব্যাপারের উপসংহার করিতে হইতেছে। ভদ্রে, আপনার নিকট বক্তব্য এই যে, আপনি আমার কন্যাকে যে গল্প বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, আপনি আমার সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কাজের জন্য লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই কাজ করিয়াছেন বলিয়া যদি আপনি গৌরব বোধ করেন, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী যে আপনার সহকারী ছিলেন না, আমার মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন না। আমি তাঁহার কোন সন্ধান রাখিতে চাহি না, আপনার এই অমার্জ্জনীয় আচরণও আমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমি আপনাদিগের কোন কথাই শুনিব না। আপনারা যাহার পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঐ সকল কথায় তাহার কলঙ্ক ক্ষালন হইবে না। আপনি যে বোরিসফের কাগজ হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু মসিয়ে কারনোয়েল আমার সিন্দুক হইতে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়াছিলেন, কল্পিত চিঠিই তাঁহার এই দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য এই চিঠি প্রস্তুত করা হইয়াছে। যদি তাঁহার সাহস থাকে, তাহা হইলে সেই দেনদারকে খুঁজিয়া বাহির করুন,—এখানে তাহাকে উপস্থিত করুন। ঐ সেই চিঠি,—ঐ টেবিলের উপর রহিয়াছে।"

ম্যাক্সিম দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যই আপনি এই পত্রলেখককে দেখিতে চাহেন? তিনি আপনার বৈঠকখানায় আছেন। আপনি অনুমতি দিন—আর নাই দিন, আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া গলা বাড়াইয়া ম্যাক্সিম বলিলেন,—"আপনি

একবার এই ঘরে আসুন, আমার পিতৃব্য আপনার সহিত কথা কহিবেন।”

গালোপার্ডিন বাধ্য হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুক্কুট-কূজনে কণ্ঠকলার পরিচয় দিবার সাধ তাঁহার একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। সে আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল; তাহার পর টুপিটা খুঁটিতে খুঁটিতে শঙ্কিতভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। মসিয়ে ডরজেরেস শুষ্কস্বরে বলিলেন—“কে আপনি?”

হিসাব-নবীশ চঞ্চল কণ্ঠে বলিল,—গালোপার্ডিন,—এজিনর গালো-পার্ডিন, ফ্লাণ্ডের কয়লার মহাজন মসিয়ে চারুলের আড়তের হিসাব-নবীশ; আপনি যদি আমার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে চাহেন, আমার মনিব—”

“আমি আপনার মনিবকে জানি; কিন্তু সে কথা হইতেছে না। এখানে কেন আসিয়াছেন?”

“আমি ত—আমি ত—তা’ জানি না—”

ম্যাক্সিম বলিলেন “আমি জানি,—আসুন ত মহাশয় এ দিকে! আমার কাকার ডেস্কের উপর যে কাগজখানি রহিয়াছে, উহার দিকে একবার চাহিয়া দেখুন দেখি।”

গালোপার্ডিন তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন এবং কাগজখানি হাতে করিয়াই বলিয়া উঠিল,—“এ যে আমার লেখা সেই চিঠি!”

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—“আপনার লেখা! আচ্ছা, দেখিতেছি; আপনি সত্য বলিতেছেন কি না, ঐ কালি কলম রহিয়াছে—চিঠিখানি নকল করুন দেখি!”

গালোপার্ডিন মনে করিল, মসিয়ে ডরজেরেস তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে হস্তাক্ষর ভাল কিনা দেখিতে চাহিতেছেন। সে চিঠি

নকল করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকটি কথা লিখিত হইবামাত্র মসিয়ে ডরজেরেস কাগজখানি টানিয়া লইলেন এবং কারনোয়েলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"বাস, আপনিই এই ভদ্রলোকের আদেশমত বেনামা চিঠি লিখিয়াছিলেন ?"

গালোপার্ডিন কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি তাঁহাকে চিনি না।"

মসিয়ে ডরজেরেস, গালোপার্ডিন ও মসিয়ে কারনোয়েলের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলেন, পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না। তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন হইল ; তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে কাহার কথামত আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন বলুন।"

গালোপার্ডিন বলিল,—"আপনার কোষাধ্যক্ষ জুলস্ ভিগনরী আমাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

"মিথ্যা কথা !"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মিথ্যা বলি নাই। ভিগনরী আমার বাল্য-বন্ধু, তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে এই চিঠির খসড়া লইয়া কার্দ্দিনেট ভোজনালয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিই আমাকে চিঠিখানি নকল করিতে বলেন। তিনি আমাকে বলেন, তিনি আপনারই কথামত আমার সহিত সাক্ষাৎ"—

"কি ! এতদূর সাহস ?—কিন্তু এ অসম্ভব ! ভিগনরী অতি সচ্চরিত্র, আপনি তাহার অসাক্ষাতে যে কথা বলিতেছেন, তাহার সাক্ষাতে কখনই উহা বলিতে পারিবেন না !"

"ক্ষমা করিবেন মহাশয়,—আপনি আদেশ করিলেই আমি তাহার সাক্ষাতে এই কথাই বলিব। আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তাহাকে ডাকিয়া আনিলে সে আমার কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

গাপোপার্ডিন এরূপ সরলভাবে কথা কহিতেছিল যে, মসিয়ে ডরজেরেসের পূর্ব্ববিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ম্যাক্সিম স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"এখন এ বিষয়ে আপনার কি মত—কাকা?"

"আমার বোধ হইতেছে, ইহা তোমাদিগের ষড়যন্ত্র; যতক্ষণ না আমি স্বয়ং ভিগনরীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি"—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সহসা জর্জ্জেট কক্ষ মধ্যেপ্রবেশ করিল। মসিয়ে ডরজেরেস ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিলেন,—"তুই এখানে এলি কেন,—পাজি?"

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"তোমাকে না ডাকিতেই এখানে আসে কেন?"

মসিয়ে ডরজেরেস্ বলিলেন,—"জানিস্ বেটা, তোকে জেলে দি জন্য পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দেওয়া উচিত? আমার কন্যা আমা সব বলিয়াছে। যাহারা নূতন চাবি দিয়া আমার সিন্দুক খুলিয়াছিল, তু তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছিস,—বেটা চোর!"

বালক ধীরভাবে বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ, গুপ্তচর কতকগুলি বীর পুরুষের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে সকল কাগজ-পত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই সকল দলিল উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছি। সে জন্য আপনি আমাকে জেলে দেওয়া যদি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই করুন"।

ম্যাক্সিম বলিলেন,—"কিন্তু আমি তোমাকে বিনানুমতিতে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

"আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, মসিয়ে ভিগনরী আমায় পাঠাইয়াছেন।"

"কে,—মসিয়ে ভিগনরী ? তুই আজ পাগল হ'লি নাকি ?"

"তিনি পাগলের মত বেশে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার হাতে এই পত্র দিলেন ; তারপর আমাকে আপনার হাতে পত্র দিতে বলিয়া ছুটিয়া গেলেন।

মসিয়ে ডরজেরেস বলিলেন,—"পত্র ?—ভিগনরীর পত্র ?—পত্রখানি দাও ত !"

জর্জ্জেট পত্র দিল। মসিয়ে ডরজেরেস কম্পিত হস্তে পত্র খুলিলেন। সকলেই বুঝিল, এইবার ব্যাপারের চরম দাঁড়াইল। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মসিয়ে ডরজেরেস নীরবে পত্র পড়িতেছিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া সকলে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল,—ললাট কুঞ্চিত হইল ও নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাহার পর, তাঁহার কপোল বাহিয়া বৃহৎ দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া কম্পিত-বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"শোন !"

ভিগনরী লিখিয়াছিল,—"মহাশয়, এখানি আমার অপরাধ স্বীকার পত্র। আপনি এতক্ষণ নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, আমি ঘোর কুকর্ম্ম করিয়াছি। আমার যে বন্ধু নিজ অজ্ঞাতসারে আমার এই কুকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, এইমাত্র তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, জর্জ্জেট উভয়ের অনুসরণ করিতেছিল। আমি তাঁহাদিগকে আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনাকে আমার কুকর্ম্মের কথা বলিতে যাইতেছিলেন। এখন চিরজীবনের মত ফ্রান্স হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আজ সন্ধ্যাকালে আমি প্যারিস হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইব ;—ইহাই আমা

উপযুক্ত শাস্তি ;—তজ্জন্য আমার দুঃখ নাই। আপনাকে পত্র লিখিতেছি বটে, কিন্তু নিজের কলঙ্ক-ক্ষালন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার পাপের কথা সমস্ত শুনিলে, বোধ করি, আপনি আমাকে তত তীব্রভাবে তিরস্কার করিবেন না,—এই ভরসায় পত্র লিখিলাম। যে দিন মসিয়ে বোরিসফ বাক্স লইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিন আমি তাঁহার আগমনের কিছু পূর্ব্বে আপিসে যাই ; গিয়া দেখি, সিন্দুক খোলা রহিয়াছে। আমি আপনাকে প্রথম চুরির চেষ্টা সম্বন্ধে যথাসময়ে সংবাদ প্রদান করি নাই বলিয়া মনে মনে অনেকবার আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, চোরেরা দ্বিতীয় বার চুরি করিতে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে চুরি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি জ্ঞান হারাইয়াছিলাম ; ভ্রমবশে বলিয়াছিলাম, পূর্ব্বে যে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাওয়া গিয়াছিল, তাহা চুরি গিয়াছে। কিন্তু একটা দেনার টাকা দিবার জন্য সিন্দুক হইতে যে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নোটগুলি বাহির করিয়া লইয়াছিলাম, সে কথা মনেই ছিল না। নোটের প্যাকেট পাঁচটি আমার ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়াছিলাম। তিন দিন পরে নোটগুলি আমি দেখিতে পাই।

রবার্টের বিরুদ্ধে আমি কোন কথাই বলি নাই, কেন না, তিনি আমার বন্ধু ; কিন্তু তাঁহাকে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যখন নোটগুলি আবার ফিরিয়া পাইলাম, তখন প্রথমেই আমার মনে আনন্দ হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, আমার বন্ধু যে নিরপরাধ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিব। বন্ধুর নির্দোষতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নোটগুলি আপনাকে দেখাইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন ; অকারণে তাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে দিন আফিসে ছিলেন না। চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যাকালেও সে দিন আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। কাজেই পরদিন নোট দেখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।